২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি

ও

কোভিড-১৯

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

গ্রন্থ পরিচিতি

'২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড' গ্রন্থটি প্রলম্বিত কোভিড সময়ে (২০২০-২০২১) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত একটি প্রকাশনা।

জাতিসংঘের ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি এবং এর আওতাধীন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২০ সালের মধ্যেই কিছু লক্ষ্য এবং ২০৩০ নাগাদ সকল লক্ষ্য অর্জনের কথা। বাংলাদেশ এ বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামনের কাতারের দেশ। বৈশ্বিক এ উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়নেও বাংলাদেশ ভূমিকা রেখেছে। সরকারের অংশীজন হিসেবে পিকেএসএফ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রন্থটিতে টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপট, বৈশ্বিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নে অগ্রগতি, কোভিড-১৯ উক্ত বাস্তবায়নকে কীভাবে প্রভাবিত করছে; পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, কোভিড-১৯ কীভাবে তাদের কর্মকাণ্ড প্রভাবিত করছে, পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ কীভাবে এ প্রলম্বিত সংকটকালেও দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছে সে সকল বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে দেখা যায়, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের আগে বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে (যেমন: সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য দ্রুতলয়ে বাস্তবায়িত হয়ে আসছিল (যদিও সকল ক্ষেত্রে নয়)। কোভিড-১৯-এর আগমন দু'একটি ছাড়া প্রায় সকল অভীষ্ট বাস্তবায়নের ওপর কমবেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯ দরিদ্র-অতিদরিদ্রদের জীবিকার পথ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রোগে মৃত্যু বরণ করেছে; এখনও করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পরিকল্পনাটির গোড়াপত্তন ও বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি কোভিড-১৯ মোকাবেলায়ও বিরাজমান। এক্ষেত্রে সরকারের সবচে' বড় অর্জন জীবন ও জীবিকার অগ্রাধিকারের দ্বৈরথকে সামাল দেয়া। প্রকৃতির সহানুভূতিও সহগামী হয়েছে এসকল পদক্ষেপের।

দারিদ্র্য নিরসনে ব্রতী প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ জাতিসংঘ ঘোষিত বৈশ্বিক এ উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল অভীষ্টের আওতায়ই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ সংকটকালেও কোনো সহযোগী সংস্থা তার কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়নি। এটা সংস্থাগুলোর ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতি এবং তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যকরণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোয় দুর্যোগ অভিযোজন সামর্থ্যের পরিচায়ক। তারা বৈরি পরিবেশে মানুষের পাশে তাদের উপস্থিতি বজায় রাখছে, নতুন পরিষেবার উন্মেষ ঘটাচ্ছে; মানুষকে সেবা পরিবেশন অব্যাহত রাখছে। কোভিড মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়তার নিমিত্ত তারা পিকেএসএফ-এর সাথে একাত্ম হয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

গ্রন্থটি স্বাভাবিক সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের পথে সবচে' বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতিকে চিহ্নিত করেছে; যা বৈশ্বিক, জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল পর্যায়ে সত্য।

গ্রন্থটিতে আসন্ন করণীয় হিসেবে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের ওপর একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার সুপারিশ রয়েছে। কোভিড সংকটকালে বা এর উত্তরণে পিকেএসএফ যে সকল উপায় এবং কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করেছে বা নতুনভাবে প্রয়োগে অভ্যস্ত হচ্ছে সে বিষয়গুলোও গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে: সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ভার্চুয়াল যোগাযোগ, চাহিদা অনুসারে পরিষেবার উদ্ভাবন ও তাতে পূর্বিতা নির্ধারণ, সম্পদ আহরণ, সামর্থ্য উন্নয়ন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, লেনদেনে স্থিতিস্থাপকতা ও ত্বরিৎ করণীয় নির্ধারণ ইত্যাদি।

২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড

এসডিজি সেল
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড

উপদেশনা
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

উপদেশনা ও তত্ত্বাবধান
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা
মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম

প্রণয়ন
ইখ্‌তিয়ার জাহান কবির

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০২১

প্রকাশক: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রচ্ছদ: বশির আহমেদ মামুন

সহযোগিতায়: শারমিন মৃধা

অলংকরণ: মোঃ আবদুল হক

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-০৭৯২-১

মূল্য: ৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)
US$ 20.00

গ্রন্থস্বত্ব: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মুদ্রণ : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং;১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সূচি

মুখবন্ধ xix

প্রাক্‌কথন xxiii

নির্বাহী সারসংক্ষেপ xxvii

অধ্যায়-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: প্রেক্ষাপট ১-০৫

অধ্যায়-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন: বৈশ্বিক অগ্রগতি, করোনার প্রভাব এবং করণীয় ৭-৪২

১.০ এক নজরে বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের চিত্র ৭

২.০ কোভিড সংক্রমণ, কোভিডে মানুষের মৃত্যু ও অন্যান্য অভিঘাত ৮-১২

৩.০ বিভিন্ন উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অগ্রগতির সাধারণ আলোচনা ১২-২৯

(১) অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ১২

(২) অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ১৪

(৩) অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ১৫

(৪) অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি ১৬

(৫) অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ১৬

(৬) অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ১৭

(৭) অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা ১৮

(৮) অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ১৯

(৯) অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ ২০

(১০) অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা ২১

(১১) অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা ২২

(১২) অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা ২৩

(১৩) অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ২৩

(১৪) অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ২৪

(১৫) অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ২৫

(১৬) অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ২৬

(১৭) অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ২৭

৪.০ কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয় ২৯-৩০

৫.০ সাল ২০২০: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বৈশ্বিক অগ্রগতি ৩০-৩৬

(১) জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহ ৩০

(২) অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ ৩৩

৬.০ মানসম্মত উপাত্ত: দরিদ্র দেশগুলোর তহবিল স্বল্পতা ৩৬-৩৭

৭.০ সংকট উত্তরণে করণীয় ৩৭-৪২

(১) স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম ৩৮

(২) দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম ৩৯

অধ্যায়-৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন: বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও কর্মকৌশল ৪৩-৪৮

অধ্যায়-৪: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন: বাংলাদেশের অগ্রগতি, কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও করণীয় ৪৯-৮৪

১.০ এক নজরে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অবস্থা ৪৯-৫০

২.০ বাংলাদেশে কোভিড সমস্যার চিত্র ও আলোচনা ৫১-৫৫

৩.০ বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন ও তার ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব ৫৬-৮০
(১) অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ ৫৬
(২) অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি ৫৭
(৩) অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ৫৯
(৪) অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা ৬১
(৫) অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা ৬৩
(৬) অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ৬৪
(৭) অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি ৬৬
(৮) অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬৭
(৯) অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো ৬৯
(১০) অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস ৭১
(১১) অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ ৭২
(১২) অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ৭৪
(১৩) অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম ৭৫
(১৪) অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন ৭৬
(১৫) অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন ৭৭
(১৬) অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ৭৮
(১৭) অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব ৮০
৪.০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৮১-৮৪
অধ্যায়-৫: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত লক্ষ্য এবং সূচক ৮৫-৮৯
অধ্যায়-৬: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পিকেএসএফ ৯১-১৮৮
১.০ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা ৯২-৯৮
(১) সরকারি বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ ৯২
(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ৯২
(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ৯২
(গ) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ৯৩
(ঘ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ৯৩

(২) পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকল্পে ফোরাম গঠন ৯৪
(৩) সমীক্ষা বা গবেষণা ৯৭
(৪) প্রকাশনা ৯৭
(৫) পরিবীক্ষণ ও পরামর্শ ৯৮
(৬) প্রশিক্ষণ ৯৮
২.০ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড ৯৮-১৮৮
অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ১০২
অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ১১১
অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ১২১
অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি ১২৮
অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ১৩৫
অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ১৪০
অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা ১৪৫
অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ১৪৭
অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ ১৫৮
অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা ১৬৩
অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা ১৬৭
অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা ১৭১

অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ১৭৪

অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ১৭৯

অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ১৮১

অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ১৮৩

অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ১৮৭

৩.০ কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয় ১৮৮

অধ্যায়-৭: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড ১৮৯-২৭৪

১.০ মাঠ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা ১৯০-২০৫

ক. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল কার্যক্রম বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ঐ সকল কার্যক্রম বা প্রকল্পের নাম বা অন্তর্ভুক্ত পরিষেবা অনুসারে তাদের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের খাতসমূহ ১৯২

খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পৃক্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড: সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২০০

গ. বর্তমান উপস্থাপনায় ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা ২০৩

ঘ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড: সংযুক্ততা (কানেক্টিভিটি) প্রদর্শনে সহযোগী সংস্থার পারঙ্গমতা বা সচেতনতা ২০৪

২.০ পরোক্ষ উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অভিষ্টের আওতাধীন লক্ষ্য ও সূচকে সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড ২০৬-২৭৪

অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ২০৬

অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ২১৪

অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ২২০

অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি ২২৪

অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ২৩০

অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ২৩৪

অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা ২৩৮

অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ২৩৯

অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ ২৪৭

অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা ২৫১

অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা ২৫৫

অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা ২৫৯

অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ২৬১

অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ২৬৪

অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ২৬৬

অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ২৬৮

অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ২৭৩

অধ্যায়-৮: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে কোভিড-১৯-এর প্রভাব উত্তরণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ ২৭৫-৩২১

১.০ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯ এর প্রভাব ২৭৬-২৯৭

(১) অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ২৭৬

(২) অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ২৭৮

(৩) অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ২৮১

(৪) অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি ২৮১

(৫) অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ২৮৩

(৬) অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ২৮৫

(৭) অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা ২৮৬

(৮) অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ২৮৬

(৯) অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ ২৯০

(১০) অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা ২৯১

(১১) অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা ২৯৩

(১২) অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা ২৯৩

(১৩) অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ২৯৪

(১৪) অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ২৯৪

(১৫) অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ২৯৫

(১৬) অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ২৯৬

(১৭) অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ২৯৭

২.০ কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর গৃহীত পদক্ষেপ ২৯৭-৩১০

(১) সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড ৩০২

(২) ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড ৩০৪

(৩) কৃষি খাতের আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড ৩০৯

(৪) অতিদরিদ্র পরিষেবা খাতের আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড ৩০৯

৩.০ সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯ এর প্রভাব ৩১০-৩১৬

৪.০ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ৩১৬-৩১৯

৫.০ কোভিড-১৯ কাল এবং কোভিড-১৯ উত্তরকালে সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমগত চ্যালেঞ্জ বা করণীয় ৩১৯-৩২১

অধ্যায়-৯: উপসংহার ও সুপারিশ ৩২৩-৩৩৮

পরিশিষ্ট ৩৩৯-৩৫৩

সংক্ষেপিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (বাংলা ও ইংরেজি)

আইডিএফ-ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
আইইডিসিআর – ইনস্টিটিউট অব ইপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড রিসার্চ
আইআরডি – ইন্টারনাল রিসোর্স ডিভিশন (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ)
আইইউসিএন – ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার
আইএনএম – ইনস্টিটিউট অব এক্সক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
আইএমএফ – ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড
আইএলও – ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
আইপিসি – ইন্টারন্যাশনাল প্যাটেন্ট ক্লাসিফিকেশন
আইসিটি – ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন্স টেকনোলজি
আইডিআরএ – ইনসিওরেন্স ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি
আরএমটিপি – রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট
আরএন্ডডি – রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
আরআরএফ - রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন
আরওএসসি – রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন
আঙ্কটাড – ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ইডকল – ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
ইপসা - ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন
ইএসডিও - ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
ই-টেন্ডার – ইলেক্ট্রনিক টেন্ডার
ইআরডি – ইকনোমিক রিলেশন্স ডিভিশন
ইইউ – ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
ইইসিএন - ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার
ই-বর্জ্য – বৈদ্যুতিন বর্জ্য
ইএনডিপি – ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
ইএলএনএইচএ – এমপাওয়ারিং লোকাল এ্যান্ড ন্যাশনাল হিউমেনিটারিয়ান এ্যাক্টরস
ইসিসিপি-ফ্লাড – এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড
ইফাদ - ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট
ইউএনও – ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেশন
ইউনেস্কো – ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন

ইউএন – ইউনাইটেড নেশনস
ইউএনও – ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন
ইউএনসিইডি – ইউনাইটেড নেশনস কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/ব্রান্ডল্যান্ড কমিশন
ইউএনডিপি – ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
ইউএসএইড-ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউনিসেফ – ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন'স ইমার্জেন্সি ফান্ড
ইউপিপি – আল্ট্রা পুওর প্রোগ্রাম
উফশী – উচ্চ ফলনশীল
a2i – এসপায়ার টু ইনোভেট
এইড্স – এ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম
এইচআইভি – হিউম্যান ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস
এপিলাপ – এ্যাডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুওর
এভিসিবি – এক্টিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ
এজিজিআরআই – এক্সিলেরেটিং দি জেনেটিক সেন্স ইন রাইস
এডিবি – এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
এফআইডি – ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স ডিভিশন (আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)
এফএও – ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন
এফএসপি – ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি পুওরেস্ট
এফএসভিজিডি – ফুড সিকিউরিটি ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড দেয়ার ডিপেন্ডেন্টস
এফরাপ – ফ্লাড রেস্টোরেশন এ্যান্ড রিকভারি এসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম
এফডি – ফাইন্যান্স ডিভিশন
এফডিআই – ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট
এলআইসিএইচপি – লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প
এলআরএল – লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন
লিফট – লার্নিং এ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস
এমআইসিএস – মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে
এমআরএ – মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
এমডিপি – মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এমডিজি – মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্স
মাইডাস – মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস
এফএসপি-ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি পুওরেস্ট
এফএসভিজিডি-মাইক্রোফাইন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেনশন ফর ভালনারেবল গ্রুপ

ডেভেলপমেন্ট
এনএনএস – ন্যাশনাল নিউট্রেশন সার্ভিস
এনএসএসএস – ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি
এনজিএফ – নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন
এসআরএফ – সলিডারিটি রেসপন্স ফান্ড
এসআরএলএফ – সাউদার্ন রিহ্যাবিলিটেশন লোন ফান্ড
এসইপি – সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট
এসএইচএস – সোলার হোম সিস্টেম
এসএমই – স্মল এ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ
এসএমটি – সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম
এসএডব্লিউআরপি – সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্টস প্রোগ্রাম
এসকাপ – ইউনাইটেড নেশনস ইকনোমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এ্যান্ড দি প্যাসিফিক
এসডিজি – সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স
এসসি৪এসডিজি – স্ট্রেনথেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি ফর এসডিজিস এ্যাচিভমেন্ট ইন বাংলাদেশ
এসডিসি – সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
এসএডিসি – সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কর্পোরেশন
ওইসিডি – অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ওডিএ – অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স
কেওআইসিএ – ইউনিসেফ এ্যান্ড কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সিকার্ব - কার্ব-সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ-বারিন্দ
ক্লাইম্ব – চাইল্ড লেবার ইম্প্রুভমেন্টস ইন বাংলাদেশ
কেবিএ – কি বায়োডাইভার্সিটি এরিয়া
কেজিএফ – কুয়েত গুড উইল ফান্ড
কেকেএস - কর্মজীবি কল্যাণ সংস্থা
কোডেক - কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
জেসিএফ – জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
জাইকা – জাপানিজ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি
জিআইইউ – গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
জিইডি – জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন
জিএনপি – গ্রোথ মনিটরিং এ্যান্ড প্রমোশন
জিএএ – গার্লস এ্যাডভোকেসি এলাউন্স

জিসিএফ – গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড
টিআইবি – ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
টিএমএসএস – ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ
ডব্লিউএইচও – ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন
ডব্লিউএফপি – ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম
ডব্লিউসিইডি – ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ডব্লিউটিও – ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন
ডিআইআইএসপি – ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইনসিওরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট
ডিবিএস - দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা
ডিএফআইডি - ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ডিআরআর – ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন
ডিএমএফ – ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড
ডিএসকে – দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ডিপিএইচই – ডিপাটমেন্ট অব পাবলিক হেল্‌থ এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিডিএমসি – ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি
পপি - পিপল্‌স ওরিণ্টেড প্রোগ্রাম্‌স ইমপ্লিমিন্টেশন
পেইস – প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস
প্রাইম – প্রোগ্রাম্‌ড ইনিশিয়েটিভ্‌স ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন
পিকেএসএফ – পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিএআর – প্রোমোটিং এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড রাইট্‌স
পিএমইউকে – পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
পিপিই-পারসোনাল প্রটেকিটভ ইক্যুইপমেন্ট
পিপিইপিপি – পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (প্রসপারিটি)
পেইস-প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস
ফেডেক – ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন
বিআইডিএস – ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
বিআরআরই – বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিআরইবি – বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড
বিইউপি – বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল্‌স
বিএআরআই – বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএইউ – বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি
বিএনএ – ফিড দি ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন এক্টিভিটি

বিএলআরআই – বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএসআর – বিজনেজ ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি
বিএসইসি – বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
বিসিএসআইআর – বাংলাদেশ সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন এ্যান্ড রিসার্চ
বিসিসিআরএফ – বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড
ভিএনআর – ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ
ভিজিডি – ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট
সিডার - কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রিসার্চ
সিডিসি – কন্ট্রাক্ট ফর ডেটা কলেবরেশন্স
সিআরএফ – কো-ভ্যারিয়েন্ট রিস্ক ফান্ড
সিএসও – সেন্ট্রাল স্টাটিসটিক্যাল অফিস
সিওসি – চ্যাম্পিয়ন অব চে
সিবিও – কমিউনিটি বেইজ্ড অর্গানাইজেশন
সিসিসিপি – কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট
সিজিএপি বা সিগ্যাপ – দি কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এসিস্ট দ্যা পুওর
সফল – সাসটেইনেবল ফুড সিকিউরিটি এ্যান্ড লিংকেজেস
সমৃদ্ধি – দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
সংযোগ – মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ
সাহস – স্পেশাল এসিস্ট্যান্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স
সুরক্ষা – প্রোমোটিং রিস্ক মিটিগেশন মেজার্স ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন
সিএমডিআরআর - কমিউনিটি ম্যানেজ্ড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন
সিগ্যাপ - কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এ্যাসিস্ট দি পুওরেস্ট
সিদীপ - সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্রাকটিসেস
সীপ – স্কীল্স ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম
রিক-রিসোর্স রিকনস্ট্রাকশন সেন্টার
রেইজ – রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর
রেসকিউ – স্মল বিজনেস এ্যান্ড লাইভলিহুড এন্টারপ্রাইজেস

মুখবন্ধ

সামাজিকভাবে গ্রাহ্য পরিবেশসম্মত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনই টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, মানুষের সামাজিক উন্নতি হতে হবে এবং পরিবেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে। যাতে বর্তমান প্রজন্ম ভালো থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতের মানুষ আর ভবিষ্যতের পৃথিবী সুস্থ-সুন্দর থাকতে পারে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ২০৩০-টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) নামেও পরিচিত। ২০০০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ধারাবাহিকতায় বা অনেকটা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অপূর্ণাঙ্গতা মূল্যায়ন করে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে ঘোষিত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ ঘোষণাকে পাশ কাটিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অনেক বিষয় বা প্রায় সবগুলো টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু, টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এক নয়। টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি সুগ্রথিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য প্রবর্তন করা হয়েছিল আমলাতান্ত্রিক উপায়ে এবং তার পেছনে তেমন কোনো দর্শন ছিলো না। এটি ছিলো কতগুলো লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার সমাহার। কিন্তু, টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির গোড়াপত্তন ঘটে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তাই এতে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ - মানুষের উন্নয়ন। এ উন্নয়ন দর্শনের মূলে আছে সব মানুষের স্বাধীনতা, সব মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা, সব মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সব মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি সকলের সম-সুযোগ ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এগুলো সহস্রাব্দ ঘোষণায়ও ছিলো। কিন্তু, এগুলোকে তখন পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

২০১১-২০১২ সালেই জাতিসংঘ বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সরকার, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী ব্যক্তির নিকট থেকে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাবনা আহবান করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রস্তাবনা আসে। বিভিন্ন সরকার, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রস্তাবনা পাঠায়। বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি দু'টি প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়। বাংলাদেশের দু'টি প্রস্তাবনা তৈরির সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রথমদিকে আমি পালন করি। পরে আমার আগ্রহে সরকারি প্রস্তাবনার সমন্বয়কের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রস্তাবনায় ১১/১২টি লক্ষ্য ছিলো এবং অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা ছিলো। জাতিসংঘ প্রবর্তিত টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রায় সবগুলো লক্ষ্য বা লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে কোনো না কোনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনিরিওতে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনের ঠিক বিশ বছর পর, ২০১২ সালের জুন মাসে টেকসই উন্নয়নের ওপর জাতিসংঘ সম্মেলন (দ্যা ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট) বা রিও+২০ অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জাতিসংঘে প্রাপ্ত টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করে চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করার জন্য নির্বাচিত দেশসমূহের অংশগ্রহণভিত্তিক ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার সুপারিশ করা

হয়। যথাসময়ে জাতিসংঘ তা গঠন করে। বাংলাদেশও এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমিও এই গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি।

এখানে একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। জাতিসংঘ যখন টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে কাজ করছিলো তখন বিশ্বে গুরুতর ও ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক অসমতা বিরাজ করছিলো এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত অভিঘাত চরম বিধ্বংসী হয়ে উঠছিলো। বিশ্বের সর্বত্র এই দু'টি বিষয়ে ব্যাপক উৎকণ্ঠা তৈরি হচ্ছিলো। আমার মনে হয়, এই বাস্তবতায় জাতিসংঘের পক্ষে বিশ্বের প্রায় সকল দেশকে এরকম একটি বৈশ্বিক পরিকল্পনার প্রস্তাবে এক করা সম্ভব হয়েছিলো। আসলে পৃথিবী ও মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এমন একটি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। আমি আগেই বলেছি, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই কর্মসূচি প্রণয়নে বাংলাদেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারি এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর পাঁচ সপ্তাহ আগেই তাঁর অফিসে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। আমি পিকেএসএফ-এর পর্ষদ চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করার পর দেখতে পাই, এ প্রতিষ্ঠানটির একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত এবং সুগ্রথিত সংঘ-স্মারক আছে, যদিও এর কার্যক্রম তখন পর্যন্ত মূলত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই সংঘ-স্মারক অনুসরণ করে আমি দ্রুতই পিকেএসএফ-এর কাজে বহুমাত্রিকতা আনা শুরু করি। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকৌশলের দর্শনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। শুধু কিছু অর্থ যোগান যথা ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে যে মানুষের জীবনে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণও সম্ভব নয়, সে বিষয়টি সকলের সামনে আনার চেষ্টা করি। সেভাবে কাজ শুরু হয়। সেদিক থেকে দেখা যায় টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পিকেএসএফ-এ বাস্তবায়ন ২০১০ সালেই শুরু হয়। পিকেএসএফ তার সকল কর্মকাণ্ড মানবকেন্দ্রিক করে তুলতে থাকে, মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যভুক্ত করে। 'সমৃদ্ধি'সহ সকল মানুষের কর্মসূচি, কার্যক্রম, কর্মকাণ্ড, প্রকল্প ইত্যাদি পরিচালনার লক্ষ্য হয় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মৌলিক প্রাথমিক উপায় মানব-সক্ষমতা সৃষ্টি। পিকেএসএফ-এর সকল কাজের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সকলের ন্যায্য উন্নয়ন, যাতে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির 'কাউকে বাদ দেয়া যাবে না' নীতির প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই।

২০১৩ সালে পিকেএসএফ ১৬টি চিহ্নিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য অতিদারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচি ঘোষণার পর পিকেএসএফ তার সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকে সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১৬ সালে পিকেএসএফ দেশে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য 'গণমানুষের কণ্ঠস্বর' নামে একটি ফোরাম তৈরি করে। 'কাউকে বাদ দেয়া যাবে না' নীতির

আলোকে সকলের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ বর্তমানে কাজ করে চলেছে। পিছিয়েথাকা, পিছিয়েরাখা এবং পিছিয়েপড়া সকলের সঙ্গে পিকেএসএফ কাজ করছে।

২০২০ সাল টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বছর দু'টি বিবেচনায়- এ বছর অনেকগুলো উন্নয়ন কর্মসূচি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে শক্ত ভিত তৈরি করার কথা ছিলো, কিন্তু এ বছরটিতেই এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে। এ পর্যন্ত (২৯ মে ২০২১) পৃথিবীব্যাপী ৩৫ লাখের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ। বাংলাদেশেও সাড়ে বারো হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং ৭ লাখ ৯৬ হাজার মানুষ কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছে। মহামারিটি এখনও উদ্ধতচারী। বিশ্ব এখনও কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। দ্রুত টিকা আবিষ্কার এবং এর প্রয়োগ এ যুদ্ধে মানুষের বিজয়ের আভাস দিচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সরকার, আঞ্চলিক মোর্চা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ব্যাপকভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকার বিরাট প্রণোদনা প্যাকেজ (জিডিপি-র ৪.৩%) ঘোষণা করেছে। তার বাস্তবায়নও হচ্ছে, যদিও কোনো কোনো ঘাটতি রয়েছে, কোভিড-১৯ কালে যে সকল মানুষ কাজ না থাকায় বা কাজ ফেলে বিদেশ থেকে দেশে চলে এসেছে তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশে যারা বেকার হয়েছে, তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ের যে সকল শিল্প ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা রুগ্ন হয়ে পড়েছে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকারের সহযোগী হিসেবে পিকেএসএফ-ও এ সকল ক্ষেত্রে কাজ করছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলায় স্ব স্ব এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ কাজে সরকার পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অর্থায়ন করছে। কোনো প্রচারণা-প্রপাগাণ্ডায় না গিয়ে পিকেএসএফ নীরবে এ কাজগুলো সম্পাদন করছে।

কোভিড-১৯ দ্বারা বিধ্বস্ত ২০২০ সালে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাস্তবতা নিয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ফোরাম ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং করছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর কর্মএলাকাগুলোয় এ ক্ষেত্রে কী ঘটছে তা মূল্যায়নে একাধিক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এমন একটি সময়ে পিকেএসএফ '২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড' নামক বইটি প্রকাশ করছে। এটি খুবই সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ। সরকার প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর এ উদ্যোগ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বইটি প্রকাশনার সাথে ড. মোঃ জসীম উদ্দিনের নেতৃত্বে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
ঢাকা, ২৯ মে ২০২১

প্রাক্‌কথন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন অভিযাত্রা, যেখানে রাষ্ট্র বা অঞ্চল প্রাথমিক এবং সরাসরি অংশীজন। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততা এখানে পরোক্ষ, জাতীয় উন্নয়ন পরিক্রমায় সরকারের অংশীজন হিসেবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং এ প্রতিষ্ঠানের সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততা এবং তাদের কর্মকাণ্ড টেকসই উন্নয়নের বাস্তবায়নে কতটা সহায়ক, সে বিষয়েই 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও কোভিড-১৯: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড' গ্রন্থটি প্রণীত।

গ্রন্থটি কোভিডকালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ এবং প্রায় সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ডের ওপর রচিত। বিশ্বব্যাপী চলমান মহামারিকালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো একটি কারিগরি বিষয়ে এমন একটি অনুসন্ধিৎসু পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণার উন্মেষ, পরিকল্পনা এবং তা সম্পন্ন করা, বিশেষ করে তা পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের নিরিখে বিশ্লেষণ করা তাৎপর্যপূর্ণ। আমি আশা করি গ্রন্থটির বিশ্লেষণ অভীষ্ট পাঠকবৃন্দের কাজে আসবে এবং এ প্রকাশনা পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের পরিধি সম্বন্ধে সকলের ধারণা স্পষ্ট করবে।

প্রকাশনাটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসের তথ্যের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের তথ্যসমূহ পিকেএসএফ-এর ৮৯টি সহযোগী সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ প্রেরিত ছকে এ তথ্য সরবরাহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করা এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো বিষয়ে বহু আগে থেকে চলমান কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রদান করেছে। সকল সহযোগী সংস্থা এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এ কারণে তাদের নিকট পিকেএসএফ-কে ঋণী করেছেন। প্রকাশনাটির একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে পরোক্ষ উৎসের তথ্য। এ সকল তথ্যের উৎস পিকেএসএফ গ্রন্থাগার এবং প্রতিষ্ঠনটির বিভিন্ন বিভাগ, শাখা, ইউনিট, প্রকল্প-এর সম্পদসমূহ: পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী, দলিল-পত্রাদি। কোভিড সংকটের মধ্যেও পিকেএসএফ-এর সকল বিভাগ, শাখা, ইউনিট, সেল, প্রকল্প গ্রন্থটির রচনায় তথ্যসম্পদ সরবরাহ করেছে।

অত্যন্ত কম সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো কারিগরি বিষয়ে পিকেএসএফ-এর এসডিজি সেল একটি সামগ্রিক গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছে। প্রবল কোভিড-১৯ সময়ে গ্রন্থটির অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং সাবধানতার মধ্যে এ কাজটি সম্পন্ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। গ্রন্থটির রচনা এবং প্রকাশনা বহুবার সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি, লক-ডাউন, শাট-ডাউনের মধ্যে পড়ে; কিন্তু কাজ চলে।

পিকেএসএফ বিগত প্রায় তিন দশকে দারিদ্র্য নিরসন কর্মের অভিযাত্রায় প্রায় ৪০টি কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। দেশব্যাপী দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্য নিরসনকর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসহিতার জন্য কাজ করে। দেশের বাইরেও বিভিন্ন সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-এর কারিগরি সহায়তা নিয়ে থাকে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, কর্মবৃদ্ধি ও সৃষ্টিতে সহায়তা করে দারিদ্র্য নিরসনের নিমিত্ত মানুষকে অর্থ পরিষেবা প্রদানের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিরাম তহবিল যোগান এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নের ওপর তদারকির ক্ষেত্রে পিকেএসএফ সমগ্র বিশ্বেই একটি রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষিতে মনে রাখা ভালো, সূচনালগ্নে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অর্থ পরিষেবা পরিবেশন করলেও ক্রমান্বয়ে বিচিত্র রূপ ও ধারার পরিষেবা প্রদান করতে থাকে। প্রায় এক দশক আগে থেকে এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। মূলত তিনটি কারণে এমনটি ঘটে থাকতে পারে। এক, দেশের মানুষের দারিদ্র্যাবস্থার পরিবর্তন, দুই, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদে গতিশীল নেতৃত্বের আগমন এবং তিন, ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক এজেন্ডা ২০৩০ বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর ঘোষণা এবং বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোতে তা আত্মস্থ করার প্রয়াস। এ ধারাবাহিকতায়, সাম্প্রতিককালে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি, কার্যক্রম, প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড এমনভাবে গৃহীত হয়, যাতে সেখানে টেকসহিতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়: ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে বর্তমান নয়, পরিবেশগত ভারসাম্যকে বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়। ২০০৬ সালে পিকেএসএফ গৃহীত দিশারী কর্মসূচি সমৃদ্ধি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অভিযাত্রায় একটি মাইলফলক। অতি সাম্প্রতিককালে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম এবং প্রকল্পও যেন টেকসই উন্নয়নের মন্ত্র অনুসরণ করে পরিকল্পিত হয়েছে বা বাস্তবায়িত হচ্ছে। একথা প্রায় সূচনালগ্নেই গৃহীত কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে সংস্কারকৃত উদ্যোগ খাতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি অতিদরিদ্র-অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত প্রসপারিটি প্রকল্পটির ক্ষেত্রেও সত্য। বর্তমান গ্রন্থটির বিশ্লেষণে এ বিষয়টি বেশ ভালোভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। গ্রন্থের লেখকের এ কারণে ধন্যবাদ প্রাপ্য।

উল্লেখ্য, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্স-এমডিজি)-এর ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স-এসডিজি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। পৃথিবীর মুষ্টিমেয় যে ক'টি দেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সাফল্যে অগ্রণী ছিলো বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ যে বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ থেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে তার সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সাফল্যের যোগসূত্র দেখা সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বিশ্বের যে সকল দেশ একান্তভাবে মনোযোগী, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। ২০২০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের যে সকল লক্ষ্য অর্জন করার কথা ছিলো বাংলাদেশ তার অনেকগুলোই অর্জন করেছে। ফলত ২০২০ সালে সমগ্র বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সাফল্যে বাংলাদেশ আরো সামনের কাতারে এসেছে। বাংলাদেশের এ সাফল্যে সরকার, সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবীসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মপ্রবণ সচেতন ব্যক্তিসত্তার অবদান রয়েছে। কারণ, সরকার তার বিভিন্ন কাজের মতো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় অংশীজনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে। পিকেএসএফ এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয়সত্তা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ কখনও কখনও কেন্দ্রীয়, কখনওবা মধ্যম বা স্থানীয় সত্তা হিসেবে কাজ করে। ২০২০ সালের একদম গোড়ার দিকে কোভিড-১৯ এর আবির্ভাব বিশ্বের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকারি এবং বেসরকারি চিন্তন প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনায় এ ক্ষতির মাত্রা নিয়ে মতভেদ আছে। সে বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে একটি বিষয় সকলে স্বীকার করেন, কোভিড-১৯ সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাকেই ব্যাহত করছে। সকলেই স্বীকার করছেন, কোভিড-১৯ দারিদ্র্য নিরসনের গতি কমিয়ে দিয়েছে। চিন্তন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অনুসন্ধানে দেখিয়েছে, দেশের দারিদ্র্য হার গত বছরের তুলনায় ২০২০-এ বছর দ্বিগুণ হয়েছে। অবিসংবাদিতভাবে বৈশ্বিক এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রসূতি প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ বলছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ কাটিয়ে ওঠার কর্মযজ্ঞই বাস্তবায়নই হবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের উপায়। পিকেএসএফ এবং সহযোগী

সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাদের চলমান কার্যক্রম, গৃহীত নতুন প্রকল্প এবং অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কাজ করেছে। এ সকল বিষয়ও বর্তমান গ্রন্থটিতে তুলে আনায় একদিকে যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস রচিত হয়েছে, অন্যদিকে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপরিচালনার দিশা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ উত্তর যুগের উন্নয়ন কর্ম, উন্নয়ন কর্মপ্রবাহ, পরিষেবা পরিবেশন প্রণালী ইত্যাদিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে, বর্তমান গ্রন্থে সে বিষয়গুলো বেশ জোরালোভাবে উঠে এসেছে। ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা, বর্ধিত স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং বিশ্ব-মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের কথা তো এখনই বলা যায়। তাই, গ্রন্থটিতে কোভিড-১৯-কে একটি অকস্মাৎ ঘটনা বিবেচনা না করে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর এর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব অনুধাবন করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়েছে। জলবায়ুর অভিঘাত, অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা, বেকারত্ব লাঘব বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রবৃদ্ধি অর্জনের মতো বিষয়গুলো কর্মকাণ্ডের বর্ণনায় বারবার এসেছে, যার আলোচনা খুবই জরুরি ও সময়ানুগ।

পিকেএসএফ-এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও কোভিড-১৯ বিষয়ে এটিই প্রথম গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। গ্রন্থটির উপস্থাপনায় উদার বিশ্লেষণপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো কর্মসূচি, কার্যক্রম বা প্রকল্প কোনোভাবে কোনো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক হলেই তা উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে হয়েছে। গ্রন্থটির উপস্থাপনে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড উপস্থাপনের আগে বৈশ্বিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের অবতারণা গ্রন্থটিকে সম্পৃক্ত খাতে বৃহত্তর পরিসরের পাঠকবৃন্দের নিকট ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারে। গ্রন্থটি নির্দিষ্ট অভীষ্ট এবং তার আওতাধীন লক্ষ্য ও সূচকের নিরিখে সম্পন্ন হওয়ায় ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণা বা সমীক্ষায় এটি ব্যবহারযোগ্য্য হতে পারে।

আমি প্রত্যাশা করি গ্রন্থটি পাঠকবৃন্দ, বিশেষ করে উন্নয়নকর্মী, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং সমালোচকদের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করতে সক্ষম হবে। সরকারসমূহ ছাড়াও বিশ্বময় জাতিসংঘ, আঙ্কটাড, বিভিন্ন চিন্তনধারা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তার ওপর প্রকাশনা বের করে। বহুমাত্রিক কাজে ব্যাপৃত এবং টেকসই উন্নয়নকর্মে ব্রতী পিকেএসএফ-ও যদি এমন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তা প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি, গতিশীলতা এবং মানব-ঘনিষ্ঠতাকে আরো পরিষ্কারভাবে সরকার, সুধীসমাজ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বহুমাত্রিক উন্নয়ন-কর্মীদের নিকট তুলে ধরতে সহায়ক হতে পারে। গ্রন্থটিতে এরকম সুপারিশ রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়নের কথা এবং কোভিড সংকট অভিযোজনে পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। আরো দৃঢ়তার সাথে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বর্তমান গ্রন্থটিতে দিকনির্দেশনা রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন এবং টেকসই উন্নয়ন চিন্তায় গ্রন্থটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ
ঢাকা, ২৯ মে ২০২১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

টেকসই উন্নয়ন মানে নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বর্তমানের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতকে বিবর্জন দেয়া হয় না। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আবির্ভাব ঘটেছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ - এমডিজি)-এর পথ ধরে, যা এর আগে বৈশ্বিক উন্নয়নের পদক্ষেপ ছিলো; যদিও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনেক ব্যাপক।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে ২০২০ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর মোট ২৬টি লক্ষ্য অর্জনের কথা ছিলো। মাত্র ৩টি অভীষ্ট পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বা অর্জনের পথে, ৭টি অভীষ্টে অগ্রগতি সাধিত হলেও তা প্রত্যাশানুরূপ নয়, ৫টি অভীষ্টে অগ্রগতি না হয়ে বরং পিছিয়ে গিয়েছে, ১টি অভীষ্টে এখনও তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্য ৯টি অভীষ্টে মিশ্র অবস্থা বিরাজ করছে; কোনো কোনো সূচকে অগ্রগতি হচ্ছে, কোনো কোনো সূচকে অগ্রগতি পিছিয়ে যাচ্ছে।

২০১৯ সালের একদম শেষের দিকে কোভিড-১৯-এর আবির্ভাব টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০২০ সালে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রতিবেদন-২০২০ হোক বা তীক্ষ্ণ সমালোচনাপূর্ণ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর প্রতিবেদন (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০ ও ২০২১) হোক না কেন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের পথ হিসেবে বর্তমানে কোভিড-১৯ প্রশমন এবং ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া ক্ষতি থেকে উত্তরণকেই মূল বিবেচ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর আবির্ভাবের আগেই অনেক অভীষ্ট অর্জন পিছিয়ে থাকলেও কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। উল্লেখ্য, ৩ আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ২০ কোটি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় ৪৩ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য নিরসন অর্জনে ২০১৯ পর্যন্ত ভালো অগ্রগতি হয়েছিলো। সেই প্রবণতা থেকে ২০৩০ নাগাদ অতিদারিদ্র্য প্রায় প্রান্তিক রেখায় কমে যাওয়ার কথা ছিলো। কোভিড-১৯-এর কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার শংকা বাস্তবে প্রমাণিত হচ্ছে, এ কারণে এ শতাব্দীতে বিশ্বে প্রথমবারের মতো দারিদ্র্য হার বেড়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২: ক্ষুধার অবসান এখনও হয়নি। কোভিড-১৯-এর সাথে অন্য পঙ্গপাল, জলবায়ুর অভিঘাত, অস্থিরতা ইত্যাদি একীভূত হয়ে খাদ্য অনিরাপত্তাকে বাড়িয়ে তুলছে। কোভিড-১৯ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমান, কোভিড-১৯ বিশেষ করে স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে খাদ্য অনিরাপত্তা এবং পুষ্টিহীনতা বাড়িয়ে দেবে।

কোভিড-১৯-এর সাথে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং তাদের পুষ্টি বিধানের লক্ষ্য দারুনভাবে পিছিয়ে যেতে পারে। কারণ কোভিড-১৯ (২০২০-এর

জুলাই পর্যন্ত) প্রায় ৭০টি দেশের পুষ্টি কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। ফলে, কয়েক দশকের চেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতের যে উন্নয়ন হয়েছে তা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে।

কোভিড-১৯-এর আগমনের আগে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়ত মানসম্পন্ন শিক্ষাখাতে উন্নয়নের গতি মন্থর ছিলো। উক্ত বাস্তবতায় ২০২৩-এ ২০০ মিলিয়ন শিশুর শিক্ষার বাইরে থেকে যাওয়া এবং ৬০ শতাংশ ছেলে-মেয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অতিক্রম করার সম্ভাবনা ছিলো। কোভিড-১৯ শিক্ষা সংকটকে আরো প্রকট করছে যা শিক্ষা অসমতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ফলাফল এবং সামাজিক ও ব্যবহারিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

কোভিড-১৯-পূর্ব সময়ে যদিও শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ লৈঙ্গিক সমতা নাগালের মধ্যে আসেনি। ২০১৯ সালে ২০-২৪ বছর বয়সী প্রতি পাঁচ জনে একজন নারীর ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়। ৩১টি দেশের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন মেয়ে ও নারী নির্যাতনের শিকার হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে মানব ও যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞার সময়ে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বেড়ে যায়।

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে যদিও ইতোমধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তবু কোভিড-১৯-এর কারণে কোটি কোটি মানুষ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবার বাইরে চলে গিয়েছে। গড়ে পাঁচটির মধ্যে তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো সাবান, পানি বা মার্জন এ্যালকোহল ছিলো নেই। এ মহামারির কারণে সৃষ্ট পানির দুষ্প্রাপ্যতায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ নিজের আবাসস্থল থেকে অনিচ্ছায় উৎপাটিত হয়। অনেক দেশে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ৬১ শতাংশ পিছিয়ে যায়। পানির এই সংকট দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা, শান্তি এবং মানবাধিকার, বাস্তুতন্ত্র এবং শিক্ষা ব্যাহত করছে।

২০১৮ সালে পল্লী অঞ্চলে ৮৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পরিষেবার বাইরে ছিলো। তাই কোভিড-১৯ পূর্ব সময়েই টেকসই জ্বালানী খাতে পদক্ষেপ আনুপাতিক হারে বাড়ানো দরকার ছিলো। ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিকভাবে বিদ্যুতের অভিগম্যতার অভীষ্ট অর্জন করতে হলে বিদ্যুতায়নের বর্তমান হার আরো ০.৮২ শতাংশ বাড়ানো দরকার, যা রাতারাতি সম্ভব নয়।

কোভিড-১৯-এর আগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসমান ছিলো। বিশ্বে ২০০৮-২০০৯-এর পরে এখনই সবচে' নিচুলয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। অপ্রথাগত খাতে কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, দিনমজুরি এবং যে সকল খাত মহামারির ঝুঁকিতে রয়েছে সে খাতগুলোর শ্রমিকেরা এর দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ২০২০ সালে সবচে' বেশি কর্মহীনতা এবং মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার ৪.২ শতাংশে নেমে আশার শংকা দেখা দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পায়নের গতি কোভিড-১৯-এর আগে থেকেই মন্থর। প্রবৃদ্ধির খাত এতোটাই কম ছিলো যে ২০৩০-এ অভীষ্ট অর্জন করতে হলে শিল্পখাতের অবদান দ্বিগুণ করার প্রয়োজন হতো। প্রথম দিকে বিশ্বের প্রধান উৎপাদনকারী দেশ চীনে এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশগুলো, ব্রাজিল ও ভারতের মতো বিভিন্ন দেশে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্ত।

কোভিড-১৯-এর আগমনের আগে অনেক দেশে আয়-বৈষম্য কমছিলো। কিন্তু কোভিড-১৯-এর প্রভাবে অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, নারী, অভিবাসী বা শরণার্থী ইত্যাদি এ অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক মন্দা উন্নয়ন সম্পদের প্রবাহ কমিয়ে দিলে এই অভিঘাত আরো মারাত্মক হবে।

কোভিড-১৯-এর অভিঘাতে বায়ুদূষণ অনেকটা কমেছিলো, প্রথম দিকে এশিয়ায়, পরে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে। কারণ মানুষ ও যানবাহন চলাচলে সরকারি নিষেধাজ্ঞা, অনেক ক্ষেত্রে কলকারখানা বন্ধ থাকে। তা এখন আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

শিল্পনগরী এবং সাধারণভাবে নগরীর বাসিন্দারা অধিক হারে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হচ্ছে (আমাদের দেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ)। ঘনবসতিপূর্ণ অপ্রচলিত আবাস এবং বস্তির এক বিলিয়ন অধিবাসী করোনার সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে।

বিশ্বে টেকসহিতার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে না। ২০১০-২০১৯ সময়ে ই-বর্জ্য (বৈদ্যুতিন বর্জ্য) ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ঐ সময়ে ২০ শতাংশেরও কম বর্জ্য পুনঃব্যবহার যোগ্য করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় প্রথম থেকেই বাধা হয়ে আছে বিশ্বসম্প্রদায় যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলো তা থেকে তাদের দূরে সরে থাকা। ২০১৯ ছিলো ইতিহাসের এযাবৎ সবচে' উত্তপ্ত বছর, ২১০০ সালে বিশ্বের তাপমাত্রা ৩.২°সে. বেড়ে যেতে পারে। কোভিড-১৯-এর কারণে ২০২০ সালে সবুজ গ্যাস নিঃসরণ ৬.২ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার শংকা রয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫৬-এ নামিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন ৭.৬ শতাংশ কম গ্যাস নিঃসরণ।

মানুষের বিরূপ আচরণ এবং সম্পদের দায়িত্বহীন আহরণ সমুদ্রগুলোর অবক্ষয়ের কারণ। ২০২১ সালে সামুদ্রিক অম্ল ১০০-১৫০ শতাংশ বেড়ে গিয়ে প্রায় অর্ধেক সামুদ্রিক জীবনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। কোভিড-১৯ জলজ এবং মিঠাপানির জীববৈচিত্র্যে অভীষ্ট-১৫ (স্থলজ জীবন) বাস্তবায়ন ব্যাহত করেছে। ২০১৫-২০২০ সময়ে প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন হেক্টর করে বন ধ্বংস হচ্ছে। এ কারণে ২.২ বিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক প্রজাতি ধ্বংস হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলছে।

আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করে বিশ্বে প্রতিদিন ১০০ জন বেসামরিক লোক সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিহত হচ্ছে, যদিও আগের তুলনায় তা সংখ্যায় কম। কোভিড-১৯ বিশ্বের এক অংশ হতে অন্য অংশকে বিচ্ছিন্ন করছে। ২০১৯ সালে যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা এবং সংঘাত থেকে পালিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা ৭৯৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। জাতিসংঘের মহাসচিব সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধ বিরতি বাস্তবায়ন করে মানবিক সহায়তা করার আহবান জানালেও তার বাস্তবায়ন কমই দেখা যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলের বিভক্তিকরণ প্রবণতাকে আরো উগরে দিতে পারে। বর্তমান বিশ্বের ৯০ ভাগ মানুষ এখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মোবাইলের আওতাভুক্ত। তবে, কোভিড-১৯-এর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য ইন্টারনেট সাশ্রয়ী মূল্যে নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৭-২০১৮ সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিলো। ২০১৮-তে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে তা ২.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোভিড-১৯-এর কারণে বৈশ্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোর টিকে থাকার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের (রেমিটেন্স) পরিমাণ কমে যাবে।

মোটকথা, দারিদ্র্য নিরসন, ক্ষুধার অবসান, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অসমতা হ্রাসের ওপর কোভিড-১৯-এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গুণগত শিক্ষা, লৈঙ্গিক সমতা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, অবকাঠামো, শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন, টেকসই নগর ও জনবসতি, শান্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ওপর সহনীয় মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন, জলবায়ু, সামুদ্রিক সম্পদ এবং স্থলজ জীবনের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণের সময় এখনও হয়নি।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকারী ভাষ্যমতে, অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগে অর্জন করেছে, অনেকগুলো বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে অর্জন করেছে। বৈশ্বিক প্রবণতা এর উল্টো। সরকার ১৭টি অভীষ্টকেই সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)-কে। মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে অভীষ্ট ও তৎসঙ্গে বাজেট দেয়া হয়েছে। একটি গভীর পরামর্শক প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও পুনঃপ্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে ৪৩টি প্রধান মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী কাজের অগ্রগতি সমাপ্তকরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তথ্য ও পরিসংখ্যান নিশ্চিত করনে বাংলাদেশ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করেছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলেছে। বাংলাদেশে ৩ আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত দেশে প্রায় ১৩ লাখ মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয় এবং এত মৃত্যু বরন করে প্রায় ২১ হাজার মানুষের। পিসিআর মেশিনের স্বল্পতা; যথোপযুক্ত বায়োসেফটি ল্যাবের অভাব; অপ্রতুল পরীক্ষা-কিটস; অপ্রতুল স্বাস্থ্যকর্মী; হাসপাতালে অপ্রতুল শয্যা, অক্সিজেন, আইসিও এবং ভ্যানিটলেশন; প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দুর্বল নজরদারি, মানুষের অসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যখাতের অব্যবস্থাপনা দেশের কোভিড পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলেছে। কোভিড সকল জেলায় ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। কোভিড সংক্রমন এবং মৃত্যু সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য জুলাই ২০২১-এর প্রথম সপ্তাহে শাট-ডাউন (সর্বাত্মক বন্ধ) বলবৎ করেছে। তারপরে দু' সপ্তাহের কঠিন লক-ডাউন দিয়েছে। সকলকে ঘরে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে, ঢাকাকে অন্য সকল জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করছে। কখনওবা সেনাবাহিনী মাঠে নামিয়েছে।

বাংলাদেশে নিম্নদারিদ্র্য বা অতিদারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ১০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। সামাজিক সুরক্ষাজাল বিস্তৃতকরণ কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতের মতো প্রধান সেবা খাতগুলোতে সরকারি ব্যয় বহুধা বেড়েছে। জিইডি ২০২০-এর প্রতিবেদন এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত মান বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন করছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গবেষকগণ, কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশে ২০২০ সালে ১.৬৪ কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হওয়ার আশংকা করেন। ২০ শতাংশেরও বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর দারিদ্র্য এতো বেড়েছে তারা জীবনে প্রথমবার রাজধানী থেকে নিজ গ্রামে অভিবাসনে বাধ্য হয়েছে।

ক্ষুধামুক্তি ও অপুষ্টি রোধে বাংলাদেশ অগ্রগতি সাধন করেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতার হার ২২ বছরের ব্যবধানে অর্ধেকে নেমে এসেছে (২৮ শতাংশ)। কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে অগ্রগতি আরো ভালো (২২.৬ শতাংশ)। সরকারি ব্যয়ের কৃষিমুখিতা সূচকে উন্নতি ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালে দ্বিগুণ হয়ে যায়। কোভিড-১৯-এর কারণে হাঁস-মুরগী, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতদ্রব্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ঋণ ও শ্রমিক সরবরাহ না থাকায় মাত্র ১০ শতাংশ চালের কল খোলা থাকে। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর প্রতিবেদনে দেখা যায়, এ খাতে মোট সাতটি সূচকের তিনটিতে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রেখেছে। তবে দেশের সুধী সমাজে এ প্রতিবেদনের ফলাফল সম্বন্ধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার নিরবচ্ছিন্নভাবে কমে এসেছে। দক্ষ ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ২০১৯ সালের হিসেবে প্রতি ১০০০ মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ০.১৫ শতাংশ, যক্ষ্মা প্রতিরোধে ধারাবাহিকভাবে সফলতা অর্জিত হয়েছে। কিশোরীকালে বিয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। তবে শহর ও গ্রামে শিক্ষার স্তর ও সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতায় ভেদ রয়েছে। কোভিড-১৯ সরাসরি বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলেছে। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর প্রতিবেদনে যে মোট ১৪টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, তার ৬টি সূচক বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে।

২০১৯ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। জরিপের ৭৪.৫ শতাংশ শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঠিক পথে আছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে লৈঙ্গিক সমতা সূচক (জিপিআই) বাংলাদেশ নির্ধারিত মানদণ্ড (১)-এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। পূর্ণবয়স্ক সাক্ষরতার হার ২০১৮ সালে ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ব্যবহৃত মোট তিনটি সূচকের একটিতে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত মাত্রায় অভীষ্ট বাস্তবায়ন করেছে। কোভিড-১৯-এর কারণে মার্চের মাঝামাঝি থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। মে-জুন ২০২০-এর দিকে অনলাইনে কার্যক্রম সীমিত পর্যায়ে ফিরে আসে। কিন্তু, যে শিক্ষক প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রত্যক্ষ পাঠদান করতেন,

অনলাইনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি প্রতিদিন একটি বিষয়ে ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার একটি পাঠদান করেন। তদুপরি, অনলাইন শিক্ষার সুযোগ শহরে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের থেকে গ্রামে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীরা কম নিতে পারছে, যা শিক্ষা অসমতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ২০১৯ সালে বৈশ্বিক লৈঙ্গিক পার্থক্য (জেন্ডার গ্যাপ) সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সপ্তম (দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম)। শিক্ষা কার্যক্রম থেকে নারীদের ঝরে পড়ার হার কমে যায়। কিন্তু ২০১৯ সালেও ৫১.৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর পেরুনোর আগে। তবে কোভিড-১৯ নারী পুরুষকে সমানভাবে প্রভাবিত করেনি। কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য বহিঃসম্পৃক্ততার কারণে পুরুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশি। অধিক হারে সম্মুখ সেবায় নিয়োজিত থাকায় নারীরা বেশি অরক্ষিত। সংক্রমণ সংখ্যার পরিমাপে তাই নারীদের মৃত্যুহার পুরুষের সংখ্যা বেশি। ২০১৯ সালে জাতীয় আয়ের ৪৭.৯ শতাংশ মানুষ নিরাপত্তা সুযোগ, পানি সরবরাহ পরিষেবা সুযোগ পেয়েছে এবং ৮৪.৬ শতাংশ খানাসদস্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সেবা গ্রহণ করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে আসছিলো; লকডাউন এবং স্থাস্থ্য ঝুঁকির কারণে বহু দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষ এ পরিষেবার বাইরে চলে যায়।

২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানী ব্যবহারের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আহরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মাত্র ৩.১৫ শতাংশ জ্বালানী উৎপাদিত হয় নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। এ পর্যন্ত ৯২ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৯ সালে ১৯ শতাংশ মানুষ পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। কোভিড-১৯ পরবর্তীকালে যে সকল দেশে পরিষ্কার জ্বালানী এবং প্রযুক্তির অভাবে নারী ও শিশু স্বাস্থ্যহানির কারণ হবে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের থাকার সম্ভাবনা বেশি।

দেশ নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি সূচকেই প্রয়োজনীয় মান অর্জন করেছে। কিন্তু কর্মে নিয়োজিতদের আইনি সুরক্ষা ও চাকরি সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা এখনো নেই। দেশে বেকারত্বের হার দীর্ঘদিন ধরে চার শতাংশের কাছাকাছি। এখনো ১২.৮০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। ঘনবসতি কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণেও বড় বাধা। কোভিড-১৯-এর কারণে বার্ষিক মোট উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশে নেমে যাবে বলে হিসেব করা হচ্ছে, যা ৮.২ শতাংশ হওয়ার কথা ছিলো।

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ২৪.২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ১৬০০০-এর অধিক প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে। দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটির বেশি। দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ থ্রি-জি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে বলে সরকারী একটি প্রকাশনা দাবী করে।

বাংলাদেশে ভোগের অসমতার তুলনায় আয়ের অসমতার মাত্রা অনেক বেশি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্য বাড়লেও ভোগ বৈষম্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। সরাসরি বিদেশী

বিনিয়োগ বৃদ্ধিও স্থিতিশীল। বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে শূন্য শুল্কের বিধান বলবৎ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে তথ্য অপ্রতুলতা রয়েছে। কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কারণে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে প্রায় ৪.২ লাখ শ্রমিক দেশে ফিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকে বিদেশে পড়ে থেকে কায়-ক্লেশে জীবন কাটাচ্ছে; অনেকে বহু কষ্টে গড়ে তোলা সঞ্চয় নিঃশেষ করে ফেলছেন। তাদের পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাসহ নানা সমস্যায় পড়ছে।

দ্রুত নগরায়নের পাশাপাশি দেশে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে। বস্তিতে মানুষ আটছে না। কোভিড-১৯ নগর-শহরে বেশি আঘাত হেনেছে, নগর দারিদ্র্য বাড়িয়েছে। আয় দারিদ্র্যে শহর ছেড়েছে অনেকে। বিপদে পড়েছে বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র শহুরেরা। অনিচ্ছাকৃত অভিবাসনে বিপদে পড়েছে স্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েরা, যারা শহুরে পরিবেশ ও সুবিধায় অভ্যস্ত ছিলো। কর্মসংস্থান করতে পারছে না শহর থেকে অনিচ্ছায় অভিবাসিত এ শিক্ষার্থীদের অভিভাবক।

দেশে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ৫.৫ শতাংশ। শহরগুলো কঠিন বর্জ্য ও শিল্পবর্জ্যে আচ্ছাদিত, বায়ুদূষণে আচ্ছন্ন। এ সমস্যাগুলোর সমাধানে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে – ভাগাড় ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, 'সবুজ শহর' ইত্যাদি। কোভিড-১৯-এর সময় হাওর অঞ্চলে ধান পেকে গেলে শ্রমিকের অভাবে ফসল তোলা কঠিন হয়। এ সমস্যা সমাধানে ছাত্র-ছাত্রী, যুব-কিশোর স্বেচ্ছা শ্রম উপহার দেয়ায় অবস্থা ততটা বেগতিক হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে মৃত্যুবরণ, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা প্রতিবছর কমছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে – দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন কৌশল, স্ব-উদ্যোগে অম্লজান নি:স্বরণ হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ, গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) গঠন প্রভৃতি। যানবাহন ও কল-কারখানা বন্ধ থাকায় অম্লজান নি:স্বরণ কমে যায়, পরিবেশ সাময়িক হলেও স্বস্তি পায়।

বঙ্গোপসাগরের 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে চারটি এলাকা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ সফলভাবে উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকার আওতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ইলিশের অভয়াশ্রমগুলোর সুরক্ষার কারণে ১৫ বছরে ইলিশের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মৎস্যজীবীর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি সনাতন। আয়হীন জেলেরা নিয়ন্ত্রণহীন ও অনিরাপদ মৎস্য আহরণে প্রবৃত্ত হলে জলজ জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

জলাভূমি বাদ দিলে বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের ১৫ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য ছিলো বনভূমিতে বৃক্ষের ঘনত্ব বাড়ানো। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কাটা বন্ধের মেয়াদ ২০২২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কোভিড-১৯ এই অভীষ্ট বাস্তবায়নে তেমন প্রভাব ফেলেনি।

দেশে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কমেছে, মানব পাচারের সংখ্যাও কমেছে। কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এরই মধ্যে সুশাসনকেন্দ্রিক কিছু উদ্যোগ গ্রহণ

করা হয়েছে। এ উদ্যোগগুলো ব্যর্থ হলে সমগ্র টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব অভীষ্টের বেশিরভাগ সূচকে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে – রাজস্ব বৃদ্ধি, বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা ইত্যাদি। কোভিড-১৯-সহ অন্যান্য কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ কমে গেলে বাংলাদেশও তার অংশ হারাবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলো বাস্তবায়ন করে। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ঘোষণার বহু আগে থেকেই, অনেক সহযোগী সংস্থা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই কাজ করছে। তাই পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম বা প্রকল্পভুক্ত কর্মকাণ্ড টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে শুরু করা হয়নি। তবে সরকার, পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ নীতিগতভাবে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চেতনা অঙ্গীভূত করায় তাদের কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মোট ১,৪২,৩৪,০৭৭টি দরিদ্র এবং ৬০,৫৩৫২টি অতিদরিদ্র খানায় দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করছে (পিকেএসএফ, আগস্ট ২০২০)। পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র অর্থায়নে জড়িত সকল কার্যক্রম, কর্মসূচি, প্রকল্প, ইউনিট এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক। দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, সমাজ (কম্যুনিটি) ভিত্তিক উন্নয়ন, প্রান্তিক অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ও মানসিক উন্নয়ন, তাদের ভূমি অধিকার, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পরিবেশগত অভিঘাত অভিযোজন ইত্যাদি বিষয়কে সমন্বিত করে কাজ করে।

ক্ষুধামুক্তি দরিদ্রদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য। মানুষের ক্ষুধা নিরসনে পিকেএসএফ কাজ করে। মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ), মাইক্রোফাইন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেনশন ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (এফএসভিজিডি), মঙ্গা মিটিগেশন প্রজেক্ট (এমএমপি) এবং চলমান পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (প্রসপারিটি) এ খাতে পিকেএসএফ-এর লক্ষিত প্রকল্পের উদাহরণ। সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিটও এখাতে বড় অবদান রাখে। এখানে একটি কথা পরিষ্কার করা দরকার, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি কাঠামোগত সূচক নির্ভর পরিকল্পনা। তাই, এই অভীষ্টের নির্দিষ্ট সূচককে যথাযথভাবে পূরণ না করায় ক্ষুধা মুক্তিতে অবদান রাখার জন্য অনেক কাজ করলেও এ সকল কাজ যে ক্ষুধা মুক্তিতেও উৎসর্গিত এমনটি অনেক ক্ষেত্রে দেখানো সম্ভব হয় না জাতিসংঘ নির্ধারিত সূচকের নিরিখে।

সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ অভীষ্টে পিকেএসএফ-এর সংযোগ কর্মসূচি, উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মকাণ্ড ছিলো। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রসপারিটি প্রকল্পেও এখানে কর্মকাণ্ড রয়েছে। সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের

পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে উদ্যোগ রয়েছে। হেপাটাইটিস বি, যক্ষ্মা, রিকেট ইত্যাদি প্রতিরোধে পিকেএসএফ-এর সীমিত কার্মকাণ্ড আছে। কোভিড-১৯ প্রশমনে পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি, পেইস, এসইপি-র আওতায় কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়েছে। রেইজ নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। লিফট কর্মসূচি ও এসডিএল কার্যক্রম দরিদ্রদের পানীয় জল সরবরাহে কাজ করছে, সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় জোড়ালো কার্যক্রম ছিলো, যা পরিবেশ ও জলবায়ু ইউনিটের আওতায় চালু রয়েছে।

অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষালাভে সমৃদ্ধি কর্মসূচি একটি জোরালো পদক্ষেপ। পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের শিশু সন্তানসহ প্রতিবন্ধী, নৃগোষ্ঠী ও অরক্ষিত শিশুদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-আবাসন-কর্মসংস্থানসহ পরিষেবা প্রদানে পিকেএসএফ-এর সীমায়িত পদক্ষেপ রয়েছে। এ সকল শিক্ষায় গণিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিল রয়েছে। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, কৈশোর কর্মসূচি, সীপ প্রকল্পভুক্ত শিশু-কিশোরদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে ব্যাপৃত। অগ্রসর কার্যক্রম, প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (পেইস), সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি), মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি), রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) ইত্যাদি আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য চিহ্নিত উপখাত উন্নয়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) ও লানিং এ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (লিফট) কর্মসূচির আওতায় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, যৌনজীবী এবং তাদের সন্তান পথশিশু, হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী সংঘাত প্রভাবিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সকল বয়সী, লিঙ্গ, পরিবেশ ও প্রতিবেশে থাকা মানুষের জন্য। লৈঙ্গিক সমতা বিধানে পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম অবদান রাখলেও সমৃদ্ধি কর্মসূচি, কৈশোর কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, স্কীল্‌স ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সীপ) প্রকল্প, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিশেন ইউনিট ইত্যাদি অবদান রাখছে।

অগ্রসর কার্যক্রম, পেইস, এসইপি, এমডিপি, আরএমটিপি, সীপ প্রকল্প শোভন কর্মসৃষ্টি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যুবক কিশোরদের দক্ষ করে তোলার কাজে উৎসর্গিত। ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি পুওরেস্ট (এফএসপি), (এফএসভিজিডি), রেসকিউ (স্মল বিজনেস এ্যান্ড লাইভলিহুড এন্টারপ্রাইজেস) ও স্পেশাল এসিস্ট্যান্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (সাহস) প্রকল্প এবং সমন্বিত মঙ্গা নিরসন কর্মসূচি (সংযোগ) একান্ত অরক্ষিতদেরকেও সমতায় আনার প্রক্রিয়ায় কাজ করে। সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে তা আরো জোরালো হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ুর মতো বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে ৯০ ভাগের বেশি নারী অংশগ্রহণকারী। সকল কার্যক্রমেই সাধারণভাবে নারীর ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হয়। লিফট কর্মসূচির আওতায় তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত হিজড়াদেরকে সীমায়িত পরিসরে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবারের অ-আর্থিক (আনপেইড) কাজ থেকে নারীকে বের করে আনা এবং সত্যিকার অর্থেই নারীকে পুরুষের পাশাপাশি তার ন্যায্য অবস্থান প্রদর্শনের পথ সুগম করার জন্য যাতে গৃহীত ঋণের অর্থ সে নিজেই ব্যবহার করে তার জন্য কাজ করা হয়। যে সকল কার্যক্রম উদ্যোগ উন্নয়ন ও বিকাশে উৎসর্গীকৃত যেমন – অগ্রসর ও সুফলন কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, এমডিপি ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানিসহ সকল শোষণ বঞ্চনা অবসানকল্পে পিকেএসএফ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি ইউনিট, সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় কার্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন অভীষ্ট আপৎকালীন ঋণ কার্যক্রম, লিফট কর্মসূচি, এসডিএল কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড চলমান। পানি সম্পদের উন্নয়ন, উপকূলীয় ও খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে পিকেএসএফ কাজ করে। সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ২০টি এবং লিফট কর্মসূচির আওতায় ২২টি মোট ৪২টি স্থাপনা (প্লান্টের) মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণ বাংলায় সংযোগ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ সর্বপ্রথম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথমদিকে শুধু দারিদ্র্য নিরসন লক্ষিত হলেও প্রায় এক যুগ আগে থেকেই পিকেএসএফ শোভন কাজ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এমনভাবে কার্যক্রম সাজিয়েছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দু'বছরে পিকেএসএফ অর্থায়িত ১১,৩৪,৪৭৮টি সাধারণ আর্থিক কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত হয়। আগামী দু'বছরে আরো অনেক নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করার কথা। অগ্রসর কার্যক্রম, পেইস, এসইপি, এমডিপি এবং আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় উচ্চমূল্য সংযোজনী খাতগুলোতে গুরুত্ব প্রদান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার মান অর্জনের নিমিত্ত পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিধিমালা ২০১৫-এর আওতায় উদ্ভাবন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তার নিমিত্ত নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরের উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যাতে পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিতকরণের জন্য সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। বেকারত্ব হ্রাস, অতিদরিদ্র খানার আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, স্থানীয় সংস্কৃতি লালন ও পণ্যসামগ্রীর প্রবর্ধন ইত্যাদির জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের বর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অংশ বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে। জাতীয় অর্থনীতিতে আয়বৃদ্ধি খাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিবেচনায় পিকেএসএফ-ও অকৃষিখাত বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ (প্রসেসিং) এবং

(ম্যানুফ্যাকচারিং) উৎপাদন খাতে অধিকতর অর্থ ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করছে। অগ্রসর, এসইপি, এমডিপি এবং আরএমটিপি প্রকল্পসমূহের আওতায় ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসার বর্ধিত অর্থ ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নে অর্থ, সামর্থ্য উন্নয়ন, ব্যবসায়গুচ্ছে মূল্য সংযোজন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বৈদ্যুতিন বাণিজ্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাগুলোকে অন্তর্ভুক্তকরণ ও বিভিন্ন অন্তর্জালে অভিগম্যতা তৈরি করে দেয়া হচ্ছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার মানুষের দোরগোড়ায় অর্থ, পানি, চিকিৎসা ইত্যাদির মতো পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক প্রণালী তৈরি হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল দরিদ্রখানা সহযোগী সংস্থা থেকে পরিষেবা গ্রহণ করে তারা সম্পদের তুলনায় দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। সহযোগী সংস্থার শুধু উপস্থিতিই প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে কেন্দ্র বা প্রবৃদ্ধি অঞ্চলের অসমতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। এই পরিষেবা পরিবেশনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদ নেই। সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস, ধর্ম, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের আয় বৃদ্ধির জন্য পরিষেবা পরিবেশন সম্ভব হচ্ছে। সংস্থাসমূহ অরক্ষিত সম্প্রদায়ের ভূমির অধিকারসহ অন্যান্য মানবাধিকার আদায়ে সহায়তা করছে। তারা এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কখনও নিজেরা বিধিমালা প্রণয়ন করে, অধিকাংশই কোনো না কোনো শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় নীতিমালা পেয়ে থাকে। সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধিতেও এ সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়ক কর্মকাণ্ড আছে। সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতি সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একবার অংশগ্রহণকারী খানা কর্তৃক পরিচালিত আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রধানত দরিদ্র মানুষের আয়বর্ধক কাজ বা উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের ক্ষুধা মুক্তির জন্য কাজ করে এবং তাদেরকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সকল সংস্থা দরিদ্রদেরকে জরুরি ঋণ পরিষেবা ও মৌসুমী অভাব নিবারণে ধানসহ অন্য প্রাক-মৌসুম ফসল আবাদে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং কিশোরী বালিকাদের অপুষ্টি নিরসন, অতিদরিদ্রদের মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণ, খর্বিত বিকাশ শিশুদের ব্যাপকতা হ্রাসে জাতীয় পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা করে। পাশাপাশি খাদ্যশস্যের বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ বা বিপণন, ঘরের আঙিনায় খামার, খাঁচায় মাছ চাষ, খামার ব্যবস্থাপনা, ঘরে বা ঘরের পেছনে গবাদি পশু পালনে অর্থ ও প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করে। অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের তহবিলে হারভেস্ট প্লাস, সেফ এ্যাকুয়া ফার্মিং ফর ইকোনোমিক এ্যান্ড ট্রেড ইম্প্রুভমেন্ট, কাজের বিনিময়ে অর্থ/খাদ্য, ১০০ দিনের কর্মসূচি, সাসটেইন্ড অপরচুনিটিস ফর নিউট্রিশন গভর্নেন্স (সঙ্গ), ট্রান্সবাউন্ডারি ফুড রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট ইন সাউথ এশিয়া, এক্সিলেরেটিং দি জেনেটিক সেন্স ইন রাইস, ফুড, এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স, সাসটেইনেবল ফুড সিকিউরিটি এ্যান্ড লিংকেজেস, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ইন পভার্টি প্রোন এরিয়াস ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ অভীষ্টে সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সংযোগ কর্মসূচি ও উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় কাজ করেছে। সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় মাতৃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন-স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকগুলো এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে। পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে সীমিত সংখ্যায় হলেও তারা এইড্স বা এইচআইভি, যক্ষ্মারোগ (টিবি), ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করার জন্য লক্ষিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, সাধারণ বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া নিরসনে বৈকালিক বিদ্যালয় ও অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় টিকে থাকার নিমিত্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহায়তা করছে। এদের মধ্যে দলিত, আদিবাসীসহ জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬টি উপশ্রেণিভুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানেরাও রয়েছে। অনেক সংস্থার নিজস্ব তহবিলে বা উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় অনুরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। যেমন: আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নে জাপানের অর্থায়নে জিবিকে-এর শাপলা নীড় প্রকল্প। যার অন্যতম দিক আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ এবং একান্তই বিরূপ পরিবেশে থাকা শিশুদের ক্রমান্বয়ে মূলধারার শিক্ষায় সম্পৃক্ত করা। জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)-এর 'এনসিউরিং ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি, নিউমেরেসি, ভোকেশনাল এ্যান্ড লাইফ স্কিলস ফর এডোলেসেন্টস (১৫-১৮ ইয়ারস এজ) ইন দি রোহিঙ্গা ক্যাম্পস এ্যান্ড কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট ইনক্লুডিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন অব কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্টস এবং ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ফোকাস্ড প্রোটেকশন, এডুকেশন এ্যান্ড হেলথ সার্ভিসেস ফর দি রোহিঙ্গা রিফিউজিস ইন টেকনাফ এ্যান্ড উখিয়া উপজেলা; পিপল্স অপরচুনিটি ফর পার্টিসিপেশন এ্যান্ড আপগ্রেডেশন থ্রু লার্নিং এ্যান্ড এ্যাকশন ইন এচিভিং রাইট্স (পপুলার) তাৎপর্যপূর্ণ প্রকল্প। সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের আনাচে কানাচে অনেক আধা-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হয়। অনেক সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ-এর তহবিল (যেমন, লিফট কর্মসূচির) আওতায় এবং অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিলের মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত হিজড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তাদের কাজ সামাজিক প্রতিকূলতা দূরীকরণে অর্থায়ন এবং স্থানীয় সচেতনতা কার্যক্রমের মধ্যেই সীমিত। তারা নারী-প্রধান খানাকে কার্যক্রমে প্রবেশ্যতা ও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে, গৃহপরিচারিকার কাজ করে এমন নারী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবং নিয়োগকারী খানার ওপর নজরদারির মাধ্যমে ঐ শিশু ও কিশোরদের সুরক্ষা প্রদান করে।

দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, গার্লস এ্যাডভোকেসি এলাউন্স (জিএএ), ট্রান্সফরমিং দি লাইফ অব জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স এ্যাফেক্টেড ইয়ং ওমেন এ্যান্ড গার্লস বাই ক্রিয়েটিং এম্প্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস, এমপাওয়ারিং ওমেন এ্যান্ড ইয়ুথ থ্রু গ্রাজুয়েশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এমপাওয়ারিং ওমেন টু বিকাম প্রোগ্রেসিভ এ্যান্ড সেলফ রিলাইয়েন্ট থ্রু ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড লাইফ স্কিলস ইত্যাদি এখাতে বাস্তবায়িত প্রকল্প। তারা লৈঙ্গিক সমতা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, কর্মশালা, জমায়েত, প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে।

দুর্যোগে সহায়তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর আপৎকালীন ঋণ, জরুরি ঋণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করেছে। সিডর, আইলা, আম্ফান সকল দুর্যোগে তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাবার পানি সরবরাহ করেছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট ও লিফট কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানি সরবরাহ করছে। পূর্বে তারা পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তারা পিকেএসএফ-এর সাথে যৌথভাবে পানি বিশুদ্ধকরণ স্থাপনা বা প্লান্ট স্থাপন করেছে। তারা সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরিতে সহায়তা দেয় এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করার ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করে। পিকেএসএফ, এনজিও ফোরাম, অক্সফাম, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সহায়তায় তারা এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। ওয়াটার ক্রেডিট, ওয়াশ ফর আরবান পুওর, ইম্প্রুভিং এ্যান্ড প্রোমোটিং এ্যাক্সেস টু সেইফ ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন ফর পেইভমেন্ট ডুয়েলার্স এ্যান্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন (ইম্প্যাক্ট), ওয়াশ ফর আরএমজি ওয়ার্কার্স, ইম্প্রুভিং ওয়াটসান এ্যান্ড পারসোনাল হাইজিন, এ্যাক্সেলিয়ারেটিং সাসটেইনেবল ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ফেসিলিটিস ফর অল, এ্যাকসেস ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ফর রুরাল পুওর অব দি নর্দান বাংলাদেশ ইত্যাদি পিকেএসএফ বহির্ভূত প্রকল্পের আওতায় তারা এ খাতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ সহস্র ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন এবং কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তারা পিকেএসএফ এবং ব্যাংক থেকে অর্থ গ্রহণ করে ব্যক্তি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়ন করে। একটি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডকে কিভাবে আরো উৎপাদনশীল ও লাভজনক করা যায় এবং তাতে শ্রমিকের আরো বেশি কর্মঘণ্টা কার্যকরভাবে বিনিয়োজিত হতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা প্রশিক্ষণের জন্যও তাদের কার্যক্রম রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের অনেকে যুব উন্নয়ন একাডেমীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে বা একাত্ম হয়ে কাজ করে।

সহযোগী সংস্থা শহরের দরিদ্রদের জন্য আবাসন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর তহবিলের বাইরে তারা এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ আঞ্চলিক বা বিশেষ গোষ্ঠীর লোকগাঁথা ইত্যাদি লালন ও সম্প্রসারণে কাজ করে। পরিবেশবান্ধব আধুনিক পর্যটন সরঞ্জামাদি, উপকরণ এবং পরিষেবা নিশ্চিতকরণে পরিবেশক তৈরিতেও সহায়তা করে।

দরিদ্র খানাসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সহযোগী সংস্থায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল রয়েছে। জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন সহায়তার জন্য তারা পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, পরিবেশ ও জলবায়ু ইউনিটের আওতায় কাজ করছে এবং জিসিএফ-এর বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির বন্ধুচুলা, সোলার প্যানেল জলবায়ুর অভিঘাত অভিযোজনে সহায়ক। পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে তারা বায়োগ্যাস, পরিবেশ বান্ধব ইট (যেমন: জেসিএফ ফাউন্ডেশন) ও প্রাকৃতিক সার উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে; জলবায়ুজনিত কারণে উৎপাটিত মানুষকে ভূমি অধিকার বা আবাসন প্রদানে সহায়তা করে। কোভিড-১৯ সময়েও তারা মানুষের পরিত্রাণেও বিভিন্নভাবে কাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত প্রশমন, অভিযোজন, নিরসন ও আগাম সতর্কতার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন সাধনকল্পে তাদের কেউ কেউ খুবই স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করছে। বিপদ-আপদে তারা মানুষকে আগাম সতর্ক করে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ মৎস্য খামারিদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়নের পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদেরকে মাছের পোনা প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে মূল্যশৃঙ্খল বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সহায়তা করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অদৃশ্য, অপ্রকাশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের অনৈতিক কাজে যেতে বাধ্য না হয় সেজন্য দরিদ্র জেলে ও অন্য মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা পেশা পরিবর্তনে সহায়তা করে। দেশব্যাপী ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে গঠিত সমিতিগুলোর অন্তর্জাল তৈরি করা ছাড়াও সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্নভাবে সামাজিক সংহতির জন্য কাজ করে। পিকেএসএফ ছাড়াও, ইউএসএইড, ইউএনডিপি ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর উন্নয়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। তারা অরক্ষিত ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাঝে আইনী পরিষেবার অভিগম্যতা তৈরি করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণে কাজ করে। অরক্ষিত অবস্থায় থাকা ও পথশিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষার উন্নয়নে শিশু আশ্রম কর্মসূচি রয়েছে, যা শিশুশ্রম রোধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সংস্থাগুলো জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধাচার নীতি বাস্তবায়ন করছে এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্যও কাজ করে। সেলক্ষ্যে বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা নানা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মোর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে মূল বাধা কোভিড-১৯। কোভিড প্রশমন করে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক কাজ করতে হবে: বঞ্চনা নিরসনে আগের অর্জনকে ধরে রাখা, সর্বজনীনভাবে প্রয়োজন এমন পরিষেবার

লভ্যতা নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতির ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা। সকল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখতে হবে। সরকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমন পরিবর্তনের দিকে যাবে যা আরো স্বাস্থ্যকর, অধিকতর অভিযোজনক্ষম এবং টেকসহিতা সম্পন্ন পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। বহু অংশীজনের মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতা থাকেবে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলো হবে শিক্ষা ও দক্ষতা, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, বিশুদ্ধ শক্তি ও শিল্প, ভূমির টেকসই ব্যবহার, টেকসই নগর ও ডিজিটাল প্রযুক্তি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, আঞ্চলিক সংগঠন এবং দেশসমূহ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ঐ পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের উপাদানে ভরপুর। অথাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট দেশসমূহের পরিকল্পনার কেন্দ্রেই থাকছে। অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে বৃহত্তর বিনিয়োগের সাথে সাথে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশসমূহ স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করবে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় সরকার, বেসরকারি খাত, সুধী সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং বহুপক্ষীয় ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। শ্রম বাজার বৃদ্ধি, কোথাও পণ্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং কোথাও আবার বাড়তি চাহিদা পূরণ, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং এসকল কাজে জনবলের দক্ষতা এবং একাগ্রতা সৃষ্টি আবশ্যক। দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে স্বল্পমেয়াদে হাতে নেয়া কর্মকাণ্ড পরিকল্পনার গতি ধরে রাখা, চাহিদাসম্পন্ন পণ্য বাজারে আনার পাশাপাশি প্রলম্বিত দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়া এবং প্রকৃতির সবুজায়নের দিকে নজর দেয়া। সেজন্য দরকার তহবিলের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। ঋণ সংকটের বিপরীতে দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখা, ব্যক্তি পর্যায় এবং ছোট ও মধ্যম আয়তনের উদ্যোগে অধিক বিনিয়োগ এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বলিষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা জরুরি। বাংলাদেশে কোভিড-১৯সহ ঝুঁকি মোকাবেলায় আরো সুচিন্তিত প্রস্তুতি আবশ্যক।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অগ্রগামী। প্রথম দেড় বছরে অনেক দেশের তুলনায় কোভিড-১৯ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে কম বিঘ্নিত করেছিলো। ২০২১-এর জুন শেষ সপ্তাহ প্রকৃতির আনুকূল্য বাংলাদেশের সাথে ছিলো বলা যায়। কিন্তু, এখন যে প্রভাব সংক্রমন ও মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে তা মোকবেলা করা দুরুহ হচ্ছে। এটা এখন জাতীয় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে প্রতি অভীষ্টে কোভিড-১৯ এর প্রভাব চিহ্নিত করে তা প্রশমনে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনাও অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে।

উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আরো সক্রিয় হয়ে বিশ্বসম্প্রদায় যাতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সে লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের ওপর জোর দিতে হবে। দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সদ্য গঠিত দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগ দিয়ে কোভিড-১৯ মহামারি থেকে টেকসইভাবে

পুনরুদ্ধারের জন্য দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো সুদৃঢ় করার যে আহ্বান তার বাস্তবায়ন এগিয়ে নিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় পিকেএসএফ কর্মস্থলে স্বাস্থ্য নিরাপত্তাব্যূহ তৈরি, জনবলের জন্য স্বাস্থ্যবিধি জারি ও তার প্রয়োগ এবং সহযোগী সংস্থায় তা ছড়িয়ে দিয়ে অনুসরণে সহায়তা করছে। হঠাৎ আয়ের পথ হারিয়ে ফেলা মানুষের মধ্যে ত্রাণ হিসেবে খাদ্য সরবরাহ, দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান এবং সহযোগী সংস্থাকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে গড়ে ওঠা দেশব্যাপী সুসংহত অন্তর্জাল এবং সক্ষমতা সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে ২০২০ সালে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলাকালে সরকারের পাশে থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহের কাজ করার ক্ষেত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে কোভিড-১৯ জনিত স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধিমালা প্রতিপালন করে সীমিত আকারে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চালু করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের সাথে দ্রুত আলোচনা করে। ফলে, মাঠ পর্যায়ে শিথিলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মাঠ পর্যায়ে কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগ্রহণকারীদের সহায়তার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে সরকার পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে এ তহবিলের সাথে আগের ১০০ কোটি নিজস্ব তহবিল যোগ করে মোট ৬০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ইতোমধ্যে জীবিকা পুনরুদ্ধার ঋণ (লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন) দেশব্যাপী চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ জনিত কারণে বিদেশ থেকে ফেরত আসা বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজও করা হবে। পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য রেইজপ্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, মোট ২৫২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক ১৫০.০ মিলিয়ন ডলার ও পিকেএসএফ ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সমান্তরালভাবে আরো ২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংস্থান করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি, পেইস এবং এসইপি প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোভিডকালে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। যেমন: ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা, জীবাণুনাশক স্প্রে করা, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, ব্যানার ও ফেস্টুন, ত্রাণ ও মুখোশ বিতরণ, হাত ধৌতকরণ বুথ প্রতিষ্ঠা, গণপ্রাঙ্গণকে দূষিত না করা।

প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলার ১৭টি ইউনিয়নে প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০ হাজার অতিদরিদ্র খানায় জরুরি সহায়তা প্রদানের কাজ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ শেষ হয়ে তৃতীয় ঢেউ চলমান। ২০২১ সালেও উপর্যুপুরি উপর্যুপরি লক-ডাউন, শাট-ডাউন, কঠোর লক-ডাউন আরোপিত হয়েছে। পরিকল্পিত সমগ্র কর্মএলাকার (১১৮টি ইউনিয়ন) লক্ষ্যভুক্ত অতিদরিদ্ররা প্রকল্পের পরিষেবাগুচ্ছের সাথে

যাতে এই পরিষেবাও পায় তা নিশ্চিত করা দরকার। একান্ত অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তকরণও খুব জরুরি।

কোভিড-১৯ প্রায় সকল ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার জীবনমানে প্রভাব ফেলে। বাজার খোলা রাখায় নিষেধাজ্ঞা আসে। খোলা বাজারেও ক্রেতা কম। পণ্য বা সেবার বিক্রি বিঘ্নিত, আয় কম। উদ্যোক্তারা উদ্যোগসমূহ সংকোচন, সঞ্চয় খরচ করে ফেলা, ঋণ গ্রহণ ও স্বল্প লাভে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থার উত্তরণে আর্থিক প্রণোদনা, বিকল্প বাজার ও যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বর্ধিত মেয়াদের নমনীয় ঋণের প্রয়োজন জ্ঞাত হয়ে পিকেএসএফ তিনটি প্রকল্পের আওতায় নতুন করে মোট ২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। পেইস প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২ মিলিয়ন ডলার ঋণ এবং ৭ মিলিয়ন ডলার অনুদানের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এসইপি প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গতি ফিরিয়ে আনা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন এবং ব্যবসা পুনরাম্ভ করার জন্য চলতি মূলধন সংকট নিরসনে উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তার জন্য প্রায় ১০৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালানো হয়। মহামারি সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের জন্য শেষান্তে পৌঁছে যাওয়া এমডিপি প্রকল্পের আওতায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দ্রুত ছাড়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) নামে আনুমানিক ২৫০ মিলিয়ন ডলার বাজেটের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে পিকেএসএফ-এর আওতাধীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মে সম্পৃক্ত করার প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়।

সাধারণ ছুটি ও অন্যান্য বিধিনিষেধ থাকায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমে উদ্ভুত স্থবিরতা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে পিকেএসএফ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনলাইন যোগাযোগ বা ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম বেছে নেয়। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বৈচিত্র্যময় আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কার্যক্রমসমূহের ভার্চুয়াল তদারকি চালু করা হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ (ভার্চুয়াল) সহ দু' ব্যবস্থায়ই তদারকি চলে। কোভিড বেড়ে গেলে শুধু ভার্চুয়াল তদারকি চালু থাকে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে সহযোগী সংস্থাসমূহও সংকটপীড়িত মানুষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়ে তারা অংশগ্রহণকারীদের থেকে ঋণের কিস্তি আদায় এবং সঞ্চয় গ্রহণ বন্ধ রাখে। নিজস্ব উদ্যোগে এপ্রিল–জুন সময়ে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কোভিড ক্ষতিগ্রস্ত খানাকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে। তারা প্রায় দেড় লাখ পরিবারের মধ্যে জরুরি খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী এবং নগদ অর্থ প্রদান করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার এ অনুদান কয়েক গুণ বেড়েছে। অনেকে কোভিড-১৯ সময়ে জরুরি ঋণ-পণ্য উদ্ভাবন করেছে, অনেকে বাজেটে তহবিল প্রাক্কলন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা-পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কিছু সংস্থা তাদের নিজস্ব চিকিৎসক ও সেবিকার সমন্বয়ে দল গঠন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। কয়েকটি সংস্থা তাদের কার্যালয়, অতিথিশালা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চিকিৎসক ও সেবিকাদের আবাসনের বন্দোবস্ত করে। কিছু সংস্থা কোভিড-১৯ আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে। সংস্থাগুলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালায়। যে সকল সংস্থার নিজস্ব ক্লিনিক বা হাসপাতাল রয়েছে তারা কোভিড-১৯ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা প্রদান করছে, ক্লিনিক বা ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখছে এবং স্থানীয় বা আন্তঃজেলা এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান করছে। অনেক সংস্থা মুখোশ, দস্তানা, স্যানিটাইজার, পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণ করে। অনেকে প্রশিক্ষিত লোকবলের মাধ্যমে আক্রান্ত পরিবারকে ঘরোয়া পরিচর্যা পরিষেবা প্রদান করে। কর্মপন্থা নির্ধারণের নিমিত্ত অনেক সংস্থা স্থানীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ মানুষের জীবনযাত্রায় এবং তাদের কার্যক্রমে কী প্রভাব রাখছে এবং এ সংকট উত্তরণে কী করণীয় তা জানার জন্য গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং অনলাইনে বা কখনো ছোট পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনা সভার আয়োজন করে। মানবতার সেবায় সহায়ক কার্যাবলী সম্পাদনে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যেমন সিভিল সার্জনের দপ্তর ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলে। অন্য একটি প্রতিষ্ঠান কী উদ্যোগ গ্রহণ করছে তা অবলোকন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে। কমিউনিটি রেডিওসমূহ থেকে কোভিড প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করে।

কোভিড-১৯ বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়তার নিমিত্ত সংস্থাগুলোর জন্য আশু করণীয় বিষয়ে তিনক্ষেত্রে সুপারিশ করা যেতে পারে: (১) অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঋণের পুনর্বিন্যাস, তারল্য নীতি হালনাগাদ করা এবং গ্রহিতাদের পরিষেবা ও পণ্য সম্বন্ধে ডিজিটাইজড সমাধানে সমর্পিত হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ। (২) কৃষিবীমা, ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা ও ক্ষুদ্র জীবনবীমা পরিষেবা চালু করা, অংশগ্রহকারীদের ব্যবসায় চালু রাখা এবং উন্নয়নের জন্য অ-আর্থিক পরিষেবা বা ব্যবসায় উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান, আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা, কৃষিখাতের ওপর আরো জোর দেয়া, এবং নতুন ডিজিটাল পরিষেবা বা সামগ্রী চালু করা। (৩) সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, সংকটের অভিঘাতের ওপরে কার্যক্রমের আওতাধীন অংশ্রহণকারীদের ওপর মাঠ জরিপ, অংশগ্রহণকারীদেরকে ঋণ এবং অনুদান প্রদান, ত্রাণের (খাদ্য, স্বাস্থ্য বা স্যানিটারি দ্রব্যাদি) ব্যবস্থা রাখা, এবং তাদেরকে সহায়তার নিমিত্ত মানবিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। তবে সংস্থাগুলো যদি এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় তখন

তাদের জন্য নানাবিধ আর্থিক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হতে পারে, যেমন, বর্ধিত ঝুঁকি প্রশমনে সতর্কতার সাথে সেবামূল্য (বাড়ানো বা না বাড়ানো) সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, পূর্ণ ব্যবসা প্রণালী ডিজিটালাইজড করতে হলে তাদেরকে অন্যান্য খাতে (যেমন: জনবলের প্রযুক্তিগত দক্ষতা) যে উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে তা বিবেচনা, প্রলম্বিত কোভিড-১৯ কালে ও পরবর্তীকালে সম্ভাব্য তহবিল স্বল্পতা কিন্তু অর্থের বাড়তি চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করা। একমাত্র তথ্যসমৃদ্ধ, সতর্ক এবং সর্বৈব প্রস্তুতির মাধ্যমেই সংস্থাগুলো এ ক্রান্তিকালে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

কোভিড-১৯ এর টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। টিকার এ ত্বরিৎ আবিষ্কার যেন বিশ্ব মানবতার মহাক্রান্তি ঘুচানোর উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ দিক হয়ে উঠেছে কোভিড ১৯-এর টিকা আবিষ্কার, তার সুষ্ঠু বণ্টন এবং দ্রুততর প্রয়োগ। টিকা এবং অন্যান্য প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হওয়া, তার উন্নতকরণ এবং ব্যবহারের ফলে হয়তো মানুষ একদিন কোভিড ১৯-কে অন্যান্য পরিচিত জ্বর যেমন, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগের কাতারে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে বা প্রকৃতিই হয়তো নিজস্ব খেয়ালে এ ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে। বিশ্ব তখন স্বাভাবিক পরিকল্পনা, কর্মকাণ্ড এবং জীবনযাত্রায় ফিরে যাবে। তবে কোভিডকালে যে সকল উদ্ভাবনা আবির্ভূত হয়ে সাধারণ সময়েও মানুষের কল্যানে তা আরো শানিতভাবে ব্যবহার করার সম্ভানা তৈরি করবে, সে সকল পরিষেবা, কৌশল বা পদ্ধতির আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা টেকসই উন্নয়নের জন্য হবে বড় প্রাপ্তি।

পরিশেষে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে উপাত্ত বা পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ বা গবেষণা জড়িত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো কাঠামোগত ব্যাপকভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে এটা হওয়া স্বাভাবিক। এখানে স্মর্তব্য, জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাঠামো সকল দেশ বা অঞ্চলের সামনে তুলে ধরেছে। এ সকল অভীষ্ট বাস্তবায়িত হবে দেশ বা অঞ্চলের নিজস্ব বাস্তবতা, সম্পদের লভ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ের নিরিখে। রাষ্ট্রের পরিকল্পনার আলোকে অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অংশীজনের কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নেও এ ধারা অনুসরণ করার বিকল্প নেই। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের কর্মকাণ্ড বৈশ্বিক এবং জাতীয়ভাবে গৃহীত কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন কতটা ত্বরান্বিত হয় সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরকারের নিকট তুলে ধরে। এ বিষয়ে সামর্থ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো সাধারণভাবে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডে যতো বেশি সম্ভব টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাঠামোগত পরিকল্পনার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। এই সামর্থ্য অর্জনের পূর্বশর্ত আবার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাঠামোর অনুসরণ এবং একই ধারায় কর্মকাণ্ডের তথ্য ও উপাত্ত ভাণ্ডার গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে পিকেএসএফ-কে প্রথমেই কয়েকটি জরুরি কাজ করতে হবে: (১) টেকসই উন্নয়ন

অভীষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে নিজস্ব লোকবলের ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, (২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পৃক্ত লোকবলের ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে যারা এ খাতের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করবেন তাদের ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) এ সকল বিষয়ে ত্বরিৎ ফলাফল পেতে হলে কালবিলম্ব না করে সহযোগী সংস্থার লোকবলের নিকট বোধগম্য ভাষায় সহযোগী সংস্থার কোন্ কর্মকাণ্ড, কিভাবে এবং কোন্ অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক তার ওপর একটি সহায়িকার প্রকাশনা, এবং (৪) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে অবিলম্বে সহযোগী সংস্থার কমপক্ষে দু'জন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান। কারণ, বর্তমান প্রকাশনাটির আদলে যদি আরো বেশি তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক কর্মকাণ্ডের ওপর সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয় তাহলে তার জন্য এখনই কাজ করতে হবে। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে নিধারিত ছকে সংখ্যাগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা তৈরি হচ্ছে। এসকল কিছু বিবেচনায় এক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হবে একটি ছোট সমীক্ষার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কোন অভীষ্ট বাস্তবায়নে কিভাবে সহায়তা করে তা চিহ্নিত করা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে ছক ব্যবহৃত হবে তা সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এ আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা ও সমন্বয় আবশ্যক হবে। জাতিসংঘ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অব ট্রেড এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আঙ্কটাড) এবং বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বর্তমান সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করে আদর্শ শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-ও সহজেই একই পথ অনুসরণ করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ শুধু যে পিকেএসএফ-এর সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নয়, বরং এর ফলে পিকেএসএফ-এর অন্য সকল কর্মকাণ্ড শানিত হবে, আধুনিকতর হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি বৃহত্তর পরিমণ্ডলে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এর ফল ভোগ করবে সামগ্রিকভাবে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ বা পিকেএসএফ-এর বাইরে বাংলাদেশে এমন কোনো পদক্ষেপ – পরিকল্পনা গবেষণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি – গ্রহণ করলে তা যাতে সহজে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায়-১

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: প্রেক্ষাপট

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পৃথিবী যথা পৃথিবীর মানুষ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ক্রমাগত অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু, সকল যুগে সকল সময়ে এ অগ্রগতি একই তালে সম্ভব হয়নি। কখনও কোনো বাধার কারণে, কখনওবা কৌশলের অভাব বা কৌশলে দুর্বলতার কারণে এ অগ্রগতি অর্জনে কম-বেশ হয়েছে; একুনে অগ্রগতি কখনও থেমে গিয়েছে, কখনওবা উল্টো হয়েছে (বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা এবং তার ফলাফল তাই প্রমাণ করে)। এ অগ্রগতিই উন্নয়ন। উন্নয়নের এ পন্থাটি কিভাবে পরিপূর্ণ সঠিক করা যায়, তা নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। এ সকল চিন্তা বা ধারণা বিভিন্ন দর্শনের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কিভাবে এ উন্নয়ন নির্বিষ হয় তা নিয়েও সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিভিন্ন দর্শন বা উন্নয়ন পরিক্রমা ক্রমশ পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই উন্নয়ন দর্শনের বর্তমানের এ স্তরে আসা অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদসহ অনেকের বহু বছরের সাধনার সুফল। প্রথম প্রথম এ সকল চিন্তা খণ্ডিত বলয়ে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে তা বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিসরে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকটে পৌঁছে তাদের চিন্তাকে আলোড়িত করে জীবন-জীবিকা পরিবেশ-প্রতিবেশের সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ যেমন প্রথমবারের মতো আঞ্চলিকতার গণ্ডি পার হয়ে বৈশ্বিক হয়ে ওঠে, তেমনি উন্নয়নও বৈশ্বিকতার দিকে ধাবিত হয়। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের অনিচ্ছার পরেও যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধারিত হয় এবং তা সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী চলে তখন বিশ্ব-সম্প্রদায় শান্তির সন্ধানে জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানের জন্ম অবধারিত । অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে এ বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য এ প্রতিষ্ঠানের ছত্রীসুলভ শান্তির ছায়া প্রদানের অঙ্গীকার - বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, পারদর্শিতা ও কর্মকাণ্ডের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ এবং সর্বতো অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন দর্শনের অন্বেষণ এবং বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রয়াস। এর ধারাবাহিকতায়ই আজ বৈশ্বিক উন্নয়ন অনেকটা কাঠামোগত রূপ পেয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত বৈশ্বিক পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সে পথ দিয়েই এসেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ পরিকল্পনার সকল অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্য স্থীর করা বলে একে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বা এজেন্ডা টু থাউর্জান্ড থার্টি (২০৩০) নামেও অভিহিত করা হয়।

বৈশ্বিক উন্নয়ন দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের নেতৃত্বেই ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্স-এমডিজি) ঘোষিত হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যু রোধ ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত হয় (আহমেদ এস. ও আহম্মাদ এস. ২০১৮)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দর্শন প্রয়োগের মাধ্যমে বেশ কিছু

ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়। যেমন: ১৯৯০ সাল থেকে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের অতিদারিদ্র্য থেকে উত্তরণ, শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা, বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাওয়া শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ২০০০ সাল থেকে এইচআইভি বা এইড্স আক্রান্তের হার ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনা (ইউএনডিপি ২০২০)। কিন্তু বিশ্ব নেতৃত্ব বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠনটির মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার থেকে আরো ব্যাপকভিত্তিক টেকসই এবং কার্যকর কাঠামোগত পরিকল্পনার অন্বেষণ অব্যাহত রাখেন। সেই ধারাবাহিকতায়ই জাতিসংঘ ২০১৫ সালে ২০৩০ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স - এসডিজি) ঘোষণা করে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রেক্ষাপট বর্ণনার আগে টেকসই উন্নয়ন বলতে আমরা সাধারণভাবে কী বুঝি সে দিকে দৃকপাত করা শ্রেয়। এক কথায়, যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না - কোনো গোষ্ঠী নয়, কোনো প্রজন্ম নয় - সে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নাম টেকসই উন্নয়ন। এর মাধ্যমে এমন একটি সুষম উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে যার নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে না। আরো একটু পরিস্কার করে বললে, টেকসই উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একমাত্র লক্ষ্য নয়; এটি আবার এমন কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়া নয় যা শুধু ধনী মানুষ বা ধনী দেশের জন্য; এটি এমন কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়া নয়, যেখানে শুধুই দারিদ্র্য বিমোচনের কথা থাকবে; উদ্যোক্তাদের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির পথ আরো প্রশস্ত করার কথা থাকবে না। আবার টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া এমন ও নয় যেখানে বর্তমানকে বিসর্জন দিয়ে ভবিষ্যৎকে খোঁজা হবে, অথবা ভবিষ্যৎ বিনষ্টের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে জিইয়ে রেখে বর্তমানের সমৃদ্ধি অর্জনের কথা চিন্তা করা হবে। এক্ষেত্রে ইউনাইটেড নেশন্স কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিইডি), যা ব্রান্ডল্যান্ড কমিশন নামেও পরিচিত, তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি স্মর্তব্য: টেকসই উন্নয়ন এমন উন্নয়ন যেখানে বর্তমানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্যকে খর্ব করা হবে না। একই চিন্তার পরিশীলন ঘটে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত এজেন্ডা-২১-এ: টেকসই উন্নয়ন সে সমন্বিত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশগত অগ্রগতি এবং সুরক্ষা যেখানে মানুষ সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। অন্যভাবে বলতে গেলে, টেকসই উন্নয়ন হলো সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পরিবেশবান্ধব মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। জুন ২০১২-এ রিও+২০ সম্মেলনে গৃহীত 'যে রকম বিশ্ব আমরা চাই' শীর্ষক দলিলে এ সংজ্ঞা পুনর্ব্যাক্ত করা হয় (আহমদ কিউ. কে. ২০১৬)। সাথে সাথে এ বৈশ্বিক ঘোষণার মানবকেন্দ্রিকতা আরো জোর পায়; বৈশ্বিক পরিকল্পা আমলাতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে অধিকতর রাজনৈতিক ও জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না -কোনো গোষ্ঠী নয়, কোনো প্রজন্ম নয় - সে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নাম টেকসই উন্নয়ন। এর মাধ্যমে এমন একটি সুষম উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে যার নেতিবচাক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে না।

এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে - টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে; বংশ পরম্পরার প্রয়োজনের ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। যেখানে উন্নয়ন হবে অংশীদারিত্বমূলক এবং এর ফল সমভাবে ভোগ করবে সকল জাতি, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রসমূহ। এ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ন্যায়বিচার।

সুতরাং, টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নত ও উন্নয়নশীল, সমৃদ্ধ ও রিক্ত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সকল ব্যক্তি এবং খাতের উন্নয়ন সুসমন্বিতভাবে করার কৌশল অবলম্বন করা হয় বা হবে। টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেও কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না। এটি ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা, যেখানে উন্নয়নকে জাতীয় গন্ডিতে আবদ্ধ না রেখে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বিবেচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর দরিদ্রতম পিছিয়েথাকা, পিছিয়েপড়া, পিছিয়েরাখা একজন মানুষের উন্নয়নের দায়িত্ব বা অংশীদারিত্ব অর্পন করা হয়েছে পৃথিবীর সকল ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের ওপর। কারণ এ বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবাই অংশ, অংশীদার বা অংশীজন: কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়।

পৃথিবীর মানুষ চিরকাল তাদের নিজের এবং প্রতিবেশীর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে। পারস্পরিক শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশ একত্রিত হয়ে কাজ করার ইতিহাস সমৃদ্ধ। আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ইতিবাচক মননশীলতার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। যার ফল জাতিপুঞ্জ (লিগ অব নেশন্স)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৫ সালে তৈরি হয় সম্মিলিত জাতিসংঘ (ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেশন)। মূলত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি হলেও ক্রমাগতভাবে অর্থনীতি এবং উন্নয়নের দিকে এ প্রতিষ্ঠানটি ধাবিত হতে থাকে। জাতিসংঘের আওতায় ১৯৪৬ সালেই জাতিসংঘ জরুরি আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল (ইউনাইটেড নেশন্স ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ইমার্জেন্সি ফান্ড-ইউনিসেফ) এবং এর ২০ বছর পরে জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-ইউএনডিপি) অঙ্গপ্রতিষ্ঠানদ্বয় গঠিত হয়। বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে উন্নত দেশগুলোকে উন্নয়ন মেলবন্ধন সৃষ্টিতে জাতিসংঘের এ দু'টি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইউএনডিপির ভূমিকা অপরিসীম।

সত্তর দশকের শুরু থেকে বিশ্বে উন্নয়নের ধরন ও পৃথিবীর সার্বিক সুরক্ষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় এবং কোনো বিশেষ ক্ষতি স্বীকার না করে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়। এ ধারণাটি ক্রমাগত মূলধারা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিতর্ক অগ্রভাগে জায়গা পাবার পেছনে ১৯৭২ সালে স্টকহোমে মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলন এবং বেশ কিছু প্রভাব বিস্তারকারী প্রকাশনা যেমন, লিমিট্স টু গ্রোথ (ক্লাব অব রোম ১৯৭২) এবং বিশ্ব সংরক্ষণ কৌশল: টেকসই উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সম্পদ (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার-আইইউসিএন ১৯৮০) ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। যা হোক, টেকসই ধারণার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার সূচনা হয় বিশ্ব পরিবেশ ও

উন্নয়ন কমিশন কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত 'আমাদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ব্রান্ডল্যান্ড প্রতিবেদন (১৯৮৭) প্রকাশিত হবার পর থেকে। এটি মূলত জাতিসংঘের আহবান এবং উদ্যোগে গঠিত ওয়ার্ল্ড কমিশন অব এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ডব্লিউসিইডি)-এর সুদীর্ঘ প্রতিবেদন। এ প্রকাশনার প্রথম পর্বের প্রথম প্রবন্ধের নাম 'এ থ্রেটেন্ড ফিউচার' অংশে ঝুঁকিপূর্ণ এক ভবিষ্যৎকে বিবেচনায় নিয়ে শিল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল সকল দেশের এক সাধারণ আগামীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওই অধ্যায়ে পরিবেশ এবং উন্নয়নের কৌশলের কথা বলা হয়েছে। ওই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমতা ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটাবার সামর্থ্য ব্যাহত না করার কৌশলকে টেকসই উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (আহমেদ এস. ও আহম্মাদ এস. ২০১৮)। টেকসই উন্নয়নের এই ধারণাটি ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

ক্রমান্বয়ে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি আন্তবংশীয় প্রয়োজন থেকে সরে এসে সামষ্টিক বা হোলিস্টিক অভিগমনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং টেকসই ভাবনাকে গ্রহণ করে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৯)। এ ধারাবাহিকতায় এবং বিশ্বের বিরাজমান অনুন্নয়নের সমস্যা সমাধান কল্পে ২০০০ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা (এমডিজি) গৃহীত হয়, যা আগেই বলা হয়েছে। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের ওপর বিশ্ব সম্মেলনে (ডব্লিউএসএসডি) উপস্থিত সরকার প্রধানগণ জোহান্সবার্গ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (জোহান্সবার্গ প্ল্যান অব ইম্প্লিমেন্টেশন) গ্রহণ করে, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা-কে টেকসই উন্নয়নের তিনটি পরস্পর নির্ভরশীল অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২০১২ সালে ব্রাজিলের রিওতে রিও শীর্ষ বৈঠকের বিশ বছর পূর্তিতে রিও+২০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে 'যে ভবিষ্যত আমরা চাই' দলিল গৃহীত হয়, যেখানে বলা হয়, টেকসই উন্নয়ন বলতে সমন্বিত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশগত অগ্রগতি এবং সুরক্ষাকে বোঝাবে। অধিকাংশের মতে, এ বৈঠকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি জন্ম লাভ করে (ইউএনডিপি ২০২০)। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে জাতিসংঘের শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত প্রতিবেদনে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচ্যসূচি আমাদের বিশ্বের রূপান্তর: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৩০ পর্যন্ত কর্মসূচি (ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড: দি ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট) গৃহীত হয়। বস্তুত এই আলোচ্যসূচি থেকে বিশ্বের জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই থেকে বিশ্বব্যাপী এ বৈশ্বিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়ে এসেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এজেন্ডা ২০৩০-এ পৃথকভাবে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট রয়েছে। এসকল অভীষ্টের প্রতিপাদ্য হলো দারিদ্র্য বিলোপ; ক্ষুধা ও বৈষম্যের অবসান,

জলবায়ু এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধি, মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের পরিধি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক ব্যাপক। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, টেকসই নগরায়ন, উদ্ভাবন ও অগ্রগতির তদারককল্পে তথ্য সংগঠন, সবার জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার যেমন রয়েছে তেমনি যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহবান শুধু দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি নয় - দরিদ্র ধনী এবং মধ্যম আয়ের সকল দেশের প্রতিও।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর মতে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য মানুষ বা মানুষকে সকল পরিকল্পনার প্রথমে রাখা। কাউকে পেছনে ফেলে রেখে উন্নয়ন নয়। সকল আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের মূল হবে টেকসই উন্নয়ন, অর্থনীতি রূপান্তরিত হবে কর্মসংস্থান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও শান্তির জন্য, সকলের জন্য কার্যকর, উন্মুক্ত এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে। এ লক্ষ্য সাধনে নতুন অংশীদারিত্বের সূচনা করতে হবে (আহমদ কিউ. কে. ২০১৬)। যদি এ পৃথিবীকে মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন সংবেদনশীল মানুষের পৃথিবী হিসেবে ধরা হয়, তা হলে অবশ্যই উন্নয়নের শর্ত সকলকে এক সাথে এগিয়ে যাওয়াঃ কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বা ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিটি হতে পারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় সামষ্টিক উন্নয়নের একটি বড় হাতিয়ার। কারণ এ সকল দেশে পিছিয়েথাকা, পিছিয়েরাখা, পিছিয়েপড়া মানুষের আধিক্য বিরাজমান। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে বা বৈশ্বিক উন্নয়নে সকল দেশ বিশেষ করে ধনী দেশগুলোর ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি আছে এ পরিকল্পনাটি। এজন্য প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ করে সেখানকার অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এ বৈশ্বিক পরিকল্পনায় যে পূর্বিতা প্রদান করা হয়েছে তার সর্বাত্মক বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

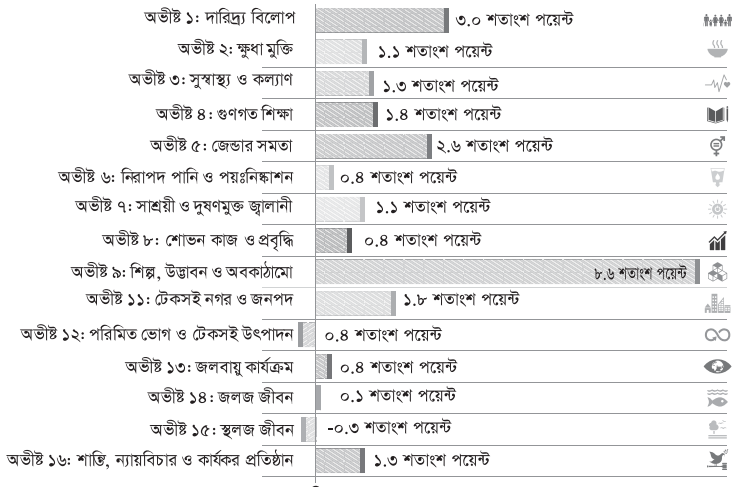
উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে মানুষকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হলে তাদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নারীর অবস্থান, সংগঠন (প্রযুক্তি, ঋণ, বিপণন সহায়তা এবং অন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার নিরিখে), পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা এবং কর্মকাণ্ড প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রথম চারটি মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধি, পঞ্চমটি সম্পদ ও সুবিধায় অভিগম্যতা এবং ষষ্ঠটি তাদের সংখ্যাকে সীমিত করা সম্বন্ধে। সপ্তমটি প্রকৃতির সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ বিষয়গুলোই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রতিপাদ্য (আহমদ কিউ. কে. ২০১৬)।

অধ্যায়-২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন: বৈশ্বিক অগ্রগতি, করোনার প্রভাব এবং করণীয়

১. এক নজরে বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের চিত্র

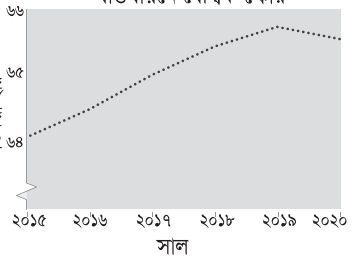
কোভিড-১৯ আসার আগ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বাস্তবায়ন চলছিলো। তখনও বৈশ্বিক এ উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সব ক্ষেত্রে সমান ছিলো না। কর্মতৎপরতার পরিবীক্ষণের নিমিত্ত উপাত্তের অভাব ছিলো। কোভিড সময়ে সমস্যা আরো বেড়েছে। জাতিসংঘ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে। জাতিসংঘের ২০২১ সালের প্রতিবেদন এখনও আসেনি। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীও নিয়মিত এ বিষয়ে প্রতিবেদন বের করে। ২০২১ সালে এ প্রতিবেদন (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১) ভিত্তিবছর ২০১৫ থেকে সকল অভীষ্টে অগ্রগতি শতাংশ পয়েন্টে উপস্থাপন করেছে (নিচে চিত্র-২.১; ঐ প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ১৯)।

চিত্র-২.১: শতাংশ পয়েন্টে ভিত্তিবছর ২০১৫ সাল থেকে বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অগ্রগতি



ঐ প্রতিবেদন ২০১৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সকল অভীষ্টে বৈশ্বিক স্কোর লেখচিত্রে উপস্থাপন করেছে (চিত্র-২.২: ঐ প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ১৩) লেখচিত্রটিতে দেখা যায় ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নতির দিকেই যাচ্ছিলো। কিন্তু, কোভিড-এর কারণে ২০১৯ সাল থেকে ২০২০ সালে বৈশ্বিক এ সূচকের তাৎপযপূর্ণ অবনমন ঘটে।

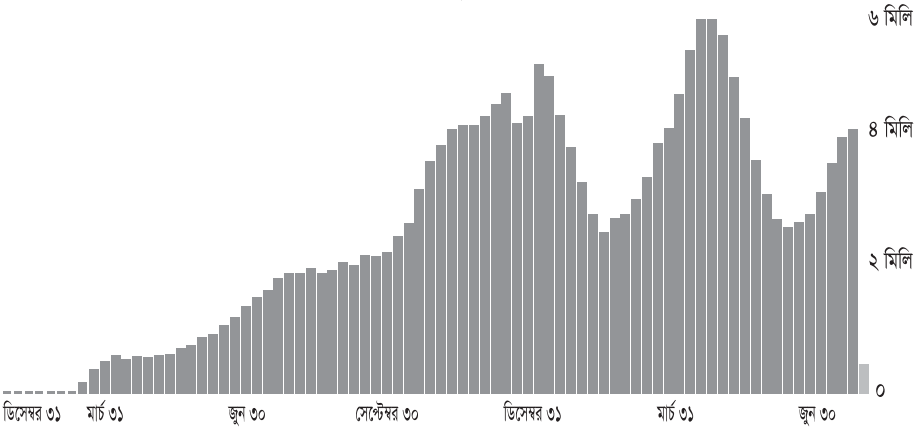
চিত্র-২.২: টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে বৈশ্বিক স্কোর



২.০ বিশ্বে কোভিড সংক্রমণ, কোভিডে মানুষের মৃত্যু ও অন্যান্য অভিঘাত

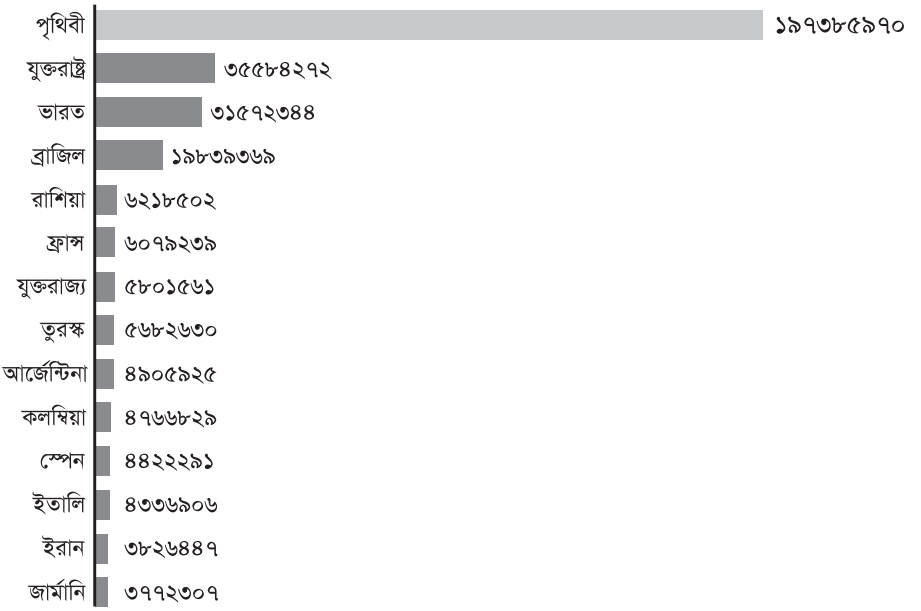
২০১৯-এর যে দিকে আবির্ভূত হয়ে কোভিড পুরো বিশ্বকে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে। সব কিছু যেন বদলে যাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে। নিচে সর্বব্যাপী এ কোভিড সংক্রমন, কোভিড সংক্রমনে মানুষের মৃত্যুসহ বিভিন্ন অভিঘাতের ওপর আলোকপাত করা হলো।

চিত্র-৪.১: ২০২০-২০২১ সময়ে বিভিন্ন সময়ে কোভিড-১৯ সংক্রমন প্রবনতা



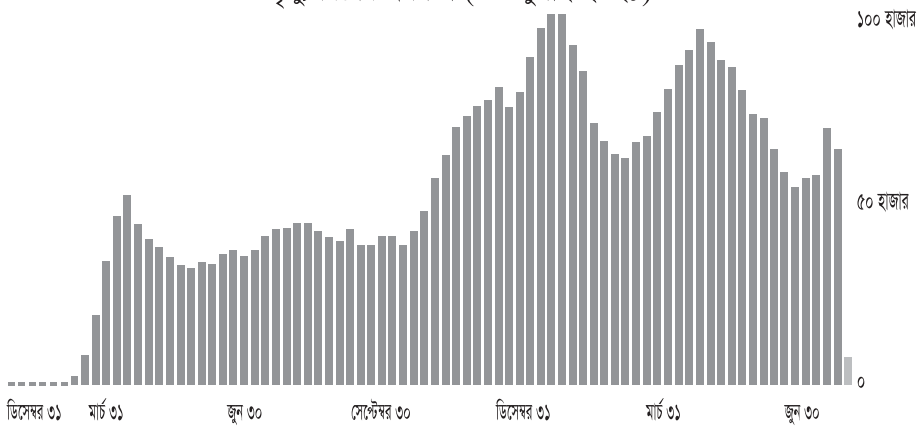
সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ড্যাশবোর্ড, ওয়েবসাইট (৩ আগষ্ট ২০২১)

চিত্র-৪:২ বিশ্বের সবচে' বেশি কোভিড-১৯ সংক্রমিত দেশসমূহ (৩০ জুলাই ২০২১)



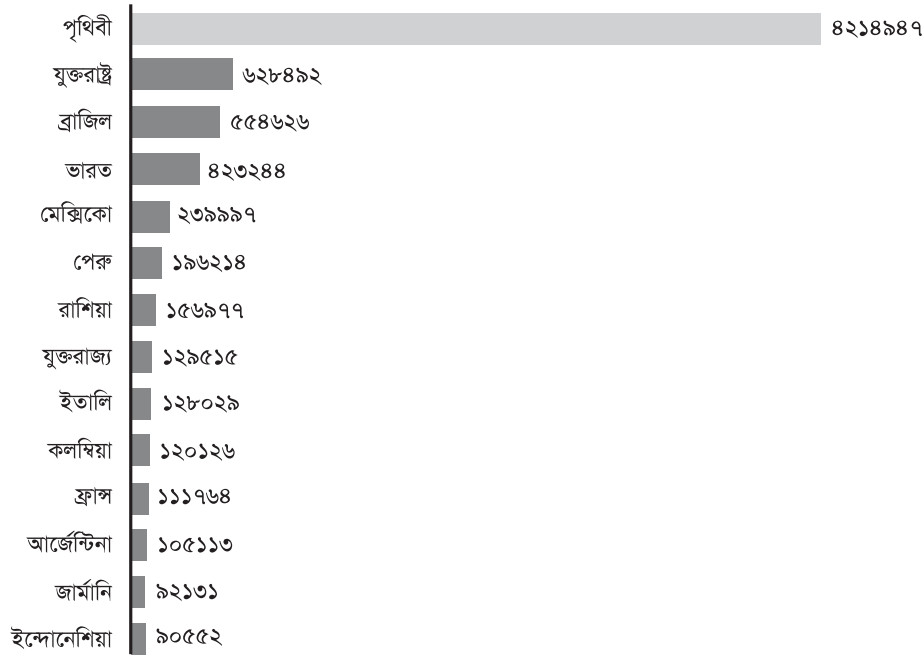
সূত্র: স্ট্যাটিস্টা, ওয়েবসাইট (৩ আগষ্ট ২০২১)

চিত্র-৪.৩: ২০২০-২০২১ সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে কোভিড-১৯-এ মানুষের মৃত্যুবরনের প্রবনতা (৩০ জুলাই ২০২১)



সূত্রঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ড্যাশবোর্ড, ওয়েবসাইট ((৩ আগষ্ট ২০২১)

চিত্র-৪.৪: কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়ে যে সকল দেশে সবচে' বেশি মানুষ মৃত্যুবরন করছে তার উপস্থাপন (৩০ জুলাই ২০২১)



সূত্রঃ স্ট্যাটিস্টা, ওয়েবসাইট (৩ আগষ্ট ২০২১)

চীনের উহান প্রদেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসটি শনাক্তের তথ্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমশ সমগ্র বিশ্বে এ রোগ জীবাণুটি ছড়িয়ে পরে মহামারির রূপ নেয়। এ পর্যন্ত বিশ্বের ২২০টি দেশ বা অঞ্চলে এ মহামারি হানা দিয়েছে। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে, ৩ আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ২০ কোটি মানুষ, মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ৪৩ লক্ষ মানুষ (ওয়ার্ল্ডোমিটার)। তবে, স্থানীয় এবং বৈশ্বিকক্ষেত্রে জনপ্রিয় ধারণা, সরকারগুলো প্রদত্ত এ তথ্যে উল্লিখিত আক্রান্ত এবং মৃত মানুষের সংখ্যা খুবই রক্ষণশীল হিসেবে প্রদর্শন করা হয়, উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি (হেল্‌থ লাইন ২০২০)। এ মহামারির প্রকোপ কোনো কোনো দেশে কিছুটা কমে আসলেও, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তা বাড়ছে। সবচে' বেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে। যুক্তরাষ্ট্রে শুধু নভেম্বর (২০২০) মাসেই ৪০ লাখের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে, যা অক্টোবরে আক্রান্তের সংখ্যার দ্বিগুণ। যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৩ কোটি ৫৬ লাখের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে। মারা গেছে প্রায় ৬ লাখ ২৬ হাজার মানুষ (স্টাটিসটা, ওয়েবসাইট ৩ আগষ্ট ২০২১)। প্রতিবেশী ভারতে মহামারিতে প্রায় ৪ লক্ষ জন মৃত্যুবরণ করে। সংক্রমিত হয় প্রায় সোয়া ৩ কোটি মানুষ দেশময় বিভীষিকা তৈরি হয়। বাংলাদেশেও উল্লম্বিক ও আনভূমিক উভয়ক্ষেত্রেই সংক্রামণ ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে।

আগেরর দু'টি পৃষ্ঠায় লেচিত্রসমূহে দেখা যায়, কোভিড-১৯ সংক্রমন এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা কখনও কখনও কম-বেশি হয়েছে। কিন্তু গত এপ্রিল থেকে তা দু' একদিন আগের তূলনায় কমলেও প্রতি সপ্তাহেই তা অবিরত বেড়েছে। পৃথিবীর সকলশক্তি-পরাশক্তি এ মহামারি দ্বারা আক্রান্ত; নাস্তনাবুদ। যদিও এর উৎপত্তিস্থল চীন অত্যন্ত সফলতার সাথে এ মহামারি থেকে উত্তরণের দারপ্রান্তে পৌঁচেছে।

কোভিড-১৯ মহামারি যেমন একদম সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সকল মানুষ ও নেতৃত্বকে আক্রান্ত করেছে, তেমনি বিশ্ব পরিক্রমায় বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক খাতকেও নাড়িয়ে দিচ্ছে। গোটা বিশ্ব যেন অনেকটা নিউমোনিয়া ধরনের এই জ্বরটির কাছে অসহায় হয়ে গিয়েছে। নিরূপায় হয়ে সরকারসমূহ কখনও লকডাউন, শাট-ডাউন, সর্বাত্মক লক-ডাউন, কঠোর লক-ডাউন ইত্যাদি (অবরুদ্ধতা বা প্রায় সান্ধ্য আইন আরোপসহ সাধারণ ছুটি) আরোপ করছে, কখনও তুলে নিচ্ছে, আবার আরোপ করতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ পূর্ণ সান্ধ্যআইন জারি করছে, আবার তুলেও নিচ্ছে, আবার আরোপ করছে। কারণ, লকডাউন, শাট-ডাউন দীর্ঘ সময় যাবৎ দিয়ে মানুষকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সামর্থ্য তাদের নেই। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বের এক নম্বর শক্তিশালী দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব পরিবর্তনেও এ মহামারি নিয়ন্ত্রনে প্রশাসনের মনোভাব এবং কার্যকারিতার মাত্রা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশ জার্মানী, স্পেন, ইতালি, যুক্তরাজ্য, ভারত, ব্রাজিল কেউ এ মহামারিকে খুব সফলভাবে মোকাবেলা করেছে এমনটি বলার সুযোগ নেই। স্বল্পোন্নত দেশগুলো এর কারণে বেশি টানাপোড়েনে পড়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লকডাউন কৌশল অবলম্বন করলেও পরে তুলে নিতে বাধ্য হচেছ। কারণ, স্বাভাবিক

কাজকর্মে ফিরে না গেলে আয়হীন মানুষ তখন অনাহারে মরবে, সে মৃতের সংখ্যা কোভিড ১৯-এ মৃত্যুসংখ্যা থেকে বেশি হবে (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ১৭)। স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, বৈশ্বিক সকল পরিকল্পনায় মহামরিটি আঘাত হেনেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে এ মহামারি কতটা প্রভাবিত করছে বা করবে স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা এবং অন্যান্য প্রতিবেদন ইতোমধ্যেই তার আভাস দেয়া শুরু করেছে। কোভিড-১৯ এর প্রতিকার এখন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার শীর্ষে। নির্ধারিত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা এখন অপ্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে (ক্ষেত্রপাল এস. ও ভাটিয়া আর. ২০২০)।

কোভিড-১৯ সহসাই চলে না-ও যেতে পারে। ইতোমধ্যে এ সংক্রমণের প্রায় দেড় বছর হতে যাচ্ছে। এটি হয়তো এ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে আসবে, যার থেকে ধনী দরিদ্র কোনো দেশই রেহাই পাবে না। এজন্য উন্নত দেশগুলোতে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অনুপযুক্ত গণনেতৃত্ব এবং দরিদ্র দেশগুলোতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, সচেতনতা এবং সম্পদের অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। দরিদ্র দেশগুলোতে এমনকি প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও মানের পরীক্ষার সুযোগও নেই (স্যাচস, জে ও অন্যান্য ২০২০)। বিশ্বের প্রায় সকল অর্থনীতিই কোভিড-১৯-এর কারণে সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিকভাবে কোভিড-১৯-এর প্রভাব সম্বন্ধে নিরন্তর প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকলে তথ্যের নির্ভরতার নিরিখে বর্তমান রচনায় দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২১), দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স এান্ড কোভিড ১৯: সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২০ (স্যাচস জে ও অন্যান্য ২০২০), এসডিজি পালস ২০২০: আঙ্কটাড টেইকস দ্যা পালস অব দ্যা এসডিজিস (ইউনাইটেড নেশন্স, জেনেভা ২০২০), এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এবং কোভিড-১৯ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০) শীর্ষক বিভিন্ন ওয়েব উৎসকে সমধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

আগে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ সহসাই চলে না-ও যেতে পারে। ইতোমধ্যে এ সংক্রমণের প্রায় দেড় বছর হয়ে গিয়েছে। এটি এ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে এসেছে, যার থেকে ধনী দরিদ্র কোনো দেশই রেহাই পচ্ছে না। উন্নত দেশগুলোতে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অনুপযুক্ত গণনেতৃত্ব এবং দরিদ্র দেশগুলোতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, সচেতনতা এবং সম্পদের অভাব থাকায় সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলোতে এমনকি প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও মানের পরীক্ষার সুযোগও নেই (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২০)। এর চেয়েও বড় কারণ মানবজ্ঞানে এ সমস্যাটির নগদ কোন সুরাহা না থাকা; মানব সামর্থ্য ও জ্ঞানের তুলনায় সমস্যার গভীরতা; অপ্রত্যাশিত গতিবিধি। আদতে এটি সমস্যা নয়; সংকট। বিশ্বের প্রায় সকল অর্থনীতিই কোভিড-১৯-এর কারণে সংকটে পড়েছে। কোনো অর্থনীতি স্থিতিশীল নয়, ঝুঁকির মধ্যে সবাই। আন্তর্জাতিক অস্থিরতা

বাড়ছে। এর অভিঘাতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক মন্দা ১৯৩০-এর মন্দাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে (আইএমএফ ২০২০)। স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর ওপর তাদের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখিয়েছে মহামারিটি ২০৩০ টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক কর্মসূচিটিকে বিপর্যস্ত করেছে: অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সব দিক দিয়ে। চিত্র-২.২-এ দেখা যায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বৈশ্বিক স্কোর প্রথমবারের মতো নিম্নগামী হয়েছে এবং তা খুব বেশি।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক বলেন, করোনার মহামারি আর কোনোদিন পৃথিবী থেকে চলে না-ও যেতে পারে। তবে আশার কথা হলো, বিশ্বেও ১৭০টি গবেষণাদল এ মহামারির টিকা আবিষ্কারে ব্যাপৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার জন হপকিনশন্স ইনস্টিটিউট, ফাইজার, মডার্না, বায়োটেক ইত্যাদির মতো আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এ মহামারির টিকা আবিষ্কার করেছে। রাশিয়া সবার আগে দাবি করেছে তারা সফলভাবে মানবদেহে নব্বই ভাগ নিরাপদ স্পুটনিক ভি করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন টিকা দিতে পেরেছে (এনডিটিভি, ৫ নভেম্বর ২০২০); তখন পর্যন্ত মডার্না, ফাইজার বায়োটেক, অক্সফোর্ড এস্ট্রোজেনেকা, জ্যানশেন, সিনোফার্ম ইত্যাদির মতো বিশ্বের ২৫-৩০টি কোম্পানি এ টিকা আবিষ্কারে সফলতা দেখিয়েছে। দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ইতালি, জার্মানী, জাপান, ভারত, ইসরাইল অগ্রগামী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সরকারসমূহ ইতোমধ্যে পরিকল্পনা করেছে কিভাবে টিকা বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯-এর টিকা (ভ্যাকসিন) ব্যবহার শুরু হয়েছে। উন্নত দেশসমূহ দ্রুত তাদের নাগরিকদের টিকাদান সম্পন্ন করতে পারলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহে পর্যাপ্ত টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং টিকাদান সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগবে (আহমদ কিউ. কে.২০২১; পৃ: ১)। মানুষের মনে এ টিকা গ্রহণ সম্বন্ধে ভয়ভীতি যাতে না থাকে সেজন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দ, অন্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিবর্গের (সেলেব্রিটি) টিকা গ্রহণ করার দৃশ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে বিশ্বে যে রাজনীতির দোলাচাল চলে কোভিড-১৯ এর টিকার ক্ষেত্রে তা না হলেই ভালো। যদিও অনেকেই এক্ষেত্রে শক্তিশালী এবং উৎপাদনকারী দেশগুলো টিকা বন্টনে রাজনীতি শুরু করেছে বলে ইতিমধ্যে বলাবলি শুরু করেছেন।

৩.০ বিভিন্ন উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অগ্রগতির সাধারণ আলোচনা

নিচে বিভিন্ন প্রতিবেদনের আলোকে সকল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অগ্রগতি এবং কোভিড-১৯ এই অগ্রগতিকে কিভাবে ব্যাহত করছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

(১) অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

কোভিড-১৯-এর আবির্ভাবের আগে অভীষ্ট-১ অর্জনে অগ্রগতি মন্থর ছিলো এবং ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্ব অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে কাঙ্ক্ষিত স্থানে ছিলো না (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ ২৪)।

২০১০ সালে বিশ্বে ১৫ শতাংশ মানুষ অতিদরিদ্র ছিলো। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগের মতে, বিশ্বব্যাপী অতিদারিদ্র্য ২০১৮ সালে (শতকরা ৮.৬) ২০১৫ সাল (শতকরা ১০.০০) থেকে শতকরা ১.৪ পয়েন্ট কমেছিলো (জাতিসংঘ ২০১৯)। এই ঐতিহাসিক প্রবণতা থেকে এটাই ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হতো যে। ২০৩০ নাগাদ অতিদারিদ্র্য হার শতকরা ৬-এ নেমে আসবে। কিন্তু, কোভিড-১৯-এর কারণে অনেক দেশেই অতিদারিদ্র্য হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে।

২০১৬ সালে ৪ বিলিয়ন মানুষ কোনো ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা পায়নি। কিন্তু, পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে ২০১৯-এ দারিদ্র্য হার ৮.৪ শতাংশে নেমে আসে, যা ২০৩০ নাগাদ ৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিলো। এটাও অনুমিত ছিলো, ২০১৯ সালে পরিণত কর্মীবাহিনীর তুলনায় কমবয়সী কর্মীবাহিনী দ্বিগুণ মাত্রায় অতিদারিদ্র্য ভোগ করবে।

কোভিড-১৯ এর কারণে এ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক দারিদ্র্য হার বেড়েছে। ২০২০ সালে ৭.১০ কোটি মানুষ অতিদারিদ্র্যে নিপতিত হয়েছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ ২৪)। বিশ্বব্যাংক বলেছিলো ১০.০ কোটি মানুষ অতিদরিদ্র হয়ে যেতে পারে (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ২০২) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিগত বছরে ১২ কোটি মানুষ অতিদারিদ্র্যে নিপতিত হয়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১)।

কোভিড-১৯- এর কারণে এ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক দারিদ্র্য হার বেড়েছে। ২০২০ সালে ৭.১০ কোটি মানুষ অতিদারিদ্র্যে নিপতিত হয়েছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০, পৃ ২৪), কিন্তু বিশ্বব্যাংকের একটি আরো হালনাগাদ হিসেবে, ১০.০ কোটি মানুষ অতিদরিদ্র হয়ে যেতে পারে (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ২০২)। গবেষণা আভাস দেয়, এতে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতি দাঁড়াবে ন্যূনতম ২৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত যে সকল কর্মকেন্দ্র বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে তাতে বিশ্বের ৮১ শতাংশ নিয়োগকারী এবং ৬৬ শতাংশ স্বাধীন কর্মচারী (ওউন্-একাউন্ট ওয়ার্কার্স) বা স্বকর্মসংস্থানের কর্মচারীর কাজ এবং আয় দারুণভাবে সংকুচিত হয়েছে।

কাজের দারিদ্র্যের (ওয়ার্ক পোভার্টি) ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু করোনা নারীদেরকে অধিকতর কাবু করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। একই কথা সত্য যুবা এবং কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রেও। ২০১৯ সাথে ১২.৮ শতাংশ ১৫-২৪ বছর বয়সী মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিলো। তরুণরা পরিণত বয়সীদের তুলনায় অধিকতর অরক্ষিত ছিলো এবং প্রায় দ্বিগুণ শতাংশে দারিদ্র্যপীড়িত ছিলো (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ ২৩)।

এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বেড়ে যাবে এবং এতে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতি দাঁড়াবে ২৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(২) অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

২০১৪ সাল থেকেই বৈশ্বিক অপুষ্টি বা দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য অনিরাপত্তা বলতে গেলে অপরিবর্তিত ছিলো। কয়েক বছর যাবৎ মোট জনগোষ্ঠীর অভুক্ত থাকা ধীর গতিতে বেড়ে চলছিলো। ২০১৯ সালে ৬৯০ মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছিলো, যা ২০১৪-এর তুলনায় ৬০ মিলিয়ন বেশি।

সাধারণ অবস্থায়ই অর্থাৎ কোভিড ১৯ হানা দেয়ার আগেও খাদ্য অনিরাপত্তা বাড়ছিলো। ২০১৪ সালে যেখানে বিশ্বে ২২.৪ শতাংশ মানুষ খাদ্য অনিরাপত্তার শিকার ছিলো সেখানে ২০১৯ এ হার দাঁড়ায় প্রায় ২৫.৯ শতাংশে। এ সময় বিশ্বের ১৪৪ মিলিয়ন (২১.৩ শতাংশ) অনূর্ধ্ব-৫ বছরের শিশু খর্বাকায় ছিলো এবং ৪৭ মিলিয়ন (৬.৯ শতাংশ) অনূর্ধ্ব-৫ বছরের শিশু কম ওজনে ভুগছিলো (ইউনিসেফ এপ্রিল ২০১৮; পৃ: ১১)।

কোভিড-১৯ ২০২০ থেকে ২০২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত খাদ্য অনিরাপত্তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১)। জলবায়ু অভিঘাত, অস্থিরতা, পঙ্গপালজনিত সংকট ইত্যাদি যৌথভাবে এ অনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে আশংকা আছে।

কোভিড-১৯ ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকবৃন্দের উৎপাদনকে দারুণভাবে ব্যাহত করবে। তার চেয়েও ভয়বহ বার্তা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর শতকরা ৪০-৮৫ শতাংশ ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদক উক্ত আক্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইতোমধ্যে মানুষের খাদ্যে অভিগম্যতা কমে গিয়েছে।

করোনা মোকাবেলায় আরোপিত লকডাউনের ফলে বিপণন কেন্দ্র বন্ধ বা সীমায়িত থাকায় ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারীগণ ভোক্তাদের নিকট তাদের খাদ্য পৌঁছাতে পারেনি। ফলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অত্যাবশ্যক পুষ্টি পরিষেবায় অভিগম্যতা ব্যাহত হওয়ায় শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২০, পৃ ২৭)।

বিশ্বময় প্রতি ন' জনে একজন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছেন, যাদের একটি বিশাল অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করেন। অপুষ্টি বিশ্বের ৫২ ভাগ শিশুর খর্বিত বিকাশ বা চরম খর্বিত বিকাশের জন্য দায়ী।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা অনুমান করছে, কোভিড-১৯ বিশ্বময় বিশেষ করে স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে খাদ্য অনিরাপত্তা এবং পুষ্টিহীনতা বাড়িয়ে দেবে (এফএও ২০২০, ইএফআরই ২০২০, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ২০২০; স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২০: পৃ: ২৩)। এর অন্যতম কারণ হতে পারে কোভিড-১৯-কে সামাল দিতে দেশগুলোর খাদ্যপণ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ৪১); যা সকল অঞ্চেলেই ঘটতে পারে। করোনা মোকাবেলায় আরোপিত লকডাউনের ফলে বিপণন কেন্দ্র বন্ধ বা সীমায়িত থাকায় ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারীগণ ভোক্তাদের নিকট তাদের খাদ্য পৌঁছাতে পারেনি। ফলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অত্যাবশ্যক

পুষ্টি পরিষেবায় অভিগম্যতা ব্যাহত হওয়ায় শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ ২৭)।

প্রলম্বিত করোনাকালে স্বল্পোন্নত দেশগুলো একদিকে প্রধানত অপ্রথাগত অর্থনীতিকে লকডাউন বা ঘরে অবরুদ্ধতা আরোপ করতে পারে না । কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসকল বাধা আরো বেশি মানুষের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর কারণ, তেমনি উন্নত আর্থিক পরিমণ্ডলে বড় অর্থনীতিসমূহের তুলনায় অনেক বেশি কষ্টে পড়ে পুনর্বাসনগুচ্ছের বিষয়ে (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ৬৩)।

(৩) অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

২০১৭ সালে বিশ্বের অর্ধেকেরও কম মানুষ অপরিহার্য এমন স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় ছিলো। কোভিড-১৯ এর আগে স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও সে উন্নতির গতি আরো গতিশীল হওয়া দরকার ছিলো। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য ছিলো মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিসাধন। আর স্বাস্থ্যখাতে মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো যক্ষ্মা এবং এইচআইভিকে।

যাদের হৃদযন্ত্রে বড় ধরনের সমস্যা আছে, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত, যাদের ইমিউন সাপ্রেসিভ থেরাপি নিতে হয়, যাদের টিউমার রয়েছে সে সকল রোগী এবং অন্য রোগে চিকিৎসাধীন রোগীরা কোভিড-১৯-এ অন্যদের তুলনায় বেশি আক্রান্ত হয় (ক্ষেত্রপাল ও ভাটিয়া ২০২০, পৃ ১১)।

প্রায় কয়েক দশকের চেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে যে উন্নয়ন হয়েছে তা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে কোভিড-১৯ এর কারণে। একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় এমন রোগে আক্রান্ত এবং মৃত্যু হার অনেক বাড়বে বলে আভাস পাওয়া যায়। কোভিড-১৯ প্রায় ৭০টি দেশের পুষ্টি কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৫৬)। ২০২০ সালে শত সহস্র অনূর্ধ্ব-পাঁচ বয়সী শিশুর মৃত্যু বাড়তে পারে।

মহামারি মানুষের গড় আয়ুষ্কাল কমিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপের উন্নত দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত । যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের আয়ুষ্কাল গড়ে পুরো এক বছর হ্রাস পেয়েছে; কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের আয় কমেছে গড়ে ২.৭ বছর (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ২০) ।

এই মহামারি স্বাস্থ্যখাতে প্রয়োজনীয় পেশাজীবী এবং স্বাস্থ্যকর্মীর স্বল্পতা চোখের সামনে আনছে, বিশেষ করে পৃথিবীর যে সকল অংশে বেশি রোগব্যাধির আক্রমণ রয়েছে। শতকরা ৪০-এর বেশি দেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য ১০ জনের থেকে কম চিকিৎসক; ৫৫ শতাংশের বেশি দেশে শুশ্রুষা এবং ধাত্রী খাতে ১০,০০০ মানুষের জন্য ৪০-এর কম পেশাজীবী রয়েছে। ২০৩০ নাগাদ বৈশ্বিক অভীষ্ট অর্জনে আরো ১৮ মিলিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে (স্যাচস জে ও অন্যান্য ২০২০: পৃ ২১)।

কোভিড-১৯ প্রায় ৭০টি দেশের পুষ্টি কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। ২০২০ সালে শত সহস্র অনূর্ধ্ব-৫ বয়সী শিশুর মৃত্যু বৃদ্ধির আশংকা তৈরি করেছে। কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পরে যারা বেঁচে থাকে তারা দীর্ঘমেয়াদে মানসিকভাবে প্রভাবিত থাকতে পারে।

(৪) অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

কোভিড-১৯-এর আবির্ভাবের আগেও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়ত মানসম্পন্ন শিক্ষাখাতে উন্নয়নের গতি মন্থর ছিলো। উক্ত বাস্তবতায় ২০২৩-এ ২০০ মিলিয়ন শিশুর শিক্ষার বাইরে থেকে যাওয়া এবং ৬০ শতাংশ ছেলেমেয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অতিক্রম করার সম্ভাবনা ছিলো (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ৩২)।

কোভিড-১৯ শিক্ষা সংকট আরো প্রকট হচ্ছে এবং এর ফলে বিদ্যমান শিক্ষা অসমতা আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ২০ শতাংশ 'সবচে' ধনী খানাগুলোতে ৭৯ শতাংশ, কিন্তু সবচে' দরিদ্র ২০ শতাংশ খানায় এ হার ছিলো মাত্র ৩৪ শতাংশ।

কোভিড-১৯-এর কারণে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়ায় বৈশ্বিকভাবে ৯০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের বাইরে চলে যায়। যার ফলে বছরের পর বছর শিক্ষাখাতে যে উন্নতি হয়েছিলো তা উল্টো ধারায় চলে। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী দূরশিক্ষণ সুযোগের বাইরে ছিটকে পড়ে। সর্বোপরি, বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ফলাফল এবং সামাজিক ও ব্যবহারিক বিকাশকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এপ্রিল ২০২০ অবধি প্রায় ৩৬৯ মিলিয়ন শিশু যারা বিদ্যালয় থেকে খাদ্য পেতো তাদেরকে অন্য উৎসে খাদ্য অন্বেষণ করতে হয় (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ২৭)। এ গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হবে (আগষ্ট ২০২১ এর প্রথম সপ্তাহ) তখন একমাত্র মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া আও কোনো অঞ্চলের ২০ শতাংশের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিলো না। এপ্রিল ২০২১-এর এ হার ছিলো ২২ শতাংশ (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ২৩)।

এখানে উল্লেখ্য, মাত্র ৬৫ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের অন্যতম মৌলিক উপায় হাত ধৌতকরণ সুবিধা বিদ্যমান। এ সংখ্যা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছুটা ভালো হলেও তা যথাক্রমে ৭১ এবং ৭৬ শতাংশের মধ্যেই সীমিত।

(৫) অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

কোভিড-১৯ পূর্ব সময়ে যদিও অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়, আগের তুলনায় কম বালিকা বিবাহে বাধ্য হয়, অনেক নারী নেতৃত্বে আসীন হয় এবং নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যে কোনো সময়ের চেয়ে উঁচুতে পৌঁছে যায়; তথাপি, পূর্ণাঙ্গ লৈঙ্গিক সমতা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায় (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০)।

২০১৯ সালে ২০-২৪ বছর বয়সী প্রতি পাঁচজনে একজন নারীর ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়, যা ১০ বছর আগে ছিলো প্রতি চার জনে একজন ।

নারীর যৌনাঙ্গ হানি (ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন) একটি মারাত্মক মানবাধিকার লংঘন । একত্রিশটি দেশের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন মেয়ে ও নারী এ নির্যাতনের শিকার হয় ।

নারীর যৌনাঙ্গ হানি (ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন) একটি মারাত্মক মানবাধিকার লংঘন। একত্রিশটি দেশের পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণে দেখা যায়, কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন মেয়ে ও নারী এ নির্যাতনের শিকার হয় (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ ৩৪) । জাতিসংঘ বলছে, এখনও ১৫-৪৯ বয়সের নারী এবং মেয়েদের প্রতি পাঁচ জনে একজন তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর দ্বারা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ০২) ।

বর্তমানে জাতীয় আইন প্রণয়ন পরিষদে (বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সমতুল্য) ২৫ শতাংশ এবং স্থানীয় সরকার পরিষদে ৩৪ শতাংশ নেতৃত্ব নারী ।

কোভিড-১৯-এর কারণে আরোপিত লকডাউন বা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে নারী ও মেয়েদের ওপর সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ ৩৪) । নারীর প্রতি এই সহিংসতা শারীরিক, মানসিক, যৌন সকল অবয়বে ঘটে । কিছু কিছু দেশে ঘরোয়া বা পারিবারিক সন্ত্রাস প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে যায় ।

বিশ্ববানিজ্য তথা অর্থনীতিতে যে ধ্বসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে (২৭ শতাংশ পণ্য বাণিজ্য হ্রাস) তাতে অন্তত স্বল্পমেয়াদে পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি (এলন টি. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ:৬) । এ মহামারির সময়ে নারীদেরকে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে পরিগণিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় । শুধু তাই নয়, নারীরা ঐ সময়ে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশি পারিবারিক অবৈতনিক গৃহস্থালী এবং পরিচর্যার কাজ করে, যারা আগে শোভন কর্মে নিযুক্ত ছিলো কাজ হারিয়ে পারিবারিক অবৈতনিক বা অ-আর্থিক গৃহস্থালী কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ।

আবার, করোনাকালে নারীরা ডাক্তার, নার্স, আয়া এবং স্বেচ্ছাসেবীসহ বিভিন্ন পেশায় সম্মুখ যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য এবং সমাজকর্মীর ৭০ শতাংশই নারী (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ২৭) ।

(৬) অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

যদিও এক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তথাপি কোভিড-কালেই কোটি কোটি মানুষ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে থেকে যায় । ২.২ বিলিয়ন মানুষ সুপেয় পানি পরিষেবা এবং ৪.২ বিলিয়ন মানুষ পয়ঃনিষ্কাশন বাইরে থাকে । বিশ্বব্যাপী পাঁচটির মধ্যে তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো সাবান এবং পানি বা মার্জন এ্যালকোহল ছিলো না (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ২৯) ।

কোভিড-১৯-এর ফলে তিন বিলিয়ন মানুষ নিজের ঘরে মহামারি থেকে পরিত্রাণের উপায় হাত ধৌতকরণ সুবিধা থেকে ২০২০ সালেও বঞ্চিত ছিলো। যে সকল শহুরে দরিদ্রদের পরিষ্কার পানিতে অভিগম্যতা নেই তারা কোভিড-১৯ এর বড় শিকার হচ্ছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ২৯)। শুধু তাই নয়, এ মহামারির কারণে পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে ৭০০ মিলিয়ন মানুষ নিজস্ব আবাসস্থল থেকে অনিচ্ছায় স্থানান্তরিত (উৎপাটিত) হতে পারে।

এটা খুবই আশংকার কথা যে, অনেক দেশই পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৬১ শতাংশ পিছিয়ে আছে।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবাকে কোভিড-১৯ ব্যাহত করছে। পানি শুধু স্বাস্থ্যের জন্য নয়, বরং দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা, শান্তি এবং মানবাধিকার, বাস্তুতন্ত্র এবং শিক্ষার জন্যও অপরিহার্য। তদুপরি, বিভিন্ন দেশে পানির স্বল্পতা, পানি দূষণ, মান সম্পন্ন পানির অভাবে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি এবং আন্তঃঅববাহিকা সংক্রান্ত সহযোগিতার অভাব প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। এর সাথে যোগ হচ্ছে, তহবিল স্বল্পতা এবং দুর্বল প্রশাসন (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ ৩৪)। যদি এ খাতে বর্তমান উন্নয়নের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি না পায়, তবে ২০৩০ নাগাদ এ অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে না।

(৭) অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

২০১০ সালে বৈশ্বিকভাবে ৮৩ শতাংশ মানুষের বিদ্যুতে অভিগম্যতা ছিলো, যা ২০১৮ সালে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়। তারপরেও, মোটের ওপর ৭৮৯ মিলিয়ন মানুষ, পল্লী অঞ্চলে ৮৫ শতাংশ, ২০১৮ সালেও বিদ্যুত পরিষেবার বাইরে ছিলো। কোভিড-১৯ পূর্ব সময়েই টেকসই জ্বালানি খাতে পদক্ষেপ আনুপাতিক হারে বাড়ানো (স্কেল আপ) দরকার ছিলো (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ ৩০)।

২০১৭ নাগাদ মোট ব্যবহৃত জ্বালানির মাত্র ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য ছিলো। ২০৩০ নাগাদ বৈশ্বিকভাবে বিদ্যুতে অভিগম্যতার অভীষ্ট অর্জন করতে হলে বিদ্যুতায়নের বর্তমান হার আরো ০.৮২ শতাংশ বাড়াতে হবে।

বিদ্যুতের ঘাটতি বা বিদ্যুৎ প্রবাহে অকস্মাৎ ছেদ শিল্প এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ব্যাহত করে। শক্তি বা জ্বালানিতে অভিগম্যতার অভাব কোভিড-১৯ মোকাবেলাকেও কঠিন করে তুলছে। কারণ অক্সিজেনের মতো অত্যাবশ্যক পদার্থ তৈরি বিদ্যুৎ বা এরকম অন্য জ্বালানি ছাড়া সম্ভব নয় (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ ২১২)। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আফ্রিকার ২৮ শতাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে সেবা পরিবেশন ব্যাহত হয়। করোনা রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমও এর দ্বারা ব্যাহত হয়। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে ২০৩০ নাগাদ ৬২০ মিলিয়ন মানুষ বিদ্যুৎ পরিষেবার বাইরে থাকবে। করোনার প্রকোপ এ সংখ্যা আরো বাড়িয়ে

দেবে বলেই অনুমিত হচ্ছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০: পৃ ৩৪), যা মানুষের স্বাস্থ্য, আয়, ক্রয়ক্ষমতা এবং পানিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রকটভাবে সংকুচিত করে রাখবে।

সাশ্রয়ী এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্বাস্থ্যখাতের জন্য অতীব প্রয়োজন। এখনও কোটি কোটি মানুষ এই অতীব আবশ্যক মৌলিক পরিষেবা পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, রান্না করার পরিষ্কার জ্বালানি এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি স্থবির হয়ে আছে। পরিষ্কার জ্বালানি এবং প্রযুক্তির অভাব কয়েক বিলিয়ন নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য-ক্ষতির কারণ হচ্ছে।

(৮) অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের আগেও বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসমান ছিলো। ২০০৮-২০১০ বর্ষে গড়ে এ মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ২.০ শতাংশ, ২০১৯ শতাংশ তা ১.৫-এ নেমে আসে। ২০০৮-২০০৯ এর পরে এখনই সবচে' নিচুলয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস অর্থনীতিকে আরো বড় সমস্যায় ফেলবে বলে অনুমান করা হয়েছিলো (ইউনাইটেড নেশন্স ২০৩০; পৃ: ৪০)। করোনা বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রকট নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে অপ্রথাগত খাতে কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, দিনমজুরি, এবং যে সকল খাত এ রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে সে খাতগুলোর শ্রমিকেরা এর দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। করোনা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচে' বেশি কর্মহীনতা তৈরি করবে তা অনুমেয় (ইউনাইটেড নেশন্স ২০৩০; পৃ: ৪০)। সাথে সাথে করোনা শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হিসেবে আবির্ভুত হচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করবে। কোভিড-১৯ ২০২০ সালে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বিশ্বের সকল অঞ্চলে প্রায় সমানভাবে বেকারত্বের হার বেড়ে যায়। এর মধ্যেও সবচে' বেশি বেকারত্ব বাড়ে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিও এবং ওইসিডি অঞ্চলে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ২৪; চিত্র-২.১৩)।

করোনা বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রকট নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে অপ্রথাগত খাতে কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, দিনমজুরি, এবং যে সকল খাত এ রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে সে খাতগুলোর শ্রমিকেরা এর দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। করোনা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচে' বেশি কর্মহীনতা তৈরি করবে তা অনুমেয় (ইউনাইটেড নেশন্স ২০৩০; পৃ: ৪০)।

করোনাকালে অপ্রথাগত খাতের ১.৬ বিলিয়ন শ্রমিক জীবিকা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বময় অর্থনৈতিক মন্দা ঐতিহাসিক মহামন্দা (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ ৩৪)-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ২০২০ সালে মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার ৪.২ শতাংশে কমে যেতে পারে। ২০২০-এর দ্বিতীয়ার্ধে কোভিড-১৯ এর কারণে ৪০০ মিলিয়ন এর সমতুল্য কর্মসংস্থান হ্রাস

পাওয়ার আশংকা তৈরি হয়। উদারণস্বরূপ, পর্যটন খাত নজিরবিহীন সমস্যায় পড়ে। ফলে, পর্যটক সংখ্যা ১১৪০ মিলিয়ন থেকে নেমে ৮৫০ মিলিয়নে নেমে যওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। ২০২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোভিড পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি; বরং অনেক আবনতি হয়েছে।

কোভিড-১৯-এর কারণে বিমান খাতের প্রবৃদ্ধি ইতিহাসের তলানিতে পৌঁছেছে। ২০২০-এর জানুয়ারি-মে সময়ে ২০১৯-এর জানুয়ারি-মে-র তুলনায় উড়োজাহাজে যাত্রীর সংখ্যা ৫১ শতাংশ হ্রাস পায়।

কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশী উন্নয়ন সহায়তা ২০১৯ এ যেখানে ছিলো ২০২১ নাগাদ তার চেয়ে ১৬ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ ২১৭)।

এ খাতে প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং উন্নয়ন (আরএন্ডডি) ২০১০-এ ২.১৪ ট্রিলিয়ন থেকে ২০১৭ সালে মাত্র ২.২ ট্রিলিয়নে উন্নীত হয়। এ বৃদ্ধির হার আরো বেশি হওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

(৯) অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পের উন্নয়ন এবং শারীরিক অবকাঠামো, উদ্ভাবন এবং গবেষণায় নিরবচ্ছিন্ন বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিকভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়নে বিনিয়োগ বেড়েছে। বৈশ্বিকভাবে অম্লজান নিঃসরণ হ্রাস পেয়েছে এবং মুঠোফোনে সংযুক্তি অনেক বেড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উৎপাদন খাত বৃদ্ধি পায়নি, সেখানে শিল্পায়নের গতিও মন্থর। যদিও ২০১০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদন খাতের অবদান ১০ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ১২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়, কিন্তু এর প্রবৃদ্ধি এতোটাই কম ছিলো যে ২০৩০-এ অভীষ্ট অর্জন করতে হলে শিল্প খাতের অবদান দ্বিগুণ করার প্রয়োজন হবে।

কিন্তু, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উৎপাদন খাত বৃদ্ধি পায়নি, সেখানে শিল্পায়নের গতিও ছিলো মন্থর। যদিও ২০১০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদন খাতের অবদান ১০ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ১২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়, কিন্তু এর প্রবৃদ্ধি এতোটাই কম ছিলো যে ২০৩০-এ অভীষ্ট অর্জন করতে হলে শিল্পখাতের অবদান দ্বিগুণ করার প্রয়োজন হবে। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সালে এ দেশগুলোর উৎপাদন খাতে মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ১৩২ মার্কিন ডলারে পৌঁছালেও তা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর (৪,৮৫৬ মার্কিন ডলার) তুলনায় বেশ পিছিয়ে থাকে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৪৩)। কোভিড-১৯ অভীষ্ট-৯ সম্পৃক্ত কর্মকা-কে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে; বিশেষ করে ঘন বসতিপূর্ণ ও বস্তি এলাকায় এর প্রভাব বেশি (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ২০)।

লকডাউনের কারণে বৈশ্বিক উৎপাদিত পণ্যের প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে ৬.০

শতাংশ হ্রাস পায়। বিশ্বের বৃহত্তম উপাদনকারী দেশ চীনে উৎপাদন ১৪.১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে বসে। যেহেতু উৎপাদন খাত অর্থনীতির চালিকাশক্তি, উৎপাদন খাতের এই হ্রাস বিশ্ব অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

এ মহামারি উৎপাদন এবং পরিবহণ খাতকে দারুণভাবে ব্যাহত করছে, যা বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলকে বিপর্যস্ত করছে, মানুষ কর্মসংস্থান হারাচ্ছে এবং এ খাতের শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা কমে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উৎপাদন খাত আয়ের অন্যতম উৎস এবং দারিদ্র্য নিরসনের উপায়। এ খাতে করোনার প্রভাব এতোটা ব্যাপক যে তা উন্নয়ন থামিয়ে দিচ্ছে বা তাকে অনুন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য পৃ: ৪২)।

ক্ষুদ্রশিল্প ভিত্তিক উদ্যোগসমূহ উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান অর্থনীতিসমূহের কর্মসংস্থানের মূল উৎস, আয় সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনেরও চালিকাশক্তি। কোভিড-১৯-উত্তর পুনরুদ্ধার এবং প্রলম্বিত কোভিড সময়ে এদের ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলার সাথে সম্পৃক্ততা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা অর্জনের স্বার্থে এ খাতের অর্থায়নে অভিগম্যতা দরকার (ইউনাইটেড নেশন্স, ২০২০; পৃ: ৪৩)। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগের জন্য আর্থিক প্রণোদনা এবং অর্থপরিষেবায় অভিগম্যতা এ করোনাকালে এবং করোনা উত্তরকালে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

(১০) অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

'কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়' মানে নিম্ন আয়ের অর্থনীতিগুলো বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তা থেকে নিজেরা লাভবানও হতে পারবে।

কোভিড-১৯ এর কারণে সবচে' অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলো সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, নারী, এবং অভিবাসী এবং শরণার্থীদের মতো গোষ্ঠীগুলো এ অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্ত। দরিদ্র দেশগুলোর ওপর এ মহামারি বিশেষ প্রভাব ফেলছে। যদি অর্থনৈতিক মন্দা উন্নয়ন সম্পদেরও প্রবাহ কমিয়ে দেয়, তবে এর অভিঘাত হবে আরো মারাত্মক।

২০১২-২০১৭ সময়ে ৯০টি দেশের মধ্যে ৭৩টি দেশের তুলনীয় উপাত্ত থেকে দেখা যায়, এদেশগুলো প্রকৃত আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের অর্ধেক দেশে (৪৯টি) নিচের ৪০ শতাংশ মানুষ জাতীয় গড় আয় থেকে মাথাপিছু বেশি আয় করেছে, যা কম বৈষম্য নির্দেশ করে। তদুপরি, সামগ্রিকভাবে দেশগুলোতে নিচের ৪০ শতাংশ মানুষ ২৫ শতাংশের কম আয় করেছিলো, যেখানে সর্বোচ্চ ওপরের ১০ শতাংশ মানুষ ২০ শতাংশের বেশি আয়ের অধিকারী ছিলো (ইউএনও ২০২০; পৃ: ৪৪)।

কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের আগে অনেক দেশে আয়-বৈষম্য কমছিলো। ২০১০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ৩৮টি দেশে জিনি সূচক-এর পতন হচ্ছিলো। শুধু তাই নয়, কোভিড-১৯ দেশগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ আলোচনাও হতে দেয়নি (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ৬৭)। এপ্রিল থেকে জুলাই ২০২০ সময়ে বিলিয়ন ডলারের ধনীরা তাদের সম্পদ প্রায় এক চতুর্থাংশের বেশি (২৭.৫ শতাংশ) বাড়িয়ে নিয়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ২০)।

কোভিড-১৯-এর কারণে সবচে' অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলো সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, নারী, অভিবাসী এবং শরণার্থীদের মতো গোষ্ঠীগুলো এ অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্ত। দরিদ্র দেশগুলোর ওপর এ মহামারি বিশেষ প্রভাব ফেলছে। যদি অর্থনৈতিক মন্দা উন্নয়ন সম্পদেরও প্রবাহ কমিয়ে দেয়, তবে এর অভিঘাত হবে আরো মারাত্মক।

কোভিড-১৯ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসমতার মাত্রা বহুধা বাড়িয়ে দিচ্ছে (স্যাচ্স জে ও অন্যান্য ২০২০: পৃ ৩৪)। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ কমে যেতে বসেছে। ২০১৭ সালে উন্নয়নশীল দেশে স্থানান্তরিত উন্নয়ন সম্পদের পরিমাণ ৪২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমান থেকে ২০১৮ থেকে ২৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানে নেমে আসে। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এবং ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) অনুমান করছে, যদি করোনা দ্বিতীয় দফায় আঘাত হানে ২০২০ সালে বৈশ্বিক জাতীয় উৎপাদন ৭.৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যা উন্নয়ন পর্ষদ সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক সাহায্য বাজেটকে সংকুচিত করতে বাধ্য করবে। এখানে উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে বিশ্ব করোনায় প্রবল দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাত শেষ হয়েছে। তৃতীয় ঢেউয়ের তান্ডবও প্রত্যক্ষ করছে।

(১১) অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

২০১৬ সালে, প্রতি ১০ জন শহরের অধিবাসীর মধ্যে নয় জন যে বায়ুতে শ্বাস ছাড়ে তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধিমালার মানসম্মত (পিএম ২.৫) ছিলো না। একই বছর, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি শহুরে অধিবাসী এমন বায়ু দূষণে অরক্ষিত ছিলো যা ঐ মানের থেকে ২.৫ গুণ বেশি ছিলো (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ; ৪৭)।

কোভিড-১৯-এর কারণে বায়ুদূষণ অনেকটা কমেছে। কিন্তু, লকডাউন তুলে নেয়ার সাথে সাথে মানুষের কাজকর্ম বাড়তে থাকায় তা আবার বাড়তে শুরু করে। কিন্তু বিগত প্রায় দেড় বছরের সমগ্রিক বায়ুদূষণ কমে যাওয়ার কথা।

২০১৮ সাল নাগাদ শহুরে জনসংখ্যার মধ্যে বস্তিবাসীর হার প্রায় ২৪ শতাংশে পৌঁছে। ২০১৯-এ মাত্র অর্ধেক শহুরে মানুষের গণপরিবহণে অভিগম্যতা ছিলো। বর্তমানে মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ ৪০০ মিটার হাঁটা দূরত্বের মধ্যে মুক্ত গণপ্রাঙ্গণে অভিগম্যতা রয়েছে।

২০১৬ সালে বায়ু দূষণের কারণে ৪.২ মিলিয়ন মানুষের অপমৃত্যু ঘটে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ শহরের বাসিন্দা। এই মহামারি ঘনবসতিপূর্ণ অপ্রথাগত আবাস এবং বস্তির এক বিলিয়ন অধিবাসীর জন্য সবচে' বেশি ক্ষতির কারণ হয়েছে।

নিরাপদ গণপরিবহণ, নির্ভরযোগ্য মৌলিক পরিষেবা এবং মুক্ত গণপ্রাঙ্গণ নগরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য এবং জীবিকার জন্য অপরিহার্য (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৪৭)।

(১২) অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

ভোগ এবং উৎপাদন বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি। কিন্তু জাতীয় সম্পদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার পৃথিবী নামক এ গ্রহের স্বাস্থ্য বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে বৈশ্বিক উপাদান পদচিহ্ন (গ্লোবাল ম্যাটেরিয়াল ফুট প্রিন্ট) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের হারের তুলনায় দ্রুততার সাথে বাড়ছে। বিশ্বের এক অংশে সম্পদ দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে অন্য অংশে উপাদান তীব্রতার কারণে। তাই এ অবস্থার সামাঞ্জস্য বিধানে জীবাশ্ম জ্বালানি ভর্তুকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃঃ ৪৮)।

বিশ্বে টেকসহিতার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে না। ২০১০ সালে বিশ্বে ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্টের পরিমাণ ছিলো ৭৩.২ বিলিয়ন মেট্রিক টন যা ২০১৭ সালে ৮৫.৯ বিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। ২০১০-২০১৯ সময়ে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে ২০ শতাংশেরও কম বর্জ্য পুনঃব্যবহার করা হয়।

বিশ্বের মাত্র ৩ শতাংশ পানি সুপেয়, এর ২.৫ এন্টার্টিকা মহাদেশে, আর্কটিক সাগর এবং হিমবাহে বরফ হয়ে আছে। সুতরাং, ০.৫ শতাংশ পানি দিয়েই বিশ্বে মানবতার বাস্তুতন্ত্র এবং সুপেয় পানির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হয় (আঙ্কটাড ২০২০)।

কোভিড-১৯ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন অভীষ্টে টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনে একটি মোক্ষম সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ২০১৭-২০১৯ সময়ে ৭৯টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন টেকসই ভোগ এবং উৎপাদনের ওপর ন্যূনতম একটি নীতিমালা তৈরির কথা জানিয়েছে। এক্ষেত্রে একটি সফল পরিবর্তন বলতে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল স্তরব্যাপী সম্পদ দক্ষতার উন্নয়ন এবং বহুজাতিক পরিবেশ চুক্তির সক্রিয় বাস্তবায়নকে বোঝাবে।

শস্য আহরণ, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডের সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থায় ১৩.৮ শতাংশ খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্য নষ্ট এবং অপচয় রোধ করে উৎপাদন খরচ কমানো এবং খাদ্য ব্যবস্থায় দক্ষতা আনয়ন করে টেকসই পরিবেশ বাস্তবায়ন সম্ভব। টেকসই পরিষেবা খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সাধনে সহায়ক হবে।

(১৩) অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

অভীষ্ট-১৩ অর্জনে প্রথম থেকেই বড় বাধা বিশ্বসম্প্রদায় যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলো তা থেকে তাদের দূরে সরে থাকা।

২০১৯ ছিলো ইতিহাসে এযাবৎ সবচে' উত্তপ্ত বর্ষ। তদুপরি, ২১০০ সালে বিশ্বের তাপমাত্রা ৩.২ সেঃ বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু, বিশ্বের দেশগুলোর তাতেও তেমন টনক নড়ছে বলে

মনে হচ্ছে না। জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তনিও গুতেরাস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সাথে এক সভায় বলেন, "আমরা লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছিও নেই, কেবল সময়ের পেছনে দৌড়াচ্ছি"।

মাত্র ৮৫টি দেশ এ পর্যন্ত জাতীয় দুর্যোগ নিরসন পরিকল্পনা (ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি) গ্রহণ করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, ২০১৬ সালে জীবাশ্ম জ্বালানিতে (৭৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগের পরিমাণ জলবায়ু বিষয়ে কর্মকাণ্ড (৬৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) থেকে অনেক বেশি ছিলো।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতে, কার্বন বা অম্লজানের ওপর কোভিড-১৯ এর কোনো পরিমাপযোগ্য প্রভাব নেই (ইউএনও জেনেভা ২০২০)। তবে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, কোভিড-১৯ সবুজ গ্যাস নিঃসরণ (গ্রীন গ্যাস এমিসন)-এ ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০২০ সালে এ গ্যাস নিঃসরণ ছিলো ৬.২ শতাংশ; বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫৬-এ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃঃ ৫০) নামিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন ৭.৬ শতাংশের কম। এই গ্যাস নিঃসরণ ৮.০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু তাও প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সবচে' দুর্বল লক্ষ্যটির অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না (আঙ্কটাড ২০২০; পৃঃ ২০৫)। এ মহামারির কারণে পরিবেশ দূষণ থেকে বিশ্ব কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। তবে সার্বিকভাবে এ স্বস্তি দীর্ঘ সময় টিকে থাকেনি । অম্লজান নি:স্বরণ কোভিড-১৯ পূর্ব সময়ের মতোই হচ্ছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃঃ ২০)। ২০১৯ সাল থেকে ২০২০-এ বন নিধন প্রায় ১২ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার আশংকা আছে বলে অনুমিত (ওয়াইশ ও গোল্ডম্যান ২০২১)।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জাতীয় দুর্যোগের সংখ্যা এবং ভয়াবহতা দু'টোই বাড়ছে। মহাদাবদাহ, মরুময়তা, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগ ২০১৮ সালে ৩৯ মিলিয়নের চেয়ে বেশি মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়েছিলো।

(১৪) অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

মহাসমুদ্রগুলো পৃথিবী গ্রহটির জীবন রক্ষাকারী যারা কিনা আবার বিশ্ব জলবায়ু ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মহাসমুদ্রগুলোই পৃথিবীর সবচে' বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র যেখানে প্রায় দশ সহস্র প্রজাতির নিবাস রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মহাসমুদ্রগুলোতে প্রভূত অনাহরিত সম্ভাবনা রয়েছে যা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিষয় হয়ে আছে।

মহাসমুদ্র এবং মৎস্যরাজি বিশ্ব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রয়োজন মেটায়। সুতরাং, মানুষের উচিৎ ছিলো মহাসমুদ্রগুলোর সুরক্ষা। কিন্তু, তা না করে মানুষ বিরূপ আচরণ এবং দায়িত্বহীনভাবে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে মহাসমুদ্রগুলোর অবক্ষয়ের কারণ হয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে মানুষের কার্যকলাপ হ্রাস পাওয়ায় মহাসমুদ্রগুলোর এ ক্ষতির রেশ টেনে ধরার সুযোগ হয়েছে। এক্ষেত্রে দেরি করার সুযোগ নেই।

অম্লায়ন সামুদ্রিক পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিলো। এটাও অনুমান করা হয়েছে, ২০২১ সালে সামুদ্রিক এ অম্ল ১০০-১৫০ শতাংশ বেড়ে যাবে যা প্রায় অর্ধেক সামুদ্রিক জীবনের ক্ষতি সাধন করছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৫২)।

সুখের বিষয়, ২০০০-২০১৯ পর্যন্ত সংরক্ষিত এলাকার প্রধান সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের আয়তন ক্রমাগত বেড়েছে; ২০০০ সালে ছিলো ৩০.৫ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে ৪৪.৮ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ৪০.০ শতাংশে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, ওসেনিয়া অঞ্চলের ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় উৎপাদনে টেকসই মৎস্য চাষ/ব্যবস্থাপনা ১.৫৫ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদনে মাত্র ১.১১ শতাংশ অবদান রাখে।

এ পর্যন্ত ৯৭টি দেশ বন্দর রাষ্ট্র পরিমাপ (পোর্ট এস্টেট মেজার) সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যেটি বেআইনী, অরক্ষিত এবং অনিয়মিত মৎস্য আহরণের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতামূলক সনদ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৫৩)।

কোভিড-১৯-এর কারণে মানুষের কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় সমুদ্রগুলো সুস্থতায় ফিরে আসার একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, লকডাউন শিথিল হলে প্রায় স্বাভাবিক নিয়মে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড শুরু করায় এই সুযোগ খুবই সাময়িক সময়ের জন্য ছিলো বলে প্রমাণিত হতে পারে।

কোভিড-১৯ জলজ এবং মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যে অভীষ্ট-১৫ (স্থলজ জীবন) বাস্তবায়ন ব্যাহত করেছে (আইপিসি ২০১৯, আইবিইএস ২০১৯)।

(১৫) অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকার জন্য প্রকৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়, আমাদের আবহাওয়ার গঠন ঠিক করে, আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস ফসল হওয়া না হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, সকল মানব খাদ্য, পশু-পাখির খাদ্য এবং আঁশ উৎপাদন করে (ইউনাইটেড নেশনস ২০২০; পৃ: ৫৪)। এক্ষেত্রে বিশ্বের জলজ ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা আবশ্যক। কিন্তু বিশ্ব স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসহিতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। কোভিড-১৯ আবির্ভাবের আগেই বোঝা যাচ্ছিলো, ২০২০ সালে বিশ্ব জীববৈচিত্র্য ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্য অর্জন থেকে পিছিয়ে আছে।

ইতোমধ্যে ৩১,০০০ প্রজাতি বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত যা আন্তর্জাতিক প্রকৃতির সুরক্ষা (ইন্টারন্যাশনাল কনজারভেশন অব নেচার-আইইউসিএন) কর্তৃক নির্ণীত লাল তালিকায় স্থান পাওয়া ১,১৬,০০০ প্রজাতির প্রায় ২৭ শতাংশ।

প্রতিদিন ভয়াবহভাবে বন উজাড় হচ্ছে। এর প্রধান কারণ কৃষি সম্প্রসারণ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৫৫)। ২০১৫-২০২০ সময়ে প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন হেক্টর করে বন

ধ্বংস হচ্ছে। মোট ২ বিলিয়ন হেক্টর ভূমি ক্ষতির সম্মুখীন, যার ফলে ২.২ বিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অনেক প্রজাতি বিনষ্টের পথে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, মোট ১১৩টি দেশের এক-তৃতীয়াংশ দেশ জাতীয় পরিকল্পনার সাথে জীববৈচিত্র্য রক্ষার অভীষ্ট সমুন্নত করার লক্ষ্য অর্জনের পথে সঠিক মাত্রায় অগ্রসর হচ্ছিলো।

বন্যজীবন অপরাধ, ভূমি ব্যবহারজনিত ক্ষতি যেমন বন নিধন এবং বসতি স্থাপন কোভিড-১৯সহ বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের প্রাথমিক সংক্রমণ পথ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা জনস্বাস্থ্য এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পেঙ্গুইনের মতো আন্তর্জাতিক প্রাণী করোনা ভাইরাস ছড়ানোর বাহন হিসেবে কাজ করেছে ২০১৪-২০১৮ উল্লেখ্য, সময়ে বিশ্বে ৩,৭০,০০০ পেঙ্গুইন জব্দ করা হয় (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃঃ ৫৫)। জীবাণুটি যে বায়ুবাহিত সে বিষয়ে অনেকেই এখন একমত।

বন্যজীবন অপরাধ, ভূমি ব্যবহারজনিত ক্ষতি যেমন বন নিধন এবং যত্রতত্র বসতি স্থাপন রোধ করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই বন ব্যবস্থাপনা; স্থলজ, পরিষ্কার পানি এবং পাহাড়ি এলাকার আয়তন বৃদ্ধি এ পদক্ষেপগুলোর অন্তর্গত। রাষ্ট্রসমূহ মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগতের মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

এমনকি অনেক দেশে জীববৈচিত্র্য ঝুঁকি এবং বন নিধনের কারণে বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান তো দূরের কথা বরং বিপরীতটাই ঘটেছে (আইপিসি ২০১৯)।

(১৬) অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

সংঘাত, অনিরাপত্তা, দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং ন্যায়বিচারে সীমিত অভিগম্যতা টেকসই উন্নয়নের পথে বাধা (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃঃ ৫৬)। আন্তর্জাতিক আইনের সুরক্ষা সত্ত্বেও বিশ্বে প্রতিদিন ১০০ জন বেসামরিক লোক সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিহত হচ্ছে। তবে একথা সত্যি, আগের তুলনায় জীবনহানির সংখ্যা কমেছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃঃ ৫৬)।

২০১৫ সালে ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে নর হত্যার শিকার ছিলো ৫.৯ জন; ২০১৮ সালে তা দাঁড়ায় ৫.৮ জন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে সারা বিশ্বে নর হত্যার সংখ্যা ছিলো ৪,৪০,০০০। জনগোষ্ঠীর জন্য অবারিত তথ্য অধিকার এবং তথ্য পাবার স্বাধীনতা শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠন এবং সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১২৭টি দেশ তথ্য অধিকার বা তথ্য স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন গ্রহণ করেছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃঃ ৫৭)। বাস্তবায়নের দিকে দৃষ্টি দিলে এসকল আইনের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাস দু'য়েক আগে ইসরাইল কর্তৃক

ফিলিস্তিনের শহরগুলো গুড়িয়ে দেয়া এবং নির্বিচারে বেসামরিক সহস্র লোককে হত্যা করা তো কোন আইনের তোয়াক্কা না করেই হয়েছে।

কোভিড-১৯ বিশ্বের এক অংশ হতে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন করছে, যা শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ৬০ শতাংশ দেশের কারাগারে বন্দির সংখ্যা এতোটা বেশি যে কারাগারে বন্দিদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। মানুষের ঠাসাঠাসি অবস্থা কোভিড-১৯ দ্রুত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে। ২০১৯ সালে যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা এবং সংঘাত থেকে পালিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা ৭৯.৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্বে চারটির মধ্যে একটি শিশু এখনও জন্মনিবন্ধন থেকে বঞ্চিত। এ শৈথিল্য সমাজ জীবনের অন্যক্ষেত্রে তাদের অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।

মার্চ ২০২০-এ জাতিসংঘের মহাসচিব সমগ্রবিশ্বে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন করে মানবিক সাহায্য পরিবেশনে সহায়তা করা এবং সমস্যার কূটনৈতিক সমাধান বের করার আহবান জানান। যেসব দেশ বিশেষভাবে কোভিড-১৯ দ্বারা বেশি আক্রান্ত তাদের প্রতি তিনি এ আবেদন জানান। এক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেয়াও হয়েছে, কিন্তু এর বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যদি সংঘাতে জড়ানো দেশগুলো বা অংশীদাররা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং মানবাধিকার আইন মেনে চলে তাহলে বেসামরিক মানুষের অনেক ভোগান্তিরই পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

(১৭) অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে শক্তিশালী দেশগুলোর যে সমর্থন বিদ্যমান তা খুবই নাজুক। এ প্রবনতা তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মানদন্ডে মানায় না। বিশ্বময় অর্থসম্পদ খুব সীমিত না হলেও তার বণ্টন একপেশে। ফলে, বিশ্বে বাণিজ্যিক চাপা উত্তেজনা বাড়ছে এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও গুরুত্বপূর্ণ উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। কোভিড-১৯ অতীতের অর্জনের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে, যা বৈদেশিক (বা আন্তর্জাতিক) বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য, বিদেশী বিনিয়োগ এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বিশাল মাত্রায় কমিয়ে দেবে। জেনেভার দ্যা গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট-এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধ্যাপক রিচার্ড বাল্ডইউন বলেছিলেন, "২০২০-এ বাণিজ্যের পতন হবে বিশাল, অকস্মাৎ, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রশস্ত - কিন্তু তা অপ্রত্যাশিত হবে না" (আঙ্কটাড ২০২০; পৃ: ২০৩)। মাসিক আঙ্কটাড ট্রেড নাউ কাস্ট মে ২০২০-এর শুরুতে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, বৈশ্বিক পণ্য-বাণিজ্য ২০২০-এ ২৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যদিও বছরের শেষের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিকে ফিরলে কিছুটা গুছিয়ে উঠতে পারে, বাস্তবে বছরের শেষের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিকে ফেরেনি। আর, ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্য তা অর্জন করার কোনো লক্ষণই দেখছে না প্রতিবেদনটি।

দৃশ্যত মহামারিটি বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের বিদ্যমান বিযুক্তিকরণ প্রবণতাকে আরো উগরে দিতে পারে। কিন্তু, কোভিড-১৯-এর একটি খুব বড় অবদান হতে পারে এ সময় অনলাইন সংস্কৃতির বিশাল বিস্তার। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাজকর্ম, দোকানপাট পরিচালনা এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বর্তমানে পৃথিবীর নব্বই ভাগ মানুষ ৩-জি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মোবাইলের আওতাভুক্ত। তবে কোভিডের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য ইন্টারনেটের সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০)।

২০১৮ থেকে ২০১৯-এ নেট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিলো মোটামুটি অপরিবর্তিত। ২০১৯ সালে সমগ্র বিশ্বে মোট বৈদেশিক সাহায্য ছিলো ১৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮ থেকে ২০১৯-এ আফ্রিকায় বৈদেশিক সাহায্য ১.৩ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ২.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০)। কোভিডের কারণে আর্থিক ব্যালেন্স অর্থাৎ নেট ধার বা দেনা জিডিপি-র শতাংশে প্রায় সকল দেশে হ্রাস পেয়েছে। হিসেবে অগ্রবর্তী অর্থনীতিসমূহেরই ক্ষতি বেশি হয়েছে। আর্থিক ব্যালেন্স কম হারে কমেছে নিম্ন-আয়ের দেশগুলোর (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃঃ ২৪; চিত্র-২.১৬)। কিন্তু টিকে থাকার প্রশ্নে উন্নয়নশীল দেশগুলোই বেশি বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

কোভিড-১৯সহ অন্যান্য কারণে বৈশ্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ কমে যতে পারে। শুধু তাই নয়, নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোর টিকে থাকার জন্য বিশেষভাবে বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণও কমে যাবে। এ অর্থের পরিমাণ ২০১৯-এ ৫৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২০ সালে ৪৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে যাওয়ার আশংকা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অতীব প্রয়োজনীয় উপাত্ত এবং পরিসংখ্যান খাতে ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক তহবিলের পরিমাণ ছিলো ৬৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২০ সালে এ খাতে ব্যবহারযোগ্য সম্পদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় ৫০ শতাংশ কম পড়ে যাওয়ার কথা।

গবেষণা ও উন্নয়নে বৈশ্বিক বিনিয়োগও ক্রমাগত বাড়ছিলো। কিন্তু, অভীষ্ট-৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো)-এ শীর্ষ এবং নিচে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে এসডিজি ড্যাশবোর্ডসমূহ থেকে দেখা যায়, এ পর্যন্ত বাস্তবায়নের যে গতি তা ২০৩০ নাগাদ অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০)। বর্তমানে ১০টি দেশ সমগ্র বিশ্বের মোট গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের ৭০ শতাংশ খরচ করে (আঙ্কটাড ২০২০; পৃঃ ১৩৫)।

কোভিড-১৯-এর কারণে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত পণ্য এবং পরিষেবায় অসমতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। সেখানে পদ্ধতিগত, ধারণাগত এবং তথ্যসংগ্রহগত দিকে থেকে নানা সমস্যা দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে মাঠ

সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে। ফলে পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ন্যূনতম কর্মকাণ্ড বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল সৃষ্টি ও ব্যবহার করতে হচ্ছে (আঙ্কটাড ২০২০ পৃঃ ২০৮)।

কোভিড-১৯ অভীষ্ট অর্জনে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের গুরুত্ব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। স্যাচ্স জে ও অন্যান্য (২০২১) তাদের প্রতিবেদনে দেখিয়েছে ওইসিডি দেশসমূহে প্রতি ১০০ জনে প্রায় ৩৬ ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে, সাব-সাহারা অঞ্চলে ১ থেকে ২ ডোজের বিশি নয়, মধ্যপ্রাচ্যে ৬ ডোজ, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ৯ ডোজ, দক্ষিণ এশিয়ায় ১০ ডোজের কিছু ওপরে। মানুষের জীবন যদি সকল ক্ষেত্রেই সমান মূল্যবান হয় তবে এ ক্রান্তিকালে জীবন রক্ষাকারী এ সম্পদে সকলেরই সমান অভিগম্যতা থাকা জরুরি।

৪.০ কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ইতোমধ্যে বিখ্যাত 'ছয়টি পরিবর্তন' অর্জনের জন্য দু'টি নীতি অবলম্বনের কথা বলা হয়: কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয় এবং পরিবেশের ক্ষতির সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির বিযুক্তি বা বৃত্তাকার অর্থনীতি (সার্কুলারিটি এ্যান্ড ডি-কাপলিং)। প্রথম নীতিটির কারণেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের একটি বড় উদ্দেশ্য অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন; তাদেরকে মূলধারা উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে নিয়ে আসা। কিন্তু এখনো প্রতিদিন শিশুরা নানান ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে; প্রতি ৮ জনে এক জন ১-১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে নিজগৃহে সহিংসতার শিকার হয়। পাচার হয়েছে এমন মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই শিশু।

কোভিড-১৯ বিশ্বের লাখ লাখ শিশু এবং যুবকে আক্রমণ করেছে। কেভিড-১৯-এর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ৩৭৯ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ে দেয়া খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়। বিগত ২০ বছরে প্রথমবারের মতো শিশুশ্রম হ্রাসের পরিবর্তে বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০)।

কোভিড-এ আক্রান্ত প্রতি ৫ জনে একজন ৮০ বছর বা তদূর্ধ্ব প্রবীণ। ২০১৪-২০১৯ সময়ে প্রতি তিন জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে একজন নিপীড়নের শিকার হয়। কোভিড-১৯ শিশু, যুবা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্য বাড়িয়ে দিতে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কোভিড-১৯-এর যে ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কোভিড-১৯ (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০) । ওই প্রতিবেতন অনুসারে অভীষ্ট-১ দারিদ্র্যের অবসান, অভীষ্ট-২ ক্ষুধার অবসান, অভীষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, অভীষ্ট-৮ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস-এর ওপর কোভিডের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা, অভীষ্ট-৫ লৈঙ্গিক সমতা, অভীষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, অভীষ্ট-৭ সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই জ্বালানী, অভীষ্ট-৯ অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনার প্রসারণ; অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনবসতি; অভীষ্ট-১৬ শান্তি, ন্যায়বিচারে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিকতা; ও অভীষ্ট-১৭ বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ওপর সহনীয় মাত্রার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অভীষ্ট-১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন;

অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা; অভীষ্ট-১৪ সামুদ্রিক সম্পদ ও অভীষ্ট-১৫ স্থলজ জীবনের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণ করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। স্যাচ্স জে. ও অন্যান্যদের ২০২১ সালের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ অবস্থা আরো ভয়াবহ।

৫.০ সাল ২০২০ : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বৈশ্বিক অগ্রগতি

দ্বিতীয় অধ্যায়ভুক্ত এ অংশের আলোচনা দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স রিপোর্ট ২০২০ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ৬০-৬১) হতে অনেকটা সরাসরি অনুদিত।

২০২০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। কারণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অনেকগুলো লক্ষ্য এ বছরের মধ্যে অর্জন করার কথা। টেকসই উন্নয়ন কথাটির কারণেই হয়তো ২০২০ সালের মধ্যে যে সকল লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা করা হয় তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি (২১টির মধ্যে ১২টি) জীববৈচিত্র্য সম্পৃক্ত। সে কারণে ২০২০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যগুলো অর্জনে বৈশ্বিক অগ্রগতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সম্পৃক্ত লক্ষ্যগুলো কতটা অর্জিত হয়েছে তা অন্য লক্ষ্যগুলো থেকে আলাদা করে নিম্নরূপে প্রদর্শন করেছে।

(১) জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহ

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
২.৫	খাদ্য এবং কৃষির জন্য বীজ, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জেনেটিক বৈচিত্র্য রক্ষা করা		খাদ্য ও কৃষির জন্য বীজ, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বংশগত বৈচিত্র্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ভবিষ্যতে বিনষ্টতা এড়ানোর জন্য পুনর্গঠন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বস্তুসহ স্থানীয় গোসম্পদের বীজ ২০১৯ সালে ১০১-এ উন্নীত হয়; তবে এই হিসাবে বিরাজমান ৭৬০০টি স্থানীয় গোসম্পদ প্রজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশই হিসেবে আনা হয়। দেশসমূহ থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে পাওয়া তথ্য মতে, ৭৩ শতাংশ এ ধরনের প্রজাতি বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০১৯-এর শেষ পর্যন্ত বিশ্বে ৫.৪ মিলিয়ন উদ্ভিদ জিনগত উপদানের নমুনা জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যা ২০১৮ থেকে ১.৩ শতাংশ বেশি।
৬.৬	পানি সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা এবং ফিরিয়ে আনা		২০১৮ সাল পর্যন্ত ২.১ শতাংশের বেশি জমি টাটকা জলাশয়ে পূর্ণ ছিল। ২০০০ ভিত্তিসাল থেকে ভূমির ওপরের এ অবস্থা রক্ষা করে আসা হচ্ছিলো। অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র যেমন: জলাভূমি সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্র, ভূগর্ভস্থ পানি এবং উন্মুক্ত জলাশয় সম্বন্ধে বৈশ্বিক উপাত্ত এখনও সংগ্রহ করা সম্পন্ন হয়নি।

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
১২.৪	সংবেদনশীলতার সাথে রাসায়নিক পদার্থসমূহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		রাসায়নিক পদার্থ এবং বর্জ্যগুচ্ছ সম্বন্ধে বহুপাক্ষিক পরিবেশ চুক্তি সম্পর্কিত সকল পক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে চলেছে। বিশেষ করে বেজেল, রটারডাম এবং স্টকহোম কনভেনশন। কিন্তু, ২০১০-২০১৯, বৈশ্বিকভাবে বৈদ্যুতিনবর্জ্য (ই-বর্জ্য) - ফেলে দেয়া বৈদ্যুতিন (ইলেক্ট্রনিক) এবং বৈদ্যুতিক (ইলেকট্রিকাল) যন্ত্রপাতি মাথাপিছু ৫.৩ থেকে ৭.৩ কিলোগ্রাম বেড়ে যায়; যদিও পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর নয় এমন ঐ সকল বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার তুলনামূলকভাবে খুবই ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে - মাথাপিছু ০.৮ থেকে ১.৩ কিলোগ্রাম (লালের মাধ্যমে অগ্রগতি দেখানো হয়েছে)।
১৪.২	সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং পুনরায় স্থাপন		বিগত আট বছরব্যাপী বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সূচকগুলো কোনো না কোনো ভাবে নিশ্চল হয়ে আছে। কিছু কিছু অঞ্চলে এ খাতে স্কোর খুবই কম এবং তা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।
১৪.৪	মাছের মজুত টেকসই পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা		বৈশ্বিকভাবে মৎস্য সম্পদ মজুতের টেকসহিতা দিনদিন কমছে; যদিও সে কমার হার আগের তুলনায় কম। ২০১৭ সালে এ মজুত জৈবিক টেকসহিতার ৬৫.৮ শতাংশ ছিল, যা ১৯৭৪ সালের মজুতের থেকে ৯০ শতাংশ কম এবং ১৯১৫ সালের তুলনায় ০.৮ শতাংশ পয়েন্ট কম।
১৪.৫	ন্যূনতম ১০ শতাংশ উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক এলাকা সংরক্ষণ		ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় কর্তৃত্বের অধীনে ১৭ শতাংশের বেশি জলাভূমি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ছিল, যা ২০১০ সালের পরিমাণের দ্বিগুনের চেয়ে বেশি। বৈশ্বিকভাবে প্রতিটি সামুদ্রিক ঐ সংরক্ষিত এলাকার সামুদ্রিক গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এলাকা (কি বায়োডাইভার্সিটি এরিয়া-কেবিএ) ২০০০ সালে ৩০.৫ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ৪৬.০ শতাংশে উন্নীত হয়। কিন্তু এখনও ঐ সকল আধারগুলো (সাইট) অসম্পূর্ণ।

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
১৪.৬	যে সকল ভর্তুকি মাছের অতিরিক্ত আহরণ এবং বেআইনী, গোপন এবং অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য শিকারকে বাড়ায় তা বন্ধ করা		ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত, অবৈধ ও বেআইনী মৎস্য শিকার লক্ষিত প্রথম বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি - এগ্রিমেন্ট অন পোর্ট স্টেট মেজার - এ স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বিগত বছরের ৫৮ থেকে বেড়ে ৬৬-তে উন্নীত হয়। প্রায় ৭০টির মতো দেশ এ সূচকে উচ্চ মান (স্কোর) অর্জন করেছে বলে জানা যায়।
১৫.১	পার্থিব এবং মিঠাপানির বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপন		২০২০ সালে গড়ে প্রতিটি পার্থিব তন্ত্রের ৪৪ শতাংশ, প্রতিটি মিঠা পানি এবং পর্বত গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এলাকা ৪১ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকায় ছিল, যা ২০০০ সালের অবস্থা থেকে ১২ থেকে ১৩ শতাংশ বেশি। কিন্তু এখন পর্যন্ত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র এলাকা অপূর্ণাঙ্গ সংরক্ষিত এলাকা বা তার বাইরে ছিলো। উপরন্তু ২০১০ সাল থেকে এ কভারেজের বৃদ্ধি আগের দশকের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গিয়েছে।
১৫.২	বন ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন, বন নিধন বন্ধ করা এবং পতিত বনের পুনঃস্থাপন		বিশ্বব্যাপী বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে; যদিও এ কমার গতি গত দশকের তুলনায় কিছুটা ধীর। ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বার্ষিক বন নিধনের হার ছিলো আনুমানিক ১০ মিলিয়ন হেক্টর। ২০২০ সালের উপাত্ত থেকে বোঝা যায়, যদিও বৈশ্বিকভাবে বন হারানোর হার এখনও উঁচু এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সংরক্ষিত অঞ্চলে বন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকা বন এবং সাথে সাথে সনদপ্রাপ্ত বন হয় বৈশ্বিকভাবে এবং আঞ্চলিকভাবে বেড়েছে বা আগের মতোই আছে।
১৫.৫	ঝুঁকিতে থাকা প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণ এবং লুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা		বিগত তিন দশক ব্যাপী প্রজাতিসমূহের বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ১০ শতাংশ করে বেড়েছে; যার ফলে লাল তালিকার সূচকগুলো (রেডলিস্ট ইনডেক্স) ১৯৯০ সালে ০.৮২ থেকে ২০১৫-এ ০.৭৫ এবং ২০২০ সালে ০.৭৩-এ নেমে এসেছে (এক্ষেত্রে ১ মানে বিলুপ্ত হওয়ার শঙ্কামুক্ত এবং ০ মানে সকল প্রজাতি বিলুপ্ত)।

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
১৫.৮	স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রে আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতিসমূহের প্রতিরোধ		মোটের ওপর জৈবিক আক্রমণের হার কমার কোনো নিশানা দেখা যাচ্ছে না; বরং ব্যবসা এবং যানবাহণ বৃদ্ধির কারণে আক্রমণাত্মক প্রজাতি এবং তাদের বিস্তার দু'টোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (ইইসিএন)-এর ইনভাসিভ স্পেসিস স্পেশালিস্ট গ্রুপ-এর জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, এ সকল আক্রমনাত্মক প্রজাতির বিস্তার রোধে সরকারসমূহের অঙ্গিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৫.৯	সরকারের পরিকল্পনা এবং হিসাব ব্যবস্থায় সমন্বিত বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য মূল্যবোধের অবস্থান		জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১১৩টি দল জীববৈচিত্র সম্পর্কিত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা (আইচি বায়োডাইভার্সিটি টার্গেট-২) মূল্যায়ন করেছে। এর মধ্যে অর্ধেক অংশীদার (পার্টি) লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি অর্জন করেছে, কিন্তু অগ্রগতির এ হার এমন ছিলো না যে তা ২০২০ সাল নাগাদ স্থিরীকৃত লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট হয়। ২০১৭ সালে ৬৯টি দেশে পরিবেশগত অর্থনৈতিক হিসাব ব্যবস্থার জন্য কার্যক্রম ছিল, যা ছিল ২০১৪ সালের অবস্থা থেকে ২৮ শতাংশ বেশি।

(২) অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
৩.৬	রাস্তায় চলাচলের সময় দুর্ঘটনায় বৈশ্বিক মৃত্যু এবং আহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা		২০১০ সালে রাস্তায় চলাচলের সময় দুর্ঘটনায় বৈশ্বিক মৃত্যু প্রতি ১,০০,০০০-এ ১৮.৭ থেকে ২০১৬-এ ১৮.২-এ নেমে আসে। কিন্তু, রাস্তায় চলাচলের সময় দুর্ঘটানায় মৃত্যু সংখ্যা বেড়েই চলছিল, যা ২০১৬-এ ১.৩৫ মিলিয়নে পৌঁছে। ঐ বছর রাস্তায় চলাচলের সময় দুর্ঘটনায় আহত হওয়া ৫ থেকে ২৯ বছরের কম বয়সী যুবদের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিলো। এ থেকে বোঝা যায়, ২০২০ সাল নাগাদ এ সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
৪.খ	উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে, ছোট দ্বীপ, উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া		বৃত্তির জন্য সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ২০১৭ সালে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৮ সালে ১.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, ফ্রান্স, জাপান এবং তুরস্ক এ সহায়তার দু-তৃতীয়াংশ প্রদান করেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকা ছিল বৃহত্তম গ্রহীতা অঞ্চল এবং ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মলদোভা প্রজাতন্ত্র এবং ভিয়েতনাম প্রধান গ্রহীতা দেশ।
৮.৬	কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে ব্যাপৃত নয় এমন যুবদের সংখ্যা হ্রাস করা		২০১৯ সালে পৃথিবীর ২২ শতাংশ যুব কোনো কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে ব্যাপৃত ছিলো না বা বেকার ছিল। ২০০৫ থেকে এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।
৮.খ	যুব উন্নয়নে একটি বৈশ্বিক কৌশল প্রণয়ন এবং কার্যকর করা		১০২টি দেশের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে ২০১৯ সালে দেখা যায়, ৯৮ শতাংশ দেশ নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত যুব কর্মসংস্থান কৌশল বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু, এ সকল দেশের এক-তৃতীয়াংশ বৈশ্বিক যুব কর্মসংস্থান কৌশল প্রণয়ন করছে এবং কার্যকর করেছে।
৯.গ	তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ		বর্তমানে মোবাইল ফোনের ব্যবহার প্রায় সর্বজনীন। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ৯৬.৫ শতাংশ মানুষ অন্তত পক্ষে ২জি কভারেজের মধ্যে ছিল, এর মধ্যে ৮১.৮ শতাংশ দীর্ঘ মেয়াদি বিবর্তন অন্তর্জালের (লংটার্ম ইভোলুশন নেটওয়ার্ক) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছিল।
১১.বি	অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ দক্ষতা, জলবায়ু পরিবর্তন লাঘব এবং অভিযোজন সম্পর্কিত বিধিমালা বাস্তবায়ন		এপ্রিল ২০২০ নাগাদ ৮৫টি দেশ, যা মোট দেশের শতকরা ৪০ ভাগ, জানায় অনেকটা সেন্ডাই কাঠামোর আলোকে তাদের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি দেশ পূর্ণ জাতীয় কৌশল উক্ত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। ২০১৮ সালে ৫৫টি দেশ জানায়, অন্তত কিছু কিছু স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল রয়েছে।

সূচক নং	সূচক	অগ্রগতি	অগ্রগতি আলোচনা
১৩.এ	জলবায়ু প্রশমনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য যৌথভাবে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংস্থান	●	এ বিষয়টি এখনও জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কনভেনশনের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে কনভেনশন তহবিল, বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংকসমূহ, দ্বিপাক্ষিক বা অন্য মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ে নির্ধারিত অর্থ এবং বেসরকারিভাবে যে অর্থ যোগাড় করা হবে সে বিষয়ে বাড়তি তথ্য দিয়ে থাকে।
১৭.১১	বৈশ্বিক রপ্তানিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করা	●	২০১৮ সালে বিশ্বে পণ্যসামগ্রী রপ্তানিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানির হার ছিলো ঠিক ১ শতাংশের ওপরে, যা মোটের ওপর ১০ বছর আগের মতোই। ২০২১ সাল নাগাদ রপ্তানি দ্বিগুন করার লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকে তা অনেক কম। বিগত কয়েক বছরে বৈশ্বিক পণ্যসামগ্রী এবং সেবা রপ্তানিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবদানও প্রায় একই স্থানে রয়ে গিয়েছে।
১৭.১৮	সময়ানুগ, মানসম্মত এবং বিযুক্ত উপাত্তের লভ্যতা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি	●	২০১৯ সালে ১৩২টি দেশ এবং অঞ্চল জানায়, তারা জাতিসংঘের সরকারি পরিসংখ্যানের মৌলিক বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় পরিসংখ্যানবিধি গ্রহণ করেছে; ২০১৮ সালে এরূপ দেশের সংখ্যা ছিলো ১১১। এছাড়া, অধিকাংশ দেশ জানায়, তারা জাতীয় পরিসংখ্যান পরিকল্পনা গ্রহণ করছে (২০১৯ সালে ১৪১টি দেশ এবং অঞ্চল, যা ২০১৮ সালে ছিল ১২৯টি)। কিন্তু, অনেক দেশই জানিয়েছে, পূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তাদের তহবিল ঘাটতি রয়েছে। উপ-সাহারা অঞ্চলের মাত্র ২৫ শতাংশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ণ তহবিল যোগান দেয়া হয়েছিল, যদিও ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ৯৫ শতাংশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ণ তহবিল যোগান দেয়া হয়।

লিজেন্ড:

- ● লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে বা অর্জনের পথে আছে
- ● কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য অর্জন থেকে পিছিয়ে আছে
- ● কোন অগ্রগতি নেই বা লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে
- ● বিশ্লেষণের মতো কোনো উপাত্ত নেই বা উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে

বি:দ্র:

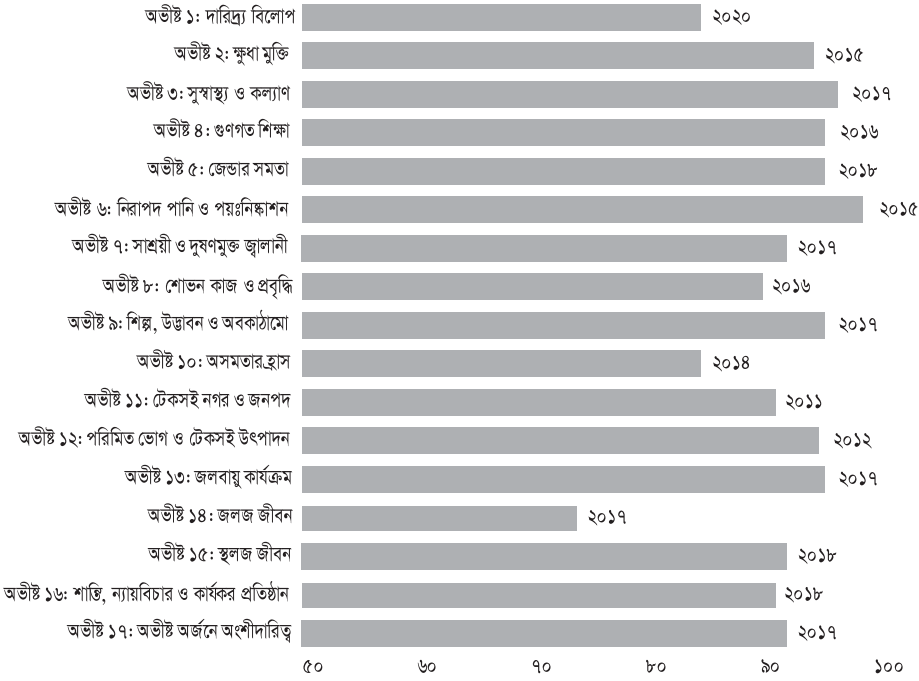
কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা বহুবিধ উন্নয়নের দিককে ব্যাপৃত করে। সে কারণে এ সকল বিষয় আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দু'রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ওপরের ছকে বিভিন্ন গোলক এবং তাতে প্রদত্ত রং দেখে বোঝা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে যে কয়টি লক্ষ্য অর্জনের কথা ছিলো, এর মধ্যে তিনটি লক্ষ্য মোটামুটি অর্জিত হয়েছে, সাতটি লক্ষ্যে অগ্রগতি থাকলেও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নয়, ছয়টিতে কোনো অগ্রগতি সাধিত না হয়ে বরং লক্ষ্যচ্যুতির আশংকা এবং একটি লক্ষ্যে বিশ্লেষণ করার মতো উপাত্ত পাওয়া যায়নি। একটি লক্ষ্যে আংশিক উপাত্ত এসেছে, তবে উক্ত লক্ষ্যে যেটুকু উপাত্ত এসেছে, তাতে বাস্তবায়নে অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। চারটি লক্ষ্যে অগ্রগতি এবং পিছিয়ে থাকা এ দু'টি ধারাই দেখা যায়।

৬.০ মানসম্মত উপাত্ত : দরিদ্র দেশগুলোর তহবিল স্বল্পতা

২০১৯ সালে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ জানায়, তারা একটি জাতীয় পরিসংখ্যান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। যদিও অনেক দেশই পরিকল্পনা পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংকটের কথা জানায় (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০)। উপ-সাহারা অঞ্চলের মাত্র ২৫ শতাংশ (৩৬টির মধ্যে ৯টি) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তহবিল যোগান দেয়া হয়েছে। অথচ ঐ সময়ে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ৯৫ শতাংশ (৩৮টির মধ্যে ৩৬টি) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তহবিল দেয়া হয়েছিলো।

চিত্র-২.৭ : উপাত্তের লভ্যতা এবং লভ্যতার সময়ে বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে পরিলক্ষিত পার্থক্য



সূত্র : ইউনাইটেড নেশন্স (২০২০), দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স রির্পোট ২০২০, ইউনাইটেড নেশন্স, ওয়েবসাইট।

২০১৬ (৬২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) থেকে ২০১৭ সালে (৬৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) উপাত্ত এবং পরিসংখানের জন্য বিদেশী বিনিয়োগ প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যদিও তা মোট বিনিয়োগ চাহিদার মাত্র ০.৩৪ শতাংশ ছিলো। উপাত্ত এবং পরিসংখ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের তুলনায় এ আন্তর্জাতিক বিদেশী তহবিল মাত্র অর্ধেকে পৌঁছেছে। বিগত তিন বছরে, উপ-সাহারা অঞ্চলের দেশগুলো এক্ষেত্রে সবচে' বেশি লাভবান হয়েছে, তাদেরকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অধিক তহবিল (মোট ৮৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদান করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জাতীয় উন্নয়ন বিষয়াবলী আরো কার্যকরভাবে ও অব্যাহতভাবে তদারকি করার জন্য বর্ধিত হারে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের ওপর উপাত্ত প্রাপ্তি এবং তা প্রাপ্তি সময়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যা চিত্র-৫-এ উপস্থাপিত স্তম্ভলেখ থেকে বোঝা যায় (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০)। স্তম্ভলেখটি থেকে দেখা যায়, কোনো অভীষ্টেই শতভাগ উপাত্ত এখনও তৈরি নয় এবং ২০২০ সালেও দু' থেকে তিনটি অভীষ্টে ৮৫ শতাংশ উপাত্তও আসে না। এ অভীষ্ট-১ দারিদ্র্য নিরসন ৮২ শতাংশ, অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি ৯২ শতাংশ, অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস ৮৩ শতাংশ উপাত্ত আসে।

উপাত্তের লভ্যতা এবং লভ্যতার সময়ে বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র-১)। এ পার্থক্য সরকারি উপাত্তের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনি বেসরকারি উপাত্তের ক্ষেত্রেও হয়। দ্যা এসডিএসএন ট্রেন্ডস নেটওয়ার্ক এবং ডেটা নাউ প্রতিষ্ঠান দু'টি সরকারি এবং বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে উপাত্তের লভ্যতা এবং তার সময় সম্বন্ধীয় অংশীদারিত্ব সুসংহত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে (জিপিএসডিডি ও অন্যান্য ২০১৯); আর কন্ট্রাক্ট ফর ডেটা কলেবরেশন্স (সি৪ডিসি) প্রকল্প সরকারসমূহকে উপাত্ত উন্নয়ন এবং ক্রস-সেক্টর উপাত্ত ভাগাভাগি বা ব্যবহারে সহায়তা করে (ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন ২০২০)।

৭.০ সংকট উত্তরণে করণীয়

সামগ্রিকভাবে, জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, কোভিড-১৯ থেকে উত্তরণের কাজ আমরা এমনভাবে করবো যাকে ভবিষ্যত বিনির্মাণের কাজে রূপান্তরিত করতে পারি (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৯)। জাতিসংঘ কোভিড-১৯ কাটিয়ে উঠে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে তিনটি পূর্বিতা বা অগ্রাধিকারমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছে। এই পূর্বিতার কাজ তিনিটি হচ্ছে: প্রাথমিক বঞ্চনা নিরসনে আগের অর্জনকে ধরে রাখা (দারিদ্র্য, ক্ষুধা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি), সর্বজনীনভাবে প্রয়োজন এমন পরিষেবা (পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, আবাসন, ইন্টারনেট ইত্যাদি)-এর লভ্যতা নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতির ক্ষতি সাধন (গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, ভূমিক্ষয়, জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট করা, বন্যপ্রাণী চোরচালান, পরম উপাদান পদক্ষেপ, অতিরিক্ত মৎস্য শিকার, উপকূলীয় পানির দূষণ) থেকে বিরত থাকা (ইউএন/ডিইএসএ ২০২০; পৃ:৩)।

কোভিডকালে সকল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কোভিড-১৯ থেকে উত্তরণ হতে হবে রূপান্তর (বা পরিবর্তনমূলক) (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৩)। সরকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অভিজ্ঞতা এবং শিখন থেকে এমন পরিবর্তনের দিকে যাবে যা আরো স্বাস্থ্যকর, অধিকতর অভিযোজনক্ষম এবং টেকসই পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। কেবল বহুঅংশীজন এবং বহুমুখী সহযোগিতার মাধ্যমেই আরো বাসযোগ্য একটি পৃথিবী বিনির্মাণ সম্ভব। এই পরিবর্তন যে ক্ষেত্রগুলোতে আসা দরকার সেগুলো হচ্ছে: (১) শিক্ষা ও দক্ষতা; (২) সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; (৩) বিশুদ্ধ শক্তি ও শিল্প; (৪) ভূমির টেকসই ব্যবহার; (৫) টেকসই নগর ও (৬) ডিজিটাল প্রযুক্তি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, আঞ্চলিক সংগঠন এবং দেশসমূহ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ঐ পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। সেলক্ষ্যে বৃহত্তর বিনিয়োগের সাথে সাথে আরো উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিকল্প নেই। যদি দেশগুলো তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলতে পারে, তবে এ বৈশ্বিক মহামারির প্রভাব মোকাবেলা বা অভিযোজন সহজ হবে। এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক (ফ্যাসিটি. ২০২০), খোদ জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এসকাপ এবং বিভিন্ন গবেষণা যে সুপারিশগুলো প্রদান করেছে তা প্রধানত নিম্নরূপ:

(১) স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম

কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং এর চলমান নেতিবাচক অভিঘাত প্রশমনে সরকার, বেসরকারি খাত, সুধী সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সমাজের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অতীব প্রয়োজন। এ সময়ে বহুপক্ষীয় এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। এ সংকট উত্তরণে নিম্নলিখিত কাজগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে।

(১) শ্রম বাজার বৃদ্ধি: দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় বেকারত্ব, কোভিডের সময় তা প্রকট হয়েছে, হচ্ছে। বেকারত্বের অধিক হার একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম বাধা। এজন্য দুর্যোগ পরবর্তী প্রথম কাজ দেশের শ্রম বাজার স্থিতিশীল করা। চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনঃবহাল করা কিংবা দ্রুততম সময়ে চাকরির নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমে শ্রম বাজার বৃদ্ধি এবং দ্রুততম সময়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা বা রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

(২) হারানো চাহিদা পূরণ করা: দুর্যোগকালীন সময়ে অনেক পণ্যের চাহিদাই বাজার থেকে উবে যায়। আবার অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ও চাহিদা লাগাম ছাড়া হয়ে পড়ে। এর কারণ জনবল, ক্রেতা এবং কাঁচামালের সংকট। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাজারে সে পণ্যের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধি এবং কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এর সাথে সাথে, খাদ্য নষ্ট করা বা অপচয় কমানোর জন্য দেশগুলোকে মূল্য শৃঙ্খলের গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোতে তাদের লক্ষিত

কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করা, খাদ্য পরিবেশন প্রণালি চালু রাখা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা জরুরি।

(৩) সময় এবং ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক থাকা: অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনীতির চাকা সচল করার চেষ্টা করতে হবে বিধায় সেখানে ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। অদক্ষ জনবল এবং দুর্নীতি এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। পাশাপাশি দুর্যোগ পরবর্তী দেশের সকল অঞ্চলের পরিস্থিতি এক থাকে না। এলাকাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এ বিষয়টি মাথায় রাখা কর্তব্য। এ দিকটি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির চাকা সচল করতেও সহায়তা করবে। এজন্য জনবলের প্রশিক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের নজরদারি জরুরি।

(২) দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম

দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বল্পমেয়াদে হাতে নেয়া পরিকল্পনার গতি ধরে রাখা। চাহিদাসম্পন্ন পণ্য বাজারে আনার পাশাপাশি পরবর্তী দুর্যোগের জন্য আগাম প্রস্তুতি নেয়া এবং প্রকৃতির সবুজায়নের দিকে নজর দেওয়া এ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(১) বাজারে পণ্যের চাহিদা ধরে রাখা: স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পর নজর দিতে হবে সে পণ্যের চাহিদায় যাতে নতুন করে অসামঞ্জস্য দেখা না দেয়। এজন্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বাজারে নতুন পণ্য আনয়নের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। জীবনমান সহজ করে, পরিবেশ দূষণ রোধ করে, অম্লজান নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনে এমন সব পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দিতে হবে। এ সকল পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নজর দিতে হবে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে। কারণ, দক্ষ জনশক্তি ছাড়া পরবর্তী দুর্যোগের জন্য আগাম প্রস্তুতি নেয়া বা প্রলম্বিত দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব নয়।

(২) পরবর্তী দুর্যোগের ব্যাপারে আগাম প্রস্তুতি নেয়া: চলমান দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, জনজীবনে দুর্ভোগ, বাজারে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের অপ্রতুলতা, নতুন করে অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে কর্মসূচি হাতে নেয়া উচিত। কোভিড-১৯ এর দুর্ভোগ কবে শেষ হবে তা নিয়ে রয়েছে নানা সংশয়, শংকা। তার ওপর পরবর্তী দুর্যোগে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ বা তৃতীয় ঢেউ প্রথম ঢেউ থেকে অনেক বেশি প্রবল হয়েছে।

(৩) পরিবেশ রক্ষায় প্রকৃতির সবুজায়ন: দীর্ঘমেয়াদি সকল পরিকল্পনার মাঝে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের মাঝে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য অম্লজানের নিঃসরণ কমানো অত্যন্ত জরুরি। এর সাথে কমাতে হবে বায়ু ও পানি দূষণ। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক জোর

দিতে হবে। পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে পরবর্তী দুর্যোগের আগে হয়তো প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগও থকেবে না।

সবশেষ কথা, তহবিলের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখতে হবে। দরিদ্র দেশগুলো যাতে ঋণ সংকটে নিমজ্জিত না হয় সে জন্য তাদের ঋণ পরিশোধ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা দরকার (ইউএন-এসকাপ ২০২০;)। ঐ সকল দেশের উচিত হবে ব্যক্তি পর্যায় এবং ছোট এবং মধ্যম আয়তনের উদ্যোগে অধিক বিনিয়োগ করা। যেহেতু অর্থনীতির ওপর করোনার প্রভাব দারুণভাবে পড়েছে, দরিদ্র এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বলিষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। কোভিড-১৯ এবং অন্য ঝুঁকি মোকাবেলায় জরুরি প্রস্তুতি গ্রহণও অত্যাবশ্যক (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০)।

জাতিসংঘের ওয়েব প্রকাশনা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্সসহ বিভিন্ন প্রকাশনা, জাতিসংঘের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণের বক্তৃতা বিবৃতি থেকে প্রায় প্রতিটি অভীষ্টের বিপরীতে কোভিড-১৯ থেকে উত্তরণে করণীয় সম্বন্ধে জানা যায়। নিচে বিভিন্ন অভীষ্টের বিপরীতে সুপারিশকৃত প্রধানতম করণীয় বা পদক্ষেপগুলোর উল্লেখ করা হলো:

অভীষ্ট-১: অতিদরিদ্র এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য জাতিসংঘ কোভিড-১৯-কে আর্থ-সামাজিকভাবে মোকাবেলার জন্য অনন্য সাধারণ আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন করেছে, যাতে সকল অবস্থানের জনগোষ্ঠীই অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতা পায় (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০২)।

অভীষ্ট-২: কোভিড-১৯-এর প্রভাব কমানোর জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও বিশ্ব কৃষি সংস্থা দেশসমূহকে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জরুরি অভাব পূরণ, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করণ, বৈশ্বিক খাদ্য বেচাকেনা অব্যাহত রাখা, বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খল অক্ষুণ্ন রাখা এবং ক্ষুদ্র খামারিদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০১)।

অভীষ্ট-৩: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অংশীদারগণ কোভিড-১৯-এর প্রেক্ষিতে কৌশলগত প্রস্তুতি এবং করণীয় সম্বন্ধে পরিকল্পনা (স্ট্র্যাটেজিক প্রিপারেডনেস এ্যান্ড রেসপন্স প্লান) তৈরি করে দেশগুলোকে বলেছে কী ধরনের স্বাস্থ্যগত পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা একটি তহবিল তৈরির ডাক দিয়েছে যা গঠনে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবদান রাখতে পারে। উল্লেখ্য, এ পরিকল্পনাটি কোভিড-১৯ সময়ে যারা মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় তাদেরকে নির্দেশনা এবং উপদেশ প্রদান করে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৩)।

অভীষ্ট-৪: মার্চ ২০২০-এ ইউনেস্কো কোভিড-১৯ গ্লোবাল এডুকেশন কোয়ালিশন গঠন করে যাতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ না হয় সে বিষয়ে উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর নেতৃত্বে জাতিসংঘ পরিবার, সুধী প্রতিষ্ঠানসমূহ, গণমাধ্যম এবং তথ্য প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞরা দেশগুলোর পাঠক্রম, কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করা এবং

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে সহায়তা করছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০২)।

অভীষ্ট-৫: নারী এবং মেয়েদের ওপর কোভিড-১৯-এর প্রতিক্রিয়া অবলোপনের জন্য ইউএন উইমেন প্রতিষ্ঠানটি পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপের কথা বলেছে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস, নারী এবং মেয়েদের কল্যাণার্থে সামাজিক সুরক্ষা এবং আর্থিক প্রণোদনা, পরিচর্যার কাজে সকলের অভ্যস্ত হওয়া, কোভিড-১৯ পরিকল্পনায় এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নে নারী এবং মেয়েদের অংশগ্রহণ; উপাত্ত এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ায় লৈঙ্গিক প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৪)।

অভীষ্ট-৬: ইউএন হ্যাবিট্যাট তার অংশীদারদের সাথে নিয়ে অপ্রথাগত স্থাপনায় (যেমন: বস্তি, ঝুপড়ি) পানি এবং হাত ধোয়া পরিষেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। ইউনিসেফ এ বিষয়ে তহবিল গঠনের ডাক দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন তার ওয়াশ সার্ভিস (পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা)-কে সমন্বিত করছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০১)।

অভীষ্ট-৭: সকলের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি কোভিড-১৯ জরুরি পরিস্থিতিতে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক করণীয় সুপারিশ করেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রথম সেবকদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, অরক্ষিত ভোক্তাদের সংযুক্ত রাখা, এবং একটি অধিকতর টেকসই অর্থনৈতিক উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে নির্ভরযোগ্য, নিরবচ্ছিন্ন এবং পর্যাপ্ত জ্বালানি বা শক্তির উৎপাদন নিশ্চিত করা (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৩)।

অভীষ্ট-৮: এপ্রিল ২০২০-এ জাতিসংঘ শোভন কর্ম এবং প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য পাঁচটি কাজের সমাহারে একটি আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া কাঠামো প্রণয়ন করে। অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য পরিষেবার অব্যাহত পরিবেশন নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুরক্ষা, মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা এবং মৌলিক পরিষেবাসমূহ দিয়ে সমস্যার মোকাবেলায় সহায়তা, চাকুরির সুরক্ষা, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ ও অপ্রথাগত খাতে নিয়োজিত কর্মীদেরকে অর্থনৈতিক পদক্ষেপ এবং উদ্ধার কাজের মাধ্যমে সহায়তা করা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ যাতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে সেজন্য রাজস্ব এবং আর্থিক প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সে ক্ষেত্রে বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করা, এবং সামাজিক সংহতির জন্য কাজ ও সমাজভিত্তিক অভিযোজন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৩)।

অভীষ্ট-৯: ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো খাতে যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করা (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৩)।

অভীষ্ট-১০: সকল ক্ষেত্রে সকল অঞ্চলের মানুষ যাতে আবশ্যকীয় পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বর্ধিত সহযোগিতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশ এবং অরক্ষিত গোষ্ঠীসমূহকে

সহায়তার জন্য ইউএন কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি ফান্ড-এ সহায়তা প্রদান করা (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৩)।

অভীষ্ট-১১: জাতিসংঘের আবাসন এবং নগর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ইউএন-হ্যাবিট্যাট কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং উত্তরণের জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারসমূহের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। এর কর্মপরিকল্পনার তিনটি প্রধান কাজ: অপ্রথাগত স্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার এবং সমাজ (কমিউনিটি) ভিত্তিক সমাধানকে সমর্থন করা, বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জন্য উপাত্ত, জ্ঞান ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা কর এবং অর্থনৈতিক অভিঘাত হ্রাস বা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০২)।

অভীষ্ট-১৩: জাতিসংঘের মহাসচিব কোভিড-১৯ উত্তর বিশ্বের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পুনর্গঠনে ছয়টি জলবায়ু-কেন্দ্রিক পদক্ষেপের সুপারিশ করেছেন: সবুজ পরিবর্তন: বিনিয়োগ সকল ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে অঙ্গারমুক্ত করবে, সবুজ কর্ম এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, সবুজ অর্থনীতি: মানুষ এবং সমাজকে আরো অভিযোজনক্ষম করে এমন পরিবর্তনের দিকে যাওয়া যেখানে কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না, যুৎসই সমাধানে বিনিয়োগ, সকল জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা এবং সহযোগিতা, (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০৪)।

অভীষ্ট-১৫: জাতিসংঘের পরিবেশ কার্যক্রম (ইউএনইপি) ওয়ার্কিং উইথ দ্যা এনভায়রনমেন্ট টু প্রোটেক্ট পিপল, কোভিড-১৯ সমস্যা থেকে উত্তরণে আরো শক্তিময় বিজ্ঞান এবং বিধিবিধান, স্বাস্থ্যকর প্রতিষ্ঠান এবং সবুজে বিনিয়োগ-এর সুপারিশ করেছে। কোভিড-১৯ জনিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দেশগুলোকে সহায়তা প্রদান, প্রকৃতি এবং মানুষের জন্য একটি রূপান্তরময় পরিবর্তন নিশ্চিত করা, এমন একটি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বের করা যা ভবিষ্যৎ সংকট সহনে সহায়তা করবে এবং বৈশ্বিক পরিবেশগত শাসনের আধুনিকীকরণে সহায়ক হবে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ: ০২)।

অভীষ্ট-১৬: সকল সরকারের কোভিড-১৯ উত্তরণের কার্যক্রমে স্বচ্ছ, সংবেদনশীল এবং জবাবদিহিতাপূর্ণ হওয়া এবং এতৎসংক্রান্ত জরুরি পদক্ষেপগুলো বিধিসম্মত, সমানুপাতিক, প্রয়োজনীয় এবং অ-বৈষম্যমূলক রাখা (ইউনাইটেড নেশনস ২০২০; পৃ: ০২)।

অভীষ্ট-১৭: নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ইউএন রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি ট্রাস্ট ফান্ড শুরু করা হয়েছে। জাতিসংঘ সবচে' অরক্ষিত জনগোষ্ঠী, যেমন শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ পরিসরে উৎপাটিতদের জন্য একটি বৈশ্বিক মানবিক প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ ফাউন্ডেশন এবং তাদের অংশীদারগণ প্রথমবারের মতো একটি সংহতি প্রতিক্রিয়া তহবিল (সলিডারিটি রেসপন্স ফান্ড) তৈরি করেছে যার আওতায় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি সরাসরি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তহবিল প্রদান করতে পারে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০; পৃ:০৩)।

অধ্যায়-৩

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন: বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও কর্মকৌশল

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসেছে একই বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথ ধরে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, অন্যগুলো বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ সাফল্যের কারণ বহুবিধ। সরকারগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গীকার, বাস্তবায়নে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অনুসরণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা, কর্মকাণ্ডের সফল স্থানীয়করণ এবং অংশীজনের কাজের মধ্যে সুসমন্বয়ের কারণগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, অন্যগুলো বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ সাফল্যের কারণ বহুবিধ। সরকারসমূহের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, বাস্তবায়নে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অনুসরণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা, কর্মকাণ্ডের সফল স্থানীয়করণ এবং অংশীজনের কাজের মধ্যে সুসমন্বয়ের কারণগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

২০৩০-এর মধ্যে অভীষ্টগুলো অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রায় সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করেছে। যেমন: জাতীয় পরিকল্পনার সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহকে সমন্বিত করা, মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের আওতায় সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের মানচিত্রায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের তদারকি ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অর্থনৈতিক কৌশল, পরিসংখ্যানগত ভিত এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো শনাক্ত করে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের পরিপালন, বৈশ্বিক এ পরিকল্পনার সকল লক্ষ্য অর্জনে সমান্তরাল কর্মসূচি গ্রহণ করে ৭ম, ৮ম এবং ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রূপকল্প ২০২১-এর সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে যুক্ত করা জাতীয় ক্ষেত্রে এ বৈশ্বিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে। আশু ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের জন্য সরকার অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অংশীজন হিসেবে যুক্ত করেছে। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন

অভীষ্টসমূহ এবং জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে সরকারি এবং বেসরকারি অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর (আলম শামসুল ২০২০; পৃ: ২)।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন-জিইডি) ঢাকাস্থ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-ইউএনডিপি)-এর সহায়তা নিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসহ ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা তৈরিতে নেতৃত্ব দেয়। ২০১৩ সালে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময় করা আরম্ভ হয়। এ সকল অংশীজনের মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস-সিএসও) এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য থেকেও প্রথম খসড়া প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ হয়। এ পর্যায়ে শেষ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের জুন মাসে। সবশেষে জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিলো ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা বা কর্মসূচি। এ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ১১টি অভীষ্ট এবং ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা। অভীষ্টগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মানব সম্ভাবনা; দারিদ্র্য বৈষম্য; খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; লৈঙ্গিক সমতা; গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতা; কর্মসংস্থান ও কর্মজীবীর অধিকার; সুশাসন; টেকসই উৎপাদন ও ভোগ; টেকসই পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকারও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে বৈশ্বিক এজেন্ডা বা কর্মসূচি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।

সরকার যখন বৈশ্বিক পর্যায়ে ২০১৫ সালে অংশগ্রহণ করেছিলো তখন বাংলাদেশ তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ফলে, জাতিসংঘের উন্মুক্ত কার্যকরী দল (ইউএন ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ওডব্লিউজি)-এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রস্তাবগুলো সরকার সহজেই জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে। সতেরটি অভীষ্টের সবগুলোই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাস্তবায়ন সহজীকরণের জন্য টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে অভীষ্ট এবং তৎসঙ্গে কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা অগ্রায়ণের নিমিত্ত খাতওয়ারী অর্থের প্রাক্কলন করা হয় বা বাজেট দেয়া হয় (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৮; পৃ: ২৮)।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের কথা চিন্তা করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নকল্পে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বা পর্ষদ গঠন করা হয়। এ পর্ষদে আছেন ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব যারা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের কাজগুলোর সমন্বয় সাধন করবেন। সমন্বয়ের জন্য উক্ত পর্ষদে

প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি উচ্চ পর্যায়ের পদ 'মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)' সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্ষদগুলো অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে বৈশ্বিক অভীষ্ট প্রাসঙ্গিকীকরণে কাজ করছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০; পৃ: ৩৭)।

মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে অভীষ্ট এবং তৎসঙ্গে বাজেট দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি খাতকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কারণ, ২০৩০ এজেন্ডা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আবদ্ধ নয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতিমূলক কাজটি করেছে। একটি গভীর পরামর্শদায়ক প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও পুনঃপ্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ৪৩টি প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করেছে। এখানে গৃহীত পরিকল্পনা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পথ-নির্দেশনা দিতে সক্ষম। উল্লেখ্য, অষ্টম, নবম, দশম ইত্যাদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সমান্তরালভাবে একই তথ্য ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়টি খেয়াল রাখা হচ্ছে।

নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতি শনাক্তকরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পূর্ণ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তথ্য ও পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য জাতিসংঘ ২০১৩ সালেই 'তথ্য বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলো। সে সূত্রে বাংলাদেশ দু'টো কাজ হাতে নেয় যাতে তথ্য প্রবাহের অবস্থা, প্রকৃতি ও ঘাটতি যাচাই শেষে অগ্রগতি পরীক্ষণে কোনো প্রকার সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়। তথ্যপ্রাপ্তির অবস্থান বুঝে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সূচকগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: (১) যেসব সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যে কোনো সময় পাওয়া যাবে, (২) যে সব সূচকের তথ্য আংশিকভাবে প্রাপ্ত এবং পুরো তথ্য সংগ্রহে আরো উদ্যোগ প্রয়োজন, এবং (৩) যে সব সূচকের তথ্য পেতে নতুন জরিপ/শুমারির প্রয়াজেন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপ করতে গেলে বিদ্যমান তথ্য ঘাটতি নিরসনে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসূচি/প্রকল্প হাতে নেয়া দরকার (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৮; পৃ: ২৮)। সরকার ইতোমধ্যে এ সকল কাজও অনেকটা গুছিয়ে এনেছে। তদুপরি, সরকার থেকেই স্বীকার করা হচ্ছে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সূচক অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত নীতিমালা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশ ২০৩০ পর্যন্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বাস্তবায়ন সাফল্যের অগ্রগতির ওপর নজর রাখার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করেছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৮; পৃ: ২৯)। তথ্যপ্রাপ্তি সাপেক্ষে শনাক্তকরণ কাঠামোটি প্রতিটি সূচকের জন্য ভিত্তি

বছরের এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের শেষ বছর বা ২০৩০ সালের জন্য তথ্য প্রদান করে। এর মধ্যে দু'টো মাইলফলক - ২০২০ ও ২০২৫ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যও তথ্য আসবে। এখানে উল্লেখ্য, ১২৭টি সূচকের জন্য ভিত্তি বছরের তথ্য প্রস্তুত ছিলো কিন্তু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (এমএন্ডই ফ্রেমওয়ার্ক) তৈরি করা হয় ১০৮টি সূচকের জন্য। গুণগত প্রকৃতির সূচকের জন্য মাইলফলক নির্ধারণ করা যায়নি। বর্তমানে ৬৪টি সূচকের তথ্য সহজলভ্য হয়েছে, ৫৮টি আংশিক লভ্য এবং ১১০টি সূচকের তথ্য পাওয়া যায়নি। লভ্য নয় এমন সূচকের সংখ্যা ৮১। এর থেকে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতির তীব্রতা বোঝা যায়। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ১৬৯টি সূচকের শতকরা ৮০ ভাগের জন্য বাজেট স্থির করতে পেরেছে, যা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশও করেনি বা করতে পারেনি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রস্তুতির শুরু থেকেই সরকার 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতিকে অনুসরণ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা: জাতিসংঘের নিকট বাংলাদেশের প্রস্তাবনা তৈরির জন্য তথ্য-উপাত্ত বা উপকরণ এসেছিল বহুবিধ অংশীজনের কাছ থেকে, যেমন, বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিখাত, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিএসও প্রতিনিধি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রস্তুতির শুরু থেকেই সরকার 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতিকে অনুসরণ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা: জাতিসংঘের নিকট বাংলাদেশের প্রস্তাবনা (পোস্ট-২০১৫ ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা: বাংলাদেশ প্রপোজাল টু ইউএন) (জিইডি ২০১৩) তৈরির জন্য তথ্য-উপাত্ত বা উপকরণ এসেছিলো বহুবিধ অংশীজনের কাছ থেকে, যেমন, বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিখাত, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিএসও প্রতিনিধি। বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো, জাতীয় পরিসংখ্যান সংগঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন সূচকের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন সংস্থা (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-ওইসিডি) থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য নিয়ে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ স্বেচ্ছা জাতীয় পর্যালোচনা (ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ-ভিএনআর) প্রতিষ্ঠা করেছে। 'এসডিজি বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনা কমিটির নেতৃত্বে এ পর্যালোচনা পরিচালিত হয়। ২০১৭ সালের স্বেচ্ছা পর্যালোচনা বা ভিএনআর-এর পরে সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, নতুন প্রকল্প এবং কর্মসূচি নিয়ে কর্মকৌশল তৈরি, সূচক অনুসারে উপাত্ত হালনাগাদকরণ, বাস্তবায়ন

তদারকির জন্য এসডিজি ট্রাকার প্রবর্তন; অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ; জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি তৈরি; সরকার ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় কাঠামো তৈরি এবং ৪০টি অগ্রাধিকার সূচক অনুমোদন (এসডিজি ভিএনআর ২০২০)। অভীষ্ট ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫-এর ওপর সূচকগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উপাত্তের অভাব সবচে' প্রকট (আলম, শামসুল ২০১৯; প্রকাশনা ক্রমিক নং ১৯)।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে তার সময়ানুগ পদক্ষেপের ফল পেতে শুরু করেছে। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বোচ্চ ক্রমপুঞ্জিভূত প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখে, যা আকর্ষণীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বর্ধিত মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র্য হ্রাসে পর্যবসিত হয়। ২০১৮ এর মার্চ মাসে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার তিনটি শর্তের প্রতিটি পূরণ করতে সক্ষম হয় (এসডিজি ভিএনআর ২০২০)। একটি জাতিসংঘ প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়, বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৪টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ (৮২ শতাংশ), এবং ১৪, ১৬, এবং ১৭ অভীষ্টত্রয় ১৮ শতাংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে (ইএনডিপি ২০২১)।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে তার সময়ানুগ পদক্ষেপের ফল পেতে শুরু করেছে। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বোচ্চ ক্রমপুঞ্জিভূত প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখে, যা আকর্ষণীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বর্ধিত মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র্য হ্রাসে পর্যবসিত হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পরিবীক্ষণ বা তদারকির ক্ষেত্রে প্রধান জটিলতার স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা। অনেক লক্ষ্যমাত্রা শুধু জটিল নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব দিক বিবেচনা না করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০)। পরিকল্পনাবিদদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো ২০৩০ নাগাদ সূচক অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা, অভীষ্টগুলো এমনভাবে সম্পর্কিত যে একটি খাতে নেয়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নীতি অন্য খাতের কৃতিত্বকে খাটো করে দিতে পারে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৮; পৃ: ৩১)। অভীষ্টগুলোর সর্বব্যাপী প্রকৃতির কারণে উন্নত দেশগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন পরীক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব অনুভব করে (বিশদ আলোচনা, অধ্যায় ৫, ৬, ৭)। এক্ষেত্রে ইউএনডিপি এবং ইউএনডিপি-এর স্ট্রেনথেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি ফর এসডিজিস এ্যাচিভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (এসসি৪এসডিজি) প্রকল্পটি সরকারকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করছে (আলম শামসুল ২০২০; পৃ: ০৬)।

আগেই বলা হয়েছে, সরকার ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বাস্তবায়ন তদারকিতে তথ্য, প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতার চিহ্নিতকরণে তথ্য-ঘাটতি পর্যালোচনার পদক্ষেপ নিয়েছে।

তবে আর্থিক ও মানবিক সম্পদ, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অপ্রতুলতার কারণে এক্ষেত্রে রাতারাতি বিশেষ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব না-ও হতে পারে।

সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং এতৎসংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করা এবং এর ফলাফলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ্যতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে। যেমন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সফল বাস্তবায়নের পথ সুগম করার জন্য মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সপ্তম শ্রেণি থেকে কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে, বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও ওয়ান স্টপ সার্ভিসের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং রপ্তানি বাজারের আরো শক্তিশালীকরণে পণ্যের বহমুখীকরণ করা হয়েছে।

'কাউকে পিছনে ফেলে যাওয়া নয়' তত্ত্বের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকার নিয়েছে বহুমাত্রিক কর্মসূচি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের সমন্বিত কর্মপন্থার অংশ হিসেবে বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন অংশীদার; পেশাজীবী, শ্রমিক ও নারী সংগঠন ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটানো হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল তথ্যগুলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সংসদ সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া নারী, যুব, তরুণ, সংখ্যালঘু ইত্যাদি শ্রেণির বিশেষ অগ্রাধিকার স্বীকার করে তাদের মতামত গ্রহণ এবং ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিভিন্ন নারী সংগঠনকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে যুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (আহমেদ এস. ও আহম্মাদ এস. ২০১৮; পৃঃ ১৫)।

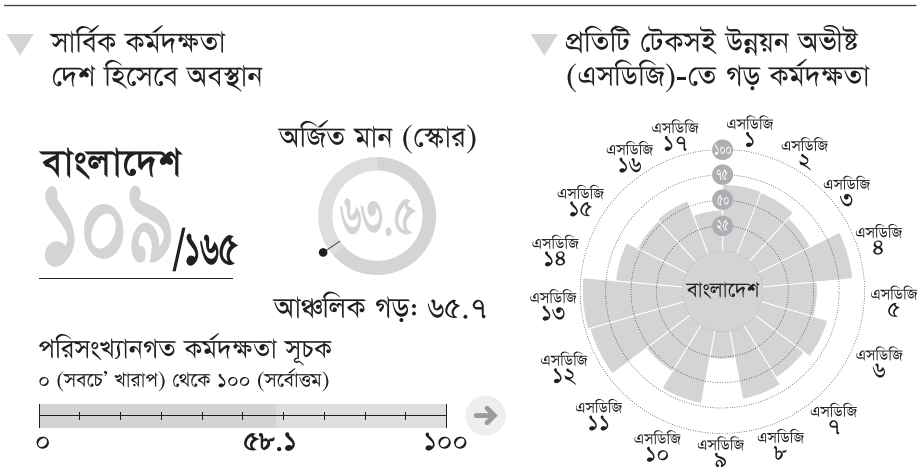
অধ্যায়-৪
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন: বাংলাদেশের অগ্রগতি, কোভিড-১৯-এর প্রভাব ও করণীয়

১.০ এক নজরে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অবস্থা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্বন্ধে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রণীত প্রতিবেদন, ক্যামব্রিজ বিশ্বদ্যিালয় প্রকাশিত ২০২০ ও ২০২১ সালের এবং ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম-এর নানা প্রতিবেদন রয়েছে, তেমনি দেশী বিভিন্ন সাময়িকী, প্রতিবেদন বিশেষ করে ওয়েব প্রকাশনা রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় সরকারি প্রতিষ্ঠান সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সম্পদের তথ্য-উপাত্ত সবচে' বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ এবং মতামতও বিবেচনা করা হয়েছে। হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

নিচে চিত্র-৪:১-এ ছবিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সার্বিক কর্মদক্ষতাগত অবস্থান, অর্জিত মান, পরিসংখ্যান প্রদানকারী ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান (১০৯তম), আঞ্চলিক গড় স্কোর এবং বাংলাদেশের স্কোর, পরিবেশগত কর্মদক্ষতা সূচক এবং প্রতিটি অভীষ্টে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতার অবস্থান প্রদর্শন করা হয়েছে।

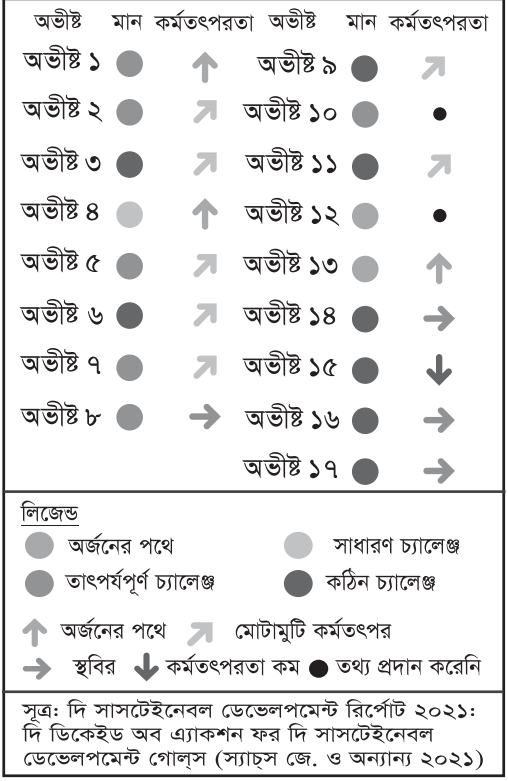
চিত্র-৪.১: টেকসই অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কর্মদক্ষতা, অর্জিত মান এবং অবস্থান



সূত্র: দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রির্পোট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১)

নিচে চিত্র-৪.২-এ ২০২১ সালে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ও কর্মতৎপরতাা প্রবনতা, শক্তি ও দূর্বলতা ড্যাশবোর্ডে উপস্থাপন করা হলো। ড্যাশবোর্ডে দেখা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ১২ ও ১৩ নম্বর অভীষ্ট অর্জন করেছে। আবার যদিও অভীষ্ট-১২-এ বাংলাদেশের কাঙ্খিত কর্মতৎপরতা ছিলো বলে দেখা যায়, কিন্তু ২০২১ সালে বাংলাদেশ এ অভীষ্টে তার কর্মকতৎপরতা মূল্যায়নের নিমিত্ত তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেনি। নির্দিষ্ট সময়ে অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবশিষ্ট ১৫টি অভীষ্টেই কমবেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এর মধ্যে ৮টি অভীষ্টে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। আশ্চর্যজনক ভাবে এ সকল অভীষ্টের মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন; শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো; অসমতা হ্রাস এবং শান্তি, ন্যায়, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান-ও রয়েছে, যা মানুষের সুস্বাস্থ্য, স্বচ্ছলতা, সমৃদ্ধি এবং প্রাপ্য ন্যায়বিচার সংক্রান্ত। ছ'টি অভীষ্টে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ১টি অভীষ্টে সাধারণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। যখন দেশটি ক্রমশ: অর্থনেতিক উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং অবিরাম উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করছে (যা অনেকের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিগনিত) তখন দেশটিতে ক্ষুধা মুক্তির চ্যালেঞ্জ প্রকট! এটি চরম অসমতা ছাড়া আর কিছু নির্দেশ করে না। উপরন্তু, এ অভীষ্টে ২০২১ সালে বাংলাদেশ কোন তথ্য প্রদান করেনি।

চিত্র- ৪.২: প্রতিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা এবংঅবস্থান



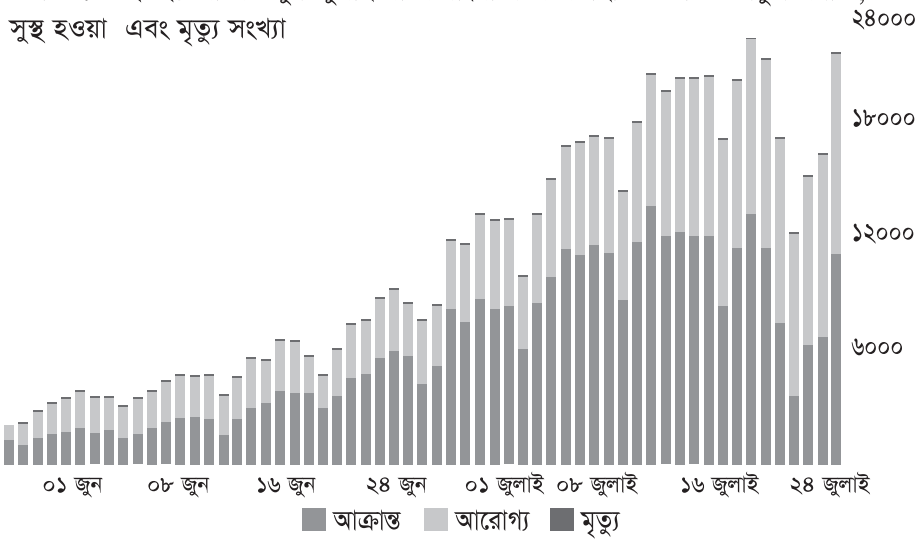
সূত্র: দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রির্পোট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্স (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১)

কর্মতৎপরতার দিক থেকে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩টি অভীষ্ট অর্জনের পথে ছিলো - দারিদ্র বিলোপ, গুনগতশিক্ষা ও জলবায়ু কার্যক্রম; ৭টি অভীষ্টে মোটামুটি কর্মতৎপরতা ছিলো, ৪টিতে নিশ্চল এবং ১টিতে কর্মতরতা আগের থেকে কমছিলো। স্থলজ জীবন অভীষ্টে কর্মতৎপরতা আগের থেকে কমে যাওয়া বিশ্বয়কর: হয়তো বা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী সঠিকভাবে বিয়টি উপস্থাপন করেনি। আর যদি, তাদের পরিবেশিত তথ্য ঠিক হয়ে থাকে তবে তা বাংলাদেশের তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত বড় দূর্বলতা প্রকাশ করছে (কোভিডের প্রভাবেও হতে পারে)। দেশের অস্তিত্বের জন্য, মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য স্থলজ বাস্তুতন্ত্র খুব গুরুত্বর্পূর্ণ।

২.০ বাংলাদেশে কোভিড সমস্যার চিত্র ও আলোচনা

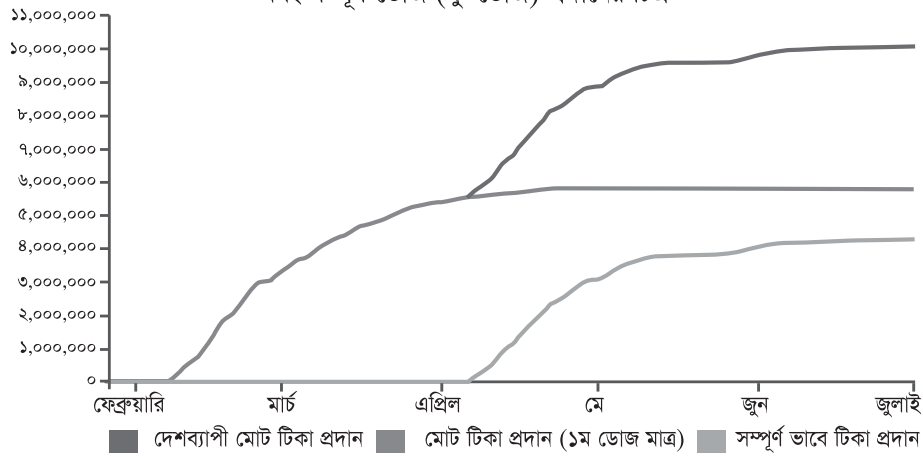
কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের মুখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ চ্যালেঞ্জে আরো কঠিন। এ পর্যন্ত দেশে ১২,৯৬,০৯৩ জন মানুষের কারোনাক্রান্ত হওয়া এবং এ রোগে ২১,৩৯৭ জন মানুষ মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে (বাংলাদেশ টেলিভিশন, ৩ আগষ্ট ২০২১)।

চিত্র- ৪.৩: ২০২১ সালের জুন-জুলাই মাসে বাংলাদেশে সপ্তাহান্তে কোভিড নতুন শনাক্ত, সুস্থ হওয়া এবং মৃত্যু সংখ্যা



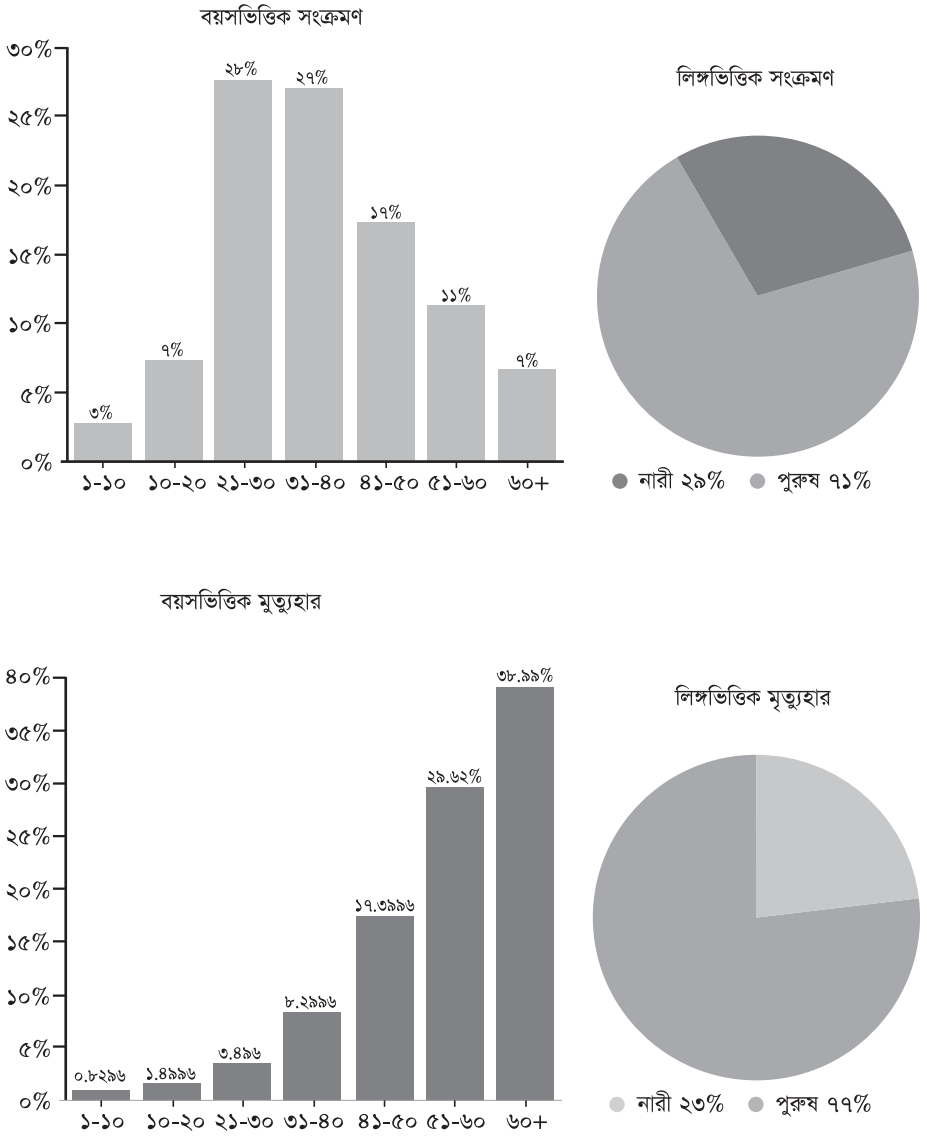
সূত্র : করোনা ট্রাকার, ওয়েবসাইট ২৬ জুলাই ২০২১

চিত্র- ৪.৫: ২৭ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট কোভিড টিকা প্রদান, এ টিকার প্রথম ডোজ এবং সম্পূর্ণ ডোজ (দু' ডোজ) প্রদানের চিত্র



সূত্র : উইকপিডিয়া, দি ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া, ২৭ জুলাই ২০২১

চিত্র- ৪.৬: বাংলাদেশের বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক সংক্রমণ এবং মৃত্যুহার



সূত্র : স্ট্যাটিস্টা, ওয়েবসাইট, ২৬ জুলাই ২০২১ ।

চিত্র-৪.৭ : কমপক্ষে একটি কোভিড টিকা দিয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্রে
এমন জনসংখ্যার বিভাগ ওয়ারি বিন্যাস



জুন-জুলাই ২০২০-এ এই রোগে সবচে' বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়। ঐ বছর জুলাই-এর পর থেকে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করে যা নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু, ২০২০-এর শেষদিক থেকে দেশে কোভিড আস্তে আস্তে আবার বাড়তে থাকে। মার্চ-এপ্রিলে খুব বেড়ে যায়। জুন-জুলাই-এ এসে তা লাগামহীন হয়। প্রতিদেন সংক্রমন এবং মৃত্যুর নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হয়। ২০০-এর নিচে মৃত্যু সংখ্যা নামছে না। ঢাকার হাসপাতালগুলোতে কোন শয্যা খালি নেই বলে গণ মাধ্যমগুলো জানায়। মূলত; মানুষের অসচেতনতা, পিসিআর মেশিনের স্বল্পতা, যথোপযুক্ত বায়োসেফটি ল্যাবের অভাব, অপ্রতুল টেস্টিং কিটস, অপ্রস্তুত স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশমন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দুর্বল নজরদারি, মানুষের অসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যখাতের অব্যবস্থাপনা দেশটির কোভিড পরিস্থিতিকে নাজুক করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১৬০ মিলিয়ন মানুষের এ দেশটিতে খুব কম হারে মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে (ডব্লিউএইচও ২০২০; পৃ: ২), যা এ অধ্যায়ের চিত্র-৪.৫ ও ৪.৭-এও দেখা যাচ্ছে। উপস্থাপিত অন্য পরিসংখ্যানও তাই বলে। সে কারণে অনেকের মতেই যত লোক কোভিড-১৯ এ দেশের দূর-দূরান্তে বা শহরে ঘরে বিনা চিকিৎসায় বা সচেতনতার অভাবে চিকিৎসা নিতে অনীহায় মারা যায়, তার খুব কমই খবরে আসে। বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায়ই বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণ কম হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বাংলাদেশে করোনা নিয়ন্ত্রণের কৌশলের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু, একথাও সত্য, বাংলাদেশে সংক্রমণ ক্রমশ: বাড়ছে।

মৃত্যুসংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বছরপূর্তির পরে আবার সরকার সাধারণ ছুটি বা অবরুদ্ধতা ঘোষণা করেছে। এ ঢেউ কবে থামবে, কীভাবে থামবে, তা স্থির করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, করোনা দূর্বল না হয়ে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জুলাই ২০২১-এর প্রথম দু' সপ্তাহ শাট-ডাউন (সর্বাত্মক বন্ধ) বলবৎ করেছে। কোরবানির ঈদের জন্য এক সপ্তাহ শিথিল করে একই ব্যবস্থা লম্বা সময়ের জন্য আরোপ করেছে। সকলকে ঘরে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে, ঢাকাকে অন্য সকল জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করছে। সেনাবাহিনী মাঠে নামিয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে প্রতিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে বালাদেশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং তা কোভিড কিভাবে প্রভাবিত করেছে বা করছে তা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে যথেষ্ট পিছিয়ে দিয়েছে তা বলা যেতে পারে। কিন্তু, সকল দোষ কোভিড-১৯-এর ঘাড়ে না দিয়ে সংক্ষেপে দেখে নেয়া যেতে পারে কোভিড-১৯-এর আগে প্রায় চার বছর সময় ধরে বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশের অগ্রগতি কেমন ছিলো। এক্ষেত্রে আমরা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর গবেষকদের গবেষণার ফলাফল (সিটিজেন্স প্লাটফর্ম ফর এসডিজিস ২০১৯; পৃ: ১৭) তুলে ধরতে পারি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তারা শুধু ছ'টি অভীষ্টের অগ্রগতি দেখিয়েছে। অগ্রগতির স্তর দেখাতে তারা তিনটি রং ব্যবহার করেছে। লাল রং-এ বুঝিয়েছে যে সূচকটিতে নির্দিষ্ট অভীষ্ট পিছিয়ে যাচ্ছে, যা ঠিক করতে অনেক চেষ্টা করতে হবে। আম্বর রং হলে বুঝতে হবে এ সূচকে অভীষ্টটি সঠিক পথে

এগোচ্ছে, কিন্তু ২০৩০ নাগাদ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কিছু বিধিবিধানগত পদক্ষেপ (পলিসি ইন্টারভেনশন্স) নিতে হবে। সবুজ দ্বারা বুঝিয়েছে ঐ সূচকে অভীষ্টটি সঠিক পথে এগোচ্ছে এবং ২০৩০ নাগাদ লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনো কষ্ট হবে না। ঐ বিশ্লেষণে গাঢ় লাল সবচে' খারাপ এবং গাঢ় সবুজ সবচে' ভালো অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করেছে। সেভাবে অভীষ্ট-১৩ গাঢ় লাল, অভীষ্ট-১০ এবং ১৬ লাল, এবং অভীষ্ট-৪, ৮ এবং ১৭ আম্বর পর্যায়ে ছিলো। সুধী সমাজের এই প্লাটফর্মের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০-এ উপস্থাপিত 'সারণি ১: এসডিজি বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষিত'-এ এসডিজি ইনডেক্স অ্যান্ড ড্যাশবোর্ডস রিপোর্ট, ২০১৮-এউপস্থাপিত তথ্য সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০; পৃ: ৪২)। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রায়ণে পথিকৃত ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর মতে, "১৭টি অভীষ্টের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য চারটি অভীষ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি অভীষ্ট চারটি অর্জিত হয়, তাহলে তা বৈশ্বিক এজেন্ডার অন্য অভীষ্টগুলো অর্জনেও সহায়ক হবে" (সাইফুল্লাহ এম ২০২০; পৃ:০২)।

তবে, একথা অনস্বীকার্য বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে একটি তৎপর এবং অগ্রগামী দেশ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকালেই এর ভিত রচিত হয়েছিলো। জুলাই ২০১৯ থেকে ২০২০ জানুয়ারি পর্যন্ত এ দেড় বছরে, কোভিড-১৯ আসার আগে, বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলো। নিচে বর্ণিত বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি অর্জনের স্তরে সে বিষয়টি পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ২০১৯ সালে ১৬২টি দেশের মধ্যে ১১৬তম স্থানে ছিলো, ২০২০ সালে সাত স্তর ওপরে উঠে ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৯তম স্থান দখল করে (ঢাকা ট্রিবিউন, ডিসেম্বর ২০২০)।

কোভিড-১৯ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের ওপরেও প্রভাব ফেলে। মানুষের জীবন জীবিকার ওপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়ে। একদিকে সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়তে থাকে এবং অপরদিকে অর্থনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ধ্বস নামে। বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের অসংখ্য পরিবারের পারিবারিক অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। কোভিডের সংক্রমণে মানুষের মৃত্যু ঠেকানো এবং অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত কোটি মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করতে এবং তাদের পুনর্বাসন ও ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। "পাশাপাশি আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং বিত্তবান ব্যক্তি মানুষের এই প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন জরুরি হয়ে পড়ে। সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দূরদর্শী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্য সকলের সহযোগী প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই মহামারির বিস্তার এবং এর আর্থ-সামাজিক অভিঘাত অন্য অনেক দেশের তুলনায় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে" (আহমদ কিউ. কে. ২০২১; পৃ: ০১)।

৩.০ বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন ও তার ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব

(১) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাতের ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার নেমে আসে ২৪.৩ শতাংশে। মাথা গণনা সূচকে দারিদ্র্যের প্রকোপ ২০১৮-এ নেমে আসে আরো নিচে - ২১.৬ শতাংশে (আলম শামসুল ২০১৯, জিইডি - ক্রম ১৯)। এ দারিদ্র্য ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এছাড়া নিম্নদারিদ্র্য বা অতিদারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ১০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০; পৃ: ৩২)।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় আকারের বিনিয়োগ, 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষাসহ ও অন্যান্য কর্মসূচির বিস্তার, জেন্ডার সমতা অর্জন, গ্রামীণ রূপান্তর জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিতকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০)।

অনুরূপভাবে সামাজিক সুরক্ষাজাল বিস্তৃতকরণ কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতের মতো প্রধান সেবা খাতে সরকারি ব্যয় বহুধা বেড়েছে।

সরকার দেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক প্রকৃতি চিহ্নিত করে তার বিলোপ সাধনে ত্বরিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিঘাত সহিষ্ণু প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যা এক কথায় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিমোচন (আলম শামসুল ২০১৯)। মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় আকারের বিনিয়োগ, 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষাসহ অন্যান্য কর্মসূচির বিস্তার, লৈঙ্গিক সমতা অর্জন, গ্রামীণ রূপান্তর জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিতকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০)।

দেশ থেকে দ্রুত অতিদারিদ্র্য বিতারণের জন্য সরকার নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচে' বেশি কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিস্তৃতি। ২০১৬ থেকে ২০১৯-এ দেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিস্তৃতি ২৮.৭ শতাংশ থেকে ৫৮.১ শতাংশে উন্নীত হয় (এমআইসিএস ২০১৯)। তারই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয় সামাজিক সুরক্ষা খাতে সরকারের অবিরাম বর্ধিত অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে (আলম শামসুল ২০১৯; পৃ: ১১)।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০ (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০) এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২০ (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০০০) অনুসারে দু'টি সূচকেই বাংলাদেশ প্রত্যাশিত মান বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন করতে পেরেছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন কোভিড শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক মাস পরে একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে বাংলাদেশে ২০২০ সালে ১.৬৪ কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হবে। এর প্রভাবে পরবর্তীতে ২৫.১৩ শতাংশ হারে দারিদ্র্য থাকবে যার মধ্যে গ্রামে ২৪.২৩ শতাংশ ও শহরে ২৭.৫২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য থাকবে। অন্য চিন্তন প্রতিষ্ঠান সানম তাদের গবেষণায় দেখিয়েছে, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশে দারিদ্র্য হার দ্বিগুণ হয়ে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যদিও সরকারের তরফ থেকে সানম-এর পর্যবেক্ষণ 'ভুতুরে' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দারিদ্র্য পরিমাপের এ বিতর্ক দূরে রাখলেও, ২০২০-এর শেষে যে অতিদারিদ্র্য ২০১৮-এর ৯.৪ শতাংশে ছিলো সে কথা বলা যায়। উল্লেখ্য, ২০১৬ থেকে ২০১৮-এ দেশে অতিদারিদ্র্য হার ৩.৫ শতাংশ হ্রাস পায় (আলম শামসুল ২০২৯)। কোভিড-১৯-এর আবির্ভাব না হলে ঐ ধারায় অতিদারিদ্র্য হার অনেকে নেমে যাওয়ার কথা ছিলো, যা হয়নি।

কোভিড-১৯-এ সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত রাজধানী ঢাকা শহর থেকে ২০ শতাংশেরও বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর দারিদ্র্য এতো বেড়েছে যে তারা জীবনের প্রথম ঢাকা শহর থেকে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

(২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - অপুষ্টি রোধে বাংলাদেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৬ সালে ১৬.৪ শতাংশ অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠীর হার ২০১৭ সালে ১৪.৭ শতাংশে নেমে যায়। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা কমানোর ক্ষেত্রেও। ২২ বছরের ব্যবধানে এটি অর্ধেকে নেমে এসেছে। ১৯৯৬-৯৭ সময়ে হার ছিলো ৬০ শতাংশ, ২০১৯ সালে তা ২৮ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৪ সালে কৃশতা বা ওয়েস্টিংয়ের শিকার শিশুর হার ছিলো ১৪ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ৯.৮ শতাংশে নেমে আসে (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০)। ২০০৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়েসিদের ক্ষেত্রে কম ওজনের শিকার শিশুর হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০০৭ সালে এ হার ছিলো ৪১ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে তা ২২.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, শিশুদের স্থূলতা একটি উদীয়মান সমস্যা হিসেবে ক্রমে আবির্ভূত হচ্ছে (আলম শামসুল ২০১৯)।

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষিমুখীতা সূচকে (এগ্রিকালচার ওরিয়েন্টেশন ইনডেক্স) ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর বাড়লেও এবং দেশে কৃষিমুখীতা সূচক ২০২৩.-এ ০.৭৮ থাকলেও ২০১৬-এ তা ০.৪১-এ নেমে আসে (এফএওস্ট্যাট, এফএও; আলম, শামসুল ২০২০)।

২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি-এনএসএসএস) গ্রহণ করে। সরকার বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে। এ দলিল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সরকারের এ প্রচেষ্টা কৃষিসহ সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা,

প্রবৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও বেশি অভিযোজনশীল ও গতিশীল হওয়ার বিষয়ে সহায়ক হবে। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন করা হলে খাদ্য উৎপাদন খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভবিষ্যতে কৃষির প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধা হিসেবে কাজ করার আশঙ্কা কম। তবে ফসল উৎপাদনে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে। অভীষ্ট-২ অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার এসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

কোভিড-১৯ খাদ্য ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে যা খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা এবং সরবরাহকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। অন্যদিকে, এই খাদ্য ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ক্রয়, উৎপাদন এবং বণ্টন ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য। লকডাউনের কারণে অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও অত্যাবশ্যক পুষ্টি পরিষেবায় অভিগম্যতা ব্যাহত হয় যা শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কোভিড-১৯-এর কারণে খাদ্য পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়, বিশেষ করে হাঁস-মুরগি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতদ্রব্য এবং মৎস্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়. একটা পর্যায়ে ধান এবং শ্রমিক সরবরাহ না থাকায় মাত্র ১০ শতাংশ চাল তৈরির কল খোলা থাকে (এফএও ২০২০; পৃ: ০২)।

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কোভিড-১৯ (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০) প্রতিবেদনে মোট যে সাতটি সূচক ব্যবহার করেছে তার মধ্যে তিনটিতে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রেখে অভীষ্টটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। সূচকগুলো হলো বয়স্ক মানুষের মধ্যে স্থূলতার ব্যাপকতা, মানব ট্রাফিক স্তর এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন। অভীষ্ট-২-এর একটি সূচকে বাংলাদেশ মোটামুটি উন্নতি করেছে। সূচকটি হলো, অপুষ্টির বিস্তার। তিনটি সূচকে বাংলাদেশের বাস্তবায়ন স্থবির ছিলো। সূচক তিনটি হলো, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বকার অবস্থা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষীণতা এবং টেকসই নাইট্রোজেন ব্যবস্থাপনা। একটি সূচকে বাংলাদেশ তথ্য দিতে পারেনি: জঞ্জালপূর্ণ কীটনাশক রপ্তানি। তবে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ অপুষ্টির বিস্তার রোধকরনে উন্নতি করেছিলো (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩)।

কোভিড-১৯ খাদ্য ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে যা খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা এবং সরবরাহকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। অন্যদিকে, এই খাদ্য ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ক্রয়, উৎপাদন এবং বণ্টন ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য। লকডাউনের কারণে অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও অত্যাবশ্যক পুষ্টি পরিষেবায় অভিগম্যতা ব্যাহত হয় যা শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সরকার কোভিড-১৯ কালেও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করছে। সরকার নিম্নআয়ের এবং দুর্গত দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাবারের সংস্থান করার চেষ্টা করছে। সে লক্ষ্যে একটি

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ রয়েছে। নিম্নমূল্যে সারা দেশে তাদের জন্য চাল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে (লইয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ ২০২০; পৃঃ ০১)। এখন সবকিছু নির্ভর করছে পরিবেশনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ওপর।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - দেশে মাতৃমৃত্যুর হার নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থিতিশীলভাবে কমে এসেছে এবং দক্ষ ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০; পৃঃ ২৬)। ১৯৯৫ সালে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ৪৪৭ থেকে ১০১০-এ ২১৬-তে নেমে আসে। কিন্তু, ২০১৫ থেকে এ হ্রাসের গতি ত্বরান্বিত হয়। ২০১৫ সালে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ১৮১, ২০১৬-এ ১৭৮, ২০১৭-এ ১৭২ এবং ২০১৮-এ তা ১৭১-এ নেমে আসে। এমআইসিএস ২০১৯ অনুযায়ী, শিশু সম্পর্কিত নির্দেশকসমূহে বাস্তবায়ন ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সঠিক পথে ছিলো (আলম শামসুল ২০১৯, জিইডি-ক্রম ১৯)। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ২০১৯ সালে প্রতি হাজারে ২৮ জনে নেমে আসে, ১৯৯৫ সালে যা ছিলো ১২৫ জন। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু রোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের পরিক্রমায় অবস্থান করছিলো। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিতের হার ০.০১৫ শতাংশ। যক্ষ্মা প্রতিরোধ যুদ্ধে বাংলাদেশ সফলভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে দেশে প্রতি লাখে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ১৬১ জন। ২০১৫ সালে প্রতি হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৪.৩ জন। ২০১৯ সালে তা ১.৬ জনে নেমে এসেছে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের বিবাহের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০; পৃঃ ২৬)। নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও পরিণত হয়ে দেরিতে বিয়ের প্রবণতার ফলে ভবিষ্যতে কিশোরী বিবাহ হ্রাস পাওয়ার হার অব্যাহত থাকবে। সরকার বর্তমানে চতুর্থ ধাপে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির (এইচপিএনএসপি ২০১৮-২২) বাস্তবায়ন করছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বাংলাদেশের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে ২০৩০ সাল নাগাদ যে তিনটি ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে, চতুর্থ এইচপিএনএসপি তার মধ্যে প্রথম। তবে শিক্ষার স্তরভেদে ও সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্য নীতিতে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্স) কমানোর বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে চায় সরকার (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০; পৃঃ ২৪)।

জাতিসংঘের ফাইন্যান্সিং ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০২০-এর মতে, কোভিড-১৯ মহামারির সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির ওপর।

ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের মতে, জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কোভিড-১৯ একটি মানবিক সংকট। কারণ, যদি দীর্ঘ সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে নগরের অনেককেই অন্তত অর্ধাহারে থাকতে হবে, তখন মানুষকে ঘরে খাবার বা অর্থ পৌঁছে না দিলে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। দেশের মানুষ এবং সরকারের একাগ্র চেষ্টায় সে দৃশ্যের অবতারণা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে দেশে কোভিড-১৯-এর প্রবল দ্বিতীয় ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। সরকার ৫ মে থেকে ৫ আগষ্ট ২০২১ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় রাজধানী ঢাকা এবং বিভিন্ন জেলা শহরকে লক-ডাউন, শাট-ডাউনে রেখেছে। কখনও শিল্প ওকলকারখানাকে এসবের মধ্যে, কখনও বাইরে রেখেছে। প্রলম্বিত এ পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য মাত্র ০৮টি হাসপাতাল শয্যা রয়েছে (চীনে ৪২টি)। শুধু তাই নয়, সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ৪৩২টি নিবিড় পরিচর্যা শয্যা আছে, যার ১১০টি আবার রাজধানী ঢাকায়। কিন্তু ইতোমধ্যে সরকার দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা শয্যা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য মাত্র ০৮টি হাসপাতাল শয্যা রয়েছে (চীনে ৪২টি)। শুধু তাই নয়, সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ৪৩২টি নিবিড় পরিচর্যা শয্যা আছে, যার ১১০টি আবার রাজধানী ঢাকায়। কিন্তু ইতোমধ্যে সরকার দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা শয্যা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সকল নিবিড় শয্যার মান নিয়ে রয়েছে নানা কথা (সালেহ এ. ২০২০; পৃ: ০২)। এখনও মেডিকেল চিকিৎসা গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্য খাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দ স্থিতিশীলভাবে বাড়ছে না (আলম শামসুল ২০১৯, ক্রম ১৯)। প্রতি ১০০০ জনে স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও কোভিড-১৯ সংকটের সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের অপ্রতুলতা প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। জুন ২০২০ নাগাদ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকদের মৃত্যুহার অনেক বেশি বাংলাদেশে (বাংলা ট্রিবিউন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা মোটামুটি বাড়ছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)।

উক্ত প্রতিবেদনে যে ১৪টি সূচকের ব্যবহার করেছে তার ছ'টি সূচকে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। সূচকগুলো হচ্ছে মাতৃমৃত্যু হার, দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর

উপস্থিতিতে শিশুর জন্ম, যে সকল শিশু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশকৃত দু'টি টিকা নিয়েছে তাদের জীবিত থাকার হার, এবং মানুষের (সাবজেক্টিভ) কল্যাণ। একটি সূচকের কর্মকাণ্ড মোটামুটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে: সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যাপ্তি। পাঁচটি সূচক বাস্তবায়নে গতিময়তা ছিলো না: প্রতি ১০০০ মানুষের মধ্যে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর হার, বক্ষব্যাধি, ক্যান্সার, ডায়েবেটিস ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে বয়ঃভিত্তিক মৃত্যুহার এবং কিশোর বয়সে মৃত্যুহার। দু'টি সূচকে হ্রাসমান কর্মতৎরতা দেখা যাচ্ছে : প্রতি ১০,০০০-এ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হার। দু'টি সূচকের আওতায় তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেনি। সূচক দু'টি হচ্ছে বায়ুদূষণ বা পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের কারণে বিভিন্ন বয়সের মানুষের মৃত্যুহার ও নতুন এইচআইভি সংক্রমন হার। কাঙ্খিতমাত্রায় বাস্তবায়ন ২০২০ সালেও ছু'টি সূচকেই ছিলো, মোটামুটি বাস্তবায়ন ছিলো তিনটি সূচকে, হ্রাসমান কর্মতৎপরতা ছিলো মাত্র একটি সূচকে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ১২৩) । উল্লেখ্য, ২০২০ সালের প্রতিবেদনে তিনটি সূচকে বাংলাদেশের মোটামুটি কর্মতৎপরতা ছিলো যার মধ্যে ২টিতে ২০২১ সালে স্থবিরতা দেখা যায়। শুধুমাত্র বায়ুদূষণ সূচকে বাংলাদেশ তথ্য প্রদান করতে পারেনি।

সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার প্রায় উন্নত দেশগুলোর সাথে সাথেই দেশের মানুষের জন্য কোভিড-১৯ এর টিকার ব্যবস্থা করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৭০ লাখ ডোজ টিকা দেশে এসে পৌঁছে। প্রথমেই তিন কোটি ডোজ টিকা আমদানি/সংগ্রহ করার পদক্ষেপ নেয়া হয় (ডেইলি স্টার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১)। তবে ভারতে অচিন্তনীয়ভাবে সংক্রমণ বেড়ে গেলে উক্ত কর্যক্রম সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও ত্বরিৎ চীন ও রাশিয়া থেকে টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন উৎস যেমন: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কোভ্যাক্স, (আবার) ভারত, জাপান ইত্যাদি থেকে টিকা আসা শুরু করেছে। স্বাস্থমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ডিসেম্বর নাগাদ দেশে ১০ কোটি ডোজ টিকা আসবে। ইতোমধ্যে গণটিকা প্রদান শুরু করা হয়েছে। চীনের সাথে যৌথভাবে দেশেও কোভিড টিকা উৎপাদনের কথা সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

(৪) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা খাতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। সুনির্দিষ্টভাবে এর উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অভিগম্যতা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস, শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতার উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বাড়ানো (আলম শামসুল ২০১৯; জিইডি-ক্রম ১৯)।

২০১৯ সালের বহুমাত্রিক গুচ্ছ জরিপ (মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে-(এমআইসিএস) অনুযায়ী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (গ্রেড) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা পঠনের ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে ২৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। ওই জরিপে প্রত্যক্ষ করা যায়, এতে অংশ নেওয়া শিশুর ৭৪.৫ শতাংশই স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও মনোসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথে আছে। এদের মধ্যে ছেলেশিশু ৭১.৪ শতাংশ এবং মেয়েশিশু ৭৮

শতাংশ। শহরাঞ্চলের শিশুদের (৭৭.৯ শতাংশ) এমন উন্নয়নের ধারা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের (৭৩.৭ শতাংশ) তুলনায় বেশি। ব্যানবেইস ও এমআইসিএস-এর হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে লিঙ্গ পার্থক্য সূচকে (জিপিআই) বাংলাদেশ নির্ধারিত মানদণ্ড (১)-এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। টারশিয়ারি বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা স্তরেও লৈঙ্গিক সমতায় খুব পিছিয়ে নেই (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০); যদিও এ স্তরে জিপিআই সূচকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত মান ০.৭২, যা ১-এর নিচে। নারী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় গামী করতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে খাদ্য ও নগদ সহায়তা প্রদান এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি ও সহায়ক শিক্ষা (টিউশন) খরচ কর্মসূচি চালু করেছে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে জিপিআই সূচকে উন্নতি করার জন্য এ ধরনের শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে নির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক সাক্ষরতা ও জ্ঞান-দক্ষতার ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ২০০০ সালে ছিলো ৫২ শতাংশ, ২০১৭-এ ৭২.৯ এবং ২০১৮-এ ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়। এ অভীষ্টের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা প্রায় ৪০ লাখ শিশুর বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক সাক্ষরতা ও জ্ঞান-দক্ষতার ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ২০০০ সালে ছিলো ৫২ শতাংশ, ২০১৭-এ ৭২.৯ এবং ২০১৮-এ ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়। এ অভীষ্টের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংরাদেশের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা প্রায় ৪০ লাখ শিশুর বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের সাধারণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা অভীষ্টটি অর্জনের পথে রয়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)।

ঐ প্রতিবেদনটিতে যে মোট তিনটি সূচক ব্যবহার করেছে তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিম্নমাধ্যমিক সম্পন্ন করার হার সূচকে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত মাত্রায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। তিনটি সূচকের মধ্যে দু'টি সূচকে জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বাংলাদেশ প্রদান করেনি। সূচক দু'টি হলো, প্রাথমিক শিক্ষায় নেট ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি এবং ১৫-২৪ বছরের মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার হার। ২০২১ সালের প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১) একই অবস্থা ছিলো।

কোভিড-১৯-এর কারণে (২০২০) ফেব্রুয়ারির পর থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে ২০০০ মে-জুন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখে। ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, যদিও শিক্ষকগণ কোথাও কোথাও নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন, প্রতিদিন ৪০-৬০ মিনিট শিক্ষার্থীদের একটি বিষয়ে পাঠ দান করেন। বিদ্যালয়ের ছুটি ২০২১ সালের জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইতোমধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা কার্যক্রম বাতিল করে 'এসাইনমেন্ট'-এর নিরীখে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে কোভিড-১৯-এর বাধা অতিক্রম করে সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়েছে। অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে খুলে দেয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষাঙ্গনে ফেরার জন্য মুখিয়ে আছে তা প্রতিদিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ছুটি বহু দফায় বাড়ানো হয়। ২০২১-এ আদৌ বিদ্যালয়গুলো খোলা যাবে কিনা সে বিষয়ে বলা দুষ্কর। তবে গণহারে টিকা কার্যক্রম শুরু হয়ে যাওয়া এ সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন কোভিড সংক্রমন এবং মৃত্যু সংখ্যা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি; কিন্তু সরকার দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন রক্ষায় সচেষ্ট।

(৫) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - ২০১৯ সালের বৈশ্বিক লিঙ্গ পার্থক্য সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম; স্কোর ৭২.৬ শতাংশ (ডব্লিউএফপি ২০২০; ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম ২০২০)। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে টানা পঞ্চমবার শীর্ষে রয়েছে; স্কোর ০.৫৪৫। এ পার্থক্য অবলোপনের অন্যতম উপায় নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ০.৪৩৮ (ডব্লিউএফপি ২০২০; ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম ২০২০)।

১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়ে ও নারীরা তাদের বর্তমান ও পূর্বের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (স্বামী) বা ঘনিষ্ঠ নয়, এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নানা সহিংসতার শিকার হয়েছে। সরকার নারী অধিকার রক্ষায় বেশ কিছু আইনি ও নীতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৪ লাখ থেকে ২০১৮ সালে ৮৭.৯০ লাখে উন্নীত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৯৮০ সালে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি ৩৯ শতাংশ ২০১৭ সালে ৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে, মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ৪২ শতাংশ। এ পর্যায়ে পৌঁছানো শিক্ষার্থীদের মাত্র ৫৯ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে। টারশিয়ারি পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ ঝরে পড়ার প্রবণতা অব্যাহত। ফলে শ্রমশক্তিতে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ কম। বর্তমানে জাতীয় সংসদের ২১ শতাংশ সদস্য নারী, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নারী সদস্যের অনুপাত ২৫ শতাংশের ওপরে। ২০১৯ সালের এমআইসিএস জরিপে দেখা যায়, ২০-২৪ বছর বয়সী ১৫.৫ শতাংশ নারীর বিয়ে অথবা

বাগদান হয়েছে ১৫ বছর বয়সের আগে, ৫১.৪ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়ে ও নারীরা তাদের বর্তমান ও পূর্বের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (স্বামী) বা ঘনিষ্ঠ নয়, এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নানা সহিংসতার শিকার হয়েছে। সরকার নারী অধিকার রক্ষায় বেশ কিছু আইনি ও নীতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা মোটামুটি বেড়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)।

এ অভীষ্টের পর্যালোচনায় দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস প্রতিবেদন (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩)-এ ব্যবহৃত মোট পাঁচটি সূচকের কোনোটিতে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এ অভীষ্টের তিনটি সূচকে বাংলাদেশ মোটামুটি উন্নতি করেছে। সূচক তিনটি হলো, আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ, নারী-পুরুষের শিক্ষার অনুপাত এবং শ্রমশক্তিতে পুরুষ-নারী অনুপাত। একটি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন স্থবির ছিলো। সূচকটি হলো জাতীয় সংসদে নারী আসন সংখ্যা। নারী-পুরুষ কর্তৃক গৃহীত শিক্ষাবর্ষের গড় অনুপাত সূচকটিতে বাংলাদেশ পূর্বের তুলনায় উন্নতি করেছে। আগে এ সূচকটিতে কর্মতৎপরতা কম ছিলো।

বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ, কোভিড সংকট পুরুষ এবং নারীকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য বহিঃসম্পৃক্ততার কারণে এ ভাইরাসে পুরুষদের ঝুঁকি বেশি, কিন্তু নারীরা কোভিড-১৯ এ বেশি অরক্ষিত (স্যাচস জে ও অন্যান্য ২০০০)। কারণ নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিক হারে সম্মুখ স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত, যা কোভিড রোগীকে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমান অধ্যায়ের লেখচিত্র - ৪.৬-এ উপস্থাপিত লিঙ্গভিত্তিক সংক্রমণ এবং লিঙ্গভিত্তিক মুত্যু হার অবশ্য এ ধারাকে সমর্থন করে না। এর একটি কারণ হতে পারে বাংলাদেশে নারীদের বহি:কর্মক্ষেত্রে স্বল্প নিযুক্তি এবং অধিক হারে ঘরের মধ্যেই বিচরণের বাস্তবতা।

(৬) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৬ সালে জাতিসংঘ এবং বিশ্বব্যাংক বর্তমান অভীষ্টের ওপর ১১টি দেশের পদাসীন সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানের সমন্বয়ে গঠিত হাই লেভেল প্যানেল অন ওয়াটার-এর সদস্য মনোনীত করে। এ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সে থেকে অবিরাম এ খাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিরাজমান (আলম শামসুল ২০১৯, ক্রম ১৯; পৃ: ৩১)।

২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৪৭.৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ পরিষেবার সুযোগ পেয়েছে এবং ৯৮.৫ শতাংশ খানার সদস্যদের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত উৎস থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ ৮৪.৬ শতাংশ খানার সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন (স্যানিটেশন) পরিষেবা গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। ৭৪.৮ শতাংশ খানাসদস্যরা জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ ও অভ্যাস (ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বা হাইজিন) গড়ে উঠেছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০; ঢাকা ট্রিবিউন ২৭ আগস্ট ২০২০)। কিন্তু ২০২০ সালেও দেশের ২ মিলিয়ন মানুষের পানির নিরাপদ উৎসে অভিগম্যতা ছিলো না, মোট ১৬৫ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৪৮ মিলিয়নই উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে ছিলো। এ অবস্থার উন্নয়ন সাধনে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীরা একাত্ম হয়ে কাজ শুরু করেছে। ইউনিসেফ ২০৩০ সাল নাগাদ যাতে ৭২ মিলিয়ন মানুষকে এ পরিষেবা প্রদান করা যায় বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে কাজ করছে (ইউনিসেফ বাংলাদেশ ২০২০)।

সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজ করছে। সরকারের এ কৌশল স্বল্পমেয়াদি, অন্তর্বর্তীকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি চাহিদাকে পূরণে লক্ষিত। ২০২০ সাল নাগাদ চলমান পর্ব শেষ হওয়ার কথা এবং জুলাই ২০২২ নাগাদ অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব। তবে দীর্ঘমেয়াদি পর্বের বাস্তবায়ন ডিসেম্বর ২০২১ থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

কোভিড-১৯ এর কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে মূলত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে আসছিলো। কিন্তু, লকডাউন আরোপ এবং মানুষের স্বাস্থ্য ভীতির কারণে এসকল প্রতিষ্ঠনে কাজ শিথিল হলে বহু দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষ এ পরিষেবার বাইরে চলে যায়।

সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজ করছে। সরকারের এ কৌশল স্বল্পমেয়াদি, অন্তর্বর্তীকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা পূরণে লক্ষিত। ২০২০ সাল নাগাদ চলমান পর্ব শেষ হওয়ার কথা এবং জুলাই ২০২২ নাগাদ অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব শেষ হবে। তবে দীর্ঘমেয়াদি পর্বের বাস্তবায়ন ডিসেম্বর ২০২১ থেকেই শুরু হয়ে যাবে (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০২১: পৃ: ০১)।

টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পানির মানোন্নয়ন ও পানির বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর পানির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার হাজারিবাগের চামড়াশিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। হাজারিবাগের এ শিল্পের কারণে বুড়িগঙ্গার পানির মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। চট্টগ্রামে হালদা নদীর সংরক্ষণ সময়ের আবর্তনে পানিসংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণে বিশাল সাফল্য এসেছে।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা মোটামুটি বেড়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে ব্যবহৃত মোট পাঁচটি সূচকের মধ্যে দু'টি সূচকের আওতাধীন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে। সূচক দু'টি হচ্ছে – শতকরা কতজন লোক সাধারণভাবে নিরাপদ পানি পান করে এবং দুর্লভ জল ভোগ। একটি সূচকের কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন স্থবির ছিলো। সূচকটি হচ্ছে, মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা ব্যবহার করছে এমন জনসংখ্যার হার। দু'টি সূচকে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি। সূচক দু'টি হলো, মিষ্টিজল উত্তোলন এবং এ্যান্থ্রোপজেনিক বর্জ্যপানি বিশুদ্ধ করার হার। ২০২০ সালের প্রতিবেদনেও একই অবস্থা ছিলো।

(৭) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - দেশে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়া বিদ্যুতের প্রায় ৬৮.৮৪ শতাংশ উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ১৯.০৭ শতাংশ উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল দিয়ে। এক্ষেত্রে জলবিদ্যুতের অবদান মাত্র ১.০৩ এবং সৌরবিদ্যুৎ থেকে আসে মাত্র ০.১৭ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি ব্যবহারের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আহরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মাত্র ৩.১৫ শতাংশ জ্বালানি উৎপাদিত হতো নবায়নযোগ্য উৎসের মাধ্যমে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) গৃহ সৌরবিদ্যুৎ পদ্ধতির (সোলার হোম সিস্টেম) আওতায় ৫১ হাজার ৩৬৪টি সৌর প্যানেল স্থাপন করেছে। এর বাইরে তারা ছাদের ওপরে ৩৭টি হাইব্রিড সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪০টি সৌরচালিত সেচপাম্প, ১৪টি সৌর চার্জিং কেন্দ্র এবং ৪০টি মিটারিং পদ্ধতি স্থাপন করেছে। সৌর প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ ১৩.৩১ মেগাওয়াট। কাজেই অনেকটা প্রত্যয়ের সাথেই বলা চলে, বাংলাদেশ ২০২৫ সালের স্থিরকৃত সময়ের আগেই শতভাগ পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগের লক্ষ্যটি অর্জন করবে (আলম শামসুল ২০১৯)। কারণ ২০২০ সালে এসে সকলকে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের অঙ্গীকার ৯৬ শতাংশ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে (ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ২০২০)। ২০১৯ সালে ৯২.২ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিলো।

২০০০ সালে ৭.২৪ শতাংশ মানুষ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতো, ২০১৬ সালে করতো ১৭.৭২ শতাংশ মানুষ। ২০১৯ সালে ১৯ শতাংশ মানুষ ব্যবহার করছে (জেনারেল ইকনোমিক ডিভিশন ২০২০)। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার এ প্রবণতা থেকে অনুমেয় ছিলো ২০২০ সালে এটি ২০.৯৩ শতাংশে পৌঁছে যাবে, কিন্তু দেশ যদি সে লক্ষ্য অর্জন করেও থাকে তারপরেও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা দূরে থেকে যাবে।

২০১৯ সালে (৫৬০ মেগাওয়াট) ২.৯৫ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয়। ২০২০ সালে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের

লক্ষ্যমাত্রা ছিলো। সরকার এক্ষেত্রে অনেক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে (হাশেম আবুল ২০২১)। তারপরেও এ খাতের উৎপাদন লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ (ঢাকা ট্রিবিউন, জানুয়ারি ২০১৯)। অন্য প্রায় সকল সূচকের মতো এ সূচকেও গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা মোটামুটি বেড়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদন (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩)-এ ব্যবহৃত মোট তিনটি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশ দু'টি সূচকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অভীষ্টটি বাস্তবায়ন করেছে। সূচক দুটি হলো, বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত এবং বিদ্যুৎ ও তাপ জ্বালানী দহনে উৎসারিত অম্লজানের মাত্রা। একটি সূচকে বাংলাদেশ কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেনি: পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ও রান্নার প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা আছে এমন জনসংখ্যার হার। ২০২০ সালে বাংলাদেশ তিনটি সূচকে কাঙ্খিত কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেছিলো (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ১২৯)।

কোভিড-১৯ পরবর্তীকালে (বা প্রলম্বিত কোভিড কালেই) যে সকল দেশে পরিষ্কার জ্বালানি এবং প্রযুক্তির অভাবে নারী ও শিশুস্বাস্থ্য হানির কারণ হবে তার মধ্যে বাংলাদেশেরও থাকার আশংকা করা হচ্ছে। তবে দেশটি জ্বালানী উৎপাদনে যে বিশাল অগ্রসরতা অর্জন করছিলো, সে ধারা অব্যাহত থাকলে এ আশংকা ভুল প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

(৮) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার সাত শতাংশের বেশি। বিগত ১০ বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয়। একদিকে জনসংখ্যার ধীরলয়ে বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এর কারণ (আলম শামসুল ২০১৯; জিইডি-১৯)। স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে দেশটি জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি সূচকেই ২০১৮ সালে প্রয়োজনীয় মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাথাপিছু প্রকৃত গড় বার্ষিক (জিডিপি-র) প্রবৃদ্ধির হার ৫.১ শতাংশ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬.৯১ শতাংশে উন্নীত হয় (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। ২০১৭ সালে দেশে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মে নিয়োজিতদের ৮৫.১ শতাংশই ছিলো অনানুষ্ঠানিক খাতে, যেখানে কর্মের আইনি সুরক্ষা ও চাকরি সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা নেই।

দেশে কর্মে নিয়োজনের যোগ্য মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার দীর্ঘদিন ধরে চার শতাংশের কাছাকাছি। তবে শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই ১৫-২৪ বয়স বা তদূর্ধ্ব এমন

তরুণ-তরুণীর হার ভিত্তিবছর ২০১৫-এ ২৮.৯ থেকে ২০১৬-১৭-এ প্রায় ৩০ শতাংশে দাঁড়ায় (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। এক্ষেত্রে ২০২০, এমনকি ২০১৮ বা ২০১৯-এর হালনাগাদ তথ্যও পাওয়া যায়নি। তবে, আইএলও-এডিবির সমীক্ষায় দেখা যায়, কোভিড-১৯ এক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলায় স্বল্পমেয়াদে ১.১ মিলিয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে ১.৭ মিলিয়ন যুবদের চাকুরি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে (ডেইলি স্টার ২০২০)।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন দেখিয়েছে, করোনা সংকট আর্থিক বাজারকে টালমাটাল করেছে, যা এ অভীষ্ট অর্জনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করছে, ভবিষ্যতেও করবে। বাংলাদেশের যে ৫০ মিলিয়নের মতো মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত রয়েছেন, তাদের জীবন-জীবিকার ওপর কোভিড প্রকট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে (ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম ২০২০, পৃ: ৩)।

জাতিসংঘের ফাইন্যান্সিং ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০২০ বলছে, কোভিড-১৯ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং কর্মসংস্থানকে প্রভাবিত করেছে, যা অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে অধিক হারে বেকারত্ব এবং আংশিক বেকারত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলো যেমন - ঢাকা কোভিড-১৯ আক্রমণে সুরক্ষিত নয়; কারণ ঘনবসতি কোভিড-১৯ ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে অন্যতম বড় বাধা।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন দেখিয়েছে, করোনা সংকট আর্থিক বাজারকে টালমাটাল করেছে, যা এ অভীষ্ট অর্জনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করছে, প্রলিম্বিত কোভিডকালে তা করতেও থাকবে। বাংলাদেশের যে ৫০ মিলিয়নের মতো মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত রয়েছেন, তাদের জীবন-জীবিকার ওপর কোভিড প্রকট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে (ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম ২০২০, পৃ: ৩)।

শিশুশ্রম কমানোর ক্ষেত্রে দেশে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যদিও এখনো প্রায় ১২.৮০ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দু'টি ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে তৃতীয় প্রোগ্রাম বা কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশের এই কার্যক্রমে চারটি প্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম প্রাধিকারে অভীষ্ট-১, ২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০; দ্বিতীয় প্রাধিকারে অভীষ্ট-৫, ৮, ৯, ১৬, তৃতীয় প্রাধিকারে অভীষ্ট-৪, ৫ এবং চতুর্থ প্রাধিকারে অভীষ্ট-১, ১৩, ১৬ সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ২০২০; পৃ: ৮-৯)। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে এবং ৩৫ হাজার শিশুকে নিপীড়নমূলক কাজ থেকে মুক্ত করেছে (ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার ২০২০)।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তদুপরি, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা স্থবির হয়ে আছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ:

৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচস জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) ব্যবহৃত মোট ছ'টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশ তিনটি সূচকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অভীষ্ট বাস্তবায়ন করেছে। সূচক তিনটি: ব্যাংক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বা মোবাইলে অর্থ পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাব রয়েছে এমন বয়স্ক জনসংখ্যার বেকারত্ব হার এবং আমদানিতে সংঘবদ্ধ মারাত্মক কাজের সাথে সম্পর্কিত দুর্ঘটনা। দু'টি সূচকের প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত বাংলাদেশ প্রদান করেনি। সূচক দু'টি হলো, জিডিপির সমন্বিত প্রবৃদ্ধি এবং (প্রতি হাজারে) আধুনিক দাসত্বের হার।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর অস্থায়ী অনুমান, কোভিড-এর কারণে ২০২০ সালে বছর বার্ষিক মোট উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশে নামবে, যা ৮.২ শতাংশ হওয়ার কথা ছিলো। উল্লেখ্য, বিবিএস-এর এ অনুমিত প্রবৃদ্ধির হার এডিবি অনুমিত হারের চেয়ে ৩.৮ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাংক অনুমিত প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে ২-৩ শতাংশ কম (দ্যা ডেইলি স্টার, ২০ মে ২০২০)।

(৯) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - এ অভীষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে চিহ্নিত করেছে - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং গবেষণা ও উদ্ভাবন (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৯)।

দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়ছে। ২০১৫-১৬ সালে ২১.০১, ২০১৬-২০১৭ সালে ২১.৭৪, ২০১৭-২০১৮ সালে ২২.৮৫ থেকে ২০১৮-২০১৯ সালে এ হার ২৪.২১ শতাংশে পৌঁছে। বিবিএস অনুসারে, ২০১৯ সালে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ২৫৬১১.৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০২০ সালে ২৭১০৬.৭০ মিলিয়নে দাঁড়ায়।

যোগাযোগ মাধ্যম অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটির বেশি (২০১৯)। ২০১৮ সালে প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হয়; দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ টু-জি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। একই সময়ে থ্রি-জি ও ফোর-জি সংযোগের হার ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এ খাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উদ্ভাবন কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

দেশের জাতীয় মোট উৎপাদনে (জিডিপি)তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়ছে। ২০১৫-১৬ সালে ২১.০১, ২০১৬-২০১৭ সালে ২১.৭৪, ২০১৭-২০১৮ সালে ২২.৮৫ থেকে ২০১৮-২০১৯ সালে এ হার ২৪.২১ শতাংশে পৌঁছে। বিবিএস অনুসারে, ২০১৯ সালে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ২৫৬১১.৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০২০

সালে ২৭১০৬.৭০ মিলিয়নে দাঁড়ায় (ট্রেডিং ইকনোমিক্স ২০২১)। উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ ও চামড়া খাতের মতো প্রধান শিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। মোট কর্মসংস্থানে (ম্যানুফ্যাকচারিং) উৎপাদন খাতের অবদান ১৪.৪ শতাংশ যা ২০১৫-২০১৬ সালে একই ছিলো। এটিকে অর্থনীতির স্থবিরতা না ধরে বরং অন্য খাতেও একইভাবে উন্নয়নের স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচনা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে বহুমুখীকরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ১,৬০০-এর অধিক প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে। তবে, মোট মূল্য সংযোজনে মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজন ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালে ০.০৩ শতাংশ কমলেও, বিস্ময়করভাবে বর্তমানে দেশের ১২০টি প্রতিষ্ঠান ৩৫টি দেশে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সামগ্রি রপ্তানি করে। ২০২১ সালেই যার ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে (ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম ২০১৯)। প্রবৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে বড় ও মাঝারি শিল্পগুলো। দেশে ২০২০-এর মার্চে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ঘটলে কয়েক মাসের জন্য রপ্তানি বিঘ্নিত হলেও ডিসেম্বর ২০২০-এ দেশ কোভিড-১৯ পূর্বের রপ্তানির পরিমাণকে অতিক্রম করে, যদিও তা এপ্রিল-জুন সময়ে চরম কোভিড সময়ে আবার হ্রাস পেয়েছে বলেবিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

সড়ক খাতের জন্য মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০) তৈরি করা হয়েছে যেখানে অবকাঠামো সম্পদের মূল্য সংরক্ষণ, আন্তঃসংযোগ বাড়ানো ও সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, উড়ালসেতু, রূপপুর পারমাণবিক শক্তি প্লান্ট, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরসহ আরো নানা বিশালকায় স্থাপনার নির্মাণ এক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনেরই নামান্তর।

সরকার অভিঘাত সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই শিল্পায়ন উৎসাহিতকরণ ও উদ্ভাবন কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা দানকে নীতি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সড়ক খাতের জন্য মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০) তৈরি করা হয়েছে যেখানে অবকাঠামো সম্পদের মূল্য সংরক্ষণ, আন্তঃসংযোগ বাড়ানো ও সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, উড়ালসেতু, রূপপুর পারমাণবিক শক্তি প্লান্ট, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরসহ আরো নানা বিশালকায় স্থাপনার নির্মাণ এক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনেরই নামান্তর।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তদুপরি, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা স্থবির হয়ে আছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) ব্যবহৃত মোট ৬টি সূচকের

মধ্যে বাংলাদেশ ২টি সূচকের কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে। সূচক ২টি হলো, মোবাইল ব্রডব্যান্ড গ্রহীতা এবং লজিস্টিক পারফরমেন্স সূচক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ সম্পর্কিত অবকাঠামোর গুণগতমান। বাংলাদেশ ২টি সূচকের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি। সূচক ২টি হলো- দেশের তিনটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের গড় স্কোর এবং গবেষণা এবং উন্নয়ন (আরএন্ডডি)-এ ব্যয়। একটি সূচকের কর্মকাণ্ডে কর্মতৎপরতা ছিলো না। সূচকটি হচ্ছে প্রতি হাজারে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জার্নাল ব্যবহারকারীর সংখ্যা। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের প্রতিবেদন এ অভীষ্টের কোন সুচকে কর্মতৎপরতায় নিশ্চলতা ছিলো না (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩)।

(১০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - প্রবৃদ্ধি প্রসারণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারি নীতিসমূহ অনেকখানি কার্যকর করা হলেও ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে খুব একটা সফলতা আসেনি (আলম শামসুল ২০২০; পৃ: ৩; ভিএনআর ২০২০)। দেশে ভোগের অসমতার তুলনায় আয়ের অসমতার মাত্রা অনেক বেশি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্য বাড়লেও ভোগ বৈষম্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। উন্নয়ন এবং আয়বৈষম্য বাংলাদেশে প্রকট, যা টেকসই উন্নয়নের পরিপন্থি। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ঘটনা শহর থেকে গ্রামে বেশি। শহর থেকে গ্রামে দারিদ্র্য হ্রাসের হারও তুলনামূলক বেশি (ফেরদৌসি, এস ও দেহাই, ডব্লিউ ২০১৪; পৃ: ০২)। এটা এখনও সত্য যে, (প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেমন) উপকূলীয় মানুষের উন্নয়ন সরকারের জাতীয় পরিকল্পনায় সমভাবে আসে না (ইক্যুয়িটি বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন পেপার ২০১৭)।

বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা (অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স-ওডিএ) ও সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট-এফডিআই) বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ওডিএ পেয়েছে ৬৩৬.৯০ কোটি মার্কিন ডলার। একই সময়ে এফডিআই এসেছে ৩৬১.৩৩ কোটি ডলার।

অসমতা কমানোর জন্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ২০২০ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দেশের মোট জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে মোট জিডিপির ১.২ ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ২.৩ শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। নিচের সবচে' দরিদ্র ২০ শতাংশ খানার পুরুষের শিক্ষাগত অর্জন (মাধ্যমিকের ওপরে) ছিলো ২ শতাংশ এবং সবচে' ওপরের ২০ শতাংশ ধনী খানার পুরুষের মধ্যে এ হার ছিলো ৩১ শতাংশ। নারীর ক্ষেত্রে এ হার ছিলো যথাক্রমে ১.১ এবং ২১.১ শতাংশ (জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৪, বিবিএস)। তবে এক্ষেত্রে এখনও হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না।

অসমতা কমনোর প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনেকগুলো উন্নয়ন কৌশল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের সঙ্গে সমন্বয় করেছে, যার ওপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হয়েছে।

এখনও অভিবাসী দেশগুলোর মধ্যে অভিবাসী পাঠাতে সবচে' বেশি আর্থিক খরচ পড়ে বাংলাদেশ থেকে (আইওএম ২০১৮)। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করা এবং অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষায় সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' অনুমোদন করেছে।

কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কারণে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রায় ৪.২ লাখ প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরে আসে। উল্লেখ্য, তখন প্রায় ৮০ লাখ বাংলাদেশী প্রবাসে ছিলো। দেশে এসে অনেকেই কর্মসংস্থান করতে পারেনি। কেউ কর্মসংস্থান করতে পারলেও, উপযুক্ত কর্মসংস্থান হয়নি। এছাড়া অনেক শ্রমিক বিদেশে অবস্থান করলেও সেখানে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু না থাকায় আয়হীন মানবেতর জীবন-যাপন করছে। দেশে কষ্টে আছে তাদের পরিবার পরিজন। সরকার ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ৭০০ কোটি টাকার তহবিল তৈরি করেছে।

কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কারণে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে প্রায় ৪.২ লাখ প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরে আসে। উল্লেখ্য, তখন প্রায় ৮০ লাখ বাংলাদেশী প্রবাসে ছিলো। দেশে এসে অনেকেই কর্মসংস্থান করতে পারেনি। কেউ কর্মসংস্থান করতে পারলেও, উপযুক্ত কর্মসংস্থান হয়নি। এছাড়া অনেক শ্রমিক বিদেশে অবস্থান করলেও সেখানে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু না থাকায় আয়হীন মানবেতর জীবন-যাপন করছে। দেশে কষ্টে আছে তাদের পরিবার পরিজন। সরকার ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ৭০০ কোটি টাকার তহবিল তৈরি করেছে (ঢাকা ট্রিবিউন, আগস্ট ২০২০)। তবে, বিএমইটির তথ্য সংকলন সূত্র থেকে দেখা যায়, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের আগেই, ২০১৬ থেকেই বৈদেশিক কর্মসংস্থান কমছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) দোহা রাউন্ড আলোচনার ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে শূন্য শুল্কের বিধান নির্ধারণ করা হয়েছিলো, বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতেও তা বলবৎ রয়েছে।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, তথ্যের অভাবে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) তিনটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, যার একটিতে সম্পৃক্ত তথ্যও বাংলাদেশ পাঠায়নি। ২০২০ সালের তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশ একটি সূচকে তথ্য পাঠিয়েছিলো, যার কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

(১১) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - বর্তমানে দেশের ৩৪ শতাংশ লোক শহরে বাস করে (ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ ২০২১)। মাথাগুনতিতে শহরে বাস করা মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬৫ মিলিয়ন, যা ২০১১ সালে ছিলো প্রায় ৪৮ মিলিয়ন এবং ২০১৫ সালে ৫৫ মিলিয়ন (স্টাটিসটা ২০২১)।

টেকসই নগরায়ন ২০২০ সালেও দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো (ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ২০২০, পৃ: ২) । এক্ষেত্রে সরকারি চাকুরিজীবীদের আবাসন সুবিধার জন্য বাড়ি এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে । নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের জন্য সরকার আবাসিক প্লট উন্নয়ন করছে । জমির ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বহুতল ভবন তৈরি করে ফ্ল্যাটগুলো স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে । সরকার এক্ষেত্রে কাজ করার জন্য বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করছে ।

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে । এসব বস্তিতে যতো মানুষ বসবাস করে, শহরের মোট জনসমষ্টির অনুপাতে সে সংখ্যাটা অনেক বেশি । বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও বস্তি এলাকায় মৌলিক পরিষেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারের একটি কৌশলগত নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান ।

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে । এসব বস্তিতে যত মানুষ বসবাস করে, শহরের মোট জনসমষ্টির অনুপাতে সে সংখ্যাটা অনেক বেশি । বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও বস্তি এলাকায় মৌলিক পরিষেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারের একটি কৌশলগত নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান । শহরের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে নগর পরিকল্পনার মৌলিক সুপারিশগুলো দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে সন্নিবেশিত করা হয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০) ।

সরকার শহরে যানজট কমানোর জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । বড় বড় শহরে, অনেক রাস্তার মুখে ফ্লাইওভার নির্মাণ করছে । ঢাকা শহরে দোতলা তিনতলা রাস্তা দৃশ্যমান, মেট্রোরেল চালু হচ্ছে, পাতালরেল নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও শোনা যাচ্ছে ।

শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনও খুব নাজুক । বাংলাদেশের শহরগুলোতে দিনে ২৫ হাজার টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় । শহরে বায়ুদূষণ প্রবল । বায়ুদূষণ কমানোর জন্য সরকারি নানা পদক্ষেপ বেড়েই চলেছে । বিভিন্ন শহরে ১১টি বিরামহীন বায়ুমান পরীক্ষা কেন্দ্রে কাজ চলছে । তবে বায়ুদূষণ কমানোর জন্য আরো পদক্ষেপ দরকার ।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডি-জিস (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে । তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা মোটামুটি বেড়েছে । উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) ব্যবহৃত চারটি সূচকের একটি কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে । সেটি হচ্ছে গণপরিবহণ সম্পর্কে সন্তুষ্টি । দু'টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ মোটামুটি উন্নতি করেছে - শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বস্তিবাসীর হার ও ব্যাসরেখায় ২.৫ মাইক্রোনের চেয়ে কম বস্তুকনার বার্ষিক ঘনত্ব । একটি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থবিরতা প্রদর্শন করেছে, সেটি হচ্ছে উন্নত

জলের উৎসে অভিগম্যতা আছে এমন মানুষের হার। ২০২০ সালের প্রতিবেদনও শেষোক্ত এ সূচকে বাংলাদেশের একই অবস্থা প্রকাশ করে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ১২৯)।

আগেই বলা হয়েছে, দেশে কোভিড-১৯ শহরাঞ্চলে বেশি আঘাত হেনেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে নগর দারিদ্র্য বেড়েছে বহুগুণ। বহুমানুষ নগরে জীবিকা ও আবাসন ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে শহর ছেড়েছে। বহু বাড়ি/বাসা খালি হয়েছে, এখনও খালি পড়ে আছে। এর প্রভাব পড়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাড়ির মালিক যারা এ বাসা ভাড়ার আয়ের ওপর নির্ভরশীল তাদের ওপর। এছাড়া, এর সবচে' বড় অভিঘাত পড়েছে স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের ওপর যারা শহুরে পরিবেশে বা ভৌত অবকাঠামোতে বিদ্যমান পরিষেবায় বসবাস এবং লেখাপড়ায় অভ্যস্ত তাদের হঠাৎ গ্রামে থাকতে বাধ্য হওয়ার কারণে।

(১২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ৫.৫ শতাংশ। ৩ শতাংশ অপচয় হয় ক্রয় ও উৎপাদন পর্যায়ে, ১.৪ শতাংশ অপচয় হয় পরিবেশন পর্যায়ে এবং ১.১ শতাংশ অপচয় হয় খাবারের থালায়। পাশাপাশি ফসল উত্তোলন ও উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে নষ্ট হয় প্রায় ১০ শতাংশ ফসল। সমষ্টিগত পদাঙ্ক (ফুটপ্রিন্ট) থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে সার্বিক ভোগের প্রবণতা ও জিডিপি অনুপাত কমছে, যদিও জীবনযাপনের মানে উন্নতি দৃশ্যমান হয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

সরকার ও নগর প্রশাসনসমূহ আধুনিক পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ উদ্যোগের বাস্তবায়ন হচ্ছে। যশোর শহরে সম্প্রতি প্রথমবারের মতো সমন্বিত ভাগার ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিদিনকার নগরবর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন করা হচ্ছে। ফরিদপুর শহরে বেসরকারী উদ্যোগে নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক উদ্যোগে নগরীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে সার তৈরি করা হচ্ছে। সিলেট মহানগরীও 'সবুজ শহর' ধারণা প্রবর্তন করেছে।

করোনার কারণে মানুষের চলাচলের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আসে, এক জেলা থেকে অন্য জেলা, একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল বন্ধ হয় বা কমে যায়। এগ্রন্থটি যখন ছাপা হবে কোরবাণী ঈদের আগে প্রায় মাস ব্যাপী ঢাকা শহরে এ অবস্থা বিরাজ করছিলো কোভিডকালে হাওরসহ অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষেতে ধান পেকে যায়, কাটার সময় হয়। বিবিএস-এর মতে, দেশের কমপক্ষে ২৪টি জেলার কৃষক ধান কাটার জন্য অন্য এলাকার শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল (ঢাকা ট্রিবিউন, ১৪ এপ্রিল ২০২০)। শ্রমিকের অভাবে ক্ষেত থেকে ধানসহ অন্যান্য ফসল আহরণ কষ্টকর হয়। কিছু ফসল আহরণ করা যায়নি।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, বাংলাদেশ এ অভীষ্টটি অর্জনের পথে। তবে, তথ্যর অভাবে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) অভীষ্টের মোট ছ'টি সূচকের কোনোটির কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এর কোন সূচক সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশ তথ্য প্রদান করেনি। সূচকগুলো হলো: নগরীর কঠিন বর্জ্য, বৈদ্যুতিক বর্জ্য (ইলেক্ট্রনিক ওয়েস্টেজ), উৎপাদন-ভিত্তিক সালফার-ডাই অক্সাইড নিঃসরণ, আমদানিকৃত পণ্যে সালফার ডাই অক্সাইড, উৎপাদনভিত্তিক নাইট্রোজেন নিঃসরণ এবং আমদানিকৃত পণ্যে নাইট্রোজেন নির্গমন।

(১৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্নভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, যেমন, চরম তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং তীব্রতর বন্যা, খরা এবং বঙ্গোপসাগরে বিরাজমান উত্তাল আবহাওয়া (আলম শামসুল ২০১৯)। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে মৃত্যুবরণ, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা প্রতি বছর কমছে। বর্তমানে প্রতি লাখে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১২, ৮৮১ জন (লক্ষ্য ২০৩০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১৫০০-এ নামিয়ে আনা)। 'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০' ও গৃহীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকার 'বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন কৌশল (২০১৬-২০৩০)' প্রণয়ন করেছে। অম্লজান নির্গমন প্রশমনে গৃহীত 'ন্যাশনাল ডেটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি)' প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্ব-উদ্যোগে কার্বন নির্গমন ৫ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। একই সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আরও ১৫ শতাংশ কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। অধিকন্তু, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড - জিসিএফ থেকে অর্থায়ন পেয়েছে। এ তহবিল পরিচ্ছন্ন (ধোঁয়াবিহীন) রান্না কর্মসূচি, উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানো এবং জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে মৃত্যুবরণ, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা প্রতি বছর কমছে। বর্তমানে প্রতি লাখে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১২, ৮৮১ জন (লক্ষ্য ২০৩০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১৫০০-এ নামিয়ে আনা)। 'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০' ও গৃহীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকলের সঙ্গে সংগতি রেখে সরকার 'বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন কৌশল (২০১৬-২০৩০)' প্রণয়ন করেছে।

কোভিড-১৯-এর কারণে মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকায়, রাস্তাঘাটে যানবাহন কম চলায়, বিশেষ করে শিল্পকারখানা বন্ধ থাকায় অম্লজানের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে, পরিবেশ সাময়িকভাবে কিছুটা স্বস্তি পায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি আবারও প্রবৃদ্ধির দিকে লাগামহীনভাবে ছোটা শুরু করে, তবে এ ক্ষণিকের স্বস্তি সহজেই উবে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, বাংলাদেশ এ অভীষ্টটি অর্জনের পথে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা মোটামুটি বেড়েছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩)-এ ব্যবহৃত মোট তিনটি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশ দু'টি সূচকের কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে। সূচক দু'টি হলো, শক্তি সম্পর্কিত অম্লজান নিঃসরণ এবং আমদানিমূর্তে অম্লজান নিঃসরণ। বাংলাদেশ একটি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের তথ্য প্রদান করেনি: রপ্তানি জীবাশ্ম জ্বালানীতে মূর্ত অম্লজান নির্গমন। ২০২০-এও একই অবস্থা ছিলো।

অক্টোবর ২০২০-এ ভারতীয় চ্যানেল এনডিটিভি'র আলোচনা থেকে জানা যায়, ভারতের আকাশে দূষণমুক্ত বায়ুর হার বিগত এক দশকে সর্বাপেক্ষা বেশি। কোভিড-১৯-এর কারণে পরিবেশ স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশের এ উন্নতি হয় বলে তারা অভিমত জ্ঞাপন করেন। অপেক্ষাকৃত কম শিল্পায়িত বাংলাদেশের পরিবেশে কোভিড-১৯-এর পরিবেশগত এ ইতিবাচক প্রভাব আরো বেশি হওয়ার কথা।

(১৪) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশের একটি অগ্রাধিকারের বিষয়। সামুদ্রিক সম্পদের উৎস সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরের 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে চারটি এলাকা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ সফলভাবে উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকার আওতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। এ সংরক্ষিত উপকূল এলাকাটি তিমি, ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, হাঙ্গর এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে। এ সকল এলাকায় সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষা ও মাছ ধরার অবৈধ নৌযান পাকড়াও করার পাশাপাশি উপকূলে সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ ও সরঞ্জাম প্রয়োজন (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। ইলিশের অভয়াশ্রমগুলোর সুরক্ষায়ও তা গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে (দ্যা ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৯)। কিন্তু, সাধারণভাবে দেশের সিংহভাগ মৎস্যজীবীর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি সনাতনী ধাঁচের এবং তারা ছোট ছোট নৌকা দিয়ে সমুদ্র উপকূলে মৎস্য আহরণ করে। প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে যখন মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে তারা তখনও মৎস্য আহরণ করে, ফলে মাছের ভবিষ্যৎ মজুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে, ভিত্তি বছরের তুলনায় ২০১৮ সালে টেকসই মৎস্য আহরণের মান কমেছে।

সমুদ্র বিষয়ে বাংলাদেশের অনুমোদন দেয়া বা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া আন্তর্জাতিক আইন, প্রটোকল, চুক্তি বা দলিলের সংখ্যা ১০০টি। এখন মূল বিষয় এগুলোর অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস-এর মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তদুপরি, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা স্থবির হয়ে আছে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) দেখা যায়, এ অভীষ্টের আওতায় মোট ছ'টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশ মাত্র একটি সূচকের কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে। সূচকটি হলো, অতিরিক্ত শোষণ বা ধ্বসে পড়া স্টক থেকে মাছ ধরা। বাংলাদেশ ৩টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। সূচক ৩টি হলো, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত সামুদ্রিক সাইটের গড় আয়তন, মহাসমুদ্র স্বাস্থ্যসূচক এবং ট্রলিং ও ড্রেজিং-এর মাধ্যমে ধৃত মৎস্যের শতকরা হার। বাংলাদেশ দু'টি সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি: আমদানিতে মূর্ত সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে ঝুঁকি ও ধৃত মৎস্য ফেলে দেয়ার হার।

কোভিড-১৯-এর কারণে মানুষের কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সমুদ্র অংশও সুস্থতায় ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিলো সেকথা যেমন সত্যি, যান চলাচল শিথিল থাকায় মানুষের বেকার হয়ে অতিদারিদ্র্যে নিপতিত হওয়ার কারণ হওয়ায় সে স্বস্তি তেমন অনুভূত হয়নি।

ভারতের চ্যানেল এনডিটিভির আলোচনা থেকে এ-ও জানা যায়, কোভিড কালে ভারতের গঙ্গা নদীর পানির মান বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কোনো কোনো অংশে নদী পানি পান করার উপযুক্ততা অর্জন করে। কোভিড-১৯-এর কারণে জলজ জীবনের বিনষ্টকারী কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় পানির এ উন্নতি হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশের নদীর পানির গুণাগুণে কোভিড-১৯-এর ইতিবাচক প্রভাব পড়াও স্বাভাবিক, যদিও তা যাচাই করা হয়নি। সাথে সাথে এটিও সত্য যে, মানব কর্মকাণ্ড ও চলাচল স্বাভাবিক হলে তথাকথিত নতুন স্বাভাবিকে নদীর পানি পান করার জন্য আগের অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছে যেতে বাধ্য।

(১৫) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র গুচ্ছভিত্তিক বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভূ-ভাগ (স্থলজ), জলাভূমি এবং উপকূল ও সমুদ্রকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্র। বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক নিমজ্জন ভূমি। জলাভূমি বাদে মোট আয়তনের ১৫ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। ২০৩০ সাল নাগাদ বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি প্রধান লক্ষ্য হলো, বনভূমিতে বৃক্ষের ঘনত্ব বাড়ানো। ২০১৮ সালে দেশে নিবেদিত বনায়নের হার ছিলো ১৪.৪৭ শতাংশ (বিএফডি, ২০১৮)।

সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গিয়েছে, সংরক্ষিত এলাকায় স্থলজ ও স্বাদু পানির জীববৈচিত্র্যের অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারায় রয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। অধিকন্তু বাংলাদেশ ২০১৪ সালে দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শকুনের জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২০২২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অধিকতর সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। বনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি সংরক্ষণে কাজ করছে। টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবনে তিনটি বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম রয়েছে। সবচে' বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পুরো সুন্দরবন এলাকা বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা হিসেবে স্বীকৃত।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২০২২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অধিকতর সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। সরকার বনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি সংরক্ষণে কাজ করছে।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডিজিস ((স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)-এ দেখা যায়, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা কমে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদন (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) বলেছে, এ অভীষ্টের আওতায় মোট পাঁচটি সূচকের কোনোটির কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারেনি বাংলাদেশ। দু'টির কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ গতিময়তা দেখাতে পারেনি। সূচক দু'টি হলো, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত স্থল সাইটের গড় আয়তন এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত সুপেয় পানি সাইটের গড় আয়তন। দু'টি সূচকের জন্য কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রদান করেনি। সূচক দু'টি হলো, স্থায়ী বন নিধন এবং আমদানিতে মূর্ত স্থলজ এবং মিষ্টি পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকি। একটি সূচকের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা কমেছে: প্রাণীর বেঁচে থাকার লাল তালিকা।

(১৬) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - শান্তি, মানবাধিকার, টেকসই স্থিতিশীলতা ও কার্যকর শাসন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার এ চারটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। মানব পাচারের সংখ্যাও কমে এসেছে। ২০১৫ সালে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার

মানুষের হার ১.৮ জনে নেমে এসেছে। এর মধ্যে ১.৪ জন পুরুষ এবং ০.৪ জন নারী, মানব পাচারের সংখ্যাও ২০১৫ ভিত্তি বছরের তুলনায় কমে এসেছে (যখন প্রতি ১ লাখে পাচারের শিকার হয়েছিলো ০.৮৫ জন)। ২০১৭ সালে তা দশমিক ০.৫৮ জনে নেমে আসে। কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার এরই মধ্যে সুশাসনকেন্দ্রিক কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি দপ্তরগুলোতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চালু করা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (জিআরএস) অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে কতোটা সফলতা আসে তাই দেখার বিষয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান যতোটা শক্তিশালী, সুশাসনের সূচকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের অবস্থান অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বিশ্বব্যাপী সুশাসন সংক্রান্ত সূচক ছাড়াও সুশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান অনেক পেছনে (ভট্টাচার্য দেবপ্রিয় ও অন্যান্য, ২০১৬)।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডি-জিস (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)-এ দেখা যায়, এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তদুপরি, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্ম তৎপরতা স্থবির হয়ে আছে। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) বলা হয়েছে, এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১০টি সূচকের কোন সূচকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে কাঙ্খিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারেনি। প্রতি ১০০০-এ নরহত্যা সূচকটিতে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা মোটামুটি বেড়েছে। দু'টি সূচকে কর্মতৎপরতা নিশ্চল ছিলো। তিনটি সূচকে কর্মতৎপরতা কমে যাচ্ছিলো। তিনটি সূচকের কর্মকাণ্ডের তথ্য বাংলাদেশ প্রদান করেনি - নাগরিক কর্তৃপক্ষের নিকট জন্ম নিবন্ধন, শিশুদের মধ্যে শিশুশ্রমের হার এবং প্রচলিত মুখ্য অস্ত্রের রপ্তানি। ২০২০ সালের প্রতিবেদন দেখিয়েছিলো যে বাংলাদেশ একটি সূচকের কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে। সূচকটি হলো: প্রতি হাজারে মানুষ হত্যার হার (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "এসডিজির অন্যতম অভীষ্ট সবার জন্য ন্যায়বিচার, সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এটি বাংলাদেশের জন্য সবসময়ই কঠিন ছিলো। করোনায় এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত চ্যালেঞ্জ ব্যাপক ও গভীরতর হয়েছে এবং হচ্ছে। যদি চলমান প্রবণতা ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকতায় পরিণত হয় তবে টেকসই উন্নয়নের এ অভীষ্ট ও তার লক্ষ্য অর্জন কাগুজে দলিল হিসেবেই রয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০১৮; পৃ; ২৫)।"

(১৭) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - এ অভীষ্টের বেশিরভাগ সূচকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে, সরকারের উপলব্ধি, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে দেশী-বিদেশী সম্পদ সংহতকরণের জন্য এ ধারার আরো অগ্রগতি প্রয়োজন।

জিডিপি-র অনুপাতে যে মাত্রায় প্রয়োজনীয় সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিলো, সরকারি পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব প্রাপ্তি তার চেয়ে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং দক্ষ কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করা। বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও পরিমিত প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জাতীয় বাজেটের অনুপাতে এ সহায়তার হার কম।

দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১: দি ডিকেইড অব এ্যাকশন ফর দি এসডি-জিস (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ৩৩)-এ দেখা যায়, একটি সূচকের কর্মকা-ও কাঙ্খিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারেনি। উক্ত প্রতিবেদনে (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২১; পৃ: ১২৩) দেখা যায়, এ অভীষ্টের আওতায় মোট পাঁচটি সূচকের কোনোটিতে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে পারেনি। একটিতে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে কর্মতৎপরতা কমে গিয়েছিলো : স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়। প্রযোজ্য ২ট সূচকে বাংলাদেশ তথ্য প্রদান করতে পারেনি: কর্পোরেট ট্যাক্স হেভেন স্কোর এবং মঞ্জুরি ব্যতিরেকে সরকারের আয় (জিডিপি-র অংশ)। ২০২০ সালের প্রতিবেদনে এ শেষোক্ত সূচকে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা কমে যাচ্ছিলো। ঐ বছর পরিসংখ্যানিক তৎপরতায় কর্মকাণ্ড ছিলো নিশ্চল (করোনার প্রথম বছরে তা হওয়াই স্বাভাবিক)।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তহবিল সমস্যার কারণে বাংলাদেশ হয়তো স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প, জনগোষ্ঠীর জীবিকার জন্য এখনই প্রয়োজন এমন খাতে তহবিল ব্যবহার করায় প্রাধান্য দিলে আরএন্ডডি-র মতো খাত যার ফল দীর্ঘমেয়াদে পাওয়া যায় তা অবহেলিত হতে পারে।

আগে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯-সহ অন্যান্য কারণে বৈশ্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ কমে যেতে পারে, যেখানে বাংলাদেশ তার অংশ হারাতে পারে। এ অর্থনীতির অন্যতম ভরসা বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থে (২০২০ সালে সঞ্চয়সহ শ্রমিকদের দেশে চলে আসার কারণে) সাময়িক উল্লম্ফন ঘটলেও বিদেশে সংকুচিত কর্মসংস্থানের কারণে ২০২১ সালে তা কমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এক্ষেত্রে আর একটি কথা বলা দরকার। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তহবিল সমস্যার কারণে বাংলাদেশ হয়তো স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প, জনগোষ্ঠীর জীবিকার জন্য এখনই প্রয়োজন এমন খাতে তহবিল ব্যবহার করায় প্রাধান্য দিতে থাকবে এর ফলে জীবন-জীবিকার জন্য আপাত দৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং উন্নয়ন (আরএন্ডডি)-এর মতো খাত যার ফল দীর্ঘমেয়াদে পাওয়া যায়, তা অবহেলিত হতে পারে।

৪.০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

নিচে প্রতিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা:

অভীষ্ট-১: এ অভীষ্ট বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষ করে বৈদেশিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা, এনএসএসএস বাস্তবায়ন, বিবিএসের পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানো, মধ্যবিত্তের ভঙ্গুরতা রোধ, নতুন উত্তীর্ন ও বিদেশ ফেরত বেকারদের কর্মসংস্থান, মধ্যম দরিদ্রের অতিদারিদ্র্যে নিমজ্জিত হওয়া এবং অতিদরিদ্রদেরকে বাঁচিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

অভীষ্ট-২: 'জাতীয় খাদ্য কর্মসূচির নীতি পরিকল্পনা' (২০০৮-২০১৫) ও 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন; খাদ্যশস্য উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করে ফসল উৎপাদন। ফসলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি এবং প্রোটোজোয়া (আদ্যপ্রাণী), ব্যাকটেরিয়া ও বহুমাত্রায় ক্রিয়াশীল পরজীবীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ। প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা মাছ চাষের সম্পসারণ এবং অন্য খাদ্যবস্তুর প্রবর্ধন। কৃষি খাতে বৈদেশিক সহায়তা আকর্ষনে তৎপরতা বৃদ্ধি। এসকলক্ষেত্রে উপযোগী নীতি প্রণয়ন এবং তা দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়ন।

অভীষ্ট-৩: বিভিন্ন খাতের সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন পর্যায়ে গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রায় এসব নীতির অনুসরণ এবং দক্ষ নেতৃত্ব বিনির্মান। স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপ্তী সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন। নারী-পুরুষের ক্রমবর্ধমান বন্ধাত্ব মোচনে কৌশল নির্ধারণ।

অভীষ্ট-৪: শিক্ষার বাইরে থাকা শিশু, কর্মজীবী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু এবং দুর্গম এলাকা বা বস্তিতে বসবাসকারী বা দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা; তাদের ঝড়ে পড়া বন্ধ করা। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণ। কোভিডকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্তীদের বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত রাখার চেষ্টা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে সহায়তা করা। ধনী-দরিদ্র; ১, গ্রাম-শহর বিদ্যমান অসমতা ও বিভক্তি দূরীকরণ এবং শিক্ষার সকল ধারায় মান বজায় রাখা (ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ২০২০, পৃ: ২)।

অভীষ্ট-৫: লৈঙ্গিক সংবেদনশীল উপাত্তের অভাব মোচন বিশেষ করে এ উপাত্তের আরও যেসব মাত্রা বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ, বয়স ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বিভাজিত উপাত্তের ঘাটতি এবং বাস্তবায়নের প্রবণতা পরিবীক্ষণে জটিলতা দূর করা; লৈঙ্গিক

বৈষম্যহীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, এ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ ও গৃহ-কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণের জন্য আইনি কাঠামোর বিষয়ে উপাত্তের সমন্বিত পর্যালোচনা।

অভীষ্ট-৬: পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে (ওডিএ, ঋণ ও অনুদান) অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান; অভ্যন্তরীণ ও সরকারি অর্থায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনী অর্থায়ন কৌশল, যেমন: মিশ্র অর্থায়ন ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম উৎসাহিত করা, সেবাসমূহের কর্ম সম্পাদনে নৈপুণ্য বৃদ্ধি ও সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যয়িত অর্থের রিটার্ন নিশ্চিত করা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধান এবং এ খাতকে ব্যক্তি বা বেসকারী খাতের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির সংস্কার।

অভীষ্ট-৭: সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুতের মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও উন্নত প্রযুক্তির সাশ্রয়ী অনুষঙ্গ সংযোজন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমানো, ভবন ও শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস, পরিচ্ছন্ন জ্বালানির লভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার। এসকল ক্ষেত্রে কর্মতৎরতার নিশ্চলতা কাটিয়ে ওঠা।

অভীষ্ট-৮: স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা যতদূর সম্ভব করোনাকালেও অব্যাহত রাখা। সবার জন্য পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সমন্বয়মূলক সৌহার্দ্যের গুরুত্ব অনুধাবন; পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, প্রাধিকার নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ, অংশীদারিত্ব ও কলাকৌশল যোগাড় করা, পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক বিযুক্তির মোকাবিলা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। শ্রম অধিকার ও আইনের বাস্তবায়ন। কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে নিশ্চলতা কাটিয়ে ওঠা।

অভীষ্ট-৯: ব্যবসায় উচ্চ পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ, গুণগত অবকাঠামো, এক ধাপে পরিষেবা পরিবেশন (ওয়ান স্টপ সার্ভিস), ভূমি সংকট ব্যবস্থাপনা, দক্ষ মানবসম্পদ, এফডিআই আকর্ষণ, কার্যকর পরিষেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা দূর করা, প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ। নির্মাণ প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, সঠিক তথ্য প্রাপ্তি, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন এবং শিল্পায়নে শ্রমনীতি ও পরিবেশগত বিষয় পরিপালন। ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছতার মধ্যে আনা, গবেষণা ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনার সম্প্রসারণ এবং সর্বতো কার্যকর ও সময়োপযোগী সমন্বয় সাধন। করানা সংকটকালীন জীবন-জীবিকায় সর্বোচ্চ ইন্টারনেট ও ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার।

অভীষ্ট-১০: এ অভীষ্ট বাস্তবায়নের অনেক কাজই আঞ্চলিক পর্যায়ে ঘটবে বিধায় অগ্রগতি তদারকি করতে স্থানীয় তত্ত্বের প্রয়োজন হবে যেমন, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে। 'তাই কাউকে ফেলে যাওয়া নয়' তত্ত্বের বাস্তবায়ন সবচে' বড় চ্যালেঞ্জ।

অভীষ্ট-১১: আন্তর্জাতিক গবেষণার মতে, এ অভীষ্টে বাংলাদেশে অবস্থা সবচে' খারাপ। অথচ, উন্নত দেশে পরিনত হতে হলে এ অভীষ্টে ভালো করা একান্ত দরকার। পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন; সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও টেকসই নগর পরিবহণ; সম্পদের সীমাবদ্ধতা; নগর ব্যবস্থাপনায় প্রধান প্রধান অংশীজনের নীতিসমূহ, কৌশল ও মহাপরিকল্পনার সমন্বয় জরুরি। মানুষের বস্তিতে বসবাস হ্রাস এবং নিরাপদ পানির প্রবর্ধন বড় চ্যালেঞ্জ।

অভীষ্ট-১২: আন্তর্জাতিক গবেষণায় এ অভীষ্টে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে ভালো। তদুপরি, অনেক লক্ষ্যের পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ কাঠামো নেই। বিকাশমান ধারা ও কৌশলগত শূন্যতা শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন খাত ও সংস্থায় এসসিপিতে পরিবর্তনের ধারা পরিবীক্ষণ; উদ্ভাবন, যান্ত্রিকীকরণ ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষি উৎপাদনের সব পর্যায়ে অপচয় ও লোকসান কমানো বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য নানা পর্যায় উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই অর্থায়ন। এখানে আর একটি বড় অসুবিধা ব্যবহারযোগ্য তথ্যের ঘাটতি।

অভীষ্ট-১৩: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অভিভাসন সমস্যা প্রবল। দেশে ঝুঁকি সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে কৌশল, বিশেষ করে উপশমন কৌশলের আওতা বাড়াতে হবে যাতে মানুষের সম্পদ রক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। এখাতে তথ্য-উপাত্ত তৈরি করা আর একটি চ্যালেঞ্জ।

অভীষ্ট-১৪: এ অভীষ্টে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তথ্য ভান্ডারও সমৃদ্ধ নয়। আনুষঙ্গিক জিনিসের সীমাবদ্ধতা থাকায় সংরক্ষিত সমুদ্র অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো, সমুদ্রে বিদ্যমান প্রতিকূলতার প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এবং সমুদ্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, দূষণ ও দখল থেকে নদীরক্ষা এবং চিকিৎসা বর্জ্য এবং নৌযাত্রীদের তৈরি বর্জ্য থেকে নদীকে মুক্ত রাখা দরকার।

অভীষ্ট-১৫: সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যথাযথ ব্যবস্থাপনার কৌশল উন্নয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন, এ কাজে স্থানীয় অংশীজনদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশগত বিপদাপন্ন এলাকাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া জরুরি। এ অভীষ্টের অধিকাংশ সূচকে বাংলাদেশের কর্মতৎপরতা বাড়নো দরকার। তথ্যভান্ডরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অভীষ্ট-১৬: হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও সঠিকভাবে পরিচালনা, সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কিত কার্যক্রমের মূল্যায়নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগে মানব, প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পদের সুবিধার সম্প্রসারণ,

সহিংসতা রোধ, অরক্ষিতদের সুরক্ষা, দুর্ভোগের শিকার ব্যক্তি-কে সহায়তা প্রদান এবং হামলাকারীকে আরও আইনানুগ প্রক্রিয়ার আওতায় আনার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

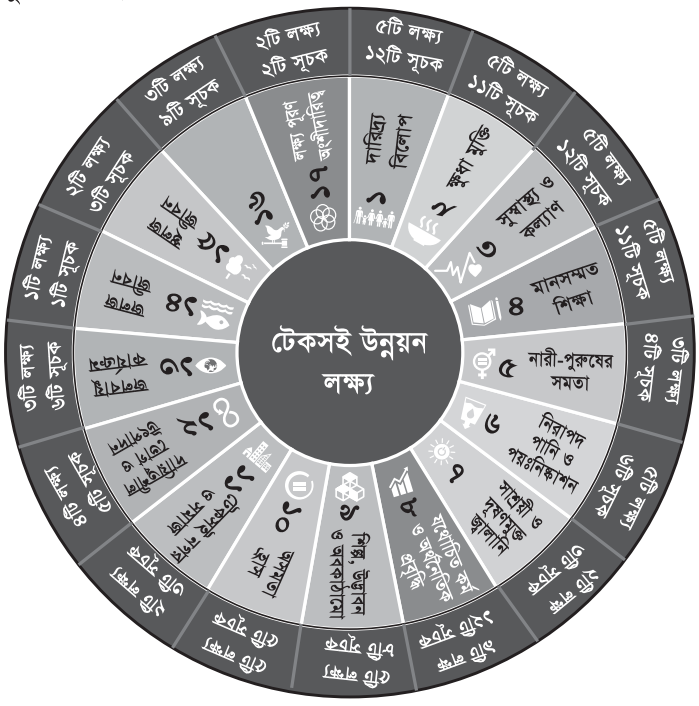
অভীষ্ট-১৭: একটি উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিক্রমায় সক্রিয় থাকার কারণে বাংলাদেশের জন্য এ অভীষ্টের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কর্মতৎপরতা বাড়ানো দরকার। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের পূর্ণ ব্যবহার, মূল্য সংযোজন কর আদায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মী ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সততা নিশ্চিতকরণ, সক্ষমতা বিনির্মাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রবাসী আয়ের উৎসে বৈচিত্র্য আনয়ন, এফডিআইয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন, সুশীল সমাজের অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রাসঙ্গিক সংলাপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মজবুত তথ্যভান্ডারের সহায়তা ছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন কঠিন হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আমাদের আরো সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজন। সরকার ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমনের নিমিত্ত স্বাস্থ্য এবং সামাজিক–অর্থনৈতিকসহ সকল খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১১.৬ বিলিয়ন ডলার (মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩.৩ শতাংশ)-এর এ পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদ, মধ্যমেয়াদ এবং দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িত হবে (ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ২০২০)।

বাংলাদেশকে অংশীদারিত্বের দায়িত্বে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সদ্য গঠিত দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগ দিয়ে কোভিড-১৯ মহামারি থেকে টেকসই উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী বিপুল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বহুপক্ষীয় পর্যায়ে এবং উন্নয়ন অংশীজনদের মাঝে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে দারিদ্র্য নির্মূলের এই জোট হতে পারে বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকরী প্লাটফরম। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এ মহামারির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনটি পদক্ষেপের কথা ভাবা যায় – সামাজিক সুরক্ষা, সবুজ অর্থনীতি এবং ডিজিটাল বৈষম্য বিলোপ (ইউএনডিপি বাংলাদেশ ২০২০; পৃ: ১)। বাংলাদেশ এ সকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। কোভিড থেকে উত্তরণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে অন্য সকল বাধা অতিক্রম করার জন্য কাজ করছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের দক্ষ বাস্তবায়নের পথ ধরেই ২০৩০ নাগাদ বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সাল নগাদ উন্নত দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে।

অধ্যায়-৫
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত লক্ষ্য এবং সূচক

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংখ্যায় ১৭টি। এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অভীষ্টসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়টি বোঝা বা নির্দিষ্ট সময় পরে অভীষ্টসমূহের বাস্তবায়নের অভিঘাত বা ফলাফল বোঝা বা পরিমাপ করার জন্য জাতিসংঘ ২৩০টি সূচক নির্ধারণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রযন্ত্রের। কিন্তু, এ অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং এর ফলাফল সামগ্রিক করার জন্য জাতিসংঘ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে এ উন্নয়ন ধারার অংশীজন হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং বৈশ্বিক প্রারিকল্পনাটির স্থানীয়করণ সুনিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অংশীজন। পিকেএসএফ কখনও কেন্দ্রিয়, মধ্যম বা স্থানীয় এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ মধ্যম বা স্থানীয় অংশীজন হিসেবে কাজ করে। নিচে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কতোটি লক্ষ্য ও সূচকসম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।



চিত্র-৫.১ পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের যে সকল লক্ষ্য ও সূচক সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা বাস্তবায়ন করে তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন

(১) অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

এ অভীষ্টের আওতায় মোট সাতটি লক্ষ্য রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিমাপের জন্য মোট ১২টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ৭টি লক্ষ্যের মোট ৫টি লক্ষ্য এবং মোট ১২টি সূচকের মধ্যে ৮টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

(২) অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিমাপের জন্য মোট ১৪টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ৮টি লক্ষ্যের নূন্যতম ৫টি লক্ষ্য এবং মোট ১৪টি সূচকের মধ্যে ১১টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

(৩)অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১৩টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ২৬টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১৩টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৫টি লক্ষ্য এবং মোট ২৬টি সূচকের মধ্যে ১২টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

(৪) অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১০টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১১টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১০টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৫টি লক্ষ্য এবং মোট ১১টি সূচকের মধ্যে ৬টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হয়।

(৫) অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১৪টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ৯টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৩টি লক্ষ্য এবং মোট ১৪টি সূচকের মধ্যে ৪টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

(৬) অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ৮টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১১টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৫টি লক্ষ্য এবং ন্যূনতম ১১টি সূচকের মধ্যে ৬টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

(৭) অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ৫টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ৬টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ৫টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ২টি লক্ষ্য এবং মোট ৬টি সূচকের মধ্যে তিনটি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

(৮) অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১২টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১৭টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৯টি লক্ষ্য এবং মোট ১৭টি সূচকের মধ্যে ১২টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(৯) অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ৮টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১১টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১১টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৫টি লক্ষ্য এবং মোট ১১টি সূচকের মধ্যে ৮টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১০ অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১০টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১০টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১০টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৫টি লক্ষ্য এবং মোট ১০টি সূচকের মধ্যে ৫টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১১) অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১০টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১৪টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১১টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৪টি লক্ষ্য এবং মোট ১৪টি সূচকের মধ্যে ৫টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১২) অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১১টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১৩টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১১টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪টি লক্ষ্য এবং ১৩টি সূচকের মধ্যে ৫টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১৩) অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু পরিবর্তন - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

এই অভীষ্টের আওতায় মোট ৫টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ৭টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ৫টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৩টি লক্ষ্য এবং মোট ৭টি সূচকের মধ্যে ৬টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১৪) অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১০টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১০টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১০টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৩টি লক্ষ্য এবং মোট ১০টি সূচকের মধ্যে ১টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১৫) অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

এই অভীষ্টের আওতায় মোট ১২টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ১৪টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ২টি লক্ষ্য এবং মোট ১৪টি সূচকের মধ্যে ৩টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১৬) অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুযোগ করা এবং সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

এ অভীষ্টের আওতায় মোট ১২টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ২৩টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড উপরিউক্ত ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ৩টি লক্ষ্য এবং মোট ২৩টি সূচকের মধ্যে ৯টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

(১৭) অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

এই অভীষ্টের আওতায় মোট ১৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য মোট ২৪টি সূচক ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সমীক্ষায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কোনো না কোনো কর্মকাণ্ড এই ১৯টি লক্ষ্যের মধ্যে ন্যূনতম ২টি লক্ষ্য এবং মোট ২৫টি সূচকের মধ্যে ২টি সূচকের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

এখানে একটি কথা বলে শেষ করা ভালো: পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড সকল ক্ষেত্রে সমান নয় এবং টেকসই বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমান সমীক্ষায় কোন না কোনভাবে এ সকল কর্মকাণ্ড টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কোন লক্ষ্য বা সূচক সম্পৃক্ত হলে তা-ই শুধু উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৬

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পিকেএসএফ

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সফল বাস্তায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে রাষ্ট্র ও স্থানীয় অংশীজনের সম্পৃক্ততাকে বিবেচনা করে। সে নিরিখেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ উক্ত বাস্তবায়ন স্থানীয়করণের জন্য স্থানীয় অংশীজনের সংবেদনশীলতা তৈরি এবং সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে (আলম সামসুল ২০২০; পৃ: ২)। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের স্থানীয়করণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ একটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ কাঠামো (এসডিজি লোকালাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক) তৈরি করেছে, যার আওতায় সরকার দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে সক্রিয় পিকেএসএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানকে উক্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের স্থানীয়করণ নীতির সফল উদাহরণ পিকেএসএফ-এর মতো মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত একটি মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সচেতনভাবে অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকা। পিকেএসএফ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের এ বাস্তবায়ন শুধু তার চলমান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অভীষ্টসমূহের সাথে তাল রেখে রেখে চলা নয়, বিগত অর্ধযুগ ধরে বা তারও আগে থেকে পিকেএসএফ সচেতনভাবে টেকসই অভীষ্টসমূহকে মানবতার উন্নয়নের কার্যকর পরিকল্পনা বিবেচনা করে আসছে, তার কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্রে (পিকেএসএফ ২০১৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহকে প্রান্তরেখা হিসেবে গ্রহণ করে কৌশলপত্র সাজিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের দিশারী কর্মসূচি - দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) সুনির্দিষ্টভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নেরই প্রতিরূপায়ণে পর্যবসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ সময়ে এ শীর্ষ প্রতিষ্ঠানটি অতিদরিদ্র, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের জন্য যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে বা কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সকল ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রবর্তিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো সুপরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকাণ্ড এবং পরিষেবাসমূহের বিন্যাস করা হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনে ব্রতী প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ডে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল সুর 'কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়' যেন ঐক্যতানে অনুরণিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগের (প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শোভন কর্ম, মূল্য সংযোজন, মূল্যশৃঙ্খল ইত্যাদি ধারণা) ক্ষেত্রে পেইস, এসইপি, এমডিপি, আরএমটিপি এবং অতিদরিদ্রদের জন্য (অরক্ষিত জনগোষ্ঠী, ক্ষুধামুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদির মতো ধারণা) ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত উজ্জীবিত এবং চলমান প্রসপারিটি প্রকল্পের কথা বিশেষভাবে বলা চলে। কিন্তু, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট যেমন বৈশ্বিকভাবে একটি কারিগরি পরিকল্পনা, এর বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের প্রশ্নে গণমানুষের

সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা দরকার, তেমনি দরকার এখনই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত জ্ঞান, আর্থিক সম্পদ, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা। পিকেএসএফ এ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী বিস্তৃত তার সহযোগী সংস্থাসমূহই শুধু নয়, সরকারসহ অন্যান্য সহায়ক অনেক অংশীজনের সাথে কাজ করে।

নিচে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর কর্মতৎপরতার বা উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নের বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১.০ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা

(১) সরকারি বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট: সুশাসনে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের সরকারি কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবনী বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ অনেকটা নতুন। উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধারণাটি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) গঠিত হয়েছে। আধুনিকতার সাথে কাজ করাই হলো উদ্ভাবন, অন্যভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের নিকট সহজে দ্রুত সেবা পৌঁছে দেয়াই হলো এক্ষেত্রে উদ্ভাবন। সর্বোপরি নির্দিষ্ট ধারণাকে আদর্শ হিসেবে ধরে সে আলোকে পদ্ধতিগত জটিলতা কমানো হলো উদ্ভাবন। বিশ্বায়নের প্রভাব এবং প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার কারণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। সে সাথে সরকারি চাকুরেদের কাছে জনগণের প্রত্যাশাও বেড়েছে। এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০১২ সালে জিআইইউ প্রতিষ্ঠা করে এবং 'সবার আগে নাগরিক' মন্ত্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে নবতর উদ্ভাবনে দায়িত্ব দেয়া হয় জিআইইউ-কে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের মূলমন্ত্র যেহেতু নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন, সরকারের দৃষ্টিতে পিকেএসএফ এ সকল পরিষেবা পরিবেশনে একটি সৃজনশীল, উদ্ভাবনী, কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তাই সরকার পিকেএসএফসহ এ ধরনের পরিষবা পরিবেশণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, বিভিন্ন উদ্ভাবনী বিষয়ে চিন্তন ঝড়সহ নানা বিষয়ে সম্পৃক্ত করে। পিকেএসএফ জিআইইউ-এর এ সকল কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। যেমন: অগ্রগতি পর্যালোচনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা (ভিএনআর) ও তা চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি সভায় অংশগ্রহণ।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সরকারের ন্যূনতম ২০টি মন্ত্রণালয় সরাসরি জড়িত। তাদের কাজের সুবিধার্থে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিও রয়েছে। বহুমাত্রিক শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ এ সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে একাত্ম

হয়ে কাজ করে যেখানে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বা তাদের কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। মন্ত্রণালয়সমূহ প্রায় নিয়মিতই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সম্পৃক্ত নানা বিষয়ে কর্মশালা বা সভা আয়োজন করে এবং পিকেএসএফ-কে অংশীজন বিবেচনা করে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। পিকেএসএফ এ সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মাফিক তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে। যেমন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৫ এর ওপর কর্মশালা (২৭-২৮ নভেম্বর ২০১৯); শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অভীষ্ট-৮ সংক্রান্ত বৈঠকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে পিকেএসএফ-এর অংশগ্রহণ (১৩ জানুয়ারি ২০২০); শিল্প মন্ত্রণালয়-এর ভিএনআর প্রস্তুতি বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

(গ) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জেনারেল ইকনোমিক্স ডিভিশন-জিইডি): টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যারা প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত তথ্য-উপাত্ত পূরণ করার কাজটি করার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। সুষ্ঠুভাবে এ সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে উচ্চ পর্যায়ের 'এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক' নিয়োগ করা হয়, যিনি এ কমিটির নেতৃত্ব দেন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, সমস্যাসমূহ আলোচনা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার সাধারণ নিয়মে পিকেএসএফ-কে আমন্ত্রণ জানায়। পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যালোচনার ঐ সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। যেমন: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮ ও ১০-এর ওপর কর্মশালায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড উপস্থাপন (২১ নভেম্বর ২০১৯); অভীষ্ট-১ সংক্রান্ত ভিএনআর প্রস্তুত (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০); 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' শীর্ষক ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশীদার (০৪ মার্চ ২০২০); অভীষ্ট-১০ সংক্রান্ত ভিএনআর প্রস্তুত (১৯ মার্চ ২০২০) ইত্যাদি বৈঠকে অংশগ্রহণ।

(ঘ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় চারটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। বিভাগসমূহ হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স ডিভিশন-এফআইডি), অর্থ বিভাগ (ফিন্যান্সিয়াল ডিভিশন-এফডি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইকনোমিক রিলেশনস ডিভিশন-ইআরডি) এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (ইন্টারনাল রিসোর্স ডিভিশন-আইআরডি)। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ২০১০

সালের জানুয়ারি মাসে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (এর আগে এ সংক্রান্ত কার্যাবলী অর্থ বিভাগের অন্তর্গত একটি উইং-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছিলো)। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার (ক্যাপিটাল মার্কেট), বীমা খাত এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ বিভাগ পুঁজির পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং বিদ্যমান নীতি ও কর্মসূচির পর্যালোচনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), পিকেএসএফ, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন সংস্থায় প্রদত্ত বিদেশী ঋণ ও অন্যান্য সহায়তার যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে তদারকি করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) ও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এমআরএ)-এর সাথে সমন্বয়মূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে স্বভাবতই আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভাগটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পিকেএসএফ-কে সম্পৃক্ত করে। শুধু তাই নয়, পিকেএসএফ কখনও কখনও বিভিন্ন ফোরামে উক্ত বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে বা প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় পিকেএসএফ-এর এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড উপস্থাপন (১০ অক্টোবর ২০১৯) এবং অভীষ্ট-৮ ও ১০ এর ওপর কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন (২১ নভেম্বর ২০১৯)।

এছাড়াও, পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে, যেমন- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট।

(২) পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকল্পে ফোরাম গঠন

আগেই বলা হয়েছে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সুধী সমাজ, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য অংশীজনের দীর্ঘ সংলাপের ফলশ্রুতিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম অভীষ্টসমূহের স্থানীয়করণ। অভীষ্ট অর্জনের পথপরিক্রমায় উপ-জাতীয় (সাব-ন্যাশনাল) প্রেক্ষিত বিবেচনাকে সরল কথায় স্থানীয়করণ বলা হয়। এর সূত্র ধরেই দেশসমূহ তাদের অভীষ্ট ও লক্ষ্য নিজ নিজ বাস্তবতা অনুসারে নির্ধারণ করতে পারবে। কিভাবে স্থানীয় উন্নয়ন নীতি বিনির্মাণে একটি কাঠামো প্রদান করতে পারে এবং

কিভাবে আঞ্চলিক সরকারসমূহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জন করতে পারে সে প্রক্রিয়াকেই এ স্থানীয়করণ নির্দেশ করে থাকে। স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় দেশসমূহের সাথে সাথে দেশে অন্তর্গত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পৃক্ত হয়। উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি সরকারের অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে বা তাদের নিজ নিজ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় অভীষ্ট বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশে উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড-খাত বড় দাগে চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে দক্ষতা, উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও উদ্যোগ অর্থায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এবং সহযোগী সংস্থার বাইরে দেশে বৃহত্তর পরিসরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাজগুলো ছড়িয়ে দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনকে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং পারস্পরিক সমন্বয় বিধানের নিমিত্ত পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ২০৫তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে "গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশ ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ" শীর্ষক ফোরামটি গঠিত হয়।

পিকেএসএফ বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়ন খাতে একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মানুষের দারিদ্র্য নিরসন এবং সামগ্রিক জীবন-জীবিকা নিয়ে কাজ করে। দেশের অন্য আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিয়েও কাজ করে। পিকেএসএফ-এর কর্ম-পরিধি অনেকটাই জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান গ্রন্থটির সপ্তম অধ্যায় যে সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত সেখানে দেখা যায়, পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি অভীষ্ট সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তবায়ন করে। যদিও সকল অভীষ্টে কাজের এ ব্যাপ্তি সমান নয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এবং সহযোগী সংস্থার বাইরে দেশে বৃহত্তর পরিসরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাজগুলো ছড়িয়ে দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনকে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং পারস্পরিক সমন্বয় বিধানের নিমিত্ত পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ২০৫তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে "গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশ ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ" নামক একটি প্লাটফর্ম গঠন করেছে। উক্ত প্লাটফর্মের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি তিনটি হচ্ছে উপদেষ্টা কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও কার্যকরী কমিটি। কমিটিগুলোতে সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

উপরিউক্ত কমিটিগুলো নির্দিষ্ট বিরতিতে সভা করে ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।

(১) নির্দিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নে সদস্যদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া;

(২) খাদ্য নিরাপত্তা সম্বন্ধে সরকারের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি;

(৩) ১৬টি পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা কার্যক্রম গ্রহণ;

(৪) লবণাক্ততা-প্রবণ এলাকার মানুষকে সুপেয় পানি সরবরাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি;

(৫) সরকারের জাতীয় নগরনীতি (আরবান পলিসি) বাস্তবায়নে সহায়তা;

(৬) উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৭) সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সমন্বয়ের লক্ষ্যে মুখ্য এসডিজি সমন্বয়কের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন;

(৮) প্লাটফর্মের সদস্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তিন-বিঘা করিডোরে কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাই।

এ যাবত "গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশ ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ" প্লাটফর্ম নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ বা সম্পন্ন করেছে।

বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা বা সেমিনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এ সকল আলোচনা সভা বা সেমিনারের কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১ দারিদ্র্য নিরসন, অভীষ্ট-২ ক্ষুধা মুক্তি এবং অভীষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - এর ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা (২৬ নভেম্বর ২০১৭)। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব রাশেদ খান মেনন, মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অভীষ্ট-১০ (অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা)-এর ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি-এর ওপর আলোচনা (০২ আগস্ট ২০১৮)। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

• টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - লৈঙ্গিক বা জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন-এর ওপর আলোচনা। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি, তৎকালীন সিনিয়র সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

• টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণের ওপর আলোচনা (১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

• টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট - ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ' শীর্ষক সেমিনার (১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং বিশেষ অতিথি মেডিকেল শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন।

• ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর ২০২০ সালের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর প্রতিবেদন 'দি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স এ্যান্ড কোভিড-১৯'-এর ওপর বাংলাদেশের মূল্যায়ন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে কোভিড-১৯-এর প্রভাবের ওপর একটি ওয়েবিনার আয়োজন। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি।

(৩) সমীক্ষা বা গবেষণা

• শনাক্তকৃত ১৬টি উপশ্রেনিভুক্ত প্রতিবন্ধী, হাওরবাসী, দলিত, আদিবাসী, পথশিশু, হিজড়া ইত্যাদি পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ওপর সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা।

• টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ- এর ওপর ৪৭টি সহযোগী সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।

• যৌনজীবী এবং তাদের সন্তানদের জীবন-জীবিকার ওপর সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করা।

• পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ–এর সহযোগী সংস্থাসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কী কাজ করছে তা জানার জন্য সমীক্ষা পরিচালনা। উল্লেখ্য, বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ বা গ্রথিত করা হয়েছে।

(৪) প্রকাশনা

• টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও করণীয় বিষয়ে সকলের নিকট সহজবোধ্যভাবে পৌঁছানোর জন্য "টেকসই উন্নয়ন ও পিকেএসএফ" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

• জাতিসংঘ কর্তৃক শনাক্তকৃত ১৬টি পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীর অন্যতম বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেদে গোষ্ঠীর ওপর কৃত উক্ত সমীক্ষার ফলাফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়েছে।

(৫) পরিবীক্ষণ ও **পরামর্শ**

সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের ধারা এবং মাত্রা পরিবীক্ষণ ও এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

(৬) প্রশিক্ষণ

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈশ্বিক পর্যালোচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত আসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহ থেকে বা বিভিন্ন অঞ্চল যেমন: ওসেনিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ ইত্যাদি থেকে। এখনও জাতিসংঘ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে পারে না। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন এবং তার অগ্রগতি নিরূপণে প্রধান বাধা তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি। এ ঘাটতির তিনটি প্রধান কারণ- প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব, প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে মূল সমস্যা প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং এক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব। এ ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ধারণাগত দিক, বিদ্যমান কার্যক্রম/প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বা তাঁদের কার্যক্রমের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের বাস্তবায়নকে সংযুক্তকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য সহযোগী সংস্থা যাতে ত্বরিৎ এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে উপাত্ত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে এবং উক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হয়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে পারে সেজন্য সহযোগী সংস্থার জনবলের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। পিকেএসএফ তার নিজস্ব লোকবলের জন্যও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করে (ডিসেম্বর ২০২০)। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ ৫৫টি সহযোগী সংস্থার ১১০ জন কর্মকর্তাকে টেকসই অভীষ্ট উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে (এসডিজি সেল, পিকেএসএফ ২০২০)।

২.০ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড

পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ড মানবকেন্দ্রিক। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ তার কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে সরকারি ধারা অনুসরণ করার চেষ্টা করে। কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র খানাসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত

করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) শীর্ষক সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে পিকেএসএফ সরকার যে সকল অভীষ্ট বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিচ্ছে তার অধিকাংশকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি ছাড়াও পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকাণ্ডে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের চেষ্টা আছে। কোথাও প্রকাশ্য, কোথাও প্রচ্ছন্ন। খোদ পিকেএসএফ-এর দু'একটি দলিলে একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি বিশেষ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়ে খুব একটা ঐক্যমত নেই পিকেএসএফ-এর কোন্ কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কোন্ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক। পিকেএসএফ-এ গবেষণা বিভাগ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানটির টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে ছিলো, কিছুদিন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট এ দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়তা করার নিমিত্ত একটি সেল টেকসই উন্নয়ন সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড সমন্বয় করে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড কতোটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ঐ সকল অভীষ্টের আওতাধীন কোন কোন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক সে সম্বন্ধে গবেষণা বিভাগ, পরিবেশ ও জলবায়ু ইউনিট এবং এসডিজি সেল সকলের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন দলিলপত্রে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী উপস্থাপিত প্রতিবেদন এবং কার্যক্রম বিভাগের প্রতিবেদন বা পত্রেও এ সম্বন্ধে বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত। এর কারণ তিনটি। *এক*, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি নতুন বিষয় কিন্তু পিকেএসএফ প্রায় তিন দশক ধরে সম্পৃক্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিশেষত দারিদ্র্য নিরসনমূলক কাজ করে আসছে; *দুই*, পিকেএসএফ-এ মুক্ত চিন্তার অনুশীলন এবং লক্ষ্য অটুট রেখে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বিভাগ, ইউনিট বা সেলের আওতায় কার্যক্রমের আলাদা ধরন ও ভঙ্গি, এবং *তিন*, এ বিষয়গুলো নিয়ে পিকেএসএফ-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কার্যক্রমে নিরন্তর নতুনমাত্রা যুক্তকরণের প্রবণতা। উদাহরণস্বরূপ, কার্যক্রম বিভাগের একটি পত্রমতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা ১.১ অর্জনে বুনিয়াদ কর্মসূচি, লক্ষ্যমাত্রা ১.৪ অর্জনে উজ্জীবিত প্রকল্প, লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ অর্জনে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি), লক্ষ্যমাত্রা ২.৩ অর্জনে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট ও সুফলন প্রকল্প, লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮ অর্জনে সমৃদ্ধি কর্মসূচি, লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪ অর্জনে স্কিল্স ফর এম্প্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগাম (সীপ) প্রকল্প, লক্ষ্যমাত্রা ৮.৩ অর্জনে অগ্রসর ও পেইস প্রকল্প, লক্ষ্যমাত্রা ৮.৫ অর্জনে জাগরণ, অগ্রসর ও সুফলন প্রকল্প, লক্ষ্যমাত্রা ৮.১০ অর্জনে পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ৯.৩ অর্জনে পেইস প্রকল্প বাস্তবায়ন করে (পিকেএসএফ ২০২০, মন্ত্রণালয়ে পত্র)। প্রধান নির্বাহীর একটি উপস্থাপনা (করিম এম. এ. ২০১৭; পৃ: ০৬)-য় পিকেএসএফ-এর ন্যূনতম আটটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (অভীষ্ট ১,২, ৩,৪, ৫,৬,৮ এবং ১৬) বাস্তবায়নের উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান রচনায় এই সকল ধারার কোনোটাই অনুসরণ করা হয়নি। কারণ, ইতোমধ্যে পিকেএসএফ এসইপি, এমডিপি, প্রসপারিটি'র মতো ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্পগুলো

বাস্তবায়ন শুরু করেছে যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে আগের প্রকল্প বা উদ্যোগগুলোর তুলনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এ প্রকল্পগুলো সমৃদ্ধি কর্মসূচির মতো সামষ্টিক উন্নয়নে নিবেদিত নয় বটে, তবে নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর লক্ষিত। একটি কার্যক্রমের অধিভুক্ত কর্মকাণ্ড কোনো না কোনোভাবে যত অভীষ্ট, লক্ষ্য বা সূচকের সাথে প্রাসঙ্গিক হয়েছে, সে সকল অভীষ্ট বা লক্ষ্যের বিপরীতে ঐ কার্যক্রম, কর্মসূচি, বিভাগ, ইউনিট বা প্রকল্পের কর্মকাণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত অর্থে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটাই বর্তমান উপস্থাপনার বিশ্লেষণ নীতি বা পদ্ধতি। খোদ জাতিসংঘের নিজস্ব টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেন (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০) বিশেষ কোনো অভীষ্ট, একটি অভীষ্টের বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা, বা একটি বিশেষ অভীষ্টের আওতায় সন্নিবেশিত সূচক সম্বন্ধে এক একটি দেশ এক এক রকম ব্যাখা প্রদান করে এবং তার অবকাশ এখনও যুক্তি সঙ্গতভাবে আছে। অনেক ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং তাতে আরো পরিমার্জনের সুযোগ এখনও রয়েছে। তারা স্বীকার করেন, অনেক লক্ষ্যমাত্রার আরো পরিশীলন এবং স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন রয়েছে যাতে দেশসমূহের প্রেরিত প্রতিবেদন একত্রীকরণ বা একীভূত করা সহজ হবে। যদি ঐ সকল অভীষ্ট, লক্ষ্য বা সূচকের আক্ষরিক অর্থ করা হয় তবে পিকেএসএফ এবং এ প্রতিষ্ঠানের সহযোগী সংস্থাসমূহের মতো স্থানীয় প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড, কার্যক্রম, প্রকল্প কতোটা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক তা প্রদর্শন করা প্রায় অসম্ভব। তবে, যদি উদ্দেশ্যগত (পারপাসিভ) বা চেতনাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয় তবেই কেবল এ আলোচনা সম্ভব। সে নিরীখে কোনো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং তার লক্ষ্যের সাথে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বেশি প্রাসঙ্গিক সে সম্বন্ধেও বহুমত থাকা স্বাভাবিক। কারণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্য এবং সূচকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে দেশ বা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে। পিকেএসএফ বা সহযোগী সংস্থাসমূহের মতো প্রতিষ্ঠানে তার আক্ষরিক অনুশীলন সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। তদুপরি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অংশীজন বর্তমান অধ্যায়ে পিকেএসএফ-এর পটভূমিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং এর লক্ষ্যসমূহকে অনুদিত বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যত বেশি ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বা কর্মকাণ্ডকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিক দেখানো সম্ভব উপস্থাপনে সে চেষ্টাও ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, অভীষ্ট ১০-অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা। এ শিরোনামের আওতায় আক্ষরিক অর্থে পিকেএসএফ-এর মতো একটি অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কিছু করার থাকে না। কিন্তু, যদি এ অভীষ্টটির সূচকসমূহ একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড এবং উদ্দেশ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা হয় তবে তা সম্ভব। অভীষ্ট-১০ এর সূচক ১০.১.১ সর্বনিম্ন আয়ের ৪০% জনসংখ্যার মধ্যে মাথাপিছু আয় বা খানা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার; ১০.২.১ বয়স, লিঙ্গ ও অসমর্থ জন ভেদে মাঝারি আয়ের ৫০% এর নিচে যারা বসবাস করে তাদের অনুপাত; ১০.৩.১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ বৈষম্যমূলক কোনো ঘটনার

পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে নিগৃহীত হয়েছে বা ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে মনে করে এমন জনসংখ্যার অনুপাত; ১০.৪.১ মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা হস্তান্তর সমন্বয়ে জিডিপি'তে শ্রমের অংশ; ১০.৫.১ আর্থিক সবলতার সুযোগ ইত্যাদি অনেকগুলোর স্থানীয়করণ চিন্তা করলে তার নিরিখে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বর্তমান গ্রন্থে ঠিক এই কাজটিই করা হয়েছে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এখানে আর একটি কথা বলে নিলে আপাতত এ অংশের বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত আলোচনা শেষ করা যায়। একথা সম্পৃক্ত সকলেই জানেন, পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পিকেএসএফ-এর কাজ মানে সহযোগী সংস্থার কাজ। কোন বিযুক্তিতে না গেলে সাধারণভাবে তাই বলা হয়ে থাকে। তাহলে পিকেএসএফ-এর কাজ এবং সহযোগী সংস্থার কাজ আলাদা আলাদা অধ্যায়ে সন্নিবেশনের তো সুযোগ থাকে না। কিন্তু একথা প্রণিধানযোগ্য, পিকেএসএফ-এর কাজ এবং সহযোগী সংস্থার অনেক কাজ এক হলেও, সহযোগী সংস্থার সকল কাজ পিকেএসএফ-এর কাজ নয়। তারা অন্য উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতায় আরো অনেক কাজ করে যা পিকেএসএফ করে না। অন্যদিকে শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বা ভূমিকা সম্পদ গ্রহণকারী এবং মাঠ পর্যায়ে সম্পদ পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা করা যায়। এমনও দেখতে পাওয়া যায়, প্রায় এক বা একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর উদ্দেশ্য বা কর্মকাণ্ড এক রকম কিন্তু সহযোগী সংস্থা উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অন্য উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং ঐ প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সে আরো বেশি বা বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন করে। এমন একটি প্রকল্প পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সহযোগী সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং মিরসরাই-এর ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পটি। এখানে পিকেএসএফ অংশের কর্মকাণ্ড অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন'-এর সহায়ক কিন্তু ঐ প্রকল্পটির আর একটি অংশে সহযোগী সংস্থাটি পরিবেশ ও ভূমির ক্ষতি নিরোধক কর্মকাণ্ড পালন করে, যার মাধ্যমে 'অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার' বাস্তবায়নে সহায়ক কাজ করে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের আলাদা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা উপস্থাপন সম্ভব। সে সুবাদে এ গ্রন্থের বর্তমান অধ্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড এবং পরের অধ্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হয়েছে।

অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ
সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান



অভীষ্ট-১, লক্ষ্যমাত্রা-১.১

- দেশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের আগে প্রায় ১৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতো। পিকেএসএফ বর্তমানে ১,৪৩,৩০,৪১৩ অতিদরিদ্র ও দরিদ্র এবং প্রায় ৬,০৬,৫৭০টি অতিদরিদ্র খানার দারিদ্র্য নিরসনের জন্য খানাগুলোকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে (পিকেএসএফ এমআইএস, সেপ্টেম্বর ২০২০)। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ প্রায় তিন লাখের বেশি অতিদরিদ্র খানাকে পরিষেবা প্রদান করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পিকেএসএফ দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করলেও অতিদরিদ্র বা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তার পরিষেবা পৌঁছাতে পারছিলো না। তখন পিকেএসএফ শুধু অর্থ বা ঋণ (এবং সঞ্চয় জমা করার সুবিধা) প্রদান করতো। যা ক্ষুদ্রঋণ নামে অভিহিত। এ পরিষেবায় কোনো ধরনের পরিবর্তন না এনে ২০০০ সালের আগে প্রথমে একটি সহযোগী সংস্থার আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরীক্ষামূলকভাবে অর্থ পরিষেবা প্রদান করে বুঝে যায়, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে তখনকার বিদ্যমান শর্তে ক্ষুদ্রঋণ পরিষেবা গ্রহণ সম্ভব নয়। পরীক্ষামূলক প্রকল্প ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওরেস্ট (এফএসএপি) বাস্তবায়ন করে বোঝা যায় যে, সনাতন ঋণ কার্যক্রমের নিয়মকানুন এবং পরিবেশন ও আদায় প্রণালী আরো সহজ করলে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীও ক্ষুদ্র অর্থায়ন বা ক্ষুদ্রঋণ পরিষেবা গ্রহণ করে দারিদ্র্য নিরসনে সফল হতে পারে (কবির আই.জে, ২০১১)। এফএসপি পরীক্ষণ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফসল হিসেবে পিকেএসএফ অতিদরিদ্রদেরকে অর্থ পরিষেবা প্রদানের জন্য মূলধারায় অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট ফর দ্যা আল্ট্রা পুওর), সংক্ষেপে আল্ট্রা পুওর প্রোগ্রাম (ইউপিপি) বা অতিদরিদ্র কার্যক্রম শুরু করে; যা বর্তমানে বুনিয়াদ কার্যক্রম নামে পরিচিত। পরে পিকেএসএফ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিষেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে এমএমপি, এফএসভিজিডি, আরএনপিপিও, উজ্জীবিত ইত্যাদি প্রকল্প এবং মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) বা প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভ্স ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (প্রাইম) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে একই জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাথওয়েজ ফর দি এক্সট্রিমলি পুওর পিপল টু প্রসপারিটি (পিপিইপিপি) বা প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১.১
২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম-এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।

সূচক-১.১.১
লিঙ্গ, বয়স, কর্মসংস্থানগত অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থা (শহুরে/গ্রামীণ) ভেদে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত।

- পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তার প্রবঞ্চনা লাঘবের চেষ্টা রয়েছে। উদ্ভাবনী কর্মসূচি লার্নিং এ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (লিফট)-এর আওতায় জাতিসংঘ চিহ্নিত ১৬টি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অনেক লক্ষ্য সাধনেই অবদান রাখছে। এ কর্মসূচির আওতায় হিজড়া, প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী, যৌনজীবী ও তাদের সন্তানদের সমস্যা লাঘবে সীমিত কলেবরে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

- ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের পরীক্ষণ (পাইলট) পর্ব শেষ করে চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্বে কোভিড-১৯ এর কারণে বিলম্বে পদার্পণকারী প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশু, পথশিশু, এবং হাওর বা চরাঞ্চলে বসবাসকারী দারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠানের দিশারী কার্যক্রম সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মানুষের জীবনের সামষ্টিক চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে পরিষেবাগুচ্ছ সাজানো হয়েছে। তবে যে সকল গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পরিষেবা পরিবেশন করা হয় তাদের মধ্যে যুব ও প্রবীণ, বেকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এমনকি দারিদ্র্যের শেষবিন্দু মোচনের প্রয়াস হিসেবে সকলের অন্তর্ভুক্তির নীতি অনুসরণ করে সহস্রাধিক ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে এ কর্মসূচির মাধ্যমে। যাতে সকলের মানব মর্যাদা সমুন্নত থাকে সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত উক্ত কর্মসূচির আওতায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে ভিক্ষুক না বলে বলা হয়েছে 'উদ্যমী সদস্য'। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপযুক্ত ঋণ, বিশেষ সঞ্চয়, সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ, উন্নয়ন আলোচনা ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং সমাজ বা গোষ্ঠী (কমিউনিটি) ভিত্তিক উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমেই পিকেএসএফ ব্যাপকভাবে সমাজভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে।

- যৌনজীবী, তাদের সন্তান, পেশার বাইরে চলে যাওয়া বয়োজ্যেষ্ঠ যৌনজীবী, পথশিশু, পথবাসী মা, নারী প্রধান খানাসদস্য, গৃহপরিচারিকা ও শিশুর পুনর্বাসনে পূর্বিতা প্রদান করে সীমায়িত আকারে হলেও প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দু' একটি ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রতীকী অর্থায়ন শুরু করা হয়েছে।

- ২০১৩-২০১৪ সময়ে কৃত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, পিকেএসএফ অর্থসহ নানা দারিদ্র্য নিরাময়ী পরিষেবা গ্রহণ করে ৬.২২ শতাংশ খানা অতিদারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়। বুনিয়াদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ৫.৪ শতাংশ খানা এবং অতিদারিদ্র নিরসন (মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ)-এর অংশগ্রহণকারী খানার ৭.০ শতাংশ অতিদারিদ্র্য মুক্ত হয় (বিশ্বাসটি. কে. ও অন্যান্য ২০১৪)।

- পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত প্রবৃদ্ধি লক্ষিত। কিন্তু এ খাতের অন্যতম লক্ষ্য অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মজুরি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন। মূলধারার অগ্রসর কার্যক্রমের পাশাপাশি পেইস, এসইপি, এমডিপি, আরএমটিপি ইত্যাদি প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও পরিষেবা অংশগ্রহণকারী খানাকে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন অভিযাত্রায় যুক্ত করার সাথে সাথে আশেপাশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র খানার দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক।

অভীষ্ট-১, লক্ষ্যমাত্রা-১.২

- বর্তমানে পিকেএসএফ-এর মূলধারার কার্যক্রমসমূহ: জাগরণ (গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্রদেরকে অর্থসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান); বুনিয়াদ (অতিদরিদ্রদেরকে অর্থসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান); অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান); সুফলন (মৌসুম-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে গ্রহিতাদের জন্য সুবিধাজনক পন্থায় গৃহীত অর্থ পরিশোধের সুযোগ সম্পন্ন অর্থায়ন এবং অন্যান্য অর্থায়ন); লিফট উদ্ভাবনী উদ্যোগে অর্থায়নসহ অন্যান্য পরিষেবা), কৃষি ইউনিট (কৃষিখাতে অর্থসহ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ পরিষেবা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অর্থসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান), সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট (সামাজিক ইস্যুতে সাধারণ মানুষের অসচেতনতা এবং সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ কর্মকাণ্ড), এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান) ইত্যাদি দরিদ্র মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১.২
জাতীয় সংজ্ঞানুয়ায়ী চিহ্নিত যে কোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

সূচক-১.২.১
লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী জাতীয় দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক ১.২.২
জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারী পুরুষ ও শিশুর অনুপাত।

- পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সকল বয়স ও লিঙ্গের মানুষের দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য ভাণ্ডারে কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত রক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনে তাদের বয়সভিত্তিক বিভাজনও দেখা সম্ভব। কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের সময় খানাটির নারী ও পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি শিশুদের তথ্যও আনা হয়। তবে, এখনও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক শতকরা কতজন লোকের দারিদ্র্য নিরসন করা হচ্ছে তার পরিমাপ করা হয় না। তবে, উদ্যোগ নিলে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক উপাত্তের উৎসারণ সম্ভব।

- সাম্প্রতিককালে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক পরিমাপের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী। যেমন, উজ্জীবিত, স্কীল্স ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সীপ), প্রসপারিটি ইত্যাদি প্রকল্প যেখানে জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারী পুরুষ ও শিশুর অনুপাত নিরূপণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

অভীষ্ট-১, লক্ষ্যমাত্রা-১.৩

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা প্রদান পিকেএসএফ-এর সংঘ স্মারকে উল্লিখিত বাধ্যবাধকতার অংশ। আগেই বলা হয়েছে, একদম পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীও যাতে অর্থ পরিষেবার আওতায় আসে সেজন্য পিকেএসএফ থেকে প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয় এফএসপি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে। উক্ত প্রকল্পের সফল পরীক্ষণ কালীন বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমটি চালু করে (এই কার্যক্রমটিই এখন বুনিয়াদ কার্যক্রম নামে অভিহিত)। ফুড সিকিউরিটি ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড দেয়ার ডিপেন্ডেন্টস (এফএসভিজিডি) প্রকল্প, প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (প্রাইম) বা মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) কর্মসূচি ইত্যাদি একটি চিহ্নিত এলাকা, দীর্ঘস্থায়ী, দুরারোগ্য বা বংশ-পরম্পরার প্রবল দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়। বিশেষ করে সংযোগ কর্মসূচির আওতায় নমনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও জরুরি ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাজের বিনিময়ে অর্থ সামাজিক সুরক্ষার নিমিত্ত কর্মকাণ্ডের উদাহরণ।

লক্ষ্যমাত্রা-১.৩
ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয় ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

সূচক-১.৩.১
শিশুসহ লিঙ্গভিত্তিক জনগোষ্ঠী, বেকার জনগোষ্ঠী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষ, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক ভেদে সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন স্তর/ব্যবস্থার আওতাভুক্ত দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুপাত।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় চিহ্নিত ১৬টি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কাজ করা হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে দেশে রূপালী অর্থনীতির আগমন বিবেচনায় প্রবীণদেরকে কর্মক্ষম রাখা, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যার আওতায় তাদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্কভাতা, বিশেষ সঞ্চয়, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অবদানের স্বীকৃতি, তাদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, দরিদ্র প্রবীণদের উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ এবং জেরিয়াট্রিক ফিজিওথেরাপি প্রদানের মতো কর্মকাণ্ড রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্রদের স্বাস্থ্য পরিষেবাও দেয়া হয়ে থাকে।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় প্রবীণবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, নমনীয় ঋণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে ৬০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী অসচ্ছল প্রবীণদের কর্মমুখীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদেরকে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ, তাদের দৈনন্দিন চলাফেরায় সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, ফিজিওথেরাপি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হয় (কবির ই. জা., ২০১৮) যাতে এ জনগোষ্ঠী শারীরিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সহজ শর্তে আর্থিক পরিষেবা পেয়ে নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে বা উপার্জন করতে পারে।

প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষায়িত সীপ প্রকল্পের আওতায় বেকার জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক। এ প্রকল্পের আওতায় ১৭টি কর্মকাণ্ড (ট্রেডের) আওতায় মোট ২৪,৩৫০ জন বেকার কিশোর-যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যাদের ৬০ ভাগের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে (বার্ষিক প্রতিবেদন, পিকেএসএফ, ২০১৯)।

- উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- মার্চ ২০১৯-এ শুরু হয়ে প্রসপারিটি প্রকল্প ইতোমধ্যে বছরব্যাপী পরীক্ষণ পর্বের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পাঁচ বছর মেয়াদি মূল পর্বের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রকল্পটি দু' পর্বে বাস্তবায়ন করা হবে। ২০১৮-২০২৪ মেয়াদের প্রথম পর্বে ২ লক্ষ ৫০ হাজার অতিদরিদ্র খানার আনুমানিক প্রায় দশ লাখ মানুষকে স্থায়ীভাবে অতিদারিদ্র্য থেকে বের করে সমৃদ্ধির পথে ধাবিত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে (পিকেএসএফ ২০১৮; পৃ: ৭)।

- দরিদ্র পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত সীপ প্রকল্পের আওতায় বেকার জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক। এ প্রকল্পের আওতায় ১৭টি কর্মকাণ্ড (ট্রেডের) আওতায় মোট ২৪,৩৫০ জন বেকার কিশোর-যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যাদের ৬০ ভাগের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে (বার্ষিক প্রতিবেদন, পিকেএসএফ, ২০১৯)।

- প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপরিউক্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা, অর্থানুদান প্রদান বা সরকারি সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করা হচ্ছে।

অভীষ্ট-১, লক্ষ্যমাত্রা-১.৪

- ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সংঘ স্মারকে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা,

জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১.৪
২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সূচক-১.৪.১
মৌলিক সেবা সুবিধাভোগী খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত লিঙ্গ ও ভোগ দখলের ধরন অনুযায়ী নিরাপদ দখলিস্বত্বসহ বৈধ দলিলের অধিকারী এবং জমিতে যাদের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে বলে মনে করে এমন মোট বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত।

- পিকেএসএফ বুনিয়াদ কার্যক্রম, লিফট ও সংযোগ কর্মসূচি এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া, পিকেএসএফ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ঋণসহ আর্থিক পরিষেবার অন্য উপকরণ, যেমন: সঞ্চয়, বীমা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ বীমার জন্য বিশেষায়িত প্রকল্প ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইনসিওরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (ডিআইআইএসপি) বাস্তবায়ন করেছে।

- পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গবাদিপশু খাতে ঋণ সহায়তার পাশাপাশি গবাদিপশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণে খামারিদের অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। গবাদিপশু সুরক্ষাসেবা কার্যক্রমটি আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পিকেএসএফ-এর ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জুলাই ২০১৯ হতে মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে পাঁচটি সংস্থা শুধুমাত্র গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ঋণ কার্যক্রমে সুরক্ষা সেবা প্রদান করত। নির্বাচিত সংস্থাসমূহ বর্তমানে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খাতে সুরক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি গাভী, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও পোল্ট্রি খাতের খামারিদের সুরক্ষা সেবা প্রদান করছে। মে ২০২০ পর্যন্ত গবাদিপশু সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মোট খামারির সংখ্যা ছিলো ১,৪৩,৫৪৬ জন এবং গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, গাভি পালন, মহিষ পালন, দুধেল মহিষ পালন, ছাগল পালন ও ভেড়া পালন খাতে মৃত্যুহার যথাক্রমে ০.২৭; ১.৪৪; ০.৩৪; ১.৪৪; ১.২১ ও ১.২৯ (পিকেএসএফ ২০২০, পৃ: ০২)।

- প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (পেইস) প্রকল্পের আওতায় গাভী ও মহিষ পালন খাতে মূল্য সংযোজন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী

খানায় অর্থ, প্রযুক্তি ও বিপণন পরিষেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ও দেশি জাতের মুরগি পালন সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হয়। সাথে সাথে এ খাতে ভালো অনুশীলনগুলো স্থানীয় সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটিও করা হচ্ছে এ প্রকল্প থেকে।

• সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কর্পোরেশন (এসডিসি)-র আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ জুন ২০২০ থেকে স্ট্রেনথেনিং রিজিলিয়েন্স অব লাইভস্টক ফার্মার্স থ্রু রিস্ক রিডিউসিং সার্ভিসেস প্রকল্পটি চার বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এসডিসি মোট প্রায় ২৮.৯০ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।

• জাপানিজ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) দ্যা প্রজেক্ট ফর ইনক্লুসিভ রিস্ক মিটিগেশন প্রোগাম ফর সাসটেইনেবল প্রভার্টি রিডাকশন প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ কোম্পানি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেছে, দুর্যোগ সংক্রান্ত ম্যাপিং করার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হতে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং বিভিন্ন খুঁটিনাটি পরখ করে দেখছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বাস্তবায়ন করা হবে।

• দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে লিফট কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত এই কার্যক্রমের আওতায় ১৪৬.৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৮.১০ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ এবং ১৮.২৮ কোটি টাকা অনুদান।

দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে লিফট কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত এই কার্যক্রমের আওতায় ১৪৬.৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৮.১০ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ এবং ১৮.২৮ কোটি টাকা অনুদান।

• পিকেএসএফ তার প্রায় সকল কার্যক্রম এবং প্রকল্পের আওতায় অভীষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লাগসই নতুন প্রযুক্তি (যেমন, অগ্রসর ও সুফলন কার্যক্রম, এবং লিফট ও

সংযোগ কর্মসূচি) প্রদান করে অথবা উক্ত প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফল ভোগ করতে পারে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব (যেমন বেকারত্ব, অভিবাসন) এর শিকার না হয় সেজন্য দরিদ্রদেরকে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা, তাদের পণ্য ই-প্লাটফর্ম-এর মাধ্যমে বিপণনে নিয়ে আসার কাজ সম্প্রসারণ ও ত্বরান্বিতকরণে পেইস, কুয়েত গুডউইল ফান্ড (কেজিএফ), সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্ট (এসইপি), মাইক্রোফাইন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি) ও রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) প্রকল্প, এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র যাতে ক্ষুদ্রঋণ বা ক্ষুদ্র অর্থ সহায়তা পায় সে নীতি অনুসরণ করে পিকেএসএফ তার প্রকল্প এবং কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

- দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ কাজ শুরু করেছে। লিফট কর্মসূচির আওতায় চরাঞ্চলের অতিদরিদ্র এবং দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (সাঁওতাল) আদিবাসী অতিদরিদ্রদের ভূমি নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের নিমিত্ত ইজারা ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায়ও ভূমির মালিকানা বদল বা ইজারা প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা হারে ভূমি হস্তান্তর বা ইজারা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে (পিকেএসএফ ২০১৮, পৃ:৭)। লিফট কর্মসূচির আওতায় চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্রদের জন্য জমি ইজারা/বন্ধক ঋণ কার্যক্রম থেকে ৮২ হাজার মানুষ অর্থ পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

অভীষ্ট-১, লক্ষ্যমাত্রা-১.৫

- পিকেএসএফ দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত এবং দুর্যোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে।

- এজন্য অনেক আগে থেকেই তার মূল কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল বা আপৎকালীন ঋণ পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য ঋণ ক্ষয় সঞ্চিতির ব্যবস্থাও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিতে থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করা এবং উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ঝুঁকি মোকাবেলার প্রয়াস থেকেই করা হয়েছে।

• দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য পিকেএসএফ মূলধারায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল বাস্তবায়ন করে আসছে। পরে এ খাতে দিশারী পদক্ষেপ কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর বাস্তবায়নও করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪৩,২৮৯টি ব্যক্তি খানা এবং ৯৪,৪১৫ কমিউনিটি পর্যায়ের খানায় পরিষেবা প্রদান করা হয়। দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির কর্মকাণ্ডের ওপর চূড়ান্ত ফলাফল-ভিত্তিক তদারকিতে প্রতীয়মান হয়, ৯৭ শতাংশ অভীষ্ট খানা মৃদু থেকে সম্পূর্ণ অভিঘাত সহনশীল হয়ে ওঠে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ৮২ ভাগ কমিউনিটি সদস্য মোটামুটি থেকে সম্পূর্ণ অভিঘাত সহনশীল হয়ে ওঠে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিটি সত্যিকার অর্থেই সিসিসিপি প্রকল্পের মাধ্যমে অভিঘাত সহনশীলতা তৈরি করতে পেরেছিলো (পিকেএসএফ ২০১৬)।

লক্ষ্যমাত্রা-১.৫	*সূচক-১.৫.১*
২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।	*প্রতি ১০০, ০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।* *সূচক-১.৫.২* *মোট বৈশ্বিক উৎপাদন (গ্লোবাল জিডিপি)-এর তুলনায় সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।* *সূচক-১.৫.৩* *জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি নিরসন কৌশল অনুসরণকারী দেশের সংখ্যা।*

• সিসিসিপি-র সফল বাস্তবায়নের পরে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় বা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যাতে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার উদ্ভব না হয় সে জন্য পিকেএসএফ ২০১৬ সালে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গঠিত গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর সরাসরি অর্থ ব্যবহারে স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত চারটি প্রকল্প প্রস্তাবনা 'জিসিএফ' বরাবর দাখিল করা হয়েছে। জিসিএফ-এর স্বীকৃত সত্তা হিসেবে তাদের নিকট দাখিলকৃত পিকেএসএফ-এর অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনাতে ১৩টি সম্ভাবনাময় প্রকল্প প্রস্তুত ও দাখিলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি
ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার



অভীষ্ট-২, লক্ষ্যমাত্রা-২.১

- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তার মাধ্যমে তাদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ মূলধারা কার্যক্রম বুনিয়াদ বাস্তবায়ন করছে। ২০০৪ সালে শুরু করা এ কার্যক্রমের আসল উদ্দেশ্য অতিদারিদ্র্য থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাদেরকে ক্ষুধা মুক্ত করা। কিন্তু, এ কার্যক্রমের পাশাপাশি পিকেএসএফ বিশেষ পরিস্থিতি যেমন, মঙ্গা পরিস্থিতিতে থাকা মানুষের ক্ষুধামুক্তির জন্য বিশেষায়িত কার্যক্রম সংযোগ বা প্রাইম বাস্তবায়ন করেছিলো। ২০০৬ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রথমে উত্তর বাংলায় এবং পরে দক্ষিণ বাংলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ; শস্য উৎপাদন, গোসম্পদ পালনসহ অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উত্তর বাংলায় দীর্ঘস্থায়ী মৌসুমী দুর্ভিক্ষ বা 'মরা কার্তিক' অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। অনেকে এমনও বলছেন, দেশ থেকে মঙ্গার শেষ চিহ্ন মুছে গিয়েছে।

- পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা নিরসনে এ পর্যন্ত এফএসভিজিডি, উজ্জীবিত ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় বিশেষায়িত কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৩-২০১৯ সময়ে বাস্তবায়িত ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ৩১,০১৮২টি অতিদরিদ্র ও দরিদ্র খানাকে সংগঠিত করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আধা-বাণিজ্যিক সবজি খামার প্রতিষ্ঠা, সবজি বীজ, আঙিনায় সবজি চাষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিকণা তৈরি, অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে আর্থিক অনুদান, স্বাস্থ্য-পুষ্টি পরামর্শ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করা হয় (বার্ষিক প্রতিবেদন, পিকেএসএফ, ২০১৮)। এ প্রকল্পের আওতায় পরিষেবা প্রদান বা

লক্ষ্যমাত্রা-২.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।

সূচক-২.১.১
অপুষ্টির ব্যাপকতা।

সূচক-২.১.২
খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনগণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা।

কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে পুষ্টি সম্বন্ধে মায়েদের সচেতনতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে অপুষ্টির লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া এবং শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতার ক্ষেত্রে (খলীলী এম.এ. বাকী ২০১৯; পৃ: ২১৬) ।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সুস্বাস্থ্যের নিমিত্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে বসতবাড়ির আশপাশে সারা বছর সবজি চাষে অংশগ্রহণকারী খানাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় । প্রতিটি বাছাইকৃত খানাকে সর্বোচ্চ দু' শ টাকার বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ প্রদান করা হয় । খ্যাতিমান ও সরকার অনুমোদিত বীজ কোম্পানি - লাল তীর, ইস্পাহানি, মেটাল, গেটকো, ব্র্যাক, সুপ্রিম, বিএডিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে উফশী (উচ্চ ফলনশীল) জাতের এবং কমপক্ষে ৮০ শতাংশ অংকুরিত হবে এমন মানের সবজি বীজ কিনে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় (আহমদ কিউ. কে. ২০১৭; পৃ: ৩৩-৩৪) ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সুস্বাস্থ্যের নিমিত্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে বসতবাড়ির আশেপাশে সারা বছর সবজি চাষে অংশগ্রহণকারী খানাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় । নির্বাচিত খানাসমূহকে সর্বোচ্চ দু' শ টাকার বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ প্রদান করা হয় ।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী খানাসদস্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পুষ্টিকণা (এমএনপি) বিতরণ, শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং এ্যান্ড প্রমোশন (জিএনপি), তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতালে রেফার করা, সঠিক পরিমাণে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য নিয়মিতভাবে খানা পরিদর্শন করে মা/শিশু যত্নকারীদের পরামর্শ প্রদান, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুর অপুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি কর্ম-সম্পাদন করা হয় ।

• ক্ষুদ্র উদ্যোগ লক্ষিত পেইস, এসইপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফসল এবং ফল-ফলারি উৎপাদন ও ব্যবসায় খাতে অংশগ্রহণকারী খানায় বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয় । আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় পুষ্টি সংবেদনশীল বিভিন্ন মূল্য সংযোজন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয় ।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ত্রিধারায় অতিদরিদ্রদের পুষ্টি বিধানে কাজ করছে: জাতীয় পুষ্টি সেবা (ন্যাশনাল নিউট্রেশন সার্ভিস - এনএনএস)-এর মাধ্যমে বা যেখানে এনএসএস-এর সামর্থ্যে বড় ঘাটতি রয়েছে সেখানে সরাসরি পরিবেশনের মাধমে জরুরি পুষ্টিগুচ্ছ (প্যাকেজ) পৌঁছে দেয়া; যে সকল সামাজিক অনুশীলন সুষ্ঠু পুষ্টি ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে তা রোহিত করার লক্ষ্যে সমাজ-উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং পুষ্টিবিধানে সহায়ক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা (পিকেএসএফ ২০১৮) ।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের প্রথম পর্বে ৩.৫৭ লক্ষ অনূর্ধ্ব-৫ বছরের শিশু, সন্তান ধারণক্ষম বয়সের নারী এবং কিশোরী বালিকাদের অপুষ্টি নিরসনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে

(পিকেএসএফ ২০১৮; পৃ: ৭; বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯)। আগামী পাঁচ বছরে এ প্রকল্পের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের মাঝারি (বাধ্যতামূলক খাদ্য সাশ্রয়, অনাহার, অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ) বা তীব্রখাদ্য নিরাপত্তাহীনতা (অনাহার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ) দূরীকরণ, অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী খর্বিত বিকাশ শিশুদের ব্যাপকতা হ্রাসে জাতীয় পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা; গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রেও পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা; ক্ষীণ ও স্থূল অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার হ্রাসে সরকারি ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান এ সকল কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত।

আগামী পাঁচ বছরে প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের মাঝারি (বাধ্যতামূলক খাদ্য সাশ্রয়, অনাহার, অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ) বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা (অনাহার, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ) দূরীকরণ, অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী খর্বিত বিকাশ শিশুদের ব্যাপকতা হ্রাসে জাতীয় পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা; গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রেও পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা; ক্ষীণ ও স্থূল অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার হ্রাসে সরকারি ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান এ সকল কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে।

- ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এমন সংযোগ কর্মসূচি এবং এফএসভিজিডি ও উজ্জীবিত প্রকল্পদ্বয়ের অভিঘাত বিশ্লেষণ থেকে দেখা গিয়াছে, পিকেএসএফ কর্মসূচি বা প্রকল্পের বাস্তবায়ন দরিদ্র এমনকি অতিদরিদ্র মানুষের খাদ্য অনিরাপত্তা নিরসনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

- সংযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন উত্তর বাংলায় যুগ-যুগান্তর বিরাজমান মৌসুমী 'হা-ভাত' বা 'মরা কার্তিক' বা খাদ্যের আকাল বা খাদ্য অনিরাপত্তা লাঘবে সন্দেহাতীতভাবেই ভূমিকা রেখেছে। কর্মসূচিটি শুরু হওয়ার আগের সময় থেকে যখন এই কর্মসূচি সমাপ্তির দিকে তখন ঐ অঞ্চলের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট পরিবর্তন আসে। একটি সমীক্ষা প্রদর্শন করে, ২০১১-২০১২ সময়ে যেখানে ঐ অঞ্চলের মাত্র শতকরা ৬২ শতাংশ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ছিলো সেখানে ২০১৫-২০১৬ সালে খাদ্য নিরাপত্তায় থাকা মানুষের হার ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয় (পিকেএসএফ ২০১৭)। ঐ একই সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, তখন ঐ অঞ্চলের যে সকল অতিদরিদ্র মঙ্গাহীনতার ন' মাসে এই কর্মসূচির পরিষেবা নিয়েছে ২০০৮ সালে তাদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তায় থাকা খানার হার শতকরা ৬৩ থেকে ২০১৫-এ শতকরা ৮৭-তে পৌঁছে। কিন্তু, যারা উক্ত পরিষেবা পায়নি এমন অতিদরিদ্রদের হার ২০০৮-এর শতকরা ৫৮ শতাংশ থেকে ২০১৫-তে শতকরা ৭৮-এ পৌঁছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লাঘবে এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, কোমল ঋণ বা নমনীয় ঋণ, জরুরি ঋণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছিলো। সামাজিক (কমিউনিটি) পর্যায়ে প্রাক-মৌসুমী ধান চাষ (হরিধান) সম্প্রসারণে কৃষকদের সহায়তা করেছিলো। এর আগে এফএসভিজিডি প্রকল্প উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলায় দরিদ্র খানাসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিধানের জন্য

কাজ করেছে। ২০১৩-২০১৯ সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থায়িত 'খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশ: ইউপিপি-উজ্জীবিত' প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্যাবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসরকরণের জন্য পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা হয়। ফলে ১.৮৩ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা ছাড়াও অবশিষ্ট ১.৪২ লক্ষ অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের বিশেষত নারী ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের মানসম্মত জীবনের উপায় সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে (খলীলী, এম. এ. বাকী ২০১৬)।

- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লাঘবে প্রসপারিটি প্রকল্প দরিদ্রদের অপুষ্টির কারণ খাদ্যাভাস, কৃষি উৎপাদন ও অসচেতনতা নিরসনে কাজ শুরু করেছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কৃষকের উৎপাদনশীলতা, বিপণন ও মূল্য সংযোজনে সহায়তা; কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান ও অকৃষি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানে পূর্বিতা; উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণে সহায়তা; কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, পণ্যের ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য অর্থ ও কারিগরি পরিষেবা প্রদান এবং সুষ্ঠু কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াতকরণ খাতে অর্থায়ন জোরদার করার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

অভীষ্ট-২, লক্ষ্যমাত্রা-২.২

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকায় যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষকে সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। অতিদরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং হ্রাসকৃত মূল্যে ওষুধ দেয়ার পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সপ্তাহে এমবিবিএস ডাক্তারের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে ৭১,৭৭৩টি স্থায়ী (স্টাটিক) ক্লিনিক, ১৭,৯৪৭টি ভ্রাম্যমাণ (স্যাটেলাইট) ক্লিনিক এবং ৭৯৭টি স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে মোট ১৪,৪৭,১১৪ জন মানুষকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা পরিবেশন করা হয়। এছাড়া, বিনামূল্যে ৩,০৫০ জন মানুষের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়।

- উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুদের জন্য অভিনব ১,০০০ দিনের বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সে লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক সমাজ (কমিউনিটি) উদ্দিষ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

- প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা রোধে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী খানাসদস্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পুষ্টিকণা (এমএনপি) বিতরণ, শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং এ্যান্ড প্রমোশন (জিএনপি), তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতালে রেফার করা, সঠিক পরিমাণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরন এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য নিয়মিতভাবে খানা পরিদর্শন করে মা ও শিশু যত্নকারীদের পরামর্শ প্রদান, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুর অপুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করা হয় (২.১.১-সূচকেও একই আলোচনা রয়েছে)।

লক্ষ্যমাত্রা-২.২
২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরণের অপুষ্টির অবসান।

সূচক-২.২.১
অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি)।

সূচক-২.২.২
অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান)।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার রোধে কাজ শুরু করা হয়েছে।

• দারিদ্র্য নিরসনে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ৩.৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে কাজ করছে। এ পর্যন্ত ১,৩২,০০০ প্রবীণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে প্রবীণ জীবনে মারাত্মক ব্যাধি 'ডিমেনশিয়া' নিরাময়/নিরসন ও এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি-সহমর্মিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে (নিউজলেটার, পিকেএসএফ ২০১৯)।

• পিকেএসএফ-এর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় যে সকল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয় তাও শিশু, কিশোর, প্রবীণসহ সকল বয়সের মানুষের পুষ্টিবিধানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ সকল প্রযুক্তির মধ্যে মাংসের জন্য পেকিন হাঁস পালন, দেশী মুরগির উৎপাদন, নিবিড় পদ্ধতিতে গাভী পালন, নিরাপদ ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদন, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে গাভী, ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল ও ভেড়া পালন, নিরাপদ ডিম, এবং মুরগি ও গরুর মাংস উৎপাদন ও কবুতর পালন এবং টার্কি মুরগি উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একই উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তার ও পারিবারিক কুচিয়ার খামার স্থাপন, মাশরুমের চাষ ইত্যাদিতে উৎসাহিত করে।

অভীষ্ট-২, লক্ষ্যমাত্রা-২.৩

- পিকেএসএফ তার প্রায় সকল কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের জন্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানে নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। যদিও সকল কার্যক্রম বা প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী দরিদ্র উৎপাদনকারীদের প্রতি শ্রম একক উৎপাদনশীলতা অবগত হওয়া এবং তা পরিবীক্ষণের অনুশীলন এখনও চালু করা হয়নি, তথাপি সুফলন (কবির আই. জে. ২০১৩), অগ্রসর ও জাগরণ (বিশ্বাস টি.কে. ও অন্যান্য ২০১৭) ইত্যাদি কার্যক্রমের অভিঘাত বিশ্লেষণে শ্রম একক প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দু'টি অভিঘাত বিশ্লেষণেই শ্রম একক প্রতি খাদ্য উৎপাদনশীলতা সুবিন্যস্তভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-২.৩
২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।

সূচক-২.৩.১
সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের আকার অনুযায়ী প্রতি শ্রম একককে উৎপাদনের পরিমাণ।

সূচক-২.৩.২
স্থানভেদে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের গড় আয়।

- কৃষির মৌসুমীতা (সিজনালিটি) দূর করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বৃদ্ধিতে সুফলন কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে। এ অর্থায়ন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য অংশগ্রহনকারী খানা কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের বিভিন্ন ধরন - মৌসুমী কৃষি কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এককালীন পরিশোধ, মৌসুমী বা বেলুন (পরিশোধকারীর সুবিধানুযায়ী কখনও বেশি, কখনও কম অর্থ) পরিশোধ পদ্ধতি। এর বাস্তবায়নের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের শস্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ক্ষুধার বিপরীতে সম্পদ তৈরির জন্য অতিদরিদ্র খানায় ৬,০০০ টাকা মূল্যের সম্পদ বা সামগ্রী অনুদান প্রদান, মাসিক ৮০০ টাকা হারে নগদ অনুদান প্রদান এবং ৮,০০০ টাকা হারে আয়বর্ধক খাতে ব্যবহারের জন্য অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে (পিকেএসএফ ২০১৮)। এর একটি উদ্দেশ্য, অভীষ্ট খানাগুলো যেন দ্রুত ক্ষুধার সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়ে মূলধারা অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

• অনুদানের পাশাপাশি প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় অরক্ষিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ যদি শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে চায় তবে তাকে বিনা খরচে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ভাতা প্রদান, খানায় দ্রুত কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং সম্পদের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০,০০০ টাকার কোমল বা নমনীয় ঋণ, ৬,০০০ টাকার ভোক্তা ঋণ বা জরুরি ঋণ ও ১৫,০০০ টাকার মৌসুমী ঋণ পরিষেবা প্রদান করার বিধান আছে (পিকেএসএফ ২০১৮)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং নানা প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। পরিবেশিত কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক রূপরেখা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা।

• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং নানা প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। পরিবেশিত কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক রূপরেখা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা।

• ২০১৩ সালে প্রথমবার সুফলন (মৌসুমী ঋণ) কার্যক্রমের আওতায় অর্থপরিষেবা প্রাপ্ত কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বিষয়ে সমীক্ষা (কবির আই. জে. ২০১৩) পরিচালনার পর সম্প্রতি আবার পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ কৃষিখাতে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারকারী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎপাদনশীলতা বিশ্লেষণের কাজ করছে (কুমার টি. কে. ও অন্যান্য ২০২১)।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় ভ্যালু ফর মানি উৎপাদনশীলতা বিশ্লেষণের অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের একটি বিরাট অংশ স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী।

• কৃষি ইউনিট ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, সুফলন ও অগ্রসর কার্যক্রম এবং এসইপি প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ, এবং জৈব কৃষি উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর যে সকল কার্যক্রম বা প্রকল্প কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সহায়ক সেখানে এ কাজগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করা হয়। কৃষি ইউনিট প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও সেবাসমূহ এবং কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ পৌঁছে দেয়; কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মূল্যশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পরিষেবা প্রদান করে যা খাদ্য উৎপাদনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

• পিকেএসএফ-এর জাগরণ ও সুফলন কার্যক্রম, সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি, কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, এমনকি ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, এমডিপি ও আরএমটিপি প্রকল্পসমূহ প্রায় সকল প্রকার কৃষি উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে অর্থসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে।

• এ সকল কার্যক্রম, কর্মসূচি এবং প্রকল্প বা অন্য কাঠামোতে পিকেএসএফ ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্য চাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা প্রদান করে। ঐ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কখনও কখনও খাদ্য উৎপাদনসহ উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষিত থাকে, কখনও থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, লিফট কর্মসূচির আওতায় নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, মৎস্যচাষী (দেশী প্রজাতির মাছ, বিলুপ্ত প্রায় মাছ, কুচিয়া), পশু (যেমন ছাগল, গরু, ভেড়া) ও পাখি (কোয়েল) পালনকারীদের সহায়তা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মসূচি এবং প্রকল্প বা অন্য কাঠামোতে পিকেএসএফ ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্য চাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা প্রদান করে। কখনও কখনও খাদ্য উৎপাদনসহ ঐ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষিত থাকে, কখনও থাকে না।

• অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাগুলোকে কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অর্থ পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রযুক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি বা উপকরণ, প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ, বিপণন ও মূল্য সংযোজনের সম্ভাব্য পন্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সহায়তা প্রদান করে।

• পিকেএসএফ লিফট কর্মসূচির আওতায় অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ভূমির অধিকার (মালিকানা বা ভোগ, যেমন: ইজারার মাধ্যমে) পেতে সহায়তা প্রদান করে।

• পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক কর্মকাণ্ড মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে সহায়তা প্রদান করে।

অভীষ্ট-২, লক্ষ্যমাত্রা-২.৪

• আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ বহুবিধ কর্মকণ্ডের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের আওতাধীন অংশগ্রহণকারীকে তাদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড একান্ত মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত ঐ সকল কার্যক্রম, কর্মসূচী ও প্রকল্প পরিচালনার

মাধ্যমে সামষ্টিক টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায়ও সহায়তা করে। এর একটি উদাহরণ: যাতে প্রধান খাদ্যের উৎস ধানের ফলন বন্যা, অতিবৃষ্টি বা খরায় নষ্ট না হয়, সেজন্য খানাগুলোকে আগাম ফসল উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী খানাকে পরামর্শ, প্রযুক্তি, বীজ ইত্যাদি প্রদান করা। বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পেছনে দেশব্যাপী বিস্তৃত পিকেএসএফ-এর সহায়তা প্রাপ্ত খাদ্যশস্য, সবজি, ফলফলারি উৎপাদনকারী ঐ সকল দরিদ্র খানার সচেতন কর্মকাণ্ডের অবদান রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-২.৪
২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাত সহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে।

সূচক-২.৪.১
উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষির আওতায় কৃষি জমির অনুপাত।

- পিকেএসএফ খরা এবং লবণাক্ততা প্রবণ জমিতে উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষাবাদ করার বিষয়ে অংশগ্রহণকারী খানাকে সহায়তা করে। এক্ষত্রে পিকেএসএফ-এর তিনটি ইউনিট - পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট - লক্ষিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

- ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগতমান সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে পরামর্শ দেয় এবং ভূমির গুণ বৃদ্ধি পায় এমন প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে।

- পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, লিফট কর্মসূচি এবং পেইস প্রকল্প ইত্যাদির আওতায় অংশগ্রহণকারী খানায় প্রদত্ত বিভিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে কীটনাশক ও মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ না করে সবজি উৎপাদন কৌশল অনুশীলনে সহায়তা প্রদান করা হয়।

অভীষ্ট-২, লক্ষ্যমাত্রা-২.৫

- নিরাপদ খাদ্য ও কৃষির জন্য পিকেএসএফ অনেক আগে থেকেই কাজ করছে। পিকেএসএফ-এর সংযোগ কর্মসূচি, এফএসভিজিডি ও উজ্জীবিত, পূর্বের কৃষি সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ অংশগ্রহণকারী খানার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও কৃষির জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। বর্তমানে সুফলন কার্যক্রম, কৃষি ইউনিট, কেজিএফ প্রকল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, লিফট ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে লক্ষিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ এ খাতে কাজ করে যাচ্ছে।

• উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পিকেএসএফ কৃষিক্ষেত্রে বহুমুখী বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যাংক গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। প্রজাতিগতভাবে ঝুঁকিতে থাকা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, চট্টগ্রামের লাল গরু ইত্যাদি বিশেষ প্রজাতির গো-সম্পদ রক্ষায়ও পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড রয়েছে। এক্ষেত্রে লিফট কর্মসূচির আওতায় 'অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন' শীর্ষক উদ্যোগটি উল্লেখযোগ্য। এ উদ্যোগের আওতায় দেশী গাভী বা দেশী উন্নত জাতের গাভীকে অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর বীজ দিয়ে প্রজনন করানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে (উদ্দিন এম. জে. এবং মাওলা জি. একিউএম ২০১৯; পৃ: ৯৮)।

লক্ষ্যমাত্রা-২.৫
২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্য প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যলালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিত্বের পথ সুগম করা।

সূচক-২.৫.১
মাঝারি বা দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ সুবিধায় নিরাপদ-খাদ্য ও কৃষির জন্য এমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশগতি সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংখ্যা।

সূচক-২.৫.২
ঝুঁকিগ্রস্ত, ঝুঁকিবিহীন বা বিলুপ্তি ঝুঁকির অজানা পর্যায়ভুক্ত - এমন শ্রেণিবিন্যাসে স্থানীয় প্রাণিজগতের অনুপাত।

• দেশে ৫১ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায় এবং ২১ প্রজাতির মাছকে বিপন্ন মৎস্য প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিফট কর্মসূচির আওতায় এ সকল বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির মলা, ঢেলা, পুটি, শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা, বাইন ইত্যাদি মাছের চাষ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। উল্লেখ্য, এ সকল মাছ সব ধরনের পুকুরে চাষ করা গেলেও যে সকল পুকুরে সব সময় চাষ করা যায় সে ধরনের পুকুর বেশি উপযোগী (এ বিষয়টি অভীষ্ট-১৫ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) (উদ্দিন এম. জে. এবং মাওলা জি. একিউএম ২০১৯; পৃ: ৯৬)।

• পেইস প্রকল্পের আওতায় কার্প-গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ সম্প্রসারণে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৩২টি কৃষি-শিল্প গুচ্ছে (এগ্রি বিজনেস ক্লাস্টার) সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় জিএপি এবং এইচএসিসিপি অনুসরণ করে কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য হর্টিকালচার ও শস্য, গো-সম্পদ এবং মৎস্য ও একোয়া কালচারে মূল্য সংযোজন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপগুলো নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ
সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ



অভীষ্ট-৩, লক্ষ্যমাত্রা-৩.১

লক্ষ্যমাত্রা-৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা।

সূচক-৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর অনুপাত
সূচক-৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত।

- পিকেএসএফ ২০০৭ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সংযোগ কর্মসূচির আওতায় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যে পরিষেবাসমূহ সরবরাহ করেছিলো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা তার অন্যতম। এ সেবায় প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক ও রেফারেল (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উচ্চতর পরামর্শ নেয়া) অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যদের চিকিৎসার জন্য সাধারণ স্বাস্থ্য শিবির, বিশেষায়িত স্বাস্থ্যশিবির এবং চক্ষুশিবির আয়োজন করা হতো (পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী, ২০১৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর; পৃ: ৫)। মাঠে প্যারামেডিকসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করতো। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে এ পরিষেবার বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। কর্মসূচিটির আওতায় গর্ভকালীন ও তারপরের পরিষেবাসমূহ ঐ অঞ্চলে বিশেষ করে অংশগ্রহণকারী খানায় মাতৃমৃত্যু রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পরে উজ্জীবিত প্রকল্পেও অনুরূপ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে বেগবান করা হয়। এ প্রকল্পে বিশেষ করে যাতে সন্তান প্রসব স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি পরিচর্যায় হয় তা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা ছিলো। প্রকল্পের আওতায় ৫,৩১,৬৮০ বার মা ও শিশুকে ১,০০০ দিনের নিবিড় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় স্ত্রীরোগ চিকিৎসা শিবির (গাইনী ক্যাম্প) পরিচালিত হতো।

- সংযোগ কর্মসূচির আওতায় সকল বয়সী এবং লিঙ্গের মানুষকে সাধারণ চিকিৎসা সেবা এবং ওষুধপত্র প্রদান করা হতো। যেমন, কৃমির ওষুধ, সর্দি-কাশির ওষুধ, এন্টিবায়োটিকস, চর্মরোগের ওষুধ, বিভিন্ন ভিটামিন ইত্যাদি।

- ২০১৯ সালে গৃহীত দরিদ্র খানার উন্নয়নে গৃহীত বিশেষায়িত প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এসব পরিষেবা আরো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

- সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের পুষ্টি ও প্রজনন-স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু সচেতনতামূলক উদ্যোগ রয়েছে। মা ও শিশুর পুষ্টির বিষয়ে পোস্টার বিতরণ এবং মঞ্চায়নের জন্য নাটিকা তৈরি করে তা প্রচার করা হয়। ভ্রাম্যমাণ (মোবাইল) সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমেও এ বিষয়ে নাটিকা প্রদর্শন করা হয়। এ ইউনিটের আওতায় গঠিত ১৯৭টি

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের জন্য পুষ্টি, প্রজনন-স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভ্রাম্যমাণ/অস্থায়ী চিকিৎসাগার (স্যাটেলাইট ক্লিনিক)-গুলোও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে। যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভ্রাম্যমাণ/অস্থায়ী চিকিৎসাগার (স্যাটেলাইট ক্লিনিক)-গুলোও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে। যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। অতিদরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, হ্রাসকৃত মূল্যে ওষুধ প্রদান, প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি সপ্তাহ এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা পরিবেশন, বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ইত্যাদি (বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯, পৃ: ৫৫)। পরিবার পর্যায়ে পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য সহকারীগণ শিশু, বৃদ্ধ ও চলাচলে অক্ষম রোগী পরিদর্শন এবং গর্ভবতী মায়েদের মাসে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকেন। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের রক্তস্বল্পতা নিরসনে আয়রণ এবং ফলিক এসিড সমৃদ্ধ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয় (আহমদ কিউ.কে. ২০১৭; পৃ: ১৬)।

- পিকেএসএফ-এর এ দিশারী কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী নারীদেরকে প্রসবপূর্ব সেবা (এএনসি) প্রদান, আয়রণ বড়ি ও ক্যালসিয়াম বড়ি প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব করানোর জন্য পরামর্শ প্রদান বা রেফার করা, দক্ষ প্রসব সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব করানোর পরামর্শ প্রদান, গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর বাড়তি খাবার খাওয়ার পরামর্শ প্রদান এবং প্রজননক্ষম নারীর রক্ত স্বল্পতার হার কমানোর জন্য আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

অভীষ্ট-৩, লক্ষ্যমাত্রা-৩.২

- মূলত সংযোগ কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সরাসরি শিশু মৃত্যুহার রোধে কাজ শুরু করা হয়। তবে, সুনির্দিষ্টভাবে কোনো নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের মধ্যে এ কর্মকাণ্ড কতোটা কার্যকর তা পরিমাপের কোনো বিষয় সেখানে ছিল না।

- উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বয়সভিত্তিক শিশুদের বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করা হতো। কেবল ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের নৃতাত্ত্বিক ওজন পরিমাপণ এবং বৃদ্ধি তদারকিতে ২৭,৬০০টি সেবা প্রদান করা হয়। যে সকল শিশুর পুষ্টির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক তাদের জন্য ৪,২১১টি উন্নত অভিমত প্রদান (রেফারেল সার্ভিস) করা হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা প্রদানের জন্য ৭০৯টি পুষ্টিগ্রাম তৈরি করা হয় এবং ১,৪৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিকণা (নিউট্রেশন কর্নার) তৈরি করা হয়।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পুষ্টিকণা (এমএনপি) বিতরণ, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং এ্যান্ড প্রমোশন (জিএনপি), ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ, বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে পরামর্শ প্রদান, শিশুর সকল টিকা গ্রহণ এবং ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা (এ আলোচনা ২.১.১, ২.২.২-সূচকেও রয়েছে) সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় প্রসব করানোর জন্য পরামর্শ/রেফার করা, কম ওজনের শিশু জন্ম গ্রহণের হার কমিয়ে আনার জন্য গর্ভবতী নারীদের সেবা প্রদান, জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে নবজাতককে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ এবং নবজাতকের পরিচর্যা প্রদান করা হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.২
২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১, ০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১, ০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১, ০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা।

সূচক-৩.২.১
অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার।

সূচক-৩.২.২
নবজাতকের মৃত্যুর হার।

• এখনও দেশের ৫৯ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার। সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় বাল্যবিবাহ রোধে প্রচারণা চালানোর কার্যক্রম রয়েছে।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আগে উজ্জীবীত প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ও শিশুর পুষ্টি বিধান এবং সামাজিক সংহতির জন্য যে কাজগুলো করা শুরু হয়েছে বা যে সকল কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়েছে তা নবজাতকের মৃত্যুহার রোধে ভূমিকা রাখবে।

অভীষ্ট-৩, লক্ষ্যমাত্রা-৩.৩

• পিকেএসএফ এখনও এইড্‌স, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারির অবসান এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করার জন্য নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। এ সকল ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড এখনও অনেকটা আলাপ-আলোচনা বা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় বা কর্মশালার মধ্যে সীমিত আছে। তবে, যে সকল সহযোগী সংস্থাসমূহ যৌনজীবী এবং তাদের সন্তানদের পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তাতে যৌনপল্লীর যৌনজীবীদের এইচআইভি প্রতিরোধে ব্যবস্থা প্রদান বা উপকরণ সরবরাহ করা অন্তর্ভুক্ত। পিকেএসএফ সীমায়িত পর্যায়ে ঐ সকল কার্যক্রমে অর্থ পরিষেবা প্রদান করে থাকে।

• অত্যন্ত সীমিত পরিসরে পিকেএসএফ স্বাস্থ্য সুরক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে ২০১৭ সালে তার চাকুরেদের হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষণের আয়োজন করেছিলো। এ বিষয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে পিকেএসএফ-এর একটি সমঝোতা স্মারক রয়েছে, যার আওতায়

পিকেএসএফ-এর চাকুরেবৃন্দ বিনামূল্যে হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষা করাতে পারবে এবং টিকা নিতে পারবে।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৩	সূচক
২০৩০ সালের মধ্যে এইড্স, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারির অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা।	**সূচক-৩.৩.১** *লিঙ্গ, বয়স ও মূল জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি ১,০০০ অসংক্রমিত জনে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা।* **সূচক-৩.৩.২** *প্রতি ১,০০০ জনে যক্ষ্মা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।* **সূচক-৩.৩.৩** *প্রতি ১,০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।* **সূচক-৩.৩.৪** *প্রতি ১,০০,০০০ জনে হেপাটাইটিস-বি রোগে মানুষের আক্রান্ত সংখ্যা।*

- সংযোগ কর্মসূচির আওতায় অতিদরিদ্রদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর ও মানসম্মত ওষুধ ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো।

- বর্তমানে সারা বিশ্বে মহামারি রূপে আবির্ভূত কোভিড-১৯ বা করোনা প্রতিরোধ ও প্রশমনে সকল দেশের মতো বাংলাদেশও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন: উক্ত রোগ প্রতিরোধে পিকেএসএফ ভবনের প্রবেশমুখেই সকল অভ্যাগতের হাত ধৌতকরণ এবং পা জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রেখেছে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নির্দেশনার বাস্তবায়নকল্পে পিকেএসএফ ভবনে সকল অভ্যাগতের আগমন সংকুচিত করেছে। সরকারি নির্দেশনা মেনে চাকুরেদের কর্মস্থলে আগমন পালাক্রমে বা সীমায়িত করেছে, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণের নিমিত্ত চাকুরেদের মাঠ পর্যায়ে সফরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপসহ স্বাস্থ্যবিধির সরকারি অন্যান্য অনুশাসনও কঠোরভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

- এসইপি প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউট অব ইপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি সচেতনতা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট এতৎসংক্রান্ত বিধিমালা প্রেরণ করা হয় এবং বিভিন্ন আর্থিক উপখাতের উদ্যোগ পরিচালনার জন্য বিধিমালা সরবরাহ করা হয়, যা অনুসরণ করে সহযোগী সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা, মাইকে ছোট ছোট সচেতনতামূলক বাক্য প্রচার করা, হাত ধৌতকরণ বুথ প্রতিষ্ঠা করা এবং গণপ্রাঙ্গণকে দূষিত না করা ইত্যাদি বিষয় উক্ত বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিলো।

- মাঠ পর্যায়ে এ রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে সরকার পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি টাকার মঞ্জুরি প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল) প্রকল্পের আওতায় সমুদয় অর্থ ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর অনুকূলে

ছাড়করণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ উক্ত অর্থের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

• বিচ্ছিন্নভাবে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বর্ণিত রোগসমূহ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে পরোক্ষভাবে অবদান রাখলেও আগে এর প্রত্যক্ষ অভিঘাত প্রদর্শন কঠিন ছিলো। কিন্তু, বর্তমানে পিকেএসএফ-এর নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে এক্ষেত্রে অভিঘাত তৈরি করছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

• পিকেএসএফ-এর কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) এবং স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন (এসডিএল) প্রকল্প এবং লিফট কর্মসূচির আওতায় অভীষ্ট দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র খানায় সুপেয় পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে ঐ সকল খানা সদস্যদের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়া হ্রাসে সহায়তা করছে। একমাত্র সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায়ই ১৫,০০০ অংশগ্রহণকারী খানাসদস্য গভীর নলকূপ এবং ১৮,০০০টি খানা অগভীর নলকূপের মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান করার সুযোগ পেয়েছে। ২১,০০০ খানা সদস্য কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ তাদের বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করেছে। উন্নত চুলা ব্যবহার করার কারণে ৫৮,০০০ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা মানুষ বায়ু দূষণ থেকে অনেকটাই মুক্ত হয়েছে (পিকেএসএফ ২০১৯ (পুর্নমুদ্রণ); পৃ: ৬২-৬৩)।

পিকেএসএফ তিনটি যৌনপল্লী-ভিত্তিক যৌনজীবী নারী এবং তাদের সন্তানদের জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থায়ন করে। যে সকল সহযোগী সংস্থা এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে যৌনপল্লীর যৌনজীবীদের প্রতিরোধক বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রদান/উপকরণ সরবরাহ করে, পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পরিচালিত এরকম বেশ কয়েকটি উদ্যোগে লিফট কর্মসূচির আওতায় অর্থ পরিষেবা প্রদান করে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রম আরো নিয়মিতকরণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

• পিকেএসএফ তিনটি যৌনপল্লী-ভিত্তিক যৌনজীবী নারী এবং তাদের সন্তানদের জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থায়ন করে। যে সকল সহযোগী সংস্থা এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে যৌনপল্লীর যৌনজীবীদের প্রতিরোধক বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রদান বা উপকরণ সরবরাহ করে, পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পরিচালিত এরকম বেশ কয়েকটি উদ্যোগে লিফট কর্মসূচির আওতায় অর্থ পরিষেবা প্রদান করে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রম আরো নিয়মিতকরণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

• প্রতি বছর দেশে ১.৫ লাখ লোক তামাক সম্পৃক্ত রোগে মারা যায়। যক্ষ্মা এরূপ একটি রোগ। তামাক সেবন যক্ষ্মারোগের জন্ম ও বিস্তারে সহায়তা করে। তামাক সেবন এবং তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ ও তামাক ব্যবহারজনিত ব্যাধির নিরসনকল্পে পিকেএসএফ কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য কৃষককে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করে বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ।

• বহুদিন থেকেই পিকেএসএফ-এর স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যবীমা পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা ছিলো। সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা অনেক আগে শুরু করা হয়। ডিআইআইএসপি প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রম চালু করা হয়। চল্লিশটি সংস্থার ৮০টি শাখার সকল অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানা সদস্যরা স্বাস্থ্যসেবার আওতায় প্যারামেডিক সেবা এবং স্বাস্থ্যবীমার আওতায় হাসপাতাল বীমা গ্রহণের সুযোগ পায়। স্বাস্থ্যসেবার আওতায় প্যারামেডিক কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক থেকে সপ্তাহে ছয় দিন এবং একদিন এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

• বাসকের তাজা অথবা শুকনো পাতা ওষুধের কাজে লাগে। বাসকের পাতায় 'ভার্সিনিন' নামের ক্ষারীয় পদার্থ এবং তেল থাকে। শ্বাসনালীর লালাগ্রন্থিকে সক্রিয় করে বলে বাসক শ্লেষ্মানাশক হিসেবে প্রসিদ্ধ। বাসক পাতার নির্যাস, রস বা সিরাপ শ্লেষ্মা তরল করে নির্গমে সুবিধা করে দেয় বলে সর্দি, কাশি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী। পানি জীবাণুমুক্ত করতে, হাত-পা ফুলে গেলে, চামড়ার রং উজ্জ্বল করতে এ গাছের উপকারিতা অনেক। পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিবারের আয়বর্ধনের উপায় ও দেশীয় ওষুধ শিল্পের কাঁচামালের যোগান নিশ্চিতকরণে সহায়তা করার জন্য বাসক ওষধি গাছের চাষাবাদ কার্যক্রম রয়েছে। পিকেএসএফ বাসক চাষে দরিদ্র অংশগ্রহণকারী খানাকে উদ্বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

অভীষ্ট-৩, লক্ষ্যমাত্রা-৩.৪

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমাজের সকলের জন্য বিশেষ করে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জটিল রেগের নিরাময় ও প্রতিরোধে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিয়মিত বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) পরীক্ষা করা, বহুমূত্রে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা, এ রোগে আক্রান্তদের সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের পরামর্শ প্রদান, এবং এ রোগের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৪ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা এবং মানসিক সুস্থতা ও কল্যাণ নিশ্চিতে সহায়তা প্রদান।

***সূচক-৩.৪.১** হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুহার।*

• অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবস্থা দূর করে তাদেরকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা মানুষের বিশেষ করে নারী ও শিশুর অকাল মৃত্যু হ্রাসে সহায়ক। কোভিডকালে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের চিকিৎসায় জোর দেয়া হয়েছে।

অভীষ্ট-৩, লক্ষ্যমাত্রা-৩.৭

• ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের আওতায় গঠিত সমিতির বৈঠকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় সেখানে অবধারিত আলোচনার বিষয় পরিবার পরিকল্পনা। আগেই বলা হয়েছে, সমৃদ্ধি

কর্মসূচির আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কিশোরী বয়সে গর্ভধারণে নিরুৎসাহিত করা বা নিষেধ করা, কিশোরীদের মাঝে ক্যালসিয়াম বড়ি বিতরণ ইত্যাদি পরিবার ছোট রাখার কৌশল। পিকেএসএফ প্রায় সকল কার্যক্রম বা প্রকল্পের আওতায়ই পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৭
২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা।

সূচক-৩.৭.১
আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমের পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) এমন নারীর অনুপাত।

• মূলত সংযোগ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে শুরু করে। সম্প্রতি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়া উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় এক্ষেত্রে পিকেএসএফ তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কিশোরী বয়সে গর্ভধারণে নিরুৎসাহিত করার কাজটি জোরালোভাবে করছে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড রয়েছে।

অভীষ্ট-৩, লক্ষ্যমাত্রা-৩.৯

• পিকেএসএফ দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত জীবন-রীতি ইত্যাদি ও স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে অনেক আগে থেকে কাজ শুরু করলেও সংযোগ, সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি এবং ওবিএ স্যানিটেশন ও সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় তা আরো জোড়ালোভাবে করা হয়। লিফট কর্মসূচি এবং মুলধারায় চালুকৃত স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন (এসডিএল) প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ পানি সংক্রান্ত বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৯
ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণ ও সংক্রমণে ব্যাধি ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

সূচক-৩.৯.২
দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত জীবন রীতির অভাবজনিত মৃত্যুহার।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কিশোরী ও প্রজননক্ষম নারীদের মাসিকের সময় স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের পরামর্শ ও তা ব্যবহারের ওপর তদারকি এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। সংযোগ কর্মসূচি ও উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অনুরূপ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় কিশোরী ও প্রজননক্ষম নারীদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে, যা আগেও বলা হয়েছে।

অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা
সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি



অভীষ্ট-৪, লক্ষ্যমাত্রা-৪.১

• পিকেএসএফ এমনভাবে তার কর্মকাণ্ড সাজিয়েছে যেন তা সকল বয়সের মানুষের জীবনের উন্নয়নে অবদান রাখে। পিকেএসএফ-এর এ কর্মকাণ্ড সকল জনগোষ্ঠী এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নয়নকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.১	*সূচক-৪.১.১*
২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।	*শিশু ও যুব সমাজের অনুপাত: (ক) ২য়/৩য় শ্রেণিতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণীতে; এবং (গ) নিম্ন-মাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতা মান অর্জন।*

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ সাধারণ বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া নিরসনে বৈকালিক বিদ্যালয় ও অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় টিকে থাকায় সহায়তার নিমিত্ত দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নে ৬,২৩১টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৭১,৬১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহায়তা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে এ সহায়তা প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

• এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত সরকারি বৃত্তির সাথে দ্বৈততা এড়িয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ১৬,০০০ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আগামী দু' বছরে এ বৃত্তি (২৪,০০০ টাকা করে) সংখ্যা আরো ৫০০০ বাড়ানো হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০০ জন অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক/সমমান, স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে দলিত, আদিবাসীসহ ১৬টি উপশ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সন্তানেরাও রয়েছে। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এ সকল কর্মকাণ্ড চলমান রাখা ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল চালু রয়েছে। এ তহবিলের আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়।

• পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের গর্ভজাত শিশুসহ প্রতিবন্ধী, নৃ-গোষ্ঠী ও অরক্ষিত শিশুদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-আবাসন-কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি পিকেএসএফ সীমায়িত পরিসরে বাস্তবায়ন করছে।

• এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকল অধীত বিষয় বা প্রশিক্ষণসূচিভুক্ত শিখনের সাথে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের গণিতে দক্ষতা-মান অর্জনও সম্ভব হয় ।

অভীষ্ট-৪, লক্ষ্যমাত্রা-৪.২

• শিশু শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও তার মান উন্নয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এ কর্মসূচির আওতায় যেসব দরিদ্র শিক্ষার্থীর পিতামাতা-অভিভাবকের সহায়ক শিক্ষকের সেবা (টিউশন) নেয়ার সামর্থ্য নেই, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে তাদের ঝরে পড়া রোধ করতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠ দান করা হয় । এসব কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের পাঠ তৈরি করে দেয়ার পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান, সৃজনশীল শিক্ষা এবং পাঠক্রম-বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । যেমন: আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত এবং অংকন । ২০১৯ সালে ২০২টি ইউনিয়নের ৬,৬০৬টি শিক্ষাকেন্দ্রে ১,৭৫,১৮৮ জন শিক্ষার্থী এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলো (বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯; পৃ: ৫৫) ।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.২	*সূচক-৪.২.১*
২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা ।	*লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত ।* **সূচক-৪.২.১** *লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে) ।*

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পিকেএসএফ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর মাধ্যমে অভিযাত্রা নামে একটি পরিপূরক পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নসহ শিখন পরিবেশের উন্নতিও এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য । ২০১৮ সালে দেশের ৩২০টি বিদ্যালয়ের এক লাখের বেশি শিশুদের নিয়ে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করা হয় ।

• বিশেষ তহবিল ও কর্মসূচি সহায়ক তহবিল হতে মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হয় । সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে কর্মসূচি সহায়ক তহবিল-এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় । ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে এ তহবিল থেকে ২০,১৩২ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীকে এ উপবৃত্তি প্রদান করা হয় (বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯; পৃ: ৫৫) ।

• উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ কিশোরীকে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ৯৮৬টি কিশোরী ক্লাব গঠন নারী শিশুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব

সম্বন্ধে সচেতন করতে সহায়তা করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় কিশোরী ক্লাবের পাশাপাশি ১,০০০ কিশোরকে অন্তর্ভুক্ত করে ৪০টি কিশোর ক্লাবও গঠন করা হয়। কিশোরী ক্লাবগুলোর মাধ্যমে কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি, প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক অপশক্তি বা অপসংস্কৃতি যেমন: বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, নারীর অধিকার হনন ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা প্রাপ্তির সুযোগ হয়।

• উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আলোর কারখানা নামে উজ্জীবিত সামাজিক গ্রন্থাগার (কমিউনিটি লাইব্রেরি) তৈরি করেছে, যেখানে যে কোনো বয়সী লোকের সদস্য হওয়ার সুযোগ ছিলো। এ সকল গ্রন্থাগারের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিলো কিশোর-কিশোরী বয়স হতে বই পড়ার প্রবণতা গড়ে তোলা, পরস্পরের সাথে বই লেনদেনের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি গঠনে সহায়তা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা। এ কর্মকাণ্ড শিশু-কিশোরদের মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার অভীষ্ট পূরণে সহায়ক।

দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থাৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালন এবং তার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রণোদনা দেয়ার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

• দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থাৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালন এবং তার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রণোদনা দেয়ার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্যের মধ্যে সামাজিক অনাচার এবং অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য।

• একটি উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারুণ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে পিকেএসএফ ২০১৯ সালে কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে মোট ১,৫৪৬টি ক্লাব এবং ১,০৬০টি স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অভীষ্ট-৪, লক্ষ্যমাত্রা-৪.৩

• প্রায় এক যুগ আগে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে দক্ষ জনবল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স [(আইএনএম, যা বর্তমানে ইনস্টিটিউট অব

ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)]-এর সহায়তায় যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং খাতের প্রয়োজনে যাতে এ দক্ষ জনবল ব্যবহার করা যায় সে লক্ষ্যে একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ শুরু করে। এ লক্ষ্য আরো এগিয়ে নেয়ার জন্যে পিকেএসএফ-এর অনুপ্রেরণায় আইএনএম বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, এমনকি ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় বেকার যুবক এবং এ খাতে কর্মরত জনবলকে প্রশিক্ষিত করা অব্যাহত রাখে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

সূচক-৪.৩.১ লিঙ্গভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার।

- বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুব সমাজ এক্ষেত্রে একটি লক্ষিত উদ্যোগ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে যুবদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগরণে কাজ করা হয়। ২০১৯ অবধি ৮০,৬২৮ জন যুব সদস্য এ প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। যুবরা শিক্ষাঙ্গণ ও গণপ্রাঙ্গণ ব্যবহারের সুবিধার্থে কালভার্ট, সেতু, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি স্থাপন বা মেরামত করে। প্রশিক্ষিত যুবরা সামাজিক অন্যায়, মাদকাশক্তি, বাল্যবিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়, যেখানে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯; পৃঃ ৫৫)।

- পিকেএসএফ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সহযোগী সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা, এমনকি প্রধান নির্বাহী, সভাপতি ও পর্ষদ সদস্যবৃন্দকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- বর্তমানে সীপ প্রকল্পের আওতায় কিশোর-যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ১৭,৫৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ প্রশিক্ষিতদের মধ্যে ১৩,২১৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের মধ্যে ৪,৩১২ জন (৩৩ শতাংশ) স্বকর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। মোট ২০৭১ জন প্রশিক্ষিত নারীকে কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে (সীপ প্রকল্প, পিকেএসএফ, ডিসেম্বর ২০২০)।

- লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সংগঠিত সমিতিতে নিয়মিত আলোচনা হয়। প্রতি সপ্তাহে এভাবে দেশব্যাপী প্রায় এক কোটি মানুষ, বিশেষ করে নারীরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করে

করণীয় নির্ধারণ করে। এছাড়া, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, নারী দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতেও সকল প্রযোজ্য অধিকারে নারীর প্রবেশ্যতা ও তা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

অভীষ্ট-৪, লক্ষ্যমাত্রা-৪.৪

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক দিক যেমন, অটোমেশন, ই-প্লাটফরম, ই-কমার্স ইত্যাদির ব্যবহার এবং নেতিবাচক দিক যেমন, বেকারত্ব, তথ্য ও প্রযুক্তি আত্মস্থ করতে না পেরে কর্মক্ষেত্রে গুরুত্ব হারানোর মতো ঝুঁকি মোকাবেলায় পিকেএসএফ ইতোমধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা স্তর অতিক্রম করে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.৪ চাকুরি ও শোভনকর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

- পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের (অগ্রসর কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ) আওতায় সাধারণ কর্মকে আক্ষরিক অর্থেই শোভনকর্মে রূপান্তরকরণ কর্মে লিপ্ত। ইতোদধ্যে বহু শোভনকর্ম সৃষ্টিও করছে। ২০০১ সাল থেকে চলমান এ কার্যক্রমের আওতায় বিনিয়োগ সীমা ৩০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থ সেবা প্রদান করা হয়। অধিক মূলধন প্রয়োজন এমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রাগ্রসর সদস্যদের অর্থসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ১.৪৪ মিলিয়ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এ কার্যক্রমের পরিষেবা পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সুফলন কার্যক্রমের আওতায় ও কৃষিখাতে নিয়োজিত অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোগেও শোভনকর্ম সৃষ্টি হচ্ছে বা প্রতিনিয়ত সাধারণ কর্ম শোভনকর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সূচক-৪.৪.১ দক্ষতার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের অনুপাত।

- আগেও বলা হয়ছে, একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ (পেইস), এসইপি, এমডিপি এবং আরএমটিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পেইস প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমে আর্থিক পরিষেবা প্রদান, সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপখাত- ভিত্তিক ব্যবসাগুচ্ছ, মানশৃঙ্খল বা মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন ও বিভিন্ন উদ্যোগ ও ব্যবসাগুচ্ছে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিতে লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য চিহ্নিত উপখাত উন্নয়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ২০১৮ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন পাঁচ বছর মেয়াদি এসইপি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে পরিবেশগতভাবে টেকসইকরণ। প্রকল্পটি হতে কৃষি এবং উৎপাদন (মানুফ্যাকচারিং) খাতের মোট ৪০,০০০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিষেবা পাবে (পিআইপি, এসইপি, পিকেএসএফ ২০১৭)।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে দু' বছর মেয়াদি এমডিপি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম নির্দেশিকা তৈরি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, মোবাইল ফোনভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, ব্যবসাগুচ্ছ উন্নয়ন এবং ই-কমার্স প্লাটফর্ম তৈরির কাজ করছে (বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯; পৃ: ৯৩)।

• ইফাদের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০২০ হতে আরএমটিপি নামে ছ' বছর মেয়াদি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে সমন্বিত আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উচ্চমূল্য মানের কৃষিপণ্যের মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়নে কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডভিত্তিক উদ্যোগে বিশেষ গুরুত্ব ও পণ্যের ট্রেসাবিলিটি-এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় পুষ্টি সংবেদনশীল মূল্যশৃঙ্খলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

• বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার হার মাত্র ১৪ শতাংশ। এসডিসি-এর সহায়তায় ২০১৫ থেকে চলমান পিকেএসএফ 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (সীপ)'-প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া খানার তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। প্রশিক্ষণ সময়ের ৮০ ভাগ ট্রেড (কর্মকাণ্ড/ব্যবসায়) এবং ২০ ভাগ ব্যবসায় উন্নয়ন ও যোগাযোগ দক্ষতার জন্য বরাদ্দ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে অন্তত ৬০ ভাগ প্রশিক্ষিত তরুণের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ কাজ করছে।

• দেশ-বিদেশে নারী-পুরুষের শোভন মজুরি বা ন্যায্য মজুরির কাজ নিশ্চিতকরণে কারিগরি, বৃত্তি এবং তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পিকেএসএফ কাজ করে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সীপ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ১৭,৫৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এ প্রশিক্ষিতদের ১৩,২১৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে এবং ৪,৩১২ জন (৩৩ শতাংশ) স্বকর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। ২,০৭১ জন নারী প্রশিক্ষিতকেও কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে (এমআইএস, সীপ প্রকল্প, ডিসেম্বর ২০২০)।

• এই সকল কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার নিমিত্ত পিকেএসএফ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিআরআরই), বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), বাংলাদেশ সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন এ্যান্ড রিসার্চ (বিসিএসআইআর)

ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদান এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে (পেইস প্রকল্প, পিকেএসএফ ২০২০; স্লাইড নং ১৩)।

অভীষ্ট-৪, লক্ষ্যমাত্রা-৪.৫

- পিকেএসএফ প্রথম থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাতে মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে আর্থ-সামাজিক সমতা অর্জনে পথে ধাবিত হতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। মোটাদাগে তার সকল কর্মকাণ্ডর মুখ্য উদ্দেশ্য দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধান। প্রথম দিকে এ সমতা বিধানের কৌশল হিসেবে অর্থ পরিষেবা প্রদানকে বেছে নিলেও ২০০০ সালের দিক থেকে তা বিচিত্র পরিষেবা প্রদানের দিকে অগ্রসর হয়। এফএসপি, এফএসভিজিডি, রেসকিউ, সাহস ইত্যাদি প্রকল্প, বিশেষ করে ২০০৪ সালে সংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে তা বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ২০১০ সালে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে এ অভিযাত্রার মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রদত্ত পরিষেবাগুচ্ছ সামগ্রিক হয়ে ওঠে। এখন পিকেএসএফ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ুসহ নানা বিশেষায়িত খাতে কাজ করে যাতে এ উন্নয়ন বা দারিদ্র্য নিরসন টেকসই হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.৫ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

সূচক-৪.৫.১
এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকগুলোর জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে; নিম্নে/শীর্ষে অবস্থানকারী শ্রেণি ও অন্যান্য, যেমন অসামর্থ্যগত অবস্থান, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও সংঘাত প্রভাবিত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য যেভাবে পাওয়া যায়)।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সমাজ (কমিউনিটি) ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান শুরু করে। এমনকি প্রবীণ জনগোষ্ঠী, ভিখারী, আদিবাসী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে।

- শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিল এবং কর্মসূচি-সহায়ক তহবিলের বিশাল কার্যক্রম রয়েছে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

- উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পিকেএসএফ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ শুরু করে, লিফট কর্মসূচির আওতায় তা এখনও সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, দলিত, যৌনজীবী ও তাদের সন্তান, পথশিশু এবং হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী ইত্যাদি সংঘাত প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা
জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন



অভীষ্ট-৫, লক্ষ্যমাত্রা-৫.১

লক্ষ্যমাত্রা-৫.১
সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

সূচক-৫.১.১
লিঙ্গভেদে সমতা ও বৈষম্যহীনতার প্রবর্ধন, প্রয়োগ ও পরিবীক্ষণের জন্য আইনী কঠোর কাঠামোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।

• পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে ৯০ ভাগের বেশি নারী অংশগ্রহণকারী। এ সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য খানার সকল সদস্যের উন্নয়ন হলেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হয়। নারী সদস্যদেরকে ঋণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয় এবং গৃহীত অর্থ যাতে নিজেরাই ব্যবহার করতে পারে সে সক্ষমতা অর্জনে পিকেএসএফ নারীদেরকে সহায়তা করে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ২৩ ভাগই গৃহীত অর্থ নিজেরা ব্যবহার করেন।

• সম্প্রতি লিফট কার্যক্রমের আওতায় তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত কিছু হিজড়াকে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরো হিজড়াকে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নারী ও হিজড়াদেরকে অর্থ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিষেবা প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। নারী প্রধান বা হিজড়া সন্তান আছে এমন খানাকেও পরিষেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান আছে।

• পরিবারের অ-আর্থিক (আনপেইড) কাজ থেকে নারীকে বের করে আনা এবং ক্রমশ তাকে সত্যিকার অর্থেই পুরুষের মতো সুবিধায় গড়ে ওঠার পথ সুগম করা পিকেএসএফ-এ প্রায় সকল কার্যক্রমেরই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। একটি ঘরানার নারীবাদীদের মতে, নারীর ন্যায্য অবস্থান সবক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা বোঝায় না; তাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং জৈবিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়।

• জাগরণ, অগ্রসর, সুফলন ইত্যাদি মূলধারা কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, এমডিপি ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

• পেইস ও আরএমটিপি প্রকল্পে নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দু'টি প্রকল্পে মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

• প্রসপারিটি মূলত একটি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী লক্ষিত প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বাস্তবায়নাধীন বিষয় প্রতিবন্ধীতা, দুর্যোগ এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং লিঙ্গ সমতার লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রথম পর্ব শেষে ১.২৫ লক্ষ নারীর সামাজিক অবস্থা এবং জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসবে বলে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে (পিআইপি, পিপিইপিপি ২০১৮, পৃ: ৭; বার্ষিক প্রতিবেদন, পিকেএসএফ ২০১৯; পৃ: ৯১)।

• প্রসপারিটি প্রকল্পটি দু'টি পর্বে ৫,০০,০০০ অতিদরিদ্র খানাকে মূলধারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার জন্য সহায়তা দেবে যেখানে প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হবে নারী। নারী ও শিশুসহ অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন: প্রতিবন্ধী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের পরিষেবায় পূর্বিতা পাবে। শুধু তাই নয়, প্রকল্পটির সামাজিক সংহতি (সোশ্যাল মোবিলাইজেশন) খাতে সামাজিক আদর্শ বা নিয়মনীতি ঘরে এবং ঘরের বাইরে নারী এবং মেয়েদের বক্তব্য, পছন্দীয় জীবন এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণাধিকারকে কোনোভাবে খর্ব করলে তা প্রতিহত করার জন্য কর্মকাণ্ড রয়েছে। একই ধরনের কর্মকাণ্ড রয়েছে প্রতিবন্ধী বা আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও (পিপিইপিপি ২০১৮; পৃ: ৭)।

অভীষ্ট-৫, লক্ষ্যমাত্রা-৫.২

• নারী নির্যাতন বাল্যবিবাহ রোধে পিকেএসএফ-এর সকল মাঠ সমিতিতে আলোচনা হয়। দেশব্যাপী প্রতি সপ্তাহে প্রায় এক কোটি দরিদ্র নারী পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের আওতায় যে সাপ্তাহিক সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সে সকল সভায় মূল প্রতিপাদ্য থাকে নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের শোষণ-বঞ্চনার অবসান কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে কৌশল নির্ধারন।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনাসহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান।	*সূচক-৫.২.১* *সহিংসতার ধরন ও বয়সভেদে বর্তমান বা পূর্বতন স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কর্তৃক বিগত ১২ মাসে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বিবাহিত নারী ও মেয়ের অনুপাত।* *সূচক-৫.২.২* *বয়স ও সংঘটনস্থল ভেদে স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিগত ১২ মাসে যৌন সহিংসতার শিকার ১৫-বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও মেয়ের অনুপাত।*

• যাতে প্রচলিত এবং শোভন কাজে নারী অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের আওতায় নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

• পিকেএসএফ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এবং অন্যান্য ইউনিট, বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের মাধ্যমে পাচার, যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহসহ সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনাসহ ঘরে বাইরে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান রোধে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে যেমন মাঠ পর্যায়ে নাটক-নাটিকা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে, তেমনি বিষয়টি নীতি নির্ধারক মহলে তুলে ধরার জন্য দেশের মন্ত্রী, সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা, পণ্ডিত-বিশারদ, দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সেমিনার বা আলোচনা সভা, মতবিনিময়, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করে। বিষয়টি স্থায়ীভাবে সরকারের গোচরীভূতকরণের নিমিত্ত বিষয়ের তাৎপর্যের নিরিখে প্রতিবেদন হিসেবেও দাখিল করা হয়।

পিকেএসএফ বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী (চা বাগানের শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, দলিত, আদিবাসী, যৌনজীবী), এমনকি বিকলাঙ্গ বা অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যাতে কোনোভাবে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেখানেও অন্যতম লক্ষ্য থাকে সকল শোষণ-বঞ্চনার অবসান। সকল কর্মকাণ্ডে আয়, খাদ্য, সম্পদসহ সকল অধিকার ভোগে সব সন্তানের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয়।

• এ বিষয়ে কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন লক্ষিত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হচ্ছে।

• পিকেএসএফ বিভিন্ন বয়সের (যেমন, শিশু, কিশোর, যুবক, প্রবীণ), বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থা (হাওর, উপকূল, পার্বত্য এলাকা), বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী (চা বাগানের শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, দলিত, আদিবাসী, যৌনজীবী), এমনকি বিকলাঙ্গ বা অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যাতে কোনোভাবে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয় বা তাদের জীবনে চলমান সকল বঞ্চনা থেকে তারা পরিত্রাণ পায়।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পথশিশু, যৌনজীবী নারী ও তাদের সন্তানদেরকে পরিষেবা প্রদানের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হলে নারী ও শিশু পাচার রোধের ক্ষেত্রে তা সফলতা অর্জনে সহায়ক হবে।

অভীষ্ট-৫, লক্ষ্যমাত্রা-৫.৩

• সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর আওতায় লিঙ্গ সমতা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, জন্ম নিবন্ধন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা, র‍্যালি, প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সকল বিষয় প্রচারণার নিমিত্ত লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করে জনসাধারণের

মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করা হয় । এ ইউনিটের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১টি ইউনিয়নে ৪১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে; ৬৮৫ জন মাদ্রাসা শিক্ষক, ২০,৮৫৭ জন শিক্ষার্থীকে "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়" শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত সমাবেশের আয়োজন করা হয় ।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসান ।

সূচক-৫.৩.১ *১৫ বছর বা ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ বা কোনো প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত ।*

- উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কিশোরী ক্লাব কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রতিপাদ্য ছিলো বাল্যবিবাহ রোধ ।
- প্রসপারিটি প্রকল্পে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিশেষ প্রতিপাদ্য । সেখানেও বাল্যবিবাহ রোধে বিশেষায়িত কর্মকাণ্ড রয়েছে ।

অভীষ্ট-৫, লক্ষ্যমাত্রা-৫.৫

- পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করা হয় । যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা যায় সে জন্য পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি, কৈশোর কার্যক্রম এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট বিশেষ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে । কার্যক্রম বা কর্মসূচিতে অভীষ্ট খানার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ নারীদের নেতৃত্ব বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। একাধিক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, পিকেএসএফ-এর কর্মকার সমাজে নারী নেতৃত্ব বিকাশের পথ সুগম করেছে (বিইউপি-পিকেএসএফ ২০১৮) ।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা ।

সূচক-৫.৫.১ *জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী আসনের অনুপাত ।*

সূচক-৫.৫.২ *(বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে) ব্যবস্থাপক পর্যায়ে কর্মরত নারীদের অনুপাত ।*

- আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি নারী ক্ষমতায়নের শানিত মাধ্যম । পেইস প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পরামর্শ প্রদান কর্মসূচী (মেন্টারিং প্রোগ্রাম) রয়েছে যাতে তারা পেশায় উৎকর্ষতা অর্জন করে সমাজে বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে । যাতে নারীর ব্যবস্থাপনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিশেষ নজর দেয়া হয় ।

অভীষ্ট-৫, লক্ষ্যমাত্রা-৫.৬

- পিকেএসএফ-এর লিফট ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি, কৈশোর কার্যক্রম, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট কিশোরী বা বালিকাদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি কাজ করে। সদ্য সমাপ্ত উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় গঠিত কিশোরী ক্লাবগুলো নারী ও প্রজনন-স্বাস্থ্য সচেতনতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে বলে দৃশ্যমান হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এবং গৃহীত কর্মকাণ্ডের প্রমাণিত কার্যকারিতার কারণে গ্রাম বা পাড়ার মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের ক্লাব তৈরি করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৬	*সূচক-৫.৬.১*	*সূচক-৫.৬.২*
জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এদের পর্যালোচনামূলক সম্মেলনসমূহের ফলাফল-দলিলের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।	*যৌন সম্পর্ক স্থাপন, গর্ভনিরোধকের ব্যবহার এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনভাবে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে ১৫-৪৯ বছর বয়সী এমন নারীর অনুপাত।*	*যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও শিক্ষা সুবিধাদানের আইনি বিধিবিধানের প্রচলন রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা।*

কোথাও কোথাও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ তাতে একাত্ম হয়। প্রকল্পটির ওপর ইতোমধ্যে কৃত সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্পটি কিশোরী বালিকাদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উপায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। উক্ত সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের ফলে নিজের বিয়ে সম্বন্ধে নিজে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন মেয়ে বা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমীক্ষাটিতে এমনও দেখা গিয়েছে, প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে এ সচেতনতা যে সকল নারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেনি তাদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। ২০১৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা, বর্তমানে মূল বাস্তবায়ন পর্বে থাকা প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায়ও কিশোরী ক্লাব অত্যন্ত শক্তিশালী কর্মকাণ্ড হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- পিকেএসএফ বিভিন্ন আলোচনা, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও শিক্ষা সুবিধাদানের আইনি বিধিবিধানের বিষয়টি তুলে ধরে থাকে।

অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা



অভীষ্ট-৬, লক্ষ্যমাত্রা-৬.১

• উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা'র অব্যবহিত পর পিকেএসএফ সংযোগ কর্মসূচির আওতায় দক্ষিণ বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ছ' মাস দরিদ্র খানা পর্যায়ে বিনামূল্যে দৈনিক ১.৩০ লাখ লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.১
২০৩০ সালের মধ্যে, নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন।

সূচক-৬.১.১
নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত।

• দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানির সংকটে ভুগছিলো। এ সংকট মোকাবেলায় সংযোগ কর্মসূচির আওতায় আপৎকালীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়, যাতে তারা বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ট্যাংক ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু, শুধু ট্যাংকের পানি দিয়ে মানুষের বছরব্যাপী চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে লিফট কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সাল হতে সাশ্রয়ী মূল্যে সুপেয় পানি উৎপাদন বা পরিশোধন ও পরিবেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিপরীত অভিস্রবণ জল পরিশোধক স্থাপনা (রিভার্স অজমজিজ ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্লান্ট)-এর মাধ্যমে পানি পরিশোধন করা হয়। এ সকল স্থাপনা বা প্লান্টের মাধ্যমে প্রতি লিটার পানি ০.৩৫ টাকা খরচে উৎপাদন করে ০.৬০ টাকায় বিক্রি করা হয় (তথ্য সাময়িকী পিকেএসএফ, ২০১৫ জানুয়ারি-মার্চ; পৃ:৩)।

• লিফট কর্মসূচি এবং সিসিসিপি প্রকল্পের মাধ্যমেও পরে উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানি সরবরাহের জন্য দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বিদ্যুৎ চালিত এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত লবণাক্ততা মুক্তকরণ প্লাট স্থাপন করে সুপেয় পানি সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

• লিফট কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১২টি সংস্থাকে ২০টি প্লান্ট স্থাপনের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২টি প্লান্ট সৌরবিদ্যুৎ চালিত। এ সকল প্লান্ট থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২০ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ পেয়েছেন। উল্লেখ্য, এ সকল প্লান্ট স্থাপনে পিকেএসএফ-এর সাথে সহযোগী সংস্থাও অংশীদারিত্বে ব্যয়ভার (প্রতি প্লান্টে ৫ লাখ টাকা করে) বহন করে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাগুলোর অনুকূলে সর্বমোট ৩৩ লাখ টাকা ঋণ এবং ৪.৮০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, ৯টি

সংস্থার মাধ্যমে উপকূলীয় জেলাসমূহের লবণাক্ততাপ্রবণ অঞ্চলের দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ২.৮ কোটি টাকা মূল্যের ২,০০০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক বিতরণ করা হয়েছে।

- সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৬ সময়ে ৩০টি প্লান্ট স্থাপনের জন্য সাতটি সহযোগী সংস্থাকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থাপনার পরিচালন ব্যয়ে স্থানীয় ভোক্তা জনগোষ্ঠীর (শতকরা ১০ ভাগ) অংশগ্রহণ। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সহযোগী সংস্থাসমূহ উক্ত প্লান্টগুলো চলমান রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মানুষের নিরাপদ খাবার পানির সহজ লভ্যতার জন্য নলকূপ, গভীর নলকূপ এবং পানি বিশুদ্ধকরণ স্থাপনা (প্ল্যান্ট) স্থাপন করা হয়।

- উপরিউক্ত কর্মসূচির আওতায় অভীষ্ট ইউনিয়নসমূহের জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্তকরণের লক্ষ্যে শতভাগ পয়ঃনিষ্কাশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি (আদর্শ ও সম্পদশালী অর্থে) সমৃদ্ধি বাড়িতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নলকূপ স্থাপন করার কথা। ২০১৯ সাল নাগাদ সারা দেশে ১২ হাজারেরও বেশি সাধারণ বসত বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, মানুষকে পায়খানা ব্যবহার, পায়খানা ব্যবহারের পর সাবানের গুড়া বা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি দিয়ে হাত ধৌত করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়।

- পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্প, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ এবং এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্‌থ পিকেএসএফ ভবনে ২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ দু' দিনব্যাপী জাতীয় পানি কনভেনশন আয়োজন করে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো দেশে সুষম পানি ব্যবস্থা এবং তার উন্নয়ন, পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় নির্ধারণ এবং সেক্ষেত্রে সরকারসহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। উক্ত কনভেনশন বা সম্মেলনটি মোট ১৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে পার্টিসিপেটরি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট; পোভার্টি এ্যান্ড ওয়াটার সেক্টর ইন্টারফেসেস, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন হিলি এরিয়াস, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন ড্রট-প্রোণ রিজিয়নস, আরবান ওয়াটার চ্যালেঞ্জেস, এনসিওরিং পোর্টাবল ওয়াটার ফর অল, পিকেএসএফ ইন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, এবং এনসিউরিং এভেইলাবিলিটি এ্যান্ড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ফর অল অন্তর্ভুক্ত ছিলো (পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী, ২০১৬ অক্টোবর-ডিসেম্বর, পৃ: ১৬)।

- ২০১৭ সালে পিকেএসএফ মানবিক কারণে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়া মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা খাতে এক কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে।

অভীষ্ট-৬, লক্ষ্যমাত্রা-৬.২

- পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ডের আওতায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মাঠ সমিতির সভায় সাবান ও পানি সম্বলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্বন্ধে সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনা হয়ে আসছে।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পারিবারিক ও কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করা, সঠিকভাবে হাত ধোয়ার জন্য বাড়িতে সাবান পানি বা টিপিটেপ-এর ব্যবস্থা রাখা এবং খানার সকল সদস্যদেরকে সঠিকভাবে হাত ধোয়ায় অভ্যস্ত করা, পায়খানায় স্যান্ডেল বা অনুরূপ পাদুকা রাখা এবং খালি পায়ে পায়খানা ব্যবহার না করার পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়।

- পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত উপর্যুক্ত সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বেগবান হয়। তবে, এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বিশেষ পদক্ষেপ ছিলো সিসিসিপি প্রকল্প এবং আউটপুট বেইজড স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম (ওবিআই মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম)। সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ২১,০০০ জন মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ওবিআই স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ১৬৮.২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭০,৬৭৯টি দরিদ্র খানাকে স্বাস্থ্যকর পায়খানা তৈরিতে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগটি চলমান থাকবে বলে পিকেএসএফ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ১১.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় সহস্র স্থানীয় উদ্যোক্তাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করার ব্যবসায় সহায়তা দেয়া হয়েছে (তথ্য সাময়িকী, ২০১৮ জুলাই-সেপ্টেম্বর, পৃ: ১৬)।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.২
নারী ও মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতা -ভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবন-রীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান।

সূচক-৬.২.১
সাবান ও পানি সংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত।

- পিকেএসএফ ২০২১-২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় চারটি বিভাগের অধীন ১৮টি জেলায় ১,২০,০০০টি খানাকে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফ এবং এসডিসি কর্তৃক যৌথভাবে ওয়াশ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও পলিসি এ্যান্ড স্যানিটেশন মার্কেট সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট-এর আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য কাজ চলছে (পিকেএসএফ ২০২১)।

অভীষ্ট-৬, লক্ষ্যমাত্রা-৬.৩

- পূর্ব থেকেই লিফট কর্মসূচি এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে পানির লবণাক্ততা দূষণমুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

- ক্ষুদ্র উদ্যোগ-উদ্দিষ্ট এসইপি প্রকল্পের আওতায় চলমান এবং উদীয়মান শিল্প উৎপাদন থেকে বর্জ্য নির্গত হয়ে যাতে পরিবেশ, পানি ইত্যাদি দূষিত না হয় সেজন্য অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন বিধিমালা রয়েছে এবং তার ওপর নাতিদীর্ঘ প্রকাশনাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পিকেএসএফ প্রণীত 'পাদুকা শিল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন' শীর্ষক পুস্তিকার সূচিপত্র থেকেই এর বক্ষমান পাঠ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ৪.০ বাংলাদেশের পাদুকা শিল্পে উৎপাদিত বর্জ্য, ৫.০ বর্তমানে বাংলাদেশে পাদুকা শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা, ৬.০ পাদুকা শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়, ৭.০ পাদুকা শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা - ইত্যাদি সূচির আওতায় পাদুকা শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যেমন আলোচনা রয়েছে, তেমনি উক্ত বর্জ্য নির্গত হয়ে বা মিশে যাতে পানি দূষণ না করে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (আহমাদ এস, জুলাই ২০২০; পৃ: ০৩)। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এসইপি প্রকল্পের আওতায় এভাবে ছয়টি ক্ষুদ্র উদ্যোগের আওতাভূক্ত খাতে বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। তাঁত শিল্প, আম উৎপাদন, কলা উৎপাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পেইস প্রকল্পের আওতায় মূল্য সংযোজন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও অনুরূপ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করার বিষয়ে বিধিমালা প্রণীত হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.৩
দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইক্লিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

সূচক-৬.৩.১
নিরাপদে পরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত।

সূচক-৬.৩.২
বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত জলাশয়ের অনুপাত।

- পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে পানি বিশুদ্ধকরণ স্থাপনা ইত্যাদি; পরিবেশ ও জলবায়ু ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট ও প্রসপারিটি প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকেও অভীষ্ট-৬, লক্ষ্যমাত্রা-৬.৩ বাস্তবায়নের আলোচনায় আনা যেতে পারে।

অভীষ্ট-৬, লক্ষ্যমাত্রা-৬.৪

• পূর্বেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ দেশে সুষম পানি ব্যবস্থাপনা এবং তার উন্নয়ন; পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় নির্ধারণ এবং সেক্ষেত্রে সরকারসহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.৪
২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

• পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ এবং কৃষক উভয় পর্যায়ে পিকেএসএফ সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। সাধারণ মানুষ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা পান করার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।

সূচক-৬.৪.১
সময়ের সাথে পানির ব্যবহার দক্ষতার পরিবর্তন
সূচক ৬.৪.২
পানি চাপের মাত্রা: প্রাপ্তব্য বিশুদ্ধ পানি সম্পদের অনুপাত অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার।

• পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে লিফট, সমৃদ্ধি ইত্যাদি মূলধারা কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার রপ্তকরণে কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অভীষ্ট-৬, লক্ষ্যমাত্রা-৬.খ

• পিকেএসএফ উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা চালু রেখেছে। স্থাপনাগুলো থেকে যাতে দরিদ্র মানুষ সুলভে পানি ব্যবহার করতে পারে সেজন্য যতোটা সম্ভব পানির লভ্যতা ও এর ভোগব্যয় তাদের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পিকেএসএফ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাকে লিফট কর্মসূচি ও সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ঋণ ও অনুদান প্রদান করেছে। একমাত্র লিফট কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্থাপনাসমূহে জুন ২০১৬ – ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২,০০,১৭,২৭৪ লিটার পানি উৎপাদিত হয়। এর মাধ্যমে আনুমানিক ৫০ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছে। এক লিটার পানি প্রাপ্তির জন্য ভোক্তা জনগোষ্ঠীকে লিটার প্রতি নামমাত্র ০.৫০ টাকা থেকে এক টাকা (০.৯৬ টাকা) প্রদান করতে হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.খ
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করা।

সূচক-৬.খ.১
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রায়োগিক নীতিমালা ও পদ্ধতিসহ স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটের অনুপাত।

অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি
সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা



অভীষ্ট-৭: লক্ষ্যমাত্রা-৭.১

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ন্যূনতম চাহিদা পূরণকল্পে এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরিকৃত উন্নতমানের সোলার হারিকেন ও সোলার হোম সিস্টেম অংশগ্রহণকারী খানায় সরবরাহ করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অর্থে বা সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে ঋণ বা অর্থ পরিষেবা গ্রহণের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করে। কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়নের অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা যাচাই করে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে মোতাবেক সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ৬০ হাজারের বেশি সোলার হোম সিস্টেম অংশগ্রহণকারী খানায় প্রদান করা হয়েছে (কাদের এফ ২০২০)। সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সৌরবিদ্যুৎ সামগ্রী সংগ্রহ করা হচ্ছে (আহমদ কিউ. কে. ২০১৭; পৃ: ২৬-২৭)।

লক্ষ্যমাত্রা-৭.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।

সূচক-৭.১.১
বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত।
সূচক-৭.১.২
পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত।

অভীষ্ট-৭: লক্ষ্যমাত্রা-৭.খ

- বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। দেশটির একটি বিশাল অংশ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওরে পরিপূর্ণ। এ সকল অঞ্চলে এখনও জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ বা কয়লার ব্যবহার সাধারণের অভ্যাসে পরিণত হয়নি। সিংহভাগ মানুষ কাঠের গুড়ি, জ্বালানি কাঠ, খড়-কুটা ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে তাদের রান্না-বান্নার কাজ সারে। অন্যদিকে, তারা যে চুলায় রান্না করে তার ওপরের অংশ তো বটেই পাশের প্রায় সব দিকেই বাতাস ঢোকার

প্রয়োজনে খোলা রাখা হয়। এ সকল চুলায় যদি কোন দাহ্য বস্তু পরে তখন আগুনের উৎপত্তি হয়ে বা কোন স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে অনেক সময় যে ঘরে ঐ চুলাটি ব্যবহার করা হয় তা এবং আশেপাশের ঘরবাড়ি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। অনেক সময়েই এ সকল ঘটনা জানমালের ক্ষতির কারণ হয়। অনেকে নিঃস্ব হয়ে পথে বসে। পিকেএসএফ মানুষকে এসকল ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তার মাধ্যম হিসেবে আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি অবকাঠামোতে অভিগম্যতা প্রদানের চেষ্টা করে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বন্ধুচুলা কার্যক্রম জ্বালানী দক্ষতা উন্নয়ন ও দক্ষভাবে জ্বালানি ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের উদাহরণ। রান্নাঘরের আগুন থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও রাঁধুনিদের শারীরিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য সাধারণ চুলার পরিবর্তে বন্ধু চুলার প্রচলন করা হয়। এ চুলা থেকে আগুন বাইরে বের হতে পারে না। চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া ঘরের বাইরে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটনের সুযোগ নেই এবং চুলা ব্যবহারকারীর ধোঁয়াজনিত স্বাস্থ্য ক্ষতি হয় না। বন্ধুচুলায় সাধারণ চুলার তুলনায় উপকরণ খরচ কম হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে রান্না করা যায়। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অর্থ বা সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ বা অর্থ পরিষেবা গ্রহণ করে বন্ধু চুলা স্থাপন করছেন। এ পর্যন্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচি হতে অংশগ্রহণকারী খানায় প্রায় ৩১ হাজার এ রকম চুলা সরবরাহ করা হয়েছে (কাদের এম. এফ ২০২০)। উল্লেখ্য, স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদার নিরীখে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)-এর নিকট থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সৌরবিদ্যুৎ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে (আহমদ কিউ. কে. ২০১৭; পৃ: ২৬-২৭)। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ জনপদে অগ্নিকাণ্ড এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তি যে সকল কারণে ঘটছে তার পেছনে দেশব্যাপী বন্ধুচুলার মতো নিরাপদ চুল্লী ব্যবহার ভূমিকা রেখে থাকতে পারে। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত এ পরিষেবা আক্ষরিক অর্থে বর্তমানে শুধু গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন জেলা-উপজেলা শহর ঘেঁষে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর-নগর দ্রুতলয়ে গড়ে উঠছে সেখানকার জনগোষ্ঠীকেও প্রদান করা হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৭.খ
২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানী অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

সূচক-৭.খ.১
টেকসই উন্নয়ন সেবার অবকাঠামো ও প্রযুক্তির জন্য আর্থিক হস্তান্তরে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণসহ জিডিপি-র শতকরা হিসেবে জ্বালানি দক্ষতার বিনিয়োগ।

অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন



অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.১

- বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে সাত শতাংশ বা তার কাছাকাছি জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। পিকেএসএফ-ও তার কর্মকাণ্ড এমনভাবে সাজিয়েছে যা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়। জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অবদান ২৫ শতাংশের মতো (কাদের এম. এফ. ২০২০)। পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের একটি বড় খাত দরিদ্র বা দারিদ্র্য হতে মুক্ত হচ্ছে এমন খানাকে ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎসাহিত করা বা এ সকল খানার চলমান ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা। পিকেএসএফ-এর মোট সম্পদের ন্যূনতম ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে বিনিয়োজিত রয়েছে (পিকেএসএফ এমআইএস ২০২০)।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.১
জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন।

সূচক-৮.১.১
মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার।

- পিকেএসএফ অর্থায়নাধীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল কর্মকাণ্ড যাতে দারিদ্র্য নিরসনের সাথে সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয় সেদিকে খেয়াল রেখে বাস্তবায়ন করা হয়। একই উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ক্ষুদ্র অর্থায়নে সীমিত না রেখে এখন চলমান উদ্যোগে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টিতে বড় আকারে অর্থায়ন শুরু করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্তরে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী প্রদান করা হয় বলে সাম্প্রতিককালে ক্ষুদ্রঋণকে উপযুক্ত ঋণও বলা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে পিকেএসএফ একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের মাধ্যমে একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যদিকে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.২

- বিগত দু' বছরে পিকেএসএফ অর্থায়িত ১১,৩৪,৪৭৮টি সাধারণ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত হয়েছে (ক্ষুদ্র উদ্যোগ, পিকেএসএফ ২০১৯)। পরবর্তী দু' বছরে আরো ২.০ লক্ষ নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করার কথা ছিলো।

• বিগত দু' বছরে ক্ষুদ্র উদ্যোগে গড় বিনিয়োগ ৯১,৩০২ টাকা থেকে ১,২৭,১৯৬ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে তা ১,৫০,০০০ টাকায় উন্নীত হতে পারে।

• ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে যাতে শুধু অগ্রসর জনগোষ্ঠীই প্রবৃদ্ধি অর্জন করে না তার ফল অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীও ভোগ করতে পারে। সেজন্য প্রতিটি ক্ষুদ্র উদ্যোগে যাতে পারিবারিক শ্রমের সাথে সাথে মজুরি শ্রমেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়, যাতে কর্মসংস্থান লাভের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সরাসরি প্রবৃদ্ধির সুফল লাভ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.২
উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।

সূচক-৮.২.১
প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার।

• প্রথমদিকে পিকেএসএফ শুধু অর্থায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন অংশগ্রহণকারী খানার সকল আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যাতে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রায়োগিক উদ্ভাবনার সুযোগ থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়, তা কৃষিখাতে হোক বা অকৃষি খাতেই হোক না কেন। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসএপি, এমডিপি এবং আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় উচ্চমূল্য সংযোজনী খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জনের নিমিত্ত বিভিন্ন পরীক্ষণ ও অনুশীলন হচ্ছে। 'গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা' কার্যক্রমের আওতায়ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়ন শুরু করেছে।

• নাগরিক সেবার উদ্ভাবনী অনুশীলনের জন্য সরকারিভাবে গঠিত 'উদ্ভাবন কৌশলগত পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন বিধিমালা ২০১৫'-এর ভিত্তিতে পিকেএসএফ-এ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উদ্ভাবন দল গঠন এবং একটি বার্ষিক উদ্ভাবন কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ নাগরিক সেবা সহজতরকরণ এবং সেবাগুচ্ছের মানোন্নয়ন ও তা পরিবেশনে উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম অনলাইন ট্রেনিং এবং স্কিল লার্নিং প্লাটফর্ম ধারণা তিনটির পরীক্ষণ (পাইলটিং) পর্ব সম্পন্ন করেছে।

• প্রতি দু' বছরে উন্নয়ন মেলা আয়োজন, সহযোগী সংস্থাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং শিক্ষা সফর বিনিময় এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার চাকুরেদের বিদেশে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সম্পৃক্ততা বজায় রাখে এবং তার প্রবর্ধনে ভূমিকা রাখে।

• উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জনের

নিমিত্ত পিকেএসএফ বিএইউ, বিআরআরই, বিএলআরআই, বিসিএসআইআর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে জ্ঞান আদান প্রদান এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে (কাদের এম. এফ. ২০২০; স্লাইড নং ১৩)।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৩

শোভনকর্ম কর্মজীবনে মানবের সকল ইচ্ছার প্রতিফলন - কর্মে উৎপাদনশীলতা প্রদর্শনের সুযোগ এবং যে কর্ম ন্যায্য আয়-প্রদেয়, যে কর্মের সম্পাদনস্থলে নিরাপত্তা রয়েছে এবং যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিক উন্নতি এবং সামাজিক সমন্বয় ও উদ্বেগ প্রকাশের অবারিত সুযোগ থাকে; যেখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকে এবং কারো প্রতি আচরণে ভিন্নতা প্রদর্শন করা হয় না। জাতিসংঘ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাধারণ সভায় শোভন কর্মের বিষয়ে চারটি স্তম্ভ নির্ধারণ করে - সর্বক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে অধিকার এবং সামাজিক সংলাপ (আইএলও ২০২১), যা ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির অঙ্গীভূত হয়েছে। বাস্তবে, শোভনকর্ম ব্যক্তির সেই কর্মসংস্থান যা তার কর্মনিরাপত্তা এবং পারিশ্রমিকের নিরিখে মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখে এবং যা তার শারীরিক-মানসিক একাগ্রতা সমুন্নত রাখায় সহায়ক।

- পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যে সকল পরিষেবা প্রদান করে আসছে অর্থ পরিষেবা তার মধ্যে প্রধানতম। সময়ের বিবর্তনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য পিকেএসএফ তার প্রদত্ত পরিষেবাগুচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক বহুমাত্রিকতা আনলেও অর্থ পরিষেবা এখনও প্রধানতম। ১৯৯০ সাল থেকে পিকেএসএফ গ্রামীণ দরিদ্রদের পরিবারভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা বা যুক্তদের কর্মকাণ্ড আরো বলিষ্ঠ করার জন্য অত্যন্ত সাধারণভাবে অর্থ পরিষেবা প্রদান শুরু করে (গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ বা রুরাল মাইক্রোক্রেডিট যা জাগরণ কার্যক্রম নামে পরিচিত)। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের তাগিদে আজ যেমন তা শহরেও ব্যাপকভাবে প্রদান করা হচ্ছে, তেমনি দরিদ্রদের অবস্থা, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা এবং অন্যান্য অবস্থা ভেদে এ অর্থ পরিষেবায় বৈচিত্র্য এসেছে এবং এর সাথে বিভিন্ন কারিগরি-প্রযুক্তি-জ্ঞানগত সহায়তা যুক্ত করে উত্তরোত্তর বিচিত্র পরিষেবাগুচ্ছ তৈরি করা হচ্ছে এবং তা দরিদ্র মানুষকে ক্রমান্বয়ে উন্নত পরিবেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৩
আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা।

সূচক-৮.৩.১
লিঙ্গভেদে অকৃষি কাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত।

- দেশে ৬.৮ কোটি মজুরি শ্রমিকের ৮৫ ভাগ অনানুষ্ঠানিক খাতে, যাদের কাজ বিরাট অংশ শোভন নয়, উৎপাদনশীল নয়। দেশে শোভন কাজের সুযোগ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। সাধারণ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড (যা এখনও শোভন নয় বা যে কর্মে ব্যক্তির জন্য আদর্শ পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি এমন কর্ম)-কে শোভনকরণে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নবতর জ্ঞানের চর্চা অনস্বীকার্য। সে নিরিখে পিকেএসএফ বিভিন্ন চিন্তন প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে।

- পিকেএসএফ দরিদ্র এবং অতিদরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা সহজলভ্য করা এবং তা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে যাতে অংশগ্রহণকারীরা কার্যকরভাবে বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্য তার প্রায় সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চেষ্টা করে থাকে।

- আর্থিক পরিষেবা সকল দরিদ্রদের মাঝে সহজলভ্য করার জন্য অতিদরিদ্র বা প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে থাকে। যেমন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সহায়তায় অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য পিকেএসএফ বুনিয়াদ কার্যক্রম এবং অতিদরিদ্র-বান্ধব প্রকল্পগুলোর আর্থিক সেবামূল্য হার অধিকতর কম ধরা হয়েছে।

- শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম সহায়ক হলেও অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, আরএমটিপি ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় বিশেষ কর্মকাণ্ড বা প্রণোদনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল রয়েছে।

- পেইস প্রকল্পের আওতায় মূলধনী সম্পদ যেমন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয় বা ইজারার মাধ্যমে অর্জনের জন্য পরীক্ষামূলক অর্থায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মকাণ্ডের আরো প্রতিরূপায়ণ হলে তা শোভন মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখবে।

- শুধু অগ্রসর কার্যক্রমের উদ্যোগী সদস্য নয়, প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এমনকি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী উদ্যোগী হলেও যাতে তাদের পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত বড় ও শোভন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে ২৫ হাজার টাকার এক বছর মেয়াদি উদ্যোগ ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে, যা তারা সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবে। এমনকি তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে ব্যবসা খাতে তাদের মৌসুমী বর্ধিত অর্থের চাহিদা মেটানোর জন্য এক বছর মেয়াদি সহজিয়া বা নমনীয় ঋণ, মৌসুমী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে (পিআইপি, পিপিইপপি ২০১৮; পৃ: ০৭)।

- পেইস এবং এসইপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পে সাধারণভাবে ব্যবহৃত যন্ত্রের সাথে আধুনিক যান্ত্রিক সাক্ষরতার সূচনা হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে আধুনিক ব্যবসায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এসব যন্ত্র পরিষেবা ব্যবহারের ফলে ঢাকার অদূরে ভৈরবে ত্বরিৎ উদীয়মান পাদুকা শিল্পে পরিবেশ বান্ধব যন্ত্রসেবা ব্যবহারের অনুশীলন শুরু হয়েছে, যার সম্প্রসারণ দেশে পরিবেশ সম্মত শিল্প বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

• সে সকল লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য যাতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান স্পর্শ করে এজন্য পিকেএসএফ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন স্তরে যাতে পণ্যের মূল্য সংযোজিত হয় সেজন্য কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বৃহত্তম প্রকল্প বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত এসইপি।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৪

• অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ প্রথম থেকেই সজাগ। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে দরিদ্র মানুষের কর্মকাণ্ড যাতে কোনোভাবেই পরিবেশ বিনষ্টকারী না হয় এবং তা মানব-স্বাস্থ্যের পরিপন্থি না হয় সেজন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম শুরুর প্রথমদিকেই একটি বিধিমালা প্রস্তুত করে এবং সে নিরিখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (ফেডেক) প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করছে কিনা সে বিষয়ে পরিবেশ নিরীক্ষা পরিচালনা করা হতো (পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩; পৃ: ৬); সম্প্রসারিত অবয়বে যার অনুশীলন বর্তমানে পেইস এবং এসইপি প্রকল্পে অব্যাহত রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৪
উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা।

সূচক-৮.৪.১
ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট, মাথাপিছু ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট এবং জিডিপি প্রতি ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট।

সূচক-৮.৪.২
দেশজ বস্তুগত ভোগ, মাথাপিছু দেশজ বস্তুগত ভোগ এবং জিডিপি প্রতি দেশজ বস্তুগত ভোগ।

• পরিবেশ সম্মতভাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। সম্প্রতি এ বিধিমালাগুলো হালনাগাদ করে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

• জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রেখেছে।

• পূর্বেই বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে এসইপি প্রকল্প পিকেএসএফ-এর বিশেষায়িত উদ্যোগ। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এ প্রকল্পটির আওতায় মোট ২০,০০০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগের মধ্যে অন্তত

একটি টেকসই পরিবেশগত অনুশীলনের চর্চা করবে। শুধু তাই নয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্তত ৪০ ভাগ টেকসই পরিবেশগত অনুশীলন চালিয়ে যাবে (পিকেএসএফ পোর্টাল, পিকেএসএফ ২০২০)। আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী খানাকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজনে সহায়ক পরিবেশ সম্মতভাবে উচ্চমূল্যের বাণিজ্যিক কৃষি সম্প্রসারণে সহায়তা করা হয়।

- আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৈশ্বিকভাবে দক্ষতা উন্নয়নের নির্দেশক। পিকেএসএফ-এর প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মকাণ্ড এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৫

- ২০১০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত দেশে সাত বছরে তরুণ বেকারের হার (৬.৩২ থেকে ১১.৩৭ শতাংশ) দ্বিগুণ হয়েছে। এ ধারা রোধে সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে পিকেএসএফ-ও কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য পিকেএসএফ-এর সকল অর্থায়ন কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও সীপ প্রকল্পের আওতায় নিবিড় দক্ষতা উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৯ সময়ে বিভিন্ন কাজে ১৭,৫৩২ জন যুব পুরুষ ও নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষিতদের ১৩,২১৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে এবং ৪,৩১২ জন (৩৩ শতাংশ) স্বকর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। ২,০৭১ জন নারী প্রশিক্ষিতকেও কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে (এমআইএস, সীপ প্রকল্প, ডিসেম্বর ২০২০)। এ প্রকল্পের যে বিশেষ দিকটি প্রণিধানযোগ্য তা হলো এর লক্ষিত দক্ষতা বৃদ্ধি খাতসমূহ: ওয়েব ডিজাইন এবং গ্রাফিক ডিজাইন, তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা (আইটি সাপোর্ট), প্লাম্বিং এ্যান্ড পাইপ ফিটিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস, মোবাইল ফোন মেরামত, অটোমোবাইল মেরামত, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড মেটাল মেকানিক্স, রড বাইন্ডিং/স্টীল ফিক্সার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, লেদার মেকিং এ্যান্ড লেদার গুডস, মেকানিক্যাল এগ্রিকালচারাল ফার্মিং, এবং ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন। প্রশিক্ষণের জন্য এমন বিষয় পণ্য-সামগ্রী বা সেবা-পরিষেবাকেই বেছে নেয়া হয়েছে বাজারে সাধারণের নিকট যাদের সন্দেহাতীত বিপণন মূল্য রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৫
২০৩০ সালের মধ্যে যুব সমাজ ও অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং সমপরিমাণ/ সমমর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা।

সূচক-৮.৫.১
পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তিভেদে নারী ও পুরুষ কর্মীর ঘণ্টা প্রতি গড় উপার্জন।
সূচক-৮.৫.২
পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে, বেকারত্বের হার।

• অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় উদ্যোগী দরিদ্র খানার উদ্যোগকে এ সংক্রান্ত সহায়তা করার জন্য দেশব্যাপী ১০০০টি ব্যবসায়গুচ্ছ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়নসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

• পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত শুধু ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে, এর মধ্যে ১৩ লক্ষ স্বকর্মসংস্থান বা স্বনিয়োজন এবং ১২ লক্ষ মজুরি কর্মসংস্থান বা নিয়োজন (কাদের এম.এফ. ২০২০)।

• প্রলম্বিত কোভিড পরিস্থিতি উত্তরণে জীবিকা পুনর্বাসন ঋণ বা লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল) বিষয়ক নীতিমালা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে পিকেএসএফ সরকারের আর্থিক বিভাগের নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'দরিদ্র কৃষকদের কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা', 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প' সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা এবং 'প্রশিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান' এর লক্ষ্যে এ বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

উদ্যোগী তরুণদের নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য আর্থিক সক্ষমতা দিতে পিকেএসএফ পেইস প্রকল্পের আওতায় শুরুর পুঁজি (স্টার্ট-আপ ক্যাপিটাল) প্রদান কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করা হবে।

• উদ্যোগী তরুণদের নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য আর্থিক সক্ষমতা দিতে পিকেএসএফ পেইস প্রকল্পের আওতায় শুরুর পুঁজি (স্টার্ট-আপ ক্যাপিটাল) প্রদান কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করা হবে।

• জাতিসংঘের জরিপে বাংলাদেশের ১৫ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। সাধারণভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের বোঝা মনে করা হয়। ভাবা হয়, তাদের এমন কর্মদক্ষতা বা সামর্থ্য নেই যার দ্বারা উপার্জন করে স্বাবলম্বীতার সাথে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই অসমর্থ মনে করা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিরাট অংশকে কর্মক্ষম করা সম্ভব। পিকেএসএফ, উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে অসমর্থ (বা বিশেষভাবে সমর্থ) জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে। লিফট কর্মসূচির আওতায় সীমিত পরিমাণে হলেও এ জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করা হচ্ছে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় তাদের জন্য বৃহত্তর পরিসরে কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হচ্ছে (পিপিইপিপি প্রজেক্ট, পিকেএসএফ পোর্টাল ২০২০)।

• অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার নজির হিসেবে পিকেএসএফ তার জনবল নিয়োগের সময় বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে। পিকেএসএফ ভবনটির ভৌত অবকাঠামোতে বিভিন্ন সুবিধাদি অসমর্থ জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী করে স্থাপন করা হয়েছে (যেমন, লিফটে বিকল্প সুইচ, প্রসাধনে বিশেষ উপবেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি)। প্রতিষ্ঠানটির কার্যলয়ের মূল ফটকে যে হাল্কা জল-খাবারের দোকান সেখানে যে দু'জন কর্মী কাজ করে তারা

প্রতিবন্ধী নারী। এ থেকে পিকেএসএফ-এর নীতি নির্ধারক এবং ব্যবস্থাপনার সর্বতো মানবকেন্দ্রিক নীতি ও কর্মকৌশল এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামনে নিয়ে যাওয়ার নিরন্তর অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৬

- দেশে বর্তমানে ২৬.৭৭ লাখ মানুষ (৪.৪ শতাংশ) বেকার। পিকেএসএফ যে সকল দরিদ্র খানায় অর্থায়ন করে একদিকে সে সকল খানায় যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি সে সকল খানার বেকারত্বও লাঘব হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের আওতায় অর্থায়নের পাশাপাশি কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তদুপরি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং সীপ, পেইস ও এসইপি ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় যুবকদের বেকারত্ব মোচনে বিশেষ কর্মকাণ্ড রয়েছে (যার অনেকটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে)। আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায়ও যুবদের অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ নির্দেশনাসহ কৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৬
কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

সূচক-৮.৬.১
শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪ বছর) অনুপাত।

- সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচির আওতায় তরুণ-যুবাদের শিক্ষা-সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড রয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের ঝরে পড়া রোধক কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা বা বৈকালিক শিক্ষা কার্যক্রম এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৭

- পিকেএসএফ ২০১৩ সালে অরক্ষিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে যে কৌশলপত্র তৈরি করেছে তা জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদ সাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য অনুকূল।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৭
জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদ সাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশু সৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

সূচক-৮.৭.১
লিঙ্গ ও বয়সভেদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে যৌনজীবী, হিজড়া, পথশিশু ইত্যাদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, তাদের সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও এ সকল সমস্যার সমাধানকল্পে পিকেএসএফ-এর করণীয় নির্ধারণের নিমিত্ত আলাদা আলাদা নাতিদীর্ঘ সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে (কবির ই. জা. ২০১৮)। উল্লেখ্য, এতে প্রাপ্ত সুপারিশের অনেকগুলোর অনেকটা পিকেএসএফ আগে থেকেই বাস্তবায়ন করে আসছে।

• লিফট কর্মসূচি ও প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মকাণ্ড গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নও শুরু করা হয়েছে।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৯

• স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্য সম্ভারের প্রবর্ধন-সহায়ক ও কর্মসৃজনী টেকসই পর্যটন শিল্প প্রসারে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বেশ জোরালো। প্রতি দু' বছর অন্তর পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা আয়োজন করে থাকে। এই মেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রম, ইউনিট, কর্মসূচি বা প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে তৈরিকৃত অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সুযোগ থাকে। দ্বি-বার্ষিক এ মেলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ সকল অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থার শিল্পীরা লোকজ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় পরিবেশন করে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি ইউনিটের আওতায়ও পরাক্ষভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি লালনকারী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৯
স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যসম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটন শিল্প প্রসারের অনুকুলে ২০৩০ সালের মধ্যে নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।

সূচক-৮.৯.১
মোট জিডিপি'র অংশ হিসেব পর্যটন ভিত্তিক জিডিপি-র অনুপাত ও প্রবৃদ্ধির হার।

• প্রায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত উপরিউক্ত উন্নয়ন মেলার আর একটি দিক আলোচনা সভা, মতবিনিময় এবং কর্মশালা। ঐ সকল আলোচনায় রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, যেমন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি যথা প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ীসহ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, তাদের জীবন-জীবিকা ইত্যাদি বিষয় তাদের গোচরীভুত হয়। যা এ মেলাকে শুধু পণ্যের মেলায় সীমায়িত না রেখে জ্ঞানের মেলায়ও পরিণত করে। এ সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী খানার অর্থনৈতিক প্রবর্ধন নিশ্চিতকরণে সহায়ক হয়।

• বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স স্টাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক ২০১৭-২০১৮ থেকে জানা যায়, দেশে ৪৯৬টি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ২,৭৪,৪৪৮ জন মানুষ কাজ করে (সিডিএফ ২০১৯)। জরিপে এ সকল খানার অধিকাংশই পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পরিষেবা প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর মোট সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২৮০টির মতো। যদি এর সাথে খাতের অগ্রমুখি সংযোগ (ফরওয়ার্ড লিংকজ) এবং পশ্চাৎমুখি সংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ)-এর অভিঘাত যোগ করা হয় তবে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের কর্মসৃজন প্রভাব আরো বহুধা বিস্তৃত। এর সাথে

পিকেএসএফ যে সকল অংশগ্রহণকারী খানার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অর্থসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে সেখানে সৃষ্ট কর্মসংস্থান বিবেচনা করলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিকেএসএফ দেশে নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাতারে গণ্য হতে পারে।

- সবচে' পিছিয়েথাকা জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্য নিরসন হার সবচে' সবল জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্য নিরসন হার থেকে সর্বোচ্চ দু' শতাংশ বা তার কম হওয়া উচিত। পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা প্রশমনে অবদান রাখছে। পিকেএসএফ-এর এ সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দরিদ্রদের বাণিজ্য-প্রবর্ধন সহযোগিতা যেমন দক্ষতা উন্নয়ন, বিপণন, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিতরণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর, নিরবচ্ছিন্ন তহবিল প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

- সরকার পর্যটন খাতকে দেশের অন্যতম প্রবৃদ্ধিযন্ত্রে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পিকেএসএফ সে ধারার সাথে একাত্ম হয়ে নভেম্বর ২০১৯-এ সম্ভাবনাময় কিন্তু অবহেলিত ভোলার চর কুকরি মুকরিতে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে পেইস প্রকল্পের আওতায় একটি মূল্যশৃঙ্খল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ৯০ শতাংশ মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এ এলাকায় বছরের প্রায় পাঁচ মাস কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকে না। সে নিরিখে চর কুকরি মুকরির নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে উপস্থাপন করে এ এলাকার আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। সেজন্য উক্ত চরে বিভিন্ন সেবা সহজলভ্য করা, সেবা পরিবেশনকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (পেইস প্রকল্প, পিকেএসএফ ২০১৯; পৃ: ১)। একইভাবে আগস্ট ২০১৯-এ চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডে পাহাড়ি নৈসর্গিক সৌন্দর্য কাজে লাগিয়ে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে মূল্যশৃঙ্খল উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরি শ্রম সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে) উন্নয়ন। এ প্রকল্পের প্রধান দু'টি কাজ: পরিষেবা পরিবেশক উন্নয়ন পূর্বক পর্যটকদের পরিবেশবান্ধব গুণগত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং ই-কমার্স প্লাটফর্ম উন্নয়নপূর্বক উক্ত পরিবেশকদের ই-কমার্স সাইটে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং কমিশনভিত্তিক পরিষেবা (সার্ভিস) বিক্রয়ের মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন (পেইস প্রকল্প ২০১৮, পিকেএসএফ; পৃ: ১)।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.১০

- ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত দরিদ্র মানুষকে যে অর্থসেবা দেয় তা অনেকটা ব্যাংকিং সেবার পরিপূরক বা তারচেয়েও বেশি (ইউনুস এম. ১৯৯৯)। কারণ ব্যাংকিং সেবায় শুধু অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু পিকেএসএফ-এর প্রদত্ত সেবায় অর্থের পাশাপাশি তথ্য, প্রযুক্তি, পরামর্শ ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

• ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ সাধারণভাবে দরিদ্রদেরকে অর্থসেবা প্রদান শুরু করে। ২০০২ সালে সাধারণভাবে অর্থসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এতোকাল এ পরিষেবা প্রাপ্তির অযোগ্য বিবেচিত অতিদরিদ্রদেরকেও অর্থসেবা প্রদান করা যায় কিনা এফএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে তার পরীক্ষণ শুরু করে। সফল পরীক্ষণের ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে থেকে মূলধারা কার্যক্রমে অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে এ কার্যক্রমটি বুনিয়াদ কার্যক্রম নামে অভিহিত।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.১০	*সূচক-৮.১০.১*	*সূচক-৮.১০.২*
সকলের জন্য ব্যাংকিং, বীমা ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার প্রসারিত করতে দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।	*প্রতি ১,০০,০০০ বয়স্ক জনে এটিএম বুথ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা।*	*ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা মোবাইলে অর্থসেবা প্রদানকারী সংস্থায় একাউন্টধারী বয়স্ক মানুষদের (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) অনুপাত।*

• বুনিয়াদ কার্যক্রমের মাধ্যমেও যে সকল বিশেষ অতিদরিদ্র গোষ্ঠীসমূহ অর্থ পরিষেবার বাইরে রয়ে গিয়েছে বা থেকে যেতে পারে তাদেরকেও কিভাবে অর্থসেবার আওতায় আনা যায় সেজন্য পিকেএসএফ জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ঘোষিত হবার আগে ২০১৩ সালে একটি কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে।

• প্রকল্পের আওতায় ৪০টি সহযোগী সংস্থাকে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, একটি সমন্বিত তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং সহায়ক সামগ্রী (যেমন, ল্যাপটপ) এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের ক্ষুদ্রবীমা সেবা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সহায়ক সামগ্রী, যেমন নাটিকা ও তথ্যচিত্র প্রচারের সুবিধার্থে ভিডিও প্লেয়ার, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

• ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে সাথে পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে বীমা পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। বীমা পরিষেবার ধরন এবং প্রমিত ঝুঁকি বহন এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিকতা যাচাইয়ের জন্য ইতোমধ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এডিপি)-এর মতো প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের বিষয়টিও অনেকদূর এগিয়েছে।

• পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যাতে দরিদ্র মানুষের জন্য সকল প্রকার অর্থ পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সেজন্যও পিকেএসএফ কাজ করে।

• ইতোমধ্যে পিকেএসএফ তার উদ্ভাবন দলের মাধ্যমে স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছে, যার উদ্দেশ্য পরিষেবার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং পরিদর্শন সহজ ও এতৎসংক্রান্ত ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হয়।

অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ



অভীষ্ট-৯, লক্ষ্যমাত্রা-৯.১

লক্ষ্যমাত্রা-৯.১
সকলের জন্য মূল্য সাশ্রয়ী ও ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ।

সূচক-৯.১.১
সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক-৯.১.২
পরিবহনের ধরন অনুযায়ী যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের পরিমাণ।

- পিকেএসএফ-এর সংযোগ কর্মসূচির আওতায় কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য অতিদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখা হলেও এর মাধমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ করা হয়, যা সকলের জন্য বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা গ্রহণ বা প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রে প্রবেশ্যতা সহজ করে দেয়। যেমন, বিলের মধ্যে অবস্থিত বাড়ির সাথে এ কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরিকৃত সংযুক্তি রাস্তা, সংস্কারকৃত ভাঙা রাস্তা, ভেরিবাধ ইত্যাদি দিয়ে হেঁটে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী হাটবাজারে গমন করে কেনাকাটা করতে পারে, কাজে যেতে পারে।

- স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন বা মেরামত এবং এলাকার রাস্তাসমূহে ছোট ছোট সাঁকো বা কালভার্ট তৈরির স্থানীয় সমাজ-ভিত্তিক (কমিউনিটি বেইজ্‌ড) উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বে এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান ও সম্ভাব্য খরচ নির্ধারণ করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। একটি আলাদা কমিটির মাধ্যমে অবকাঠামোটির নির্মাণ বা মেরামতের কাজ সম্পাদিত হয় (আহমদ কিউ. কে. ২০১৭; পৃ: ৩৯)।

- সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ঘরের ভিটি উঁচু করা, লবণাক্ততা ও খরাপ্রবণ এলাকায় পুকুরের পুনঃখনন স্থানীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এ প্রকল্পের আওতায় ১২,৭৯৬টি লবণাক্ততা প্রবণ এবং বন্যাপ্রবণ খানার ঘরের ভিটি উঁচু করা হয়, ১৪.২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক মেরামত করা হয়, ১২,৭৯৬টি

বসতবাড়িতে সবজিখামার তৈরি করা হয়, ৩৬টি সামাজিক মাঠ বা প্রাঙ্গণ (কমিউনিটি গ্রাউন্ড) উঁচু করা হয়, এবং ২৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয় (সিসিসিপি ২০১৯; পৃ: ৬১)। ভৌত অবকাঠামোর এ উন্নয়ন সারা বছর শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদন, বীজতলা তৈরি, হাঁস-মুরগি ও গো-সম্পদ পালন, দুর্যোগ কবলিত মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র, সুপেয় পানি ও নিরাপদ শৌচাগার ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি করে।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.২

- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় অর্থনীতিতে অকৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে পিকেএসএফ অকৃষিখাত, বিশেষ করে প্রসেসিং (প্রক্রিয়াজাতকরণ) বা ম্যানুফ্যাকচারিং (উৎপাদন) খাতে অধিকতর অর্থ, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.২
অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।

সূচক-৯.২.১
জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মূল্য সংযোজন।

সূচক-৯.২.২
মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান।

- পিকেএসএফ অর্থ, প্রযুক্তি, কারিগরি জ্ঞান, বিপণনসহ নানা প্রযুক্তিতে সহায়তা প্রদান করে দেশব্যাপী সাধারণ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করে গ্রামীণ শিল্পায়নের বুনিয়াদ রচনা ও তার পরিপুষ্টতায় সহায়তা করেছে। উদ্ভাবনী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন পিকেএসএফ- এর কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ লক্ষিত দিক।

- উপরিউক্ত উৎপাদন খাতে অধিকতর সংখ্যায় দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন, গুচ্ছ উৎপাদন খাত নির্মাণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পেইস, ফেডেক ইত্যাদি প্রকল্পের পর বর্তমানে এসইপি, এমডিপি, আরএমটিপি ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় এ খাতে অধিকতর অর্থায়ন এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.৩

- আগেই বলা হয়েছে, দেশের ৯০ ভাগ শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এর বড় একটি অংশ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নের আওতায় আছে) অথচ দেশের মোট জাতীয় আয়ে

এদের অবদান মাত্র ২৫ ভাগ। সরকার মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্প এবং ব্যবসায়ের প্রসার কল্পে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এ খাতে অর্থায়ন সহজ করার জন্য স্মল এ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ফাউন্ডেশন (এসএমই) প্রতিষ্ঠা করেছে। পিকেএসএফ অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি এবং এমডিপি প্রকল্পসমূহের আওতায় অংশগ্রহণকারী খানাকে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ে বর্ধিত অর্থায়ন ও কারিগরিসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.৩
বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীভূত করা।

সূচক-৯.৩.১
মোট শিল্প মূল্য সংযোজনে ক্ষুদ্র শিল্পের অনুপাত।

- যুগপরিক্রমায় ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় পিকেএসএফ শুধু বর্ধিত অর্থায়ন ও কারিগরি বা প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এ সকল পরিষেবাকে যুগোপযোগীও করছে। পিকেএসএফ-এর কর্ম পরিমন্ডলে এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নে বর্তমানে অর্থ, সামর্থ্য উন্নয়ন, ব্যবসাগুচ্ছে মূল্যশৃঙ্খল, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বৈদ্যুতিন বাণিজ্য (ই-কমার্স) পরিষেবা প্রদান করে থাকে (কাদের এম. এফ. ২০১৯; পৃ: ২৩)।

- ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডে বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অগ্রসর কার্যক্রম, পেইস, এসইপি, এমডিপি, আরএমটিপি প্রকল্প; কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট; সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং সীপ প্রকল্প বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। এর আগে বাস্তবায়িত ফেডেক প্রকল্পটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২২টি উপখাতের আওতায় ৪৪টি মূল্যশৃঙ্খল উপ-প্রকল্পের মাধ্যম ১৫,৩৮২ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে কার্যকরীভাবে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিলো (ফেডেক, পিকেএসএফ পোর্টাল ২০২০), যা আগেই বলা হয়েছে।

- ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদান ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের সহজাত। কারণ, এ খাতে যে আয়তনে বা পরিমাণে এবং প্রক্রিয়ায় অর্থায়ন করা হয় তা ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের বিকাশে উপযোগী।

- সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ কাজ করছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশগ্রহণকারী খানাকে সংযুক্ত করে তাদের পণ্যের বিপণনে সহায়তা, দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন মেলার আয়োজন, পিকেএসএফ মূল ভবনে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সুযোগ এবং শুধুমাত্র তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের জন্য রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প একই উদ্দেশ্যে নেয়া। উল্লেখ্য, শেষোক্ত পরিকল্পিত ২২ তলার এ ভবনটি নির্মাণের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.৪

• ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাতের প্রবর্ধনের সাথে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু, তা যেন পরিবেশবান্ধব থাকে সেজন্য পিকেএসএফ শুরু থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করে আসছে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ বহু আগে থেকেই স্বাস্থ্য বিধিমালা অনুসরণ করে। বর্তমানে পিকেএসএফ এলক্ষ্যে বিশেষায়িত পেইস ও এসইপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পেইস প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা অনুশীলন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (পিকেএসএফ ২০২১)। প্রকল্পটি তিনটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত উপাদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সেবা ত্বরান্বিতকরণ ও পদ্ধতি রপ্তকরণ; পরিবেশবান্ধব ও বাণিজ্যিকভাবে সক্ষম ক্ষুদ্র-উদ্যোগে অর্থায়ন শক্তিশালীকরণ, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিষেবা প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.৪
২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ-ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণ ঘটাতে পারে।

• পিকেএসএফ-এর জিসিএফ প্রকল্পটিও মূল্য সংযোজনের প্রতি এককে অন্তর্জান নি:স্বরণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

সূচক-৯.৪.১
মূল্য সংযোজনের প্রতি এককে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ।

• পিকেএসএফ মূলস্রোত-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট এবং এসইপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিষয়ে পাঁচটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। এগুলো হলো, গবাদি পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হস্তচালিত তাঁতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পাদুকা শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ কলা উৎপাদন ও নিরাপদ আম উৎপাদন ইত্যাদির পরিবেশগত নির্দেশনা।

• 'কাউকে পেছনে না ফেলে যাওয়া'র নীতি অনুসরণ করে, এমনকি অতিদরিদ্র অরক্ষিত জনগোষ্ঠীও যাতে দেশের দ্রুত অগ্রসরমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে অংশগ্রহণ করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে পিকেএসএফ প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন বাজারের সাথে সংযুক্তি ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন ঘটিয়ে এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং ঝুঁকি গ্রহণের সাহস সৃষ্টির জন্য কাজ করে। উদারণস্বরূপ, তারা যে আলু উৎপাদন করে তা কাঁচা বিক্রি না করে কোনোভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে ভালো মূল্য সংযোজন করতে সক্ষম হবে (পিআইপি, পিপিইপিপি ২০১৮, পৃ: ৮)। পিকেএসএফ অংশগ্রহণকারী খানাসদস্যদেরকে এ সকল বিষয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ প্রদান করে।

• পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণে পিকেএসএফ-এর দু'টি উদ্ভাবনী প্রয়াস লিফট কর্মসূচির আওতায় চালকলের ছাই থেকে সিমেন্ট তৈরির উদ্যোগ এবং পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি যেমন গাছের গুঁড়ি, শেকড়-বাকড় ইত্যাদি দিয়ে উদ্ভাবনী কৌশলে বিভিন্ন ব্যবহারিক ও গৃহসজ্জা ও উপহারের নান্দনিক পণ্যসামগ্রী তৈরি করা। এ সকল কাজের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, শেষোক্ত উদ্যোগটি পিকেএসএফ একটি বহিঃসংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে (উদ্দিন, এম. জসীম. এবং মাওলা, জি. একিউএম ২০১৯; পৃ:১১৯)।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.৫

• বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভাবনাকে উৎসাহিতকরণের নিমিত্ত পিকেএসএফ প্রায় দেড় যুগ আগে লিফট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেখানে হোক, যে অবয়বে হোক এবং যার দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন দরিদ্র মানুষের কল্যাণার্থে গৃহীত উদ্যোগ বা প্রকল্প যাতে পরিষেবা প্রদান করে উৎসাহিত করা যায় সেজন্য পিকেএসএফ তার প্রচলিত 'শুধু সহযোগী সংস্থার মাধ্যমেই কাজ করা' এ নীতি থেকে সরে এসে সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সাথেও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে (পরবর্তীকালে 'সিসিসিপি' প্রকেল্পেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়)।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.৫
২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়াস বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতি সাধন।

সূচক-৯.৫.১
জিডিপি'র অনুপাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়।

সূচক-৯.৫.২
প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা।

• পিকেএসএফ একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং এর মোট চাকুরের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার শ'। এ সকল লোকবলের সবাই কোনো না কোনো ভাবে উন্নয়নকর্মী। এর মধ্যে অন্তত ২০ জন গবেষণা কাজের সাথে জড়িত, এদের মধ্যে ১০ জন সার্বক্ষণিক গবেষক। পিকেএসএফ নিবিড়ভাবে সমগ্র দেশে জালের মতো বিস্তৃত ২০০-এর ওপর সহযোগী সংস্থার সাথে কাজ করে। এ সকল সহযোগী সংস্থার প্রায় সকল চাকুরেই উন্নয়নকর্মী এবং তাদের মধ্যেও খুব কম হলেও সার্বক্ষণিক গবেষক আছেন।

অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস
অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা



অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.১

• দেশে পাঁচ বছরে দারিদ্র্য কমলেও অসমতা বেড়েই চলেছে (৩১.৫ শতাংশ, ২০১৬)। দেশে দরিদ্রতম ৫ শতাংশ মানুষের আয় মোট আয়ের ০.২৩ শতাংশ, ধনীতম ৫ শতাংশ মানুষের আয় ২৭.৯০ শতাংশ; ৩৮ শতাংশ আয় ধনী ১০ শতাংশের হাতে, দরিদ্রতম ১০ শতাংশের হাতে ১ শতাংশ। স্বাধীনতার পরে সকল সরকার এই অসমতা নিরসনের জন্য কাজ করেছে। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রটিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। দারিদ্র্য নিরসনের নিমিত্ত গৃহীত পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড এই অসমতা নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছে দেয়ার সরকারি নীতির বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। কারণ, দেশের ধনীক শ্রেণির প্রায় সকলেই ধনী হয়েছে শহর-বন্দরে সহজলভ্য জ্বালানী, ভৌত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, অর্থ পরিষেবা এবং শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল ব্যবহার করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অবয়বে পিকেএসএফ অর্থায়িত দু' শতাধিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের লক্ষাধিক শাখার মাধ্যমে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা পরিবেশন প্রণালী তৈরি করেছে তা দেশে সর্বনিম্ন আয়ের মানুষের সাথে সর্বোচ্চ আয়ের মানুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা দূরীকরণে নিরন্তর কাজ করছে (রায়হান এস. ২০১৮)।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.১
২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।

সূচক-১০.১.১
সর্বনিম্ন আয়ের ৪০% জনসংখ্যার মধ্যে মাথাপিছু আয় বা খানা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি হার।

• পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে সমাজে বিদ্যমান অসমতা দূরীকরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে ইতিবাচক বৈষম্য (পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন) তৈরিতে পিকেএসএফ কাজ করছে। সর্বনিম্ন আয়ের মানুষের জন্য পিকেএসএফ বর্তমানে বিশেষত বুনিয়াদ কার্যক্রম, সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি এবং প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সর্বনিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আয় বা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির পক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত অর্থ পরিষেবা অংশগ্রহণকারী খানার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড, জীবিকা উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ফলে, অসমতা হ্রাস পায়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ খাতে শুধু সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ৩৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয় (পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯)। অন্যদিকে, পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে অর্থায়ন এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমেও অদরিদ্র এবং দরিদ্র উদ্যোগী বা উদীয়মান উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য কমে আসছে। এখন পিকেএসএফ থেকে কর্মস্পৃহ উদ্যোগী মানুষ বিনা জামানতে ১০ লাখ

টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিষেবা ভোগ করছেন। এ সকল অ-ধনী উদ্যোক্তারা ক্রমে মূলধারা অর্থনীতির চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেন, কারণ তারা সংখ্যায় ধনী উদ্যোক্তাদের তুলনায় অনেক বেশি।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.২

- বয়স, লিঙ্গ, অসমর্থ (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম বা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধনের নিমিত্ত যে সকল কাজ তার অনেকগুলো পিকেএসএফ প্রথম থেকেই পরিচালনা করে আসছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.২
বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম বা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন।

- ২০১৩ সালে পিকেএসএফ, জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়ন অভীষ্ট ঘোষণার আগে, অতিদারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরি করেছিলো যাতে চিহ্নিত ১৬টি পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়া যায় এবং তাদেরকে মূলধারা সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শামিল করা যায়। বৃহৎ অর্থে শুধু অতিদরিদ্র বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, বা প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী, হিজড়া বা হাওরবাসীর জন্য নয়, পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড সকল স্তরের দরিদ্র মানুষের জীবনকে ঘিরে, তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। পিকেএসএফ-এর কর্মপরিক্রমায় রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বা ক্ষমতায়ন কিছুদিন আগ পর্যন্ত একটি তুলনামূলক অনুচ্চারিত বিষয় ছিলো। কিন্তু, লিফট কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় বা দলিতদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষমতায়নের কর্মকাণ্ড কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে।

সূচক-১০.২.১
বয়স, লিঙ্গ ও অসমর্থ জন ভেদে মাঝারি আয়ের ৫০ শতাংশের নিচে যারা বসবাস করে তাদের অনুপাত।

- দিশারী কর্মসূচি সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নারী প্রধান এবং প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিষেবাসমূহের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম রয়েছে যা লিঙ্গ এবং অসামর্থ্য প্রতিবন্ধিতার জন্য বিরাজমান অসমতা দূরীকরণে সহায়ক। কারণ, এর দ্বারা পরিবারটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারে। প্রত্যেক খানা দু' বছর ধরে মাসিক ন্যূনতম ১০০ টাকার সঞ্চয় হিসাবে খোলে। তার জমাকৃত সঞ্চয়ের সমান অর্থ তার অনুকূলে জমা করা হয়। এভাবে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়া হয়। খানাটি সমুদয় অর্থ কোনো সম্পদ ক্রয়ে ব্যয় করে। জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত এ কার্যক্রমে প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য সঞ্চয় জমা করেছেন।

- ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন-এর একটি বড় উপায় হতে পারে নিষ্ঠার সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন। এ বাস্তবায়নকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তিবর্গ

এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে 'পিপল্‌স ভয়েস: স্ট্রেনথেনিং এসডিজি ইম্প্লিমেন্টেশন ইন বাংলাদেশ' বা 'গণমানুষের কণ্ঠস্বরঃ বাংলাদেশ ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ" নামক একটি মঞ্চ গঠন করেছে পিকেএসএফ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করলে তা সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধনে সহায়ক হবে।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.৩

• বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে এবং যথোপযুক্ত আইন, নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসসহ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অসমর্থ্য যৌনজীবী, পথশিশু, হাওরে বসবাসকারী, দলিত, আদিবাসী ইত্যাদি শ্রেণিকে প্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পিকেএসএফ ভূমিকা রাখছে। পিকেএসএফ-এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.৩ বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে এবং যথোপযুক্ত আইন, নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমসহ বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসসহ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

সূচক-১০.৩.১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ বৈষম্যমূলক কোনো ঘটনায় পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে নিগৃহীত হয়েছে বা ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে মনে করে এমন জনসংখ্যার অনুপাত।

• এখানে উল্লেখ্য, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ যাতে সমান সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং কোনোভাবেই যাতে নারী পুরুষের দ্বারা নিগৃহীত না হয় সেজন্য পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থায় কঠোরভাবে সরকার ঘোষিত জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

• প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৮টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন ১৮৩টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের জন্য আনন্দময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্যে পিকেএসএফ ৯৮টি প্রবীণক্লে স্থাপন করেছে।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.৪

• পিকেএসএফ দরিদ্রদের জন্য কর্মকাণ্ড গ্রহণে যে সকল নীতিমালা গ্রহণ করেছে তা সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সহায়ক। যে ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে দরিদ্র জনসাধারণের প্রবেশ্যতা বাধাপ্রাপ্ত হয় বা যেখানে এ বেষ্টনীর ঘাটতি ব্যাপক, সেখানে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে দরিদ্র

জনসাধারণের প্রবেশ্যতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন: সংযোগ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং উজ্জীবিত, প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ড। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এ ধরনের ওকালতি বা দেন দরবার আগের তুলনায় সহজ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বিশেষ সুবিধা হলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার অবস্থা অত্যন্ত কাছ থেকে অবলোকনের সুযোগ। তার নিবেদিত এবং সৎ কর্মী বাহিনীর সাথে এ জনগোষ্ঠীর কার্যকর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার প্রণালী ও বিদ্যমান অবস্থা থেকে দিক-নির্দেশনামূলক অন্তদৃষ্টি উৎসারণ সক্ষমতা, সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী মহলে প্রবেশ্যতা এবং সেখানে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তুলে ধরার প্রেষণা, সুযোগ ও সামর্থ্য।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.৪
নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন।

সূচক-১০.৪.১
মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা হস্তান্তর সমন্বয়ে জিডিপি'তে শ্রমের অংশ।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.৫

- পিকেএসএফ-এর অন্যতম কাজ দরিদ্র জনসাধারণের জন্য পরিষেবা পরিবেশনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহায়তা করা। এ সকল প্রতিষ্ঠানে দারিদ্র্য নিরসনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়ক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি অন্যতম কাজ নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডের দক্ষতা বজায় রাখা এবং তার উন্নয়ন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ইত্যাদি বিষয়ে টেকসহিতা নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ কাজ করে। নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠানগুলোর টেকসহিতা পরিমাপ করে। এভাবেই পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠানগুলো এ, বি, সি ইত্যাদি কোন শ্রেণিভুক্ত তা নির্ধারণ করে। এখানে উল্লেখ্য, পিকেএসএফ কর্তৃক গুণগত মান নির্ভর সহযোগী সংস্থার এ শ্রেণিভুক্তিকরণ শুধু পিকেএসএফ পরিমণ্ডল নয় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকটও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.৫
বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ (প্রবিধান) ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং অনুরূপ প্রবিধানমালার বাস্তবায়ন শক্তিশালী করা।

সূচক-১০.৫.১
আর্থিক সবলতার সুযোগ।

- পিকেএসএফ প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকতা আনয়নে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন, মাত্র এক শতাংশ হারে সেবামূল্য সুবিধায় সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পরিষেবা ভোগ করছে। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমেও পিকেএসএফ কাজ করে থাকে। যেমন, ফেডেক প্রকল্পের মূল তিনটি সহায়তা ক্ষেত্রের একটি ছিলো পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, পিকেএসএফ ২০১৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর; পৃ:১)।

অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ
অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা



অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.১

লক্ষ্যমাত্রা-১১.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্য-সাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন।

সূচক-১১.১.১
শহরের বস্তি, বেআইনি স্থাপনা বা অপর্যাপ্ত আবাসনে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত।

- বিশ্বব্যাংক ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের কিছু বাছাইকৃত শহরে (পৌরসভা এবং মহানগরী বা সিটি কর্পোরেশন) বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প (এলআইসিএইচপি) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের শেল্টার লেন্ডিং এ্যান্ড সাপোর্ট অংশটি পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে, যার উদ্দেশ্য শহরের বাসিন্দা দরিদ্র এ জনগোষ্ঠীর আবাসন খাতে অর্থায়নের উপযুক্ত মডেল পরীক্ষণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনা, জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ, সম্পদের নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তি ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান। ২০১৬-২০২১ পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রথম দু' বছরের পরীক্ষণপর্ব ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ১,৭১৭টি অংশগ্রহণকারী খানা নতুন গৃহনির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণে পিকেএসএফ থেকে ঋণ পরিষেবা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, বাছাইকৃত মোট ১২টি শহরে গৃহনির্মাণ ঋণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে (পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী, ২০১৯ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯; পৃ:১২)।

- পল্লী অঞ্চলেও পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় জানুয়ারি ২০১৯ থেকে মাঠ পর্যায়ে আবাসন ঋণ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য স্বল্প আয়ের ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসরত মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা। বর্তমানে ১৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে, আগে যে সকল দরিদ্র খানা সড়কের ওপরে ঝুপরি খুপরি তৈরি করে বসবাস করতো, যাদের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা ছিলো না বা অন্যের ঘরে বসবাস করতো তারাও মূল্যসাশ্রয়ী নিজস্ব আবাসন সুবিধা পাচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি নির্মাণের অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর মূল ধারায় এ কর্মসূচীর আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

• দরিদ্র দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তার মাধ্যমে টেকসই নগর বিনির্মাণ সম্পৃক্ত না হলেও টেকসই জনবসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা অনেক আগে থেকেই রয়েছে। যেমন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে এ খাতে সহায়তার সুযোগ। ঘূর্ণিঝড় সিডর কবলিত জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ সাহস প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামত বা বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন ঘর নির্মাণের জন্য সহায়তা প্রদান করেছে।

অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.৩

• যাদের আগে ভূমির মালিকানা ছিলো কিন্তু কালের স্রোতে তা হারিয়ে গিয়েছে অথবা যারা কখনও ভূমির মালিকানা ভোগ করেনি বা এ বিষয়ে তারা রাষ্ট্রীয় আইনী কাঠামোতেই কোনো কারণে ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত এমন জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার রক্ষা বা তা উন্নয়নে পিকেএসএফ কাজ শুরু করেছে। লিফট কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্রদের জন্য জমি ইজারা বা বন্ধক ঋণ কার্যক্রম ভূমিহীন অতিদরিদ্রদের আইনানুগ ভূমি ভোগের অধিকার দিচ্ছে। বর্তমানে দলিত এবং আদিবাসীরাও এ সুবিধা পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সীমায়িত পরিসরে হলেও যে সকল মানুষের ভূমির মালিকানা ছিলো বা আছে, কিন্তু দলিল-পর্চায় সমস্যা রয়েছে, তাদের এ সমস্যা সমাধান করার জন্য পিকেএসএফ অত্যন্ত সীমিত পরিসরে হলেও কাজ হাতে নিয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১১.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ন ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সূচক-১১.৩.১
জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হারের সাথে ভূমি ব্যবহার হারের অনুপাত।

• পেইস প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলায় গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য হতে উৎপাদিত জৈব সারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদনের জন্য মূল্যশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের ফলে নাগরিক পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্যের উৎপাদন ও পুষ্টি যোগান বাড়ছে।

অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.৪

• আঞ্চলিক বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর লোকগাঁথা, সংস্কৃতি (নাচ, গান, বাজনা, খেলাধুলা) ইত্যাদির লালন ও সম্প্রসারণ বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করার অংশ। পিকেএসএফ রাজধানীতে সহযোগী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে নিয়মিত যে দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন মেলার আয়োজন করে

সেখানে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন, পরিধেয়, খাদ্য, প্রদর্শন বস্তু (শো-পিস), গৃহস্থালী সামগ্রী ইত্যাদির প্রদর্শনী হয়, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গীত, নৃত্য, গীতিনাট্য, নাটিকা ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। এ সকল পণ্য সামগ্রী অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সকল অঞ্চলের ঐতিহ্যের অংশ। উক্ত মেলায় রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরা, বিভিন্ন আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য লোকজ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে সুধী সমাজ, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারক, কূটনীতিক, কখনও বিদেশী নাগরিকদের সামনে অনুষ্ঠিত উক্ত পরিবেশনা বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারণে অবদান রাখে।

লক্ষ্যমাত্রা-১১.৪ বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করা।	**সূচক-১১.৪.১** *ঐতিহ্যের প্রকার (সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, মিশ্র ও বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র কর্তৃক সংজ্ঞায়িত), সরকারের স্তর (জাতীয়/আঞ্চলিক ও স্থানীয়/পৌর), ব্যয়ের প্রকৃতি (পরিচালন ব্যয়/বিনিয়োগ) এবং বেসরকারি তহবিলের ধরন (সামগ্রী দান, বেসরকারি অলাভজনক খাত ও অর্থানুকূল্য) অনুযায়ী সকল সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রহ, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত প্রতি এককে মোট খরচ (সরকারি ও বেসরকারি)।*

- পিকেএসএফ দেশে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার অনুশীলন বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

- পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিল এবং সমৃদ্ধি, লিফট এবং সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিয়ে থাকে। যেমন, কুষ্টিয়ার লালন ফাউন্ডেশন, ঠাকুরগাঁয়ে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি ইত্যাদিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, সহযোগী সংস্থা ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)-এর সাথে যৌথভাবে দিরাই, সুনামগঞ্জে বাউল সম্রাট শাহ্ আব্দুল করিম স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতার স্বাক্ষর বহন করে।

অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.৫

- দুর্যোগ কবলিত মানুষের জান-মাল রক্ষার জন্য বা দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার জন্য পিকেএসএফ ২০০২ সালে সাউদার্ন রিহ্যাবিলিটেশন লোন ফান্ড (এসআরএলএফ) এবং ২০০৭ সালে লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রোগ্রাম (এলআরপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

- ২০০৪ সাল থেকে মূলধারা কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল (ডিএমএফ) বাস্তবায়ন শুরু করে আসছে।

• ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত মানুষকে বিশেষত উপকূল এলাকার মানুষের জীবিকা, বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনে সিডর-এ্যাফেক্টটেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এ্যান্ড লাইভলিহুড এন্টারপ্রাইজেস (রেসকিউ) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ।

• ২০০৭ সাল থেকে ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত মানুষের আবাসন পুনর্বাসনে স্পেশাল এসিসট্যান্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (সাহস) বাস্তবায়ন করে আসছে ।

লক্ষ্যমাত্রা-১১.৫
দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপি'র অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং সে সাথে এমন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা ।

সূচক-১১.৫.১
প্রতি ১,০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ।

সূচক-১১.৫.২
দুর্যোগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি এবং মৌলিক সেবার প্রতিবন্ধকতাসহ বৈশ্বিক জিডিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি ।

• ২০০৯ সাল থেকে ইমার্জেন্সি ২০০৭ ফ্লাড রেস্টোরেশন এ্যান্ড রিকভারি এসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (এফরাপ) বাস্তবায়ন করে ।

• ২০১১ সাল থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) বাস্তবায়ন শুরু করে, যা ২০১৬ পর্যন্ত চলে ।

• সিসিসিপি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন করে পিকেএসএফ সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকে মূলধারায় নিয়ে আসা এবং আরো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে । ফলে, ২০১৬ সালে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে । এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে একদিকে দুর্যোগ কবলিত মানুষের জীবনের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের সরাসরি মৃত্যু সংখ্যা এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস পায়, অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, সংযোগ (সংযোগ-২, দক্ষিণ বাংলা) কর্মসূচি, সিসিসিপি প্রকল্প এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পবির্তন ইউনিট-এর কর্মকাণ্ড দুর্যোগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি প্রশমন বা ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোর উন্নয়নে সহায়তা করে ।

অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন
পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা



অভীষ্ট-১২; লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩

• সরকার ২০২১-২০২২ সালের বাজেটে কৃষকদের নিড়ানি, ঝাড়াইকল, কম্বাইন্ড হারভেস্টার, ফসল মাড়াইকল (থ্রেসার), বৈদ্যুতিক চাষযন্ত্র (পাওয়ার ট্রিলার), সিডার ইত্যাদি কৃষিযন্ত্রে কর ছাড় দিয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কৃষক যে লাভজনকতার মধ্যে নেই সে বিষয় অনুধাবন করেই সরকার এই কৃষকবান্ধব পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু, কৃষক নিজে যদি তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে লাভজনকতার বিষয়টি অনুধাবন না করে, তবে এ লাভজনকতা সুদূর পরাহতই রয়ে যাবে। কৃষিকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও লাভজনককরণে পিকেএসএফ বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মসূচি, ইউনিট এবং প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্পৃক্ত পরিষেবা সহায়তা প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩
খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ-উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।

সূচক-১২.৩.১
বৈশ্বিক খাদ্য-অপচয় সূচক।

• পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের সর্ববৃহৎ অংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। বিনিয়োজিত মোট সম্পদেরও বিরাট অংশ কৃষি খাতে বিনিয়োজিত। বস্তুত, পিকেএসএফ-এর এমন কোন কর্মসূচি, কার্যক্রম, প্রকল্প বা ইউনিট নেই যেখানে কৃষি বা কৃষক অন্তভুক্ত নয়।

• সুফলন কার্যক্রম, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কেজিএফ প্রকল্প ইত্যাদি আওতায় সকল কার্যক্রম কৃষি খাতে নিবেদিত হলেও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত, সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি এবং সকল কার্যক্রম ও প্রকল্পের আওতায় কৃষক ও কৃষিকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করা হয়, তেমনি উৎপাদিত পণ্য বিশেষ করে খাদ্যের অপচয় লাঘবে স্থানীয় মানুষ বিশেষ করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপচয় নিরসন লাভজনকতার একটি বড় উপায়।

অভীষ্ট-১২; লক্ষ্যমাত্রা-১২.৪ ও ১২.৫

• পূর্বেই বলা হয়েছে (বিশেষ করে অভীষ্ট ৮, ৯ এবং ১৩-এর আলোচনায়) পিকেএসএফ এর সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় অংশগ্রহণকারী খানায় এমনভাবে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় যাতে ঐ সকল কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়, কিন্তু তা কোনোভাবেই পরিবেশের ক্ষতি না করে। পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের এসইপি প্রকল্পের আওতায় রাসায়নিক পদার্থ ও সব

ধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৪
২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সব ধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৫
প্রতিরোধ,হ্রাসকরণ, পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্য তৈরির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা।

সূচক-১২.৪.২
ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন এবং পরিশোধন-পদ্ধতি অনুযায়ী পরিশোধিত ক্ষতিকর বর্জ্যের অনুপাত।

সূচক-১২.৫.১
জাতীয় পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) হার এবং (টনে) বর্জ্যবস্তু পুনর্ব্যবহারের পরিমাণ।

- পেইস প্রকল্প এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটও পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করে। এক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের গবাদি পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালাটি দূষণ থেকে স্থানীয় পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। গো-সম্পদ খাতে বিশেষ করে গরু মোটাতাজাকরণ, ব্ল্যাক-বেঙ্গল ছাগল, ভেড়া পালন ইত্যাদি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিনিয়োগকৃত সম্পদের একটি বিরাট অংশ। সে প্রেক্ষিতে অংশগ্রহনকারী খানাসমূহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহে গবাদি পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রেরণসহ এ খাতে কর্মরত মানুষকে ঐ সকল বিষয়ে সচেতন করার জন্য অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস উৎপাদন, বায়োগ্যাস প্লান্টে উৎপাদিত স্লারি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে কর্মে সহায়তা প্রদান করে।

- কৃষি খাতে কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয় এবং এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক সার উৎপাদন ও তার প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হয়।

- ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন কমানো এবং উৎপাদিত বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যক্তি এবং সমাজ (কমিউনিটি) পর্যায়ে কাজ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ফরিদপুরে সফলতার সাথে বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে।

অভীষ্ট-১২; লক্ষ্যমাত্রা-১২.৭

- সরকার সর্বতো যোগাযোগ ও কর্মসম্পাদনে অনলাইন মাধ্যমকে উৎসাহিত করছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে করদাতারা যাতে ঘরে বসেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারেন সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর প্রায় শতভাগ ক্রয় কর্মকাণ্ড সরকার গৃহীত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের দরপত্র যথাযথ মাধ্যমে (যেমন বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহ, বৈদ্যুতিন

মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে) সাধারণের জন্য প্রচার করা হয়। আগ্রহী প্রতিষ্ঠান অন-লাইনে আগ্রহপত্র জমা দেয়। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-আন্তর্জাতিক ক্রয়-নীতিমালা অনুসরণ করে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করে তাদেরকে কার্যাদেশ প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৭	সূচক-১২.৭.১
জাতীয় নীতিমালা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় টেকসই পদ্ধতির প্রবর্ধন।	*টেকসই সরকারি ক্রয় নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা।*

- অধিকাংশ পণ্য এবং সেবা ক্রয় কর্মকাণ্ড বৈদ্যুতিন মূল্যাবেদনপত্র (ই-টেন্ডার)-এর মাধ্যমেই সাধিত হয়।
- এতৎসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বিধিসম্মত উপায়ে সাধিত হয়েছে কিনা তা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ উভয় পদ্ধতির নিরীক্ষণ ব্যবস্থায় সঠিকতা এবং স্বচ্ছতা যাচাই করা হয়।
- সরকার সরকারী এবং সরকারের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা বা ই-টেন্ডার শতভাগ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

অভীষ্ট-১২; লক্ষ্যমাত্রা-১২.খ

- আগেই বলা হয়েছে, স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসারসহ নতুন নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টিকারী টেকসই পর্যটন শিল্প টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সকল ক্ষেত্রেই কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্য টেকসইভাবে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও ভোলার চর কুকরিমুকরিতে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়নরত ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা যায়।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.খ	সূচক-১২.খ.১
স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসার সহ নতুন নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টিকারী টেকসই পর্যটনশিল্পে টেকসই উন্নয়নের প্রভাব পরিবীক্ষণকল্পে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	*সর্বসম্মত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা এবং টেকসই পর্যটন কৌশল বা নীতিমালার সংখ্যা।*

- দেশব্যাপী সহায়তা প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত স্থানীয় জাতের পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসারের জন্য পিকেএসএফ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতে প্রতি দু'বছর পর পর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী উন্নয়ন মেলায় ঐ সকল পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয়ত, ঐ সকল পণ্যের প্রদর্শন ও বিপণনে টেকসহিতা প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে একটি বহুতলা ভবন তৈরি করছে, যেখানে অচিরেই ঐ সকল পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ হবে।
- স্থানীয় সংস্কৃতির টেকসই বিকাশে সহায়তার জন্যও পিকেএসএফ নিজে এবং সহযোগী সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম
জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ



অভীষ্ট-১৩:লক্ষ্যমাত্রা-১৩.১

• স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পে পিকেএসএফ প্রথম থেকেই দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করছে। তার সকল অর্থায়ন কার্যক্রমে ঋণক্ষয় সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখার অন্যতম কারণ যাতে অংশগ্রহণকারী খানার সাথে লেনদেনে (বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে আদায়ের ক্ষেত্রে) প্রয়োজনবোধে অর্থায়িত সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণকারীদের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশি নমনীয় আচরণ করার অবকাশ থাকে (অর্থাৎ তহবিল ঠিক রাখার জন্য যাতে দরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের ওপর কোনোভাবে জবরদস্তি করার ঘটনা না ঘটে)। এ কারণে পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক অর্থায়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্দ অংশ ঋণক্ষয় সঞ্চিতি (লোন-লস প্রভিশন)। মূলত: কার্যক্রমে ভবিষ্যত অস্বাভাবিক ঝুঁকি কাটিয়ে ওঠা সহজকরণের জন্য এ ব্যবস্থা।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩.১	**সূচক-১৩.১.১**
সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	*জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল অবলম্বনকারী দেশের সংখ্যা।*
	সূচক-১৩.১.২
	প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত ও নিখোঁজ মানুষসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা।

• দরিদ্র খানাকে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সহায়তার নিমিত্ত দেশের সকল অঞ্চলের কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল বাস্তবায়ন করে। উত্তরবঙ্গে মঙ্গা কবলিত মানুষকে সহায়তার জন্য সংযোগ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ উপাদান নমনীয় জরুরি ঋণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছিলো।

• শুধু তাই নয়, পিকেএসএফ-এর সাথে যোগাযোগ ব্যতিরেকেই যাতে সংস্থাসমূহ ত্বরিৎ দুর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে সেজন্য ঐ সকল সংস্থায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত সিডর, আইলাসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে পিকেএসএফ দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করেছে। এসআরএলএফ, ইফরাপ, রেসকিউ, সাহস ইত্যাদি সে পটভূমিতেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধ্বসে রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং ১২০ ব্যক্তি নিহত হয়। ঘরবাড়ি মেরামত করার জন্য সাহস কর্মসূচির আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্বল্প সেবামূল্যে ঋণ প্রদান করা হয়।

• শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, যেমন রানা প্লাজা দুর্ঘটনা কবলিত, রোহিঙ্গা শরণার্থী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবেও পিকেএসএফ আক্রান্ত বা কবলিত

মানুষকে সহায়তা করেছে। ২৪শে এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সাভারের রানা প্লাজা ভবনটি ধসে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটলে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠান এবং এর চাকুরেরা ত্বরিৎ সাহায্যের হাত বাড়ায়। সকল চাকুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের এক দিনের বেতন ৩,৬৭,৪৮৫ টাকা আহত ব্যক্তিদেরকে প্রদান করে। আহতদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত পিকেএসএফ বিশেষ তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ২০ লাখ টাকা প্রদান করে।

• বিশ্বব্যাপী প্রলম্বিত সময়ে অবিরাম চলছে কোভিড-১৯ মহামারি। এ মহামারির অভিযোজন এবং প্রশমন খুবই জরুরি। পিকেএসএফ এ কাজটি করার চেষ্টা করছে সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে প্রায় ২০০ সহযোগী সংস্থার কাজে দিশারী ভূমিকা পালন করছে। কোভিড-১৯ মহামারি ও এর অভিঘাত উত্তরণের নিমিত্ত সরকার পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে (অষ্টম অধ্যায় বিশদ আলোচনা দেখুন)। পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিল এবং আরো বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এক্ষেত্রে কাজ করা হচ্ছে।

জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন সহায়তার জন্য পিকেএসএফ সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। শুধু তাই নয়, একই খাতে কাজ করার জন্য পিকেএসএফ জিসিএফ নামে আর একটি বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। জিসিএফ বরারর পিকেএসএফ এ পর্যন্ত ন্যূনতম তিনটি প্রকল্প দাখিল করেছে। এর মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চার বছর মেয়াদি এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য বন্যাপ্রবণ জনগোষ্ঠীর বন্যা মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব ও নবায়নযোগ্য শক্তি/জ্বালানির ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হয়, যা মানুষের জলবায়ু সম্পৃক্ত অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

• দেশ যখন প্রায় নৈমিত্তিকভাবে বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদিতে কবলিত হয় পিকেএসএফ তখন রাষ্ট্রীয় সহায়তা পরিপুষ্টকরণে সরকারকে তহবিল সহায়তা দিয়ে থাকে। ২০২০ সালের প্রথম দিকে দেশে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব ঘটলে পিকেএসএফ-এর চাকুরেগণ তাদের বৈশাখী ভাতার শতকরা ৪০ শতাংশ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করেন।

• আগেও বলা হয়েছে, জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন সহায়তার জন্য পিকেএসএফ সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং এখাতে কাজ করারজন্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। শুধু তাই নয়, একই খাতে কাজ করার জন্য পিকেএসএফ জিসিএফ নামে আর একটি বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। জিসিএফ বরারর পিকেএসএফ এ পর্যন্ত ন্যূনতম তিনটি প্রকল্প দাখিল করেছে। এর মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চার বছর মেয়াদি এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য বন্যাপ্রবণ জনগোষ্ঠীর বন্যা মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। সর্বমোট ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্পটিতে জিসিএফ হতে ৯.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান এবং পিকেএসএফ হতে ৩.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ সহায়তা পাবে। নভেম্বর ২০২০-এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

- পিকেএসএফ কর্তৃক ২০১০-১০১৪ সময়ে বাস্তবায়িত ডিআইআইএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য ছিলো স্বল্প খরচে বীমা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র নারী এবং তাদের খানার দুর্ঘটনা, মৃত্যু, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি হতে ক্ষতি হ্রাস এবং তাদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা বিধান। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ৫.৫ মিলিয়ন ক্ষুদ্র বীমাপত্র খোলা হয় এবং জীবনবীমা, স্বাস্থ্যবীমা এবং গো-সম্পদের ক্ষেত্রে ২৩ হাজার বীমা দাবি মেটানো হয়।

- পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মতো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক বীমা পরিষেবায় অভিগম্যতা নেই। সেজন্য পিকেএসএফ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষুদ্রবীমা কর্মকাণ্ডের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য পিকেএসএফ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ডিআইআইএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কো-ভ্যারিয়েন্ট রিস্ক ফান্ড (সিআরএফ) নামে একটি বিকল্প পুনঃবীমা পরিষেবার সৃষ্টি করেছে যাতে সংস্থাগুলো মারাত্মক লোকসানের সম্মুখীন না হয় (ডিআইআইএসপি, পিকেএসএফ ২০১২)।

অভীষ্ট-১৩: লক্ষ্যমাত্রা-১৩.২

- জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে যে সকল দেশ তাদের জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর নিমিত্ত একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে এবং জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের এ দিকটিতে পিকেএসএফ-কে একান্ত সহযোদ্ধা অংশীজন হিসেবে বিবেচনা করছে বলে প্রতীয়মান। পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে সরকারের সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জিসিএফ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-কে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদান সে সাক্ষ্য বহন করে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরের পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

- পিকেএসএফ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করার জন্য ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট সঠিক করেছে।

• সিসিসিপি, জিসিএফ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট পরিচালনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

• কৃষি ইউনিট-এর আওতায় জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অংশগ্রহণকারী খানায় উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সফলভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয়। যেমন: লবণাক্ত এলাকায় সর্জান ও ফসলের ক্ষেতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন (বার্ষিক প্রতিবেদন, পিকেএসএফ ২০১৯; পৃ: ৪৫)।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩.২ জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি।	**সূচক-১৩.২.১** *একটি সমন্বিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা অন্যান্য)।*

• পিকেএসএফ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গঠিত জিসিএফ হতে সরাসরি অর্থ ব্যবহারের স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এপ্রিল ২০১৯-এ পিকেএসএফ জিসিএফ বরাবর স্বীকৃত সত্তা হিসেবে তার কাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা দাখিল করেছে।

• আগে বলা হয়েছে, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত এবং এসইপি-এর আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিষয়ে মোট ১৩টি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। এর মধ্যে গবাদি পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হস্তচালিত তাঁতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পাদুকা শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ কলা উৎপাদন ও নিরাপদ আম উৎপাদন ইত্যাদির পরিবেশগত নির্দেশনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

• পেইস প্রকল্পের আওতায়ও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগের পরিবেশগত সমস্যা, পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পরিকল্পনা কাঠামো ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, এ সকল নীতিমালা প্রণয়নে সর্বজনীন মানবাধিকার, রিও ঘোষণা, কিয়োটো প্রটোকল ইত্যাদি এবং সম্পৃক্ত জাতীয় আইন ও নীতিমালা যেমন: জাতীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ১৯৯৫ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

অভীষ্ট-১৩: লক্ষ্যমাত্রা-১৩.৩

- জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধনকল্পে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড শুধু সচেতনতা সৃষ্টি পর্যায়ে সীমিত নেই। পিকেএসএফ ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রমকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের ভাণ্ডার নির্মাণ ও সংগ্রহ এবং জ্ঞান-আহরণ সহজতর-করণের জন্য একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার-কোণ (লাইব্রেরি কর্নার) পিকেএসএফ ভবনস্থিত গ্রন্থাগারে স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩.৩	সূচক-১৩.৩.১	সূচক-১৩.৩.২
জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন।	*প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়সমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা।*	*অভিযোজন, প্রযুক্তি প্রশমন, হস্তান্তর এবং উন্নয়ন কর্মব্যবস্থা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত ও ব্যক্তি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার করেছে এমন দেশের সংখ্যা।*

- এর আগে পিকেএসএফ সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার আওতায় পিকেএসএফ প্রাতিষ্ঠানিক (বিদ্যালয়, বাজার ইত্যাদি), পদ্ধতিগত (পানি বিশুদ্ধকরণ, ঘরের মেঝে উঁচু করা) এবং ব্যক্তি/খানা পর্যায়ে অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল কর্মকাণ্ডই সম্পন্ন হয় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে। ইতোমধ্যে আমরা সিসিসিপি প্রকল্পের অভিঘাত আলোচনায় দেখেছি, বহু অংশগ্রহণকারী খানা জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে সক্ষম হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব, স্থানীয় বা সামাজিক এবং জাতীয় বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করেছে (সিসিসিপি, পিকেএসএফ ২০১৬)। অংশগ্রহণকারী খানায় সৃষ্ট এ সামর্থ্য বর্ধন সিসিসিপি প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ যে কর্মসূচি পরিচালনা করেছিলো তারই ফল।

- সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই পাঠ্যসূচি পরিকল্পনায় পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জনাব আহমদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯-এ ভূষিত করেছে। তাঁকে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার শ্রেণিতে এই পদক প্রদান করা হয়।

অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন
টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার



অভীষ্ট-১৪: লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৪

• সামুদ্রিক অম্লায়নের ক্ষতিকর প্রভাব ইলিশ, রুই, কাঁকড়াসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণির বংশ বিস্তার রোধ বা ধ্বংসের কারণ। পায়রা, হালদা ও মেঘনা নদীতে অনুকূল পরিবেশ বজায় রেখে এ সকল মাছ বা অন্য জলজ প্রাণির বিস্তারে পিকেএসএফ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্যজীবী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি অংশীজনের সাথে কাজ করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৪
২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতি আহরণ, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মাছের মজুদ পুনরুদ্ধার করে ন্যূনতম সেই পর্যায়ে নিয়ে আশা যে পর্যায়ে এদের জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন সম্ভব।

• পিকেএসএফ-এর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর কর্মকাণ্ড এই খাতের লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ইউনিটের মাধ্যমে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পৃক্ত খামারিদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের মূল্যশৃঙ্খল ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নেও এ ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সূচক-১৪.৪.১
জীবতাত্ত্বিকভাবে টেকসই মাত্রায় মাছের মজুদের অনুপাত।

• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য পোনা বিতরণ করা হয় এবং চাষীদেরকে আধুনিক চাষ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বায়োফ্লক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এ পদ্ধতিতে সনাতন পদ্ধতির চেয়ে ১০-১৫ গুন বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব।

• লিফট কর্মসূচির আওতায় পরিবারভিত্তিক কুচিয়া চাষ, দেশী মাছ চাষ, মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ এবং সামুদ্রিক শৈবাল চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হয়।

• আগেই বলা হয়েছে, বিদেশ হতে কাঁকড়া হ্যাচারি প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে পিকেএসএফ দেশে প্রথম সফল কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করেছে। পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল-এর যৌথ উদ্যোগে চলমান কাঁকড়া হ্যাচারি উদ্যোগের

মাধ্যমে কাঁকড়া পোনা উৎপাদন ও খামারিদের মাঝে বিতরণ দেশে এ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে সফলভাবে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় প্রথম বার পুকুরে কাঁকড়ার পোনা ছাড়া হয় (বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯)। একটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি সহায়তা প্রদান, মজুদের হার নিয়ন্ত্রণ, মাটি ও পানি পরীক্ষার সহায়তা প্রদানের ফলে কাঁকড়ার মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে এবং উৎসাহ বৃদ্ধির ফলে একটি সাইকেলে (১৫-১৭ দিনের) এ খাতে চাষীদের বিনিয়োগ ৬৩.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন, ২০১৩, পৃ: ২২)।

পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল-এর যৌথ উদ্যোগে চলমান কাঁকড়া হাচারি উদ্যোগের মাধ্যমে কাঁকড়া পোনা উৎপাদন ও খামারিদের মাঝে বিতরণ দেশে এ মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে সফলভাবে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় প্রথমবার পুকুরে কাঁকড়ার পোনা ছাড়া হয়।

- চট্টগ্রামের হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রের পরিবেশ বজায় রাখায় পেইস প্রকল্পের আওতায় বিশেষ মূল্যশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড গ্রহণের ফলে মাছের ডিম ছাড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম একক নদীভিত্তিক গবেষণাগার - হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ - স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে চারটি মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালিবাউশ) জেনম সিক্যুয়েন্সিং করা হচ্ছে যা মাছের মিশ্র চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে [পিকেএসএফ (আইডিএফ) ২০২০, পৃ: ১]।

- পিকেএসএফ ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক শৈবাল চাষ উন্নয়নে মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে শৈবাল চাষ সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। ফেডেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সফলতার সাথে সম্পন্ন করার পরও পিকেএসএফ এ খাতে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় ১৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল রয়েছে। শৈবালে লোহা (আয়রণ), আয়োডিন, খনিজ লবণ ও ক্যারোটিন ইত্যাদি খাদ্য উপাদান রয়েছে যা মানবদেহে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। জৈবসার তৈরি, ওষুধ শিল্প এবং প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতেও শৈবাল ব্যবহৃত হয়। মাছের মতোই খাদ্যগুণে ভরপুর শৈবাল চাষে পিকেএসএফ উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সহযোগী সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করে (পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী, ২০১৪ এপ্রিল-জুন, পৃ: ১১)।

অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ



অভীষ্ট-১৫: লক্ষ্যমাত্রা-১৫.১

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বসতবাড়ির জমির ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়, পরিবেশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ে তোলার কার্যক্রম অভীষ্ট-১৫-এর '... বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলীর সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যের সাথে মিলে যায়। উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কর্মটি খেয়াল করলেই 'শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলীর সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি বোঝা যাবে। সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরিকরণ, গোবর ও পচনযোগ্য উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে জৈব কম্পোস্ট তৈরিকরণ, যথাযথ খাবার সরবরাহ করে পুকুরে মাছ চাষ (অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র) ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (আহমদ কিউ. কে. ২০১৭; পৃ: ২৭)।

লক্ষ্যমাত্রা-১৫.১
২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলীর সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সূচক-১৫.১.১
মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত।
সূচক-১৫.১.২
বাস্তুতন্ত্রের ধরন অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত।

- পিকেএসএফ-এর নানা কর্মসূচি, ইউনিট ও প্রকল্পের আওতায় এ রকম বহু কাজ উপরিউক্ত কাজের মতোই সম্পাদিত হয়। যেমন: সংযোগ ও লিফট কর্মসূচির আওতায় কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি, লিফট কর্মসূচির আওতায় কুচিয়ার চাষ প্রবর্ধন, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিটের বন্য গরু (গয়াল)-র জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের হাওর অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন। এসকল কর্মকাণ্ড 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণায় সহায়ক।
- মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ অতি আহরণ, অবৈধ, গোপন, অনিয়ন্ত্রিত ও ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসান কল্পে পিকেএসএফ স্থানীয় বাসিন্দা, জেলে সম্প্রদায় এবং প্রশাসনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে, যা আগেই বলা হয়েছে।
- মৎস্য আহরণের সময় পোনা শিকার, ডিমসহ মাছ ধরা, কারেন্ট ও মশারি জাল ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণে সরকারি আদেশের বাস্তবায়নে পিকেএসএফ সহযোগিতা

করে। সমগ্র জাতি এ সকল কর্মকাণ্ডের সুফল পেতে শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বছর ছয় সাত আগেও বাজারে বড় ইলিশ তেমন পাওয়া যেতো না এবং বাঙালির জন্য ইলিশ প্রায় দুষ্প্রাপ্য একটি মাছে পরিণত হতে চলছিলো। কিন্তু, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার কর্তৃক ইলিশের সম্ভাব্য প্রজনন সময়ে ইলিশ শিকার বন্ধ রাখার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ, ঐ সময় মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থাকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ, ঝাটকা ইলিশ নিধন নিষিদ্ধ করণ এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার কারণে দেশের প্রধানতম এই মাছের উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। পিকেএসএফ এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। চার বছর আগেও যেখানে বিশ্বের ৬৫ শতাংশ ইলিশের উৎস ছিলো বাংলাদেশ, ২০২০ সালে তা ৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২০ সালে ইলিশের গড় ওজন ৯৫০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০), যা আমাদের পুষ্টি ব্যবস্থাকে ক্রমাগত মজবুত করছে।

- দেশে ৫১ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত প্রায় এবং ২১ প্রজাতির মাছ বিপন্ন মৎস্য প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত। লিফট কর্মসূচির আওতায় এ সকল বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির মলা, ঢেলা, পুটি, শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা, বাইন ইত্যাদি মাছের চাষ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। উল্লেখ্য, এ সকল মাছ সব ধরনের পুকুরে চাষ করা গেলেও যে সকল পুকুরে সব সময় চাষ করা যায় সে ধরনের পুকুর বেশি উপযোগী (উদ্দিন, এম জে এবং মাওলা জি. ২০১৯, পৃঃ ৯৬)।

অভীষ্ট-১৫: লক্ষ্যমাত্রা-১৫.৩

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বাসক গাছ সম্পৃক্ত উপ-খাতের কার্যক্রম মূলত দরিদ্র মানুষের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড এবং দেশীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঁচামাল সরবরাহের নিমিত্ত করা হয়েছে। বাসক গাছ পতিত বা জঞ্জালপূর্ণ ভূমি পুনরার্জনে সহায়ক। সুতরাং, সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাসক উপ-খাতটি স্থলজ জীবন সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অগ্রায়নে সহায়ক। ভার্মি কম্পোস্ট জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ভূমির অবক্ষয় রোধ করে, বাসক গাছ জমির ক্ষয় রোধ করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৫.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, মরুকরণ, খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন এবং একটি ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে সচেষ্ট হওয়া।

সূচক-১৫.৩.১ *মোট ভূমির তুলনায় ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমির অনুপাত।*

- বছর দু'য়েক আগে আমাদের দেশে বজ্রপাতের ঘটনা বেড়ে যায়। বজ্রপাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে। সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ-ও সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় বজ্রপাত নিরোধক এবং বজ্রপাত থেকে জানমালের সুরক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণার মাত্রা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর একটি ছিলো যাতে মানুষ রাস্তার পাশে, ক্ষেতের আইলে বেশি বেশি তালগাছ রোপণ করে। তালগাছ বজ্রপাতের বিরুদ্ধে জানমালের সুরক্ষার পাশাপাশি ভূমিক্ষয় রোধে সহায়ক।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ ২০১৫ সালে দেশের খরাপ্রবণ চুয়াডাঙ্গা জেলায় উচ্চফলনশীল খরাসহিষ্ণু জাতের ধান চাষের উদ্ভাবন ও কৃষকদের উক্ত ধান চাষে উদ্বুদ্ধকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ



অভীষ্ট-১৬: লক্ষ্যমাত্রা-১৬.১



লক্ষ্যমাত্রা-১৬.১
সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতা জনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

সূচক-১৬.১.১
লিঙ্গ ও বয়স ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনের পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা।

সূচক-১৬.১.২
লিঙ্গ, বয়স ও কারণ প্রতি ১০০,০০০ জনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা।

সূচক-১৬.১.৩
পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক-১৬.১.৪
নিজ এলাকায় একা চলাফেরায় নিরাপদ বোধ করে এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত।

- পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত প্রায় এক কোটি খানার ৯০ ভাগ প্রতিনিধিই নারী। আগেই বলা হয়েছে, নারীদেরকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ এই যে নারী এবং শিশুরাই দারিদ্র্য ও নিপীড়নে সবচে' নাজুক এবং এর প্রধান শিকার। সেজন্য পিকেএসএফ-এর সংঘবিধিতে নারীর ক্ষমতায়নকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- পিকেএসএফ নারী দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থায় কর্মরত এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কোনো নারী যাতে কোনোভাবেই শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার না হয় সে লক্ষ্যে কঠোর নজরদারি রাখে। বিশেষ করে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে পিকেএসএফ শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করার নীতি অনুসরণ করে।
- পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী প্রতিদিন যে সমিতি বৈঠক হয় সেখানে আলোচ্য বিষয় থাকে নারীর ক্ষমতায়ন, কিভাবে নারীরা সকল প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হবে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন উপায় অন্বেষণে। নারী নির্যাতন রোধকল্পে পিকেএসএফ-এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- আগেই বলা হয়েছে, উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত কিশোরী ক্লাবগুলোতে নারী নির্যাতনের অনুকূলে যে বিষয়গুলো কাজ করে যেমন নিরক্ষতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদির কুফল সম্বন্ধে আলোচনা হতো। একটি সমীক্ষায়, সরকারের একই তহবিলের মাধ্যমে অন্য কম্পোনেন্ট আরইআরএমপি-২-এর অংশগ্রহকারীদের থেকে বিভিন্ন সূচকে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট-এর অংশগ্রহণকারীদের অনেক বেশি

মাত্রায় ক্ষমতায়নের বিষয়টি উঠে এসেছে (বরুয়া, এস. ২০১৯; পৃ: ১৮০-২০৫)। এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে 'একাকী হাসপাতালে গমন' সূচকে আগের তুলনায় নারীরা অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হয়েছে বলেও প্রতীয়মান হয়।

প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম পর্বেই ১,২৫,০০০ জন নারীর সামাজিক অবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা এবং পরিবার এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদেরকে অধিকমাত্রায় ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্য স্থির করে কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে যা তাদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে পরিত্রাণে সহায়ক হবে।

• প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম পর্বেই ১,২৫,০০০ জন নারীর সামাজিক অবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা এবং পরিবার এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদেরকে অধিক মাত্রায় ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্য স্থির করে কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে যা তাদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে পরিত্রাণে সহায়ক হবে (পিপিইপিপি, পিকেএসএফ ২০২০)।

• ২০০৬ সালে বাংলাদেশে আধুনিক ক্ষুদ্র অর্থায়নের অগ্রদূত অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীণ ব্যাংক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করার মাধ্যমে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন দারিদ্র্য নিরসনেই শুধু সহায়ক নয়, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও অবদান রাখে। পিকেএসএফ শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশব্যাপী গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে অনেক ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করে, লালন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ব্যাংকের তুলনায় অধিকতর মানুষের জীবনের সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রস্তুত। সুতরাং বলা যায় পিকেএসএফ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। দারিদ্র্য নিরসন, আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা গ্রহণে তাদের অভিগম্যতা অর্জনের সামর্থ্য সৃষ্টিতে সহায়তা সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষ ভূমিকা রাখে। সাধারণভাবে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী খানার দারিদ্র্য নিরসন, আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা গ্রহণে অভিগম্যতা অর্জনের সামর্থ্য সৃষ্টির জন্য কাজ করা হয়। উপরন্তু, প্রতিবন্ধী, যৌনজীবী ইত্যাদি অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য (সীমিত হলেও) পিকেএসএফ-এর লক্ষিত কর্মকাণ্ড তো রয়েছেই।

অভীষ্ট-১৬: লক্ষ্যমাত্রা-১৬.২

• পিকেএসএফ অংশগ্রহণকারী খানার শিশু, পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও গৃহকাজে নিযুক্ত শিশুসহ কার্যক্রমের আওতাধীন শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো তৎপরতার অবসানে সচেতনতা বৃদ্ধি, শাস্তির বিধি কার্যকর করায় সহায়তা (উঠান বৈঠক, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা ভ্যান, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, পোস্টার, নাটক মঞ্চায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা) প্রদানকারী সহযোগী সংস্থাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

• সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ শিশুদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসানকল্পে কাজ করে। শিশুশ্রম রোধে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৬.২	সূচক-১৬.২.১
শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।	*বিগত এক মাসের মধ্যে পরিচর্যাকারী কর্তৃক যে কোনো ধরনের শারীরিক নিগ্রহ এবং/অথবা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।*
	সূচক-১৬.২.২
	লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানব পাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।
	সূচক-১৬.২.৩
	১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে, এমন ১৮-২৯ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর অনুপাত।

• লিফট কর্মসূচির আওতায় সীমিত পরিসরে যৌনজীবীদের সন্তান ও পথ-শিশুদের প্রতিপালন এবং তাদের শিক্ষার উন্নয়নে পরিচালিত শিশু আশ্রম (চাইল্ড হোম) কর্মসূচিতে পিকেএসএফ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্থায়ন করে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় পথশিশুদের জীবিকা ও জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে পথশিশুদের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে (কবির, ই. জা. ২০১৮) যার ফলাফল প্রসপারিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নে কাজে লাগানো যেতে পারে।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পথশিশু, যৌনজীবীদের সন্তানদের সুরক্ষাকল্পে সহযোগী সংস্থা পরিচালিত শিশু আশ্রম কর্মসূচিতে বর্ধিত কলেবরে অর্থায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অভীষ্ট-১৬: লক্ষ্যমাত্রা-১৬.৫

• ২০১৩ সাল থেকে সরকার সকল ক্ষেত্রে কার্যকর, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। সরকার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ও আর্থিক পরিমণ্ডলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাকে একটি অভিযান হিসেবে দেখছে। সরকার মনে করে, যদি সৎ মানুষ দিয়ে পরিচালিত না হয় তা হলে যতো ভালো ও সুপরিকল্পিত নীতিই প্রণীত হোক না কেন, তার সুষ্ঠু এবং পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর, সরকারের একক কোনো পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশময় এ সততা ও স্বচ্ছতার নীতি সর্বজনীন করা সম্ভব নয়। তাই সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করেছে। ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-ও সরকার নির্দেশিত পথে শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ দৃশ্যমান। যেমন, সকল চাকুরের আর্থিক উৎস ও পরিমাণ পিকেএসএফ-এ দাখিল করার বিধান, চাকুরেদের সন্তুষ্টি অর্জন ও

অনিয়ম দূরীকরণ এবং অসন্তুষ্টি প্রশমন (গ্রিভেন্স রিড্রেসাল) কমিটি গঠন, চাকুরেদের অসন্তুষ্টি শ্রবণের নিমিত্ত অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং প্রাপ্ত অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। পিকেএসএফ প্রতি তিন মাসে সরকারের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করে।



লক্ষ্যমাত্রা-১৬.৫
সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

সূচক-১৬.৫.১
বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা ঐ তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে, এমন মানুষের অনুপাত।

সূচক-১৬.৫.২
বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষের দাবি করা হয়েছে - এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুপাত।

• প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ শতভাগ দুর্নীতিমুক্তভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার চেষ্টা করে। একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠান) হলেও পিকেএসএফ-এর কাজ অনেকটা দরিদ্রদের জন্য ব্যাংকিং বা আর্থিক পরিষেবা পরিবেশন। পিকেএসএফ পরিমণ্ডলে উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদানের ঘটনা অদ্যাবধি ঘটেনি। শুধু তাই নয়, অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিকেএসএফ তার স্বার্থ জড়িত আছে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো চাকুরের আর্থিক যে কোনো লেনদেনকে অপরাধের দৃষ্টিতে দেখে। যদি কখনও বা এ ধরনের ঘটনার আভাস পাওয়া যায়, তা কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের নজির পিকেএসএফ স্থাপন করেছে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ শতভাগ দুর্নীতিমুক্তভাবে কর্ম পরিচালনা করার চেষ্টা করে। একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠান) হলেও পিকেএসএফ-এর কাজ অনেকটা দরিদ্রদের জন্য ব্যাংকিং পরিষেবা পরিবেশন। পিকেএসএফ পরিমণ্ডলে উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদানের ঘটনা অদ্যাবধি ঘটেনি।

• পিকেএসএফ-এর নীতি ও কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বা লেনদেন নিরীক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দরিদ্র মানুষের কল্যাণার্থে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড কতোটা ফলদায়ক তা নিরূপণের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং স্বাধীন বহিঃব্যক্তি বা বহিঃপ্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনায় অপেশাদারিত্ব সমূলে উৎপাটনের পন্থা হিসেবে পিকেএসএফ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ আর্থিক কর্মকাণ্ড ই-টেন্ডার ব্যবস্থার মাধমে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার অনেকটা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে, যা আগেও বলা হয়েছে।

অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা



অভীষ্ট-১৭: লক্ষ্যমাত্রা-১৭.৭

• অভীষ্ট ৮, ৯ এবং ১৩ এর আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে পিকেএসএফ পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার ঘটানোর জন্য দেশের সকল অঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে সহায়তা করছে যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের জন্য সরকার গৃহীত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৭.৭	সূচক-১৭.৭.১
পারস্পরিকভাবে সম্মত উদারনৈতিক ও প্রাধিকারমূলক শর্তসহ অনুকূল (সহজ) শর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার ঘটানো।	*উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের জন্য অনুমোদিত মোট অর্থ।*

• সাম্প্রতিককালে গৃহীত পিকেএসএফ-এর প্রায় সকল প্রকল্পেই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে। শুধু তাই, এখন অনেক প্রকল্পে প্রযুক্তি উন্নয়নের বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে। যেমন, এসইপি, এমডিপি, এমআরটিপি ইত্যাদি প্রকল্প। এছাড়া, মূলধারায় চলমান পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কর্মকাণ্ড তো রয়েছেই।

অভীষ্ট-১৭: লক্ষ্যমাত্রা-১৭.১৫

• আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪০টির মতো দারিদ্র্য নিরসনকারী কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে (কবির আই. জে. ২০২১)। এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পিকেএসএফ যে সকল নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা যেমন দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকার বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়েছে, তেমনি দেশে প্রচলিত আইন নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। পিকেএসএফ প্রণীত এ সকল নীতিমালা দেশব্যাপী দারিদ্র্য নিরসনে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থাসমূহ অনুসরণ করছে। তবে, এসকল ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব নীতি, স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

লক্ষ্যমাত্রা-১৭.১৫	সূচক-১৭.১৫.১
দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে প্রতিটি দেশের নীতি-স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।	*উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানকারীদের দ্বারা দেশীয় ফলাফল কাঠামো ও পরিকল্পনা কৌশল ব্যবহারের ব্যাপকতা।*

• পিকেএসএফ বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এডিবি, ইফাদ, বিশ্বব্যাংক, জাইকা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে মূলত সরকার সহায়তা গ্রহণ করে তা পিকেএসএফ-এর অনকূলে প্রদান করে যাতে পিকেএসএফ অবহেলিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণের জন্য সহযোগী ক্ষুদ্র অর্থায়ন

প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করতে পারে। কাজেই, পিকেএসএফ একদিকে সরকারের নীতিমালা মেনে কাজ করে, অন্যদিকে তাকে ঐ সকল উন্নয়ন সহযোগী এবং তাদের দেশ/অঞ্চল সকলের নীতি-স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের প্রতি সম্মান রেখেই এ সকল প্রকল্প বা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হয়।

- পিকেএসএফ একদিকে পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা-অংশগ্রহণকারী খানা পর্যায়ে অন্যদিকে পিকেএসএফ-সরকার-উন্নয়ন সহযোগী এ দুই প্রণালীতে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সকল অংশীজনের নিরবচ্ছিন্ন পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এই অংশীদারিত্ব কার্যকর হয় না।

৩.০ কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়

'কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়' যেন তাবৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সামগ্রিক অভীষ্ট বা কেন্দ্রবিন্দু। বৈশ্বিক প্রবণতার মতোই বাংলাদেশেও প্রতিদিন শিশু, নারী, অসামর্থ্য ব্যক্তিসহ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসমূহ নানান সহিংসতার শিকার। নারী ও শিশু পাচারের শিকার। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শ্রমিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক কার্যক্রম এসকল মানুষের মুক্তি বা জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত। এ অধ্যায়ে ১৭টি অভীষ্টের আলোচনায় এ বিষয়টির প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে অভীষ্ট-১, অভীষ্ট-২, অভীষ্ট-৩, অভীষ্ট-৪, অভীষ্ট-৫, অভীষ্ট-৬, অভীষ্ট-৮, অভীষ্ট-১০, অভীষ্ট-১১, অভীষ্ট-১৩ এবং অভীষ্ট-১৬-এ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার আওতাভুক্ত সূচকে আলোচনাকালে পিকেএসএফ জাতিসংঘের এ মন্ত্রকে নিজস্ব কর্মকাণ্ডে কত গভীরভাবে ধারণ করেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ঘোষণা করা হয় ২০১৫ সালে, কিন্তু এ সকল বিষয়ে কাজ করার এখ্তিয়ার পিকেএসএফ সংঘবিধিতে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় (১৯৯০) থেকেই ধারণ করে আছে। তবে, জাতিসংঘের এ বৈশ্বিক দলিল এবং পিকেএসএফ-এর ২০১০ পরবর্তী নীতি নির্ধারক মহলের দিক্‌নির্দেশনা ও কর্মকৌশল যে এই চেতনা অনুধাবন ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওপরে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকে প্রদত্ত কর্মকাণ্ডের নিরীখে প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় স্মর্তব্য: (ক) বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ড তুলে ধরা সম্ভব হয়নি (যা উদ্দেশ্যও নয়), (খ) এখানে পিকেএসএফ-এর যে সকল কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট অভীষ্ট, লক্ষ্য এবং সূচকের কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা পিকেএসএফ-এর যে সকল কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও অগ্রায়ণে সহায়ক তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, (গ) পিকেএসএফ-এর আরো অনেক কর্মকাণ্ড বর্তমান আলোচনায় আসার উপযুক্ত ছিলো, যা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরাসরি উল্লিখিত লক্ষ্য বা সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কিন্তু দারিদ্র্য নিরসন বা সাধারণ মানুষের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, বর্তমান আলোচনায় সে সকল কর্মকাণ্ডকে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এটি মূলত অভীষ্ট, লক্ষ্য এবং সুচক-ভিত্তিক বিশ্লেষণ।

অধ্যায়-৭
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সহযোগী সংস্থাসমূহ জালের মতো বিস্তৃত সারাদেশে, তাদের কর্মপরিক্রমা বহুধা ব্যাপৃত। অনেক সহযোগী সংস্থা কাজ শুরু করেছে স্বাধীনতার আগে থেকেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে গিয়েছে জাতীয় পরিমণ্ডল। দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে বা দীর্ঘ সময় দারিদ্র্য নিরসন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার কারণে সংস্থাগুলো অর্জন করেছে ধ্রুপদী জ্ঞান, কর্মকাণ্ডের কার্যকর বাস্তবায়ন দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকতা। পিকেএসএফ-এর মতো উদারমতি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা, সাহচর্য, অনুপ্রেরণা এবং তদারকিতে তা হয়েছে আরো শানিত, বস্তুনিষ্ঠ, উদ্ভাবনী, বিস্তৃত, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং কার্যকর। পিকেএসএফ যে সকল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করে মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন হয় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে। এ কারণেই পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অনেক মিল; তবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলেও তাদের কাজ সর্বতোভাবে এক-অভিন্ন নয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সাহচর্য ও সহায়তায়, সরকারি সম্পদের মাধ্যমে, নিজস্ব সম্পদে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বা শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অন্য ধরনের সহায়তায় কাজ করে। যেমন, সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম বা উপযুক্ত অর্থায়ন কার্যক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ তাদের প্রধানতম উন্নয়ন সহযোগী হলেও সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগীতায়ও এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। তাদের কর্মকাণ্ড বৈচিত্র্যময়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপক। তবে, একটা কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, পিকেএসএফ তহবিল বা অন্য যে কোনো তহবিলেই হোক না কেন সহযোগী সংস্থার অধিকাংশ কর্মকাণ্ড কোনো না কোনোভাবে পিকেএসএফ-এর কর্ম-দর্শন ও কর্মকৌশল এবং নীতি পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত। পিকেএসএফ তাই সহযোগী সংস্থার তাবৎ কর্মকাণ্ডের ওপরই সম্ভবমতো নজর রাখার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে যাতে কাজের মান বজায় থাকে, উভয়ের সুনাম বজায় থাকে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অভিযাত্রায়ও এ সংস্থাগুলো পিকেএসএফ-এর সহযোগী। তাই পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহ সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক কী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তা জানার জন্য ঐ সকল সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানার চেষ্টা করেছে। জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২০ সময়ে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। পিকেএসএফ-এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এসডিজি সেল-এ লোকবলের সীমাবদ্ধতা, কোভিড-১৯-এর কারণে প্রায়ই বিরতি দিয়ে দিয়ে সাধারণ ছুটি বলবৎ হওয়া, সাধারণ ছুটি উঠে গেলেও স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে কর্মকাণ্ড শিথিলভাবে পরিচালনার

বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে সুষ্ঠু যোগাযোগের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিতকরণ শতভাগ সম্ভব হয়েছে বলা যাবে না। তথ্যের ঘাটতির কারণে অনেক বিষয়ে সংখ্যাগত বিশ্লেষণ করার লক্ষ্য থাকলেও সম্ভব হয়নি। যে ১৪৩টি সংস্থার থেকে তথ্য আনার চেষ্টা করা হয় তাদের মধ্যে ৮৯টি সংস্থা তথ্য পাঠায়। তারপরে ২০২০ সালের কোভিডজনিত সাধারণ ছুটি শুরু হয়ে যায়। তাই সীমিত তথ্য দিয়েই এ অধ্যায়টি রচনা করা হয়েছে। এখানে একটি কথা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উল্লেখ করে রাখা ভালো, বৈশ্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে একটি জোরালো সর্বাঙ্গীন তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা করে যাচ্ছে, অন্য স্বাধীন চিন্তন প্রতিষ্ঠানও চেষ্টা করছে। কিন্তু, সে পথে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষ জনবল এবং সম্পদের অপ্রতুলতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই জাতিসংঘ, আঙ্কটাড, এসডিজি প্লাস, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডিবি-র প্রতিবেদন সর্বত্র তথ্য ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে এবং জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের ভলান্টিয়ার ন্যাশনাল এ্যাসেসমেন্ট অব এসডিজিস-এ-ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষিতে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা বা পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০; পৃ: ৩২)।

১.০ মাঠ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা

সহযোগী সংস্থার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন সহায়ক কর্মকাণ্ডের তথ্য মাঠ থেকে সংগ্রহ করার এই কাজটি পিকেএসএফ প্রথমবারের মতো করেছে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ নির্দিষ্ট ছকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো একটি কারিগরি বিষয়ে তথ্য দিয়েছে। কোভিড-১৯ এর আতংক ও স্বাস্থ্যঝুঁকি, সাধারণ ছুটি, কর্মকাণ্ডে 'অনিবার্য' শৈথিল্য ইত্যাদি বাধা পেরিয়েই পিকেএসএফ-কে এ কাজটি করতে হয়েছে। সেজন্য সংগৃহীত তথ্যে ঘাটতি বা ভুল ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক, ঘাটতি রয়েছেও। বৈশ্বিকভাবে জাতিসংঘ (ইউনাইটেড নেশন্স ২০২০) বা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি, তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সম্পদের ঘাটতি এবং কোভিড-১৯ জনিত প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের ঘাটতির কথা অকপটে স্বীকার করেছে (অধ্যায়-৫ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এখনও, বিশ্বের অনেক ধনী দেশ জাতিসংঘের চাহিদা মাফিক তথ্য দিতে না পারায় বিশ্ব সংস্থাটি ২০২০ সালের প্রতিবেদনকে অসম্পূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছে। উল্লেখ্য, এ বছর নিয়ে জাতিসংঘ তৃতীয়বারের মতো তাদের প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অগ্রগতি তুলে ধরলো। সে নিরিখে অত্যন্ত সীমিত সম্পদের ভিত্তিতে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে সহযোগী সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। একই বৈরি পরিবেশে মহামারির ক্রান্তিকালে সহযোগী সংস্থা তথ্য পাঠিয়েছে। ক্রমাগত প্রয়াস ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। একটি বিষয় আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এখানেও বলা দরকার। জাতিসংঘ বিভিন্ন অভীষ্টে যে লক্ষ্য এবং সূচক

ব্যবহার করেছে তা অনেক ক্ষেত্রে জটিল। বোঝা কঠিন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সংশোধনীও আনা হয়েছে। সে বাস্তবতায় স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের কাজের অগ্রগতি উক্ত লক্ষ্য বা সূচকের মাধ্যমে অনুধাবন বা বিশ্লেষণ কষ্টকর। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পিকেএসএফ-এর 'ক' শ্রেণিভুক্ত একটি সহযোগী সংস্থাসহ জাতীয় পরিমণ্ডলে পরিচিত বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা তাদের প্রেরিত তথ্যে অভীষ্ট-২ ক্ষুধা নিবারণ-এর আওতায় কোনো কর্মকাণ্ডের নাম উল্লেখ করেনি। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, '২.১.১ অপুষ্টির ব্যাপকতা, ২.১.২ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনগণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা; ২.২.১ অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি); ২.২.২ অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থুলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান); ২.৩.১ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের আকার অনুযায়ী প্রতি শ্রম এককের উৎপাদনের পরিমাণ; ২.৩.২ স্থানভেদে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের গড় আয়' ইত্যাদি সূচকের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কর্মকাণ্ড সহযোগী সংস্থাগুলো তাদের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের মধ্যে হয়তো খুঁজে পায়নি। প্রদত্ত সূচকের মানদণ্ডে বিচার করা যায় এমন কর্মকাণ্ড না থাকায় তারা ক্ষুধামুক্তি অভীষ্টে কোনো তথ্য প্রদান করেনি। আবার, অনেক ছোট সহযোগী সংস্থা ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের অর্থপরিষেবা গ্রহণ করে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাগুলো আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে এবং অর্জিত আয়ের দ্বারা খানার সদস্যদের জীবনের অন্যান্য চাহিদার পাশাপাশি খাদ্য চাহিদাও পূরণ করে। তাই ঐ সহযোগী সংস্থাসমূহ অভীষ্ট-২-এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন সূচকের আওতায় তাদের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রদান করেছে। তাই, বিভিন্ন বিষয়ে অর্থগত দ্যোতনা এবং বোধগত সীমায়িত উহ্য ঐকমত্যের মধ্যে থেকেই সহযোগী সংস্থাসমূহ যে তথ্য প্রদান করেছে তার মাধ্যমে এ অধ্যায়ের আলোচনা গ্রথিত হয়েছে।

খোদ জাতিসংঘ, ব্যক্তি গবেষক, গবেষণা বা চিন্তন প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ অনেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রায় এর সন্নিবেশন এবং তাতে যে সকল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, তা জাতীয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট সবক্ষেত্রে বোধগম্য না হওয়ার শংকা আগে থেকেই রয়েছে। এক এক দেশ এখনও একটি সূচকের আলাদা আলাদা অর্থ করছে। সেক্ষেত্রে একান্তই নতুন এবং কারিগরি একটি বিষয়ে সকল সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণ প্রথম প্রয়াসেই তথ্য দিতে গিয়ে শতভাগ সঠিকতা প্রদর্শন করবে তা আশা করা যায় না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা যে কাজ করে তার ধরন বা মর্ম অনুধাবন করতে না পারার কারণে বা কোনো বিশেষ সূচকের ভিন্নতর অনুধাবনের কারণে বিশেষ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সংযুক্ততা দেখাতে না পারা, বা যে কাজটি তারা করে না তাকেই হয়তো

অর্থগত দ্যোতনার কারণে কোনো অভীষ্টের আওতায় প্রদর্শন করেছে। কোনো ধরনের সহায়িকা, পরামর্শ বা প্রশিক্ষণের সাহায্য ছাড়া এবং সর্বোপরি কোভিড-১৯ জনিত সাধারণ ছুটির জন্য তাদের সাথে আলাপ করে তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের সুযোগ সংকুচিত থাকায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো বিষয়ে প্রথমবারের মতো তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে এ খুঁত রয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, খোদ জাতিসংঘ, ব্যক্তি গবেষক, গবেষণা বা চিন্তন প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ অনেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রায় এর সন্নিবেশন এবং তাতে যে সকল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, তা জাতীয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট সবক্ষেত্রে বোধগম্য না হওয়ার শংকা আগে থেকেই করেছে। এক এক দেশ এখনও একটি সূচকের আলাদা আলাদা অর্থ করছে। সেক্ষেত্রে একান্ত মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রথম প্রয়াসেই তথ্য দিতে গিয়ে শতভাগ সঠিকতা প্রদর্শন করবে তা আশা করা যায় না। তবে, বর্তমান গ্রন্থে তথ্য ব্যবহারে রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয়া হয়েছে: ভুল তথ্য পরিবেশনের পরিবর্তে কম তথ্য পরিবেশনের রাস্তা অনুসরণ করা হয়েছে।

ক. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল কর্মসূচি, কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ঐ সকল কর্মসূচি, কার্যক্রম ও প্রকল্পের নাম বা অন্তর্ভুক্ত পরিষেবা অনুসারে তাদের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের খাতসমূহ

সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে সহায়তা করাকে পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থাই নীতিগতভাবে তাদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে অনেক সহযোগী সংস্থা তাদের বিদ্যমান কার্যক্রমের আওতাধীন কর্মকাণ্ডকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং লক্ষ্যের নিরিখে সাজিয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে আলাদা কার্যক্রম বা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ প্রেরিত ছকে যে তথ্য প্রদান করেছে তার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে সংস্থাসমূহের এমন কার্যক্রম, প্রকল্প, কর্মসূচির বিবরণ পাঠিয়েছে। এ সকল বিবরণে তাদের কার্যক্রমের বিপুল সংখ্যক নাম এসেছে। ঐ সকল কর্মকাণ্ডের নাম বা শিরোনামের সার-সংক্ষেপকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন খাতের আওতায় সাজানো যায়। তবে, এ তালিকাকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড বা কার্যক্রমের তালিকা বিবেচনা না করে বরং ঐ সকল কর্মকাণ্ড বা কার্যক্রমের চয়নকৃত একটি বৃহত্তর নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা শ্রেয়।

(১) অতিদরিদ্রদের জন্য অর্থ পরিষেবা: পিকেএসএফ-এর মূলধারায় এ ধরনের কার্যক্রম বর্তমানে 'বুনিয়াদ' কার্যক্রম নামে পরিচিত। অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন, অতিদরিদ্রদের জীবিকা উন্নয়নে অর্থায়ন কার্যক্রম, চরের অতিদরিদ্রদের জন্য জীবিকায়ন প্রকল্প, শহরের অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম, পিকেএসএফ-এর অতিদরিদ্র-উজ্জীবিত প্রকল্প এবং প্রসপারিটি প্রকল্প ইত্যাদির আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডও এ খাতের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(২) মাঝারি ক্ষুদ্র অর্থায়ন: অতিদরিদ্রদের এবং উদ্যোগীদের বাইরে কোনো গোষ্ঠী বা দরিদ্র শ্রেণির জন্য অর্থায়ন কার্যক্রম, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, সাধারণ মাঝারি ও ক্ষুদ্রঋণ, জীবিকায়ন সহায়ক ক্ষুদ্র অর্থায়ন; ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এবং অর্থনৈতিক অর্থায়ন কার্যক্রম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন; সূচনা পুঁজি; ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি নামে বেশিরভাগ এ সকল কার্যক্রম দেখা যায়। পিকেএসএফ পরিমন্ডলে এ ধরনের কার্যক্রমকে সাধারণভাবে জাগরণ কার্যক্রম (পূর্বেকার গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ) হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে পল্লী এবং শহরাঞ্চলে কোনো ধরনের বিশেষ ব্যবচ্ছেদ ছাড়া দরিদ্রদেরকে মূলত আয়বর্ধক কাজ সৃষ্টি বা উৎসাহিতকরণের নিমিত্ত এ ধরনের ঋণ প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান পরিষেবা গ্রহিতাদের নিকট অধিকতর আবেদন বা মনোযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত এ সকল ঋণের সারবত্তায় পরিবর্তন না এনে বিভিন্ন আকর্ষণীয় নাম দেয়া হয় যেমন: ইসলামিক ঋণ, হালাল অর্থায়ন কার্যক্রম, সর্বজনীন অর্থায়ন কার্যক্রম ইত্যাদি।

(৩) ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থায়ন: পিকেএসএফ পরিমণ্ডলে মূলধারায় সহযোগী সংস্থাসমূহের এ ধরনের অর্থায়ন কার্যক্রমকে বর্তমানে অগ্রসর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ধরা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ, কর্মসংস্থান বিনিয়োগ ও উন্নয়ন, অগ্রসর শ্রেণির জন্য ঋণ, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে উদ্যোগী ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ঋণ, মূল্য সংযোজন উন্নয়নের নিমিত্ত অর্থায়ন প্রকল্প, টেকসই জীবিকায়ন উদ্যোগ অর্থায়ন; ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন; ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন ঋণ; ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ বা অর্থ পরিষেবা; কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্প বা কার্যক্রম; ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প; আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত অর্থায়ন ইত্যাদি নামে সহযোগী সংস্থায় এ ধরনের কার্যক্রম দেখা যায়।

(৪) কৃষি অর্থায়ন ও অন্যান্য: কৃষিখাতকে এখানে ব্যাপক-ভিত্তিক কৃষি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ফসলী কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। পিকেএসএফ পরিমণ্ডলে সুফলন কার্যক্রম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কেজিএফ প্রকল্প ইত্যাদি এ খাতের আওতাভুক্ত। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন, কৃষিখাত প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে অর্থায়ন, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্ষুদ্র অর্থায়ন, মৎস্য খাত উন্নয়নে অর্থায়ন; বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ (গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি) ইত্যাদি উন্নয়নে অর্থায়ন; গ্রাম ও শহরে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন; মৌমাছি চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মৌমাছি উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের নিমিত্ত অর্থায়ন; মাঝারি ও ক্ষুদ্র খামারিদের উন্নয়নে ঋণ; কৃষি কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন; কৃষি খাতে মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়নের নিমিত্ত অর্থায়ন; কাঁকড়া চাষ; কাঁকড়ার হ্যাচারি খাতের উন্নয়ন এবং মোটাতাজাকরণ উদ্যোগে অর্থায়ন; ঘরের আঙিনায় কৃষি কাজে অর্থায়ন; খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদি নামে সহযোগী সংস্থায় এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রকল্প দেখা যায়।

(৫) বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থায়ন: প্রাণিসম্পদের মোটাতাজাকরণ উদ্যোগে অর্থায়ন, ঘরের আঙিনায় কৃষিকাজে অর্থায়ন, খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদি ।

এখানে উল্লেখ্য, সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য নিরসনের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণে উৎসাহী খানাকে শুধু তাদের চলমান আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সম্প্রসারণ বা উন্নয়নে যেমন অর্থায়ন করে, তেমনি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি বা শুরু করার জন্যও অর্থায়ন করে থাকে ।

(৬) ত্রাণ কার্যক্রম: এটাও এক ধরনের কার্যক্রম, কারণ এর মাধ্যমে অর্থ ও নানা সামগ্রী হস্তান্তরিত হয় । যে সকল অংশগ্রহণকারী খানা কোনো কারণে তাদের জীবিকা অর্জনের উপায় হারিয়ে ফেলে বা বিদ্যমান আয় তাদের জীবিকার জন্য অপ্রতুল হয়ে ওঠে, সে সকল খানা সদস্যদের বেঁচে থাকায় সহায়তা করার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ উক্ত খানাসমূহকে শর্তহীনভাবে বা নামমাত্র কোনো কাজের বিনিময়ে বা কোনো শর্ত ছাড়াই অর্থ বা পণ্য সহায়তা প্রদান করে থাকে ।

(৭) সচেতনতা সৃষ্টি: জ্ঞানের বিচ্ছুরণ এবং কর্মশালা, আলোচনা সভা (সেমিনার, সিম্পোজিয়াম), র‍্যালি বা জমায়েত ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণত সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বা সৃষ্টিমূলক কাজ ।

(৮) জলবায়ু ও পরিবেশ: জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন কর্মসূচি, পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা আন্দোলন, সোলার পাওয়ার সিস্টেম বা সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বন্ধু চুলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের আপদ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠান, সমন্বিত কৃষিকাজ এবং জলবায়ু সহিষ্ণু শস্য, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি অভিযোজন মডেল উদ্ভাবন, সোলার ইরিগেশন পাম্প এ্যান্ড হোম সিস্টেম, পরিষ্কার জ্বালানি এবং অম্লজান নির্গমন, বাস্তুতন্ত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা কার্যক্রম; গ্রীড এনার্জি সিস্টেম টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রীন এনার্জি সিস্টেম; ইমার্জেন্সি ডিজাস্টার রেসপন্স ভলান্টিয়ার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প অথবা তাতে অর্থ পরিষেবা পরিবেশন ।

(৯) আপৎকালীন অর্থায়ন: অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের কষ্টার্জিত উন্নয়ন সুরক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ, আপৎকালীন ঋণ, জরুরি ঋণ, দুর্যোগকালীন অর্থায়ন ইত্যাদি এ খাতের আওতাভুক্ত ।

(১০) ত্রাণ কার্যক্রম: ত্রাণ কার্যক্রমকেও বিশেষ অর্থায়ন কার্যক্রম হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, কারণ এর মাধ্যমে অর্থ বা অর্থের মাপে পরিমাপযোগ্য পরিষেবা হস্তান্তরিত হয় । যে সকল অংশগ্রহণকারী খানা কোনো কারণে তাদের জীবিকা অর্জনের উপায় হারিয়ে ফেলে বা বিদ্যমান আয় তাদের জীবিকার জন্য অপ্রতুল সে সকল খানার বেঁচে থাকায় সহায়তা করার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ উক্ত খানাসমূহকে শর্তহীনভাবে বা নামমাত্র কোনো কাজের বিনিময়ে বা কোনো শর্ত ছাড়াই অর্থ বা পণ্য সহায়তা করা হয়ে থাকে ।

(১১) বনায়ন-বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম: এটি সরাসরি কোনো অর্থায়ন কার্যক্রম নয় । সহযোগী সংস্থাসমূহ সবুজায়ন, নার্সারি, গাছের চারা উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম, বৃক্ষ আমানত প্রকল্প ইত্যাদি নামে কর্মকাণ্ড ।

(১২) প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম: প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সনে অর্থায়ন, প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার প্রদান কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন জোরদারকরণ কার্যক্রম, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের টেকসই জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীদের মূলধারা অর্থনীতিতে একাত্মীকরণের নিমিত্ত কার্যক্রম, ভৌত উন্নয়নকর্মে প্রতিবন্ধীদের একাত্মকরণের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম, বিশেষভাবে সমর্থ জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের নিমিত্ত প্রাগ্রসরতা কার্যক্রম ইত্যাদি সহযোগী সংস্থা বাস্তবায়ন করে ।

(১৩) সমৃদ্ধি: সমৃদ্ধি কর্মসূচি একটি সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম । সমৃদ্ধি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি কর্মসূচি, সমৃদ্ধ বাড়ি প্রকল্প, সমৃদ্ধি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সহযোগী সংস্থা বাস্তবায়ন করে । সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচি পিকেএসএফ তহবিলে বাস্তবায়িত হলেও এর দু' একটি অংশের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহযোগী সংস্থার আর্থিক অবদান রয়েছে ।

(১৪) প্রযুক্তি হস্তান্তর: উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি বিপণনের নিমিত্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর, সমন্বিত পরিষেবার নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সংযুক্তি, মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন আধার সংরক্ষণ এবং হালদা নদীর পরিবেশ উন্নয়ন; লাল গরুর সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ; ভার্মি কম্পোস্ট; সেক্স ফেরোমেন ট্র্যাপ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা; প্রজননশাস্ত্র সম্বন্ধীয় (জেনেটিক্স) সংরক্ষণ, ব্ল্যাক বেঙ্গল বা কালো ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সম্প্রসারণ; ভেড়া বা গাড়ল পালন; দুম্বা পালন; কুচিয়া চাষ; কাঁকড়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন বা হ্যাচারি, লবণাক্ততা-প্রবণ অঞ্চলে লবণ সহিষ্ণু ধানের বীজ উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে টেকসইভাবে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিতে পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ।

(১৫) প্রবীণদের জন্য কার্যক্রম: বয়স্ক মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নে কর্মসূচি, প্রবীণ কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচি ইত্যাদি নামে সহযোগী সংস্থায় প্রকল্প বা কার্যক্রম ।

(১৬) খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি: অতিদরিদ্র ও ক্ষুধামুক্তি কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি, মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়ন (আইএমসিএন), প্রগাঢ় অপুষ্টির গোষ্ঠীভিত্তিক পরিমাপ কর্মসূচি (সিএমএম), খাদ্য কর্মসূচি, খাদ্যের জন্য নগদ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ।

(১৭) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনঃ উন্নত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবায় বন্যার্ত মানুষের অভিগম্যতা কর্মসূচি; দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ছিন্নমূল মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও প্রয়োজন মেটানো কর্মসূচি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং সুস্বাস্থ্য কর্মসূচি (ওয়াশ প্লান), পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা দূরীকরণে কর্মসূচি; ক্ষুদ্র পরিসরে টেকসই পানি সম্পদ উন্নয়ন সহায়তাদানকারীদের পরিষেবা প্রদান; উপকূলীয় লবণাক্ততা প্রবণ এলাকায় নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন, নিরাপদ পানি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন জোরদারকরণ পরিষেবা; বিদ্যালয়ে সমন্বিত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ওবিএ স্যানিটেশন ঋণ কার্যক্রম, পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন ঋণ, পানিই জীবন প্রকল্প, সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা; পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে পরিষেবা প্রদানকারী ও সুশীল সমাজের সুশাসন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ।

(১৮) নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নঃ নারীর ক্ষমতায়ন; পশ্চাৎপদ, প্রান্তিক, নাজুক নারী ও মেয়েদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে কর্মকাণ্ড; নারীর ওপর সহিংসতা প্রতিরোধ; নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ গোষ্ঠীগত ক্ষমতায়ন; উগ্রতা থেকে উৎসারিত সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের একত্রীকরণ ও সম্পৃক্ততা; সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীর ক্ষমতায়ন; পারিবারিক সহিংসতা প্রশমন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড; প্রাক-শৈশব উন্নয়নের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক রূপান্তর; লিঙ্গ ও অধিকার কর্মসূচি; লৈঙ্গিক সমতা কর্মসূচি; ক্ষমতায়ন; নারীর ক্ষমতায়ন; নারীর কর্মসংস্থান; নারী উদ্যোক্তাদের প্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন; বাংলাদেশে কম বয়সী মেয়েদের ক্ষমতায়নের পন্থা; সহিংসতা প্রশমন পরিক্রমা ও অভিযোজন কর্মসূচি; ন্যায়বিচার ও লৈঙ্গিক সহিংসতা প্রশমনে সুধী সমাজ এবং গণ-প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণ; নারীদের মাধ্যমে বিপণন; নারী-বান্ধব সমাজ কর্ম; নারী বান্ধব হাসপাতাল ইত্যাদি ।

(১৯) বিপণনঃ দরিদ্র জনসাধারণের তৈরি পণ্যসামগ্রী বিপণনে সহায়তা, পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠায় বিপণন ব্যবস্থায় দরিদ্র কৃষককে সহায়তা, উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, পণ্য বিক্রয়ে দরিদ্র উৎপাদনকারীদেরকে বিপণন ব্যবস্থায় অভিগম্যতা প্রদান, গরু-ছাগল বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি ।

(২০) ইজারা অর্থায়নঃ ভূমি অধিকার প্রকল্প, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভূমি অধিকার সুরক্ষা ও প্রদান, বাস্তুহীন দরিদ্র বা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার বাস্তবায়ন/অর্জনে ইজারা প্রকল্পে অর্থায়ন, চরাঞ্চলের মানুষের জন্য ইজারা ব্যবস্থায় অর্থায়ন, দলিত–আদিবাসীদের ইজারা প্রাপ্তিতে সহায়তা ও অর্থায়ন কর্মসূচি; ভূমি উন্নয়ন এবং নিষ্পত্তি প্রকল্প ইত্যাদি ।

(২১) শান্তি, ন্যায়বিচার, আইনগত অধিকারঃ বাংলাদেশের পল্লী আদালত কার্যকর করণে উদ্যোগ, জাহাজ পুনর্ব্যবহার (রিসাইক্লিং) খাতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় প্রচারণা, সালিশের মাধ্যমে বিকল্প সংঘাত নিরসন ব্যবস্থায় সমাজ বা গোষ্ঠীভিত্তিক (কমিউনিটি) পুলিশ পরিষেবা, আইন ও আইনী পদক্ষেপ, গোষ্ঠী প্রকল্পের মাধ্যমে শান্তি ও সহিষ্ণুতা উন্নয়ন অভিযাত্রা, নিপীড়ন নিরসনে গোষ্ঠীগত সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, নেতৃত্ব

সম্পৃক্তকরণের কর্মসূচি, ন্যায়বিচারে অভিগম্যতার নিমিত্ত গোষ্ঠী বা সমাজকে আইনগত সহায়তার জন্য সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্প সহযোগী সংস্থা বাস্তবায়ন করে। অন্তর্জাল (নেটওয়ার্কিং) বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা, পোশাক শ্রমিকদের অধিকার ও কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, পোশাক শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, স্থানীয় এবং জাতীয় মানবাধিকার কর্মীদের ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ ও সামাজিক ন্যায়বিচার কর্মসূচি, আইনগত সহায়তার মাধ্যমে অধিকার বাস্তবায়ন, অধিকার ও প্রাপ্তি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের প্রান্তিকতা প্রতিরোধ কর্মসূচি; রক্ষা (এ্যাডভোকেসি) এবং অধিকার কর্মকাণ্ড; শান্তি, আইন, ন্যায়বিচার এবং অধিকার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

(২২) এ্যাডভোকেসি, গভর্নেন্স এবং সামাজিক মোবিলাইজেশন: সক্রিয় নাগরিক বাংলাদেশ কর্মসূচি, আমরাও মানুষ, আস্থা সচেতনতামূলক কার্যক্রম, গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মসূচি, সামাজিক সংহতি এবং ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মর্যাদা এবং নেতৃত্ব উন্নয়নে প্রকল্প, সহিংসতা প্রশমনে গোষ্ঠী ও কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্তকরণে কর্মসূচি, শিখন ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অধিকার অর্জনের জন্য মানুষের অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক শাসন (বা নিয়ন্ত্রণ) নিশ্চিতকরণে গণ পরিষেবার সংবেদনশীলতা, সামাজিক প্রচারণা ও জ্ঞান বিচ্ছুরণ, সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (জেলখানায় ও জেলখানার বাইরে), মর্যাদা ও টেকসহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

(২৩) যুবদের জন্য কর্মসূচি: যুবদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা দক্ষতা প্রদান, ক্ষমতায়ন, অন্তর্জাল সৃষ্টি, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(২৪) সংস্কৃতি ও ক্রীড়া: বিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মসূচি, শিশুদের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মসূচি; সুষ্ঠু সমাজ বিকাশে সকলের জন্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মসূচি ইত্যাদি।

(২৫) কিশোর উন্নয়ন: কিশোর উন্নয়ন কর্মসূচি, কিশোর (ছেলে-মেয়ে) বিকাশে কর্মসূচি, কিশোরী ক্লাব, কিশোর ক্লাব, (সরকারের) মা-মনি প্রকল্প ইত্যাদি।

(২৬) স্থানীয় সরকার: স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সামাজিক পুঁজি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

(২৭) সম্পদ সৃষ্টির জন্য ঋণ: ঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, জমি ক্রয়, জমি বন্ধক ও ইজারার জন্য অর্থায়ন ইত্যাদি।

(২৮) প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) প্রকল্প: দেশ-বিদেশ থেকে স্বজনদের প্রেরিত অর্থ সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারী খানায় পৌঁছে দেয়া বা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার জন্য সহায়তা ইত্যাদি।

(২৯) শিক্ষা-সাক্ষরতা: আলোকিত গ্রাম কর্মসূচি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত বিশেষ শিক্ষা প্রকল্প, বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্র, পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তি, প্রাক্-শিক্ষণ শনাক্তকরণ, দ্বিতীয় সুযোগ কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ভাসমান বিদ্যালয়, সামগ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভিশন কেন্দ্র ইত্যাদি ।

(৩০) খাদ্য নিরাপত্তা: ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), কাজের বিনিময়ে অর্থ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, খাদ্য নিরাপত্তা খাত উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সুসংহতকরণ, কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি ইত্যাদি ।

(৩১) শিশুদের জন্য কর্মসূচি: শিশুকেন্দ্রিক আরোগ্য ও অভিযোজন (সিআর) প্রকল্প, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, শিশুর অধিকার সংরক্ষণ (সিআরপি), শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন কেন্দ্র (ইসিডি), শিশু যত্ন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সুরক্ষা, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি ।

(৩২) পাচার প্রতিরোধ: শিশু ও নারী পাচার রোধে কার্যক্রম ।

(৩৩) মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য: মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উন্নয়ন, শৈশবের গোড়ার দিকে যত্ন, গোষ্ঠীগত মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা ।

(৩৪) সমবায় ও ঋণ কার্যক্রম: খুব কম হলেও এখনও সহযোগী সংস্থা অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে সমবায় ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত করে যেখান গঠিত তহবিল থেকে প্রয়োজনবোধে ঋণ গ্রহণ করতে পারে ।

(৩৫) প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই জীবিকায়ন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একত্রীকরণ, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্য প্রযুক্তি এবং সম্পদকেন্দ্র গড়ে তোলা, বিকলাঙ্গ মানুষের কল্যাণে কর্মসূচি, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার কর্মসূচি, অর্থনৈতিক পরিষেবায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণ কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যমুক্ত করার নিমিত্ত বিশেষায়িত কর্মসূচি ।

(৩৬) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ: প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধক ও জীবিকায়ন দক্ষতা যাদের কাছে এখনও পৌঁছায়নি তাদের কাছে উক্ত দক্ষতা পৌঁছে দেয়া, কর্মসংস্থান বিনিয়োগ কর্মসূচিতে দক্ষতা আনয়ন কর্মসূচি, গোষ্ঠীগত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ।

(৩৭) আবাসন: গৃহায়ণ তহবিল ঋণ সহায়ক প্রকল্প, সকলের জন্য আবাসন, স্বল্প খরচে আবাসন প্রকল্প (লো-কস্ট হাউজিং), স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ণ সহায়তা প্রকল্প (এলআইসিএইচএসপি), উৎপাটিত বা বিতারিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন কর্মসূচি, স্থানান্তরিত বা অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ইত্যাদি ।

(৩৮) ক্ষুদ্র শিল্প: বাটিক এবং হস্তশিল্প, গৃহে খেলনা তৈরি, গৃহে বাঁশ-বেতের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, সূচি শিল্প, কাঁথা সেলাই-এর কাজ ইত্যাদি ।

(৩৯) অভিবাসন: শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে কর্মসূচি; মিয়ানমার শরণার্থীদের জন্য মাতৃত্ব ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, অভিবাসিত, স্থানান্তরিত, অপসারিত, উৎপাটিত, উচ্ছেদকৃত বা নিজ আবাস থেকে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কর্মসূচি; গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন কর্মসূচি ইত্যাদি ।

(৪০) রোগ প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম: ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি; রিকেট রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি; ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, নিরাময় এবং প্রতিরোধ কর্মসূচি ইত্যাদি ।

(৪১) উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড: লিফট, উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন, দরিদ্র খানার উদ্ভাবনী আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ইত্যাদি ।

(৪২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বিশেষ কার্যক্রম: পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র অর্থায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম, ন্যায়বিচার সংক্রান্ত কার্যক্রম, লৈঙ্গিক সমতা সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি ।

(৪৩) নগর দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচি: নগরের দরিদ্রদের কল্যাণার্থে কার্যক্রম, বস্তিবাসীর জন্য কার্যক্রম, নগরের দরিদ্রদের জীবিকায়ন কর্মসূচি, নগরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসূচি, নগরের অতিদরিদ্র বালিকাদের পুনর্বাসনে কর্মসূচি ইত্যাদি ।

(৪৪) ভ্রমণ ও পর্যটন উন্নয়ন কর্মসূচি: পাহাড়, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্থানকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম, ইকো-ট্যুরিজম কার্যক্রম ।

(৪৫) ব্যবসা যোগাযোগ ও পরিষেবা: দরিদ্রদের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত যোগাযোগ সৃষ্টি, দরিদ্রদের পণ্য বা সেবার বিপণনে যোগাযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান ।

(৪৬) সামাজিক ব্যবসা: সহযোগী সংস্থাসমূহ অনেকটা নিজস্ব উদ্যোগে এমন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যার মূল উদ্দেশ্য মুনাফা নয় । যেমন, বাজারমূল্য থেকে কম মূল্যে স্থানীয়ভাবে বা দরিদ্রদের মাঝে চাল বিক্রির কর্মকাণ্ড, এমনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা যেখানে শুধু অতিদরিদ্রদের মজুরির বিনিময়ে নিয়োজনের ব্যবস্থা থাকে ।

(৪৭) ব্যবসা কর্ম: কৃষি পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, ডিপার্টমেন্ট সেন্টার, ফ্যাশন ডিজাইন সংক্রান্ত বিপণন কেন্দ্র, সিএনজি জ্বালানী সরবরাহ কেন্দ্র, আসবাবপত্রের দোকান, মুদ্রণালয়, করাতকলে কাঠচেরাই কেন্দ্র ইত্যাদি ।

(৪৮) অন্যান্য: বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম; অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম; ভূমি ভরাট কার্যক্রম; বিবিধ অ-আর্থিক উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি ।

খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পৃক্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড: সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

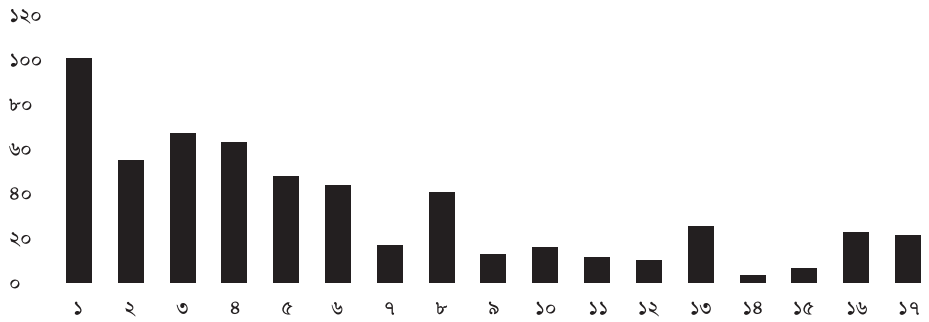
পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ বিচিত্র দারিদ্র্য নিরসনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে । এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা সচেতনভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে । কখনওবা তাদের চলমান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অজান্তেই ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি-সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে । বর্তমান অংশে কোন্ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে কতটি সহযোগী সংস্থা কাজ করে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে । সকল সহযোগী সংস্থা এক ধরনের কাজ করে না, আবার একটি কাজের মাধ্যমে একটি সহযোগী সংস্থা একাধিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে ।

৮৯টি সহযোগী সংস্থা হতে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সকল সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-১ দারিদ্র্য নিরসন সম্পৃক্ত কাজ করে । এর পরেই সবচে' বেশি সংখ্যক (৬৬.২৯ শতাংশ) সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে । সাধারণভাবে বড় সহযোগী সংস্থাসমূহ তুলনামূলক অধিক হারে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সহায়ক কাজ করে ।

নিচের লেখচিত্র এবং সারণীতে উপস্থাপিত ৮৯টি সহযোগী সংস্থা হতে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সকল সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-১ দারিদ্র্য বিলোপ সম্পৃক্ত কাজ করে । এর পরেই সবচে' বেশি সংখ্যক (৬৬.২৯ শতাংশ) সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে ।

সাধারণভাবে বড় সহযোগী সংস্থাসমূহ তুলনামূলক অধিক হারে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সহায়ক কাজ করে । প্রায় ৫৫.০৬ শতাংশ সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে (অভীষ্টটির সূচকের ভাষা বোঝা কষ্টকর হওয়ার কারণে অনেক সংস্থা সম্পৃক্ত তথ্য প্রদান করেনি বিধায় বাস্তবতার তুলনায় এ হার কম বলে মনে হয়) । প্রায় ৬৩ শতাংশ সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা, ৪৭.১৯ শতাংশ অভীষ্ট-৫ লিঙ্গ সমতা, ৪০.৪৫ শতাংশ অভীষ্ট-৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ১৫.৭৩ শতাংশ অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস এবং ২৪.৭২ শতাংশ সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজন সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে । সবচে' কম সংখ্যক সংস্থা অভীষ্ট-১৪ জলজ জীবন, অভীষ্ট-১৫ স্থলজ জীবন, অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস এবং অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনপদ সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে বলে প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় ।

চিত্র-৭.১: বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে কাজ করে এমন সহযোগী সংস্থাসমূহের শতকরা বণ্টন



সারণী-৭.১: বিভিন্ন আকারের সহযোগী সংস্থা যে বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে সহায়ক কাজ করে তার শতকরা বণ্টন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	বড় আকারের সহযোগী সংস্থা[১]	মাঝারি আকারের সহযোগী সংস্থা[২]	ছোট আকারের সহযোগী সংস্থা[৩]
১	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২	৭২.৯৭	৬৮.১৮	২৩.৩৩
৩	৮১.০৮	৭২.৭৩	৪৩.৩৩
৪	৭২.৯৭	৭৭.২৭	৪০.০০
৫	৫৬.৭৬	৫৯.০৯	২৬.৬৭
৬	৫৪.০৫	৬৩.৬৪	১৬.৬৭
৭	২৪.৩২	১৮.১৮	৬.৬৭
৮	৫৪.০৫	৩৬.৩৬	২৬.৬৭
৯	২৪.৩২	১৩.৬৪	০.০০
১০	২৪.৩২	১৮.১৮	৩.৩৩
১১	২১.৬২	৪.৫৫	০.০০
১২	১৩.৫১	৯.০৯	৬.৬৭
১৩	৩৫.১৪	১৮.১৮	১৬.৬৭
১৪	৫.৪১	৪.৫৫	০.০০
১৫	১০.৮১	৪.৫৫	৩.৩৩
১৬	২৯.৭৩	২৭.২৭	১০.০০
১৭	১৬.২২	১৩.৬৪	৩৩.৩৩

১= ক শ্রেণিভুক্ত সংস্থা, ২= খ শ্রেণিভুক্ত সংস্থা, ৩= গ শ্রেণিভুক্ত সংস্থা

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মতো একটি দেশ যে স্বল্পোন্নত থেকে সদ্য নিম্ন মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে, এমন একটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে অভীষ্ট-১ দারিদ্র্য নিরসন, অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি, অভীষ্ট-৩ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা, অভীষ্ট-৫ জেন্ডার সমতা, অভীষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, অভীষ্ট-৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু কার্যক্রম এবং অভীষ্ট-১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সহায়ক কর্মকাণ্ড অধিক হারে বাস্তবায়ন করে। আরো একটি বিষয় স্পষ্ট, যে সকল অভীষ্ট না থাকলে হয়তো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো এ ব্যাপক-ভিত্তিক বৈশ্বিক চিন্তন বা পরিকল্পনার প্রয়োজন হতো না এমন দু'টি অভীষ্ট: অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস এবং অভীষ্ট ১৩ জলবায়ু পরির্তন - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রমও এ প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। আমরা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনীর (স্যাচ্স জে. ও অন্যান্য ২০২০ ও ২০২১) প্রতিবেদনে অন্তর্গত ড্যাশবোর্ডে দেখেছি, অভীষ্ট-১০-এর আওতায় যে সূচকসমূহ রয়েছে সেখানে বাংলাদেশ কোনো তথ্য পাঠায়নি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অনেক খাতেই এমন অবস্থা অনেক উন্নত দেশেরও। কিন্তু, সহযোগী সংস্থার মধ্যে প্রায় ১৬ শতাংশ এ খাতে পিকেএসএফ-কে তথ্য পাঠিয়েছে। অভীষ্ট ১৩-এর আওতায় জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড প্রায় ২৫ শতাংশ সহযোগী সংস্থা বাস্তবায়ন করে বলে দেখা যায় (এখানে বলা ভালো, নমুনার পরিবর্তে সমগ্রে এ হার আরো বেশি হওয়ার কথা)।

অভীষ্ট-৩ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ডে সহযোগী সংস্থাসমূহের অধিক হারে সম্পৃক্ততা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ কেন উন্নয়নের এ দু'টি সূচকে বড় প্রতিবেশি ভারত, পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বেসরকারিকরণের একটি ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একই কথা প্রযোজ্য অভীষ্ট-৫ জেন্ডার সমতা এবং অভীষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন-এর ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের সম্পৃক্তায়।

সারণী-১-এ দেখা যায়, বড় সহযোগী সংস্থাসমূহ সবচে' বেশি, তারপরে মাঝারি এবং ছোট সহযোগী সংস্থাসমূহ এ অভীষ্টে কাজ করে। এর ব্যত্যয় খুব একটা দেখা যায় না। তবে, অভীষ্ট-৪, অভীষ্ট-৫ এবং অভীষ্ট-৬-এ বড় সহযোগী সংস্থাসমূহের তুলনায় বেশি সংখ্যক মাঝারি সহযোগী সংস্থা কাজ করে।

অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি অধিকাংশ সহযোগী সংস্থার ব্রত হলেও দেখা যায়, মাত্র ৫৫.০৬ শতাংশ সংস্থা এ অভীষ্টে কাজ করে। বড় এবং মাঝারি অধিকাংশ সংস্থা এ অভীষ্টে কাজ করলেও ছোট সংস্থাসমূহের মাত্র ২৩.৩৩ শতাংশ এ অভীষ্টে কাজ করে। অথচ একান্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং স্থানীয়ভাবে কাজ করার সুযোগ থাকা এ সকল সহযোগী সংস্থা এ অভীষ্টে বেশি কাজ করতে পারলে তা এখনও খাদ্য অ-নিরাপত্তায় থাকা অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে অধিকতর কার্যকর হতো বলে অনুমান করা যায়। এ খাতে টেকসই উন্নয়ন

অভীষ্টের মতো বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা, বিশেষ করে সূচকগত জটিলতাকে দায়ী করা চলে। প্রকৃত পক্ষে অভীষ্ট-২ ক্ষুধা মুক্তি বিষয়ে আরো বেশি সহযোগী সংস্থা যে কাজ করে যাচ্ছে তা নির্দিধায় বলা যায়।

অভীষ্ট-৭ সাশ্রয়ী এবং দূষণমুক্ত জ্বালানী এবং অভীষ্ট-৯ শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো বর্তমান হতে শুরু করে আগামী দিনে পৃথিবীকে এবং দেশকে নিরাপদে রাখা এবং ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির সাথে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিকতর গুরুত্ব বহন করতে থাকবে। সহযোগী সংস্থাসমূহের এ দু'টি ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা এখন কম হলেও তা ক্রমবর্ধমান। তথাপি, বর্তমানে বড় সংস্থাসমূহের এ সকল খাতে সম্পৃক্ততা ২৫ শতাংশের নিচে; মাঝারি সংস্থাগুলোর ২০ শতাংশের নিচে। ছোট সহযোগী সংস্থাসমূহের কেউ অভীষ্ট-৯-এর সহায়ক কাজ করে না। অথচ, এ অভীষ্টের আওতাধীন বিষয়গুলোতে মানুষ প্রশিক্ষিত বা শিক্ষিত না হলে সমাজ বা দেশকে এগিয়ে নেয়া কঠিন হবে। সহযোগী সংস্থার লক্ষিত জনগোষ্ঠী বা অংশগ্রহণকারী পিছিয়েথাকা দরিদ্র খানাগুলোর ক্ষেত্রে তা আরও বেশি মাত্রায় সত্য।

আগে বলা হয়েছে, ছোট সহযোগী সংস্থাসমূহের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্ততার কথা। কোনো কোনো অভীষ্টে তারা কাজ করে না বলেও দেখা যায়। যেমন, অভীষ্ট-৯, অভীষ্ট-১১ এবং অভীষ্ট-১৪। নির্দিষ্ট ছকে ঐ সকল সংস্থার তথ্য প্রদানে অপারগতার কারণেও এমনটি দেখা যেতে পারে।

অন্যদিকে, অভীষ্ট ১৭-এর আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের কাজ করার সুযোগ এমনিতেই কম হওয়ার কথা বা সকল সংস্থার কাজ একই রকম হওয়ার কথা। তথাপি, গড়ে ২১ শতাংশের বেশি সংস্থা জানিয়েছে তারা এ অভীষ্টে কাজ করে। সবচে' বেশি হারে ছোট সহযোগী সংস্থা এ অভীষ্টে কাজ করে, তারপরেই বড় সহযোগী সংস্থাসমূহ এ অভীষ্টে কাজ করে বলে স্তম্ভলেখ প্রদর্শন করছে।

উল্লেখ্য, তথ্য প্রদানকারী ৮৯টি সহযোগী সংস্থাই দারিদ্র্য নিরসনে পরিচালিত ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমকে তাদের বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারপরে, ৫৬টি সংস্থা (৫৭ শতাংশ) সমৃদ্ধি কর্মসূচিকে এবং ৩৫টি সংস্থা (৩৯ শতাংশ) স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গ. বর্তমান উপস্থাপনায় ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা

উপরিউক্ত গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে করতে হয়েছে বলে আগেই বলা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সার্বিক পারদর্শিতা-পারঙ্গমতা-দুর্বলতা-দক্ষতা সম্পর্কে পিকেএসএফ ওয়াকিবহাল। কাজেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো একটি আপাত দূরবর্তী বিষয়ে (যেখানে সরাসরি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা খুবই কম) সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহে একটি ছক পাঠানো হয়। কিন্তু, ইতোমধ্যে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব ঘটায় এবং সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় সহযোগী সংস্থার নিকট বিষয়গুলো সেভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।

এছাড়া তখন পর্যন্ত খুব স্বল্প সংখ্যক সহযোগী সংস্থার লোকবলকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিলা ।

সারণী-৭.২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যপত্রের আকার অনুসারে ঐ সহযোগী সংস্থাসমূহের শতকরা বণ্টন

প্রতিবেদনের আকার (পৃষ্ঠা সংখ্যা)	বড় সহযোগী সংস্থা[১]	মাঝারি সহযোগী সংস্থা[২]	ছোট সহযোগী সংস্থা[৩]	গড়
১-৫	২৭.০৩	৫৪.৫৫	৭৩.৩৩	৪৯.৪৪
৬-২০	৪৫.৯৫	৩১.৮২	১৬.৬৭	৩২.৫৮
২১+	২৭.০৩	১৩.৬৪	১০.০০	১৭.৯৮

১= ক শ্রেণিভুক্ত সংস্থা, ২= খ শ্রেণিভুক্ত সংস্থা, ৩= গ শ্রেণিভুক্ত সংস্থা

তাই সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রেরিত ছকে যে তথ্যপত্র প্রেরণ করেছে তার কলেবর সারণীতে তুলে ধরা হলো । সারণীতে দেখা যায়, একই তথ্য দিতে গিয়ে সংস্থাসমূহের তথ্যপত্রের কলেবর ১ থেকে ৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হয়েছে । একই আকারের সংস্থা এবং যাদের কর্মকাণ্ডও অনেকটা একই তাদের প্রদত্ত তথ্যেও বিস্তর তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । সারণীতে দেখা যায়, বড় সংস্থা থেকে পাঠানো তথ্যপত্রের কলেবর মাঝারি এবং ছোট সংস্থা থেকে প্রেরিত তথ্যপত্রের কলেবর থেকে বড় । গড়ে প্রায় অর্ধেক সহযোগী সংস্থার তথ্যপত্রের কলেবর ছিলো ছোট (১-৫ পৃষ্ঠা), এক-তৃতীয়াংশ সহযোগী সংস্থার তথ্যপত্রের কলেবর ছিলো মাঝারি এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৮ শতাংশের ওপরে) সহযোগী সংস্থা তথ্যপত্রের কলেবর ছিলো বড় (২১ পৃষ্ঠার ওপর) । তথ্য-উপাত্যসমূহের এ কলেবর থেকে সম্পৃক্ত বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের বোধগম্যতার তারতম্য সম্বন্ধে আঁচ করা যায়; যদিও কোন্ সহযাগী সংস্থা বা শতকরা কতভাগ সহযোগী সংস্থা বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে অনুধাবন করে তথ্যপত্র তৈরি করেছে সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় না । অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় তথ্যপত্রগুলোতে একই বিষয়ের বারবার উল্লেখ করা হয়েছে । অন্যদিকে একদম ছোট তথ্যপত্রগুলোতে বিষয়ের প্রয়োজনীয় উপস্থাপন ছিলো না ।

ঘ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও নিজ নিজ বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংযুক্ততা (কানেক্টিভিটি) প্রদর্শণে সহযোগী সংস্থার পারঙ্গমতা বা সচেতনতা

সহযোগী সংস্থা তাদের কাজের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে কতটা সংযুক্ত বা সারিবদ্ধ (এলাইন) করতে পেরেছিলো তার ওপরও সামান্য তথ্য উৎসারণ করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায় । সারণী-৩ দেখা যায়, মাত্র ২০ শতাংশের মতো সহযোগী সংস্থা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভালো বোঝে এবং তারা তাদের কাজের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে একই পংক্তিতে সাজাতে পারে । প্রায় ৬১ শতাংশ সংস্থা এখনো নিজেদের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে এখনও একই পংক্তিতে সাজাতে পারে না বা তারা সম্পৃক্ত বিষয়গুলো এখনও পুরোপুরি বোঝে না । বৃহৎ সংস্থাগুলোর এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছে, তবে এ সকল সংস্থারও প্রায় অর্ধেকই বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেনি ।

চিত্র-৭.২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সহযোগী সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংযুক্তিতে পারদর্শিতার স্তর (শতকরা বণ্টন)



মাঝারি এবং ছোট সংস্থাসমূহের খুব স্বল্প সংখ্যক সম্পৃক্ত বিষয় তাদের বোধগম্যতার মধ্যে নিতে পেরেছে। মাঝারি সংস্থাসমূহের ৬৮ শতাংশ এবং ছোট সংস্থাসমূহের ৭৩ শতাংশের বেশি বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেনি।

সারণী-৭.৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ওপর সহযোগী সংস্থার সচেতনতার মাত্রার শতকরা বণ্টন

সম্পৃক্তার/সচেতনতার মাত্রা	বড় সহযোগী সংস্থা[১]	মাঝারি সহযোগী সংস্থা[২]	ছোট সহযোগী সংস্থা[৩]	সহযোগী সংস্থার গড়
উঁচু	৩৫.১৪	১৩, ৬৪	৬.৬৭	২০.২২
মধ্যম	১৮.৯২	১৮.১৮	২০.০০	১৯.১০
নিচু	৪৫.৯৫	৬৮.১৮	৭৩.৩৩	৬০.৬৭

১= ক শ্রেণিভুক্ত সংস্থা, ২= খ শ্রেণিভুক্ত সংস্থা, ৩= গ শ্রেণিভুক্ত সংস্থা

এ সকল সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বর্তমান উপস্থাপনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে, ভুলত্রুটি যথাসম্ভব কমিয়ে আনার প্রত্যয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য (প্রত্যক্ষ তথ্য)-কে অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনা ও যাচাই-বাছাই করে বর্তমান উপস্থাপনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহ বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড কতটা সহায়ক এবং কোন্ কর্মকাণ্ড কোন্ টেকসই অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে অভীষ্ট ও লক্ষ্য এবং সূচকভিত্তিক বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে একটি বিষয় উল্লেখ করে নেয়া ভালো। আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তবে এক এবং অভিন্ন নয়। পিকেএসএফ যেহেতু সহযোগী সংস্থার মাধমে কাজ করে শীর্ষ (এ্যাপেক্স) প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকাণ্ডই সহযোগী সংস্থা বাস্তবায়ন করে। তাই, পিকেএসএফ কোন অভীষ্টে কাজ করলে সহযোগী সংস্থারও সে অভীষ্টে কাজ করার কথা। কিন্তু, সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে অনেক অভীষ্টে আলোচনায় পিকেএসএফ-এর মতো সকল লক্ষ্য ও সূচক পরিব্যাপ্ত করা যায়নি। সেখানে সম্পৃক্ত আলোচনাও নেই। এর কারণ, সহযোগী সংস্থা থেকে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া, সহযোগী সংস্থাসমূহের উক্ত লক্ষ্য বা সূচকের আওতায় কাজ করা না-ও হতে পারে।

২.০ পরোক্ষ উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অভীষ্টের আওতাধীন লক্ষ্য ও সূচকে সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড

অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ
সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান



অভীষ্ট-১: লক্ষ্যমাত্রা-১.১

আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ শুধু পিকেএসএফ তহবিলের মাধ্যমে অতিদরিদ্র খানায় ৬,০৬,৫৭০টি পরিষেবা প্রদান করেছে (পিকেএসএফ এমআইএস, সেপ্টেম্বর ২০২০)। সহযোগী সংস্থায় পিকেএসএফ-এর তহবিল ছাড়াও নানান উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-১.১
২০২০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম-এর সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।

সূচক-১.১.১
লিঙ্গ, বয়স, কর্মসংস্থানগত অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থা (শহুরে/গ্রামীণ) ভেদে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ শুধু অর্থ বা ঋণ পরিষেবাই পরিবেশন করে না। তারা অতিদরিদ্র লক্ষিত পিকেএসএফ-এর এফএসপি পরীক্ষণ প্রকল্প থেকে শুরু করে নবতর প্রসপারিটি প্রকল্প পর্যন্ত অতিদরিদ্রদের জন্য গৃহীত সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর সাথে মূলধারার অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বা অতিদরিদ্র কার্যক্রম তো আছেই।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-বহির্ভূত দেশি-বিদেশী বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমেও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে। তারা খানাসমূহের দারিদ্র্যের মাত্রা বিবেচনা করে অর্থায়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সংগঠিত খানার ঐ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিলোপের চেষ্টা করে।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ খানাসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধির সবচে' বড় মাধ্যম নারীর ক্ষমতায়ন। এখানে উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়নের এ কাজটি পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ বহির্ভূত সকল তহবিলের দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কমবেশি করে থাকলেও তারা মোটা দাগে কোনো বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে বা নারীর ক্ষমতায়নের কোনো দিককে লক্ষ্য করে কোনো বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজটি করে। অন্যদিকে, নারীর ক্ষমতায়নের কোনো বিশেষ দিককে লক্ষ্য করে কোনো বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করার উদাহরণ অনেক বেশি। যেমন: জীবিকায়ন, বিশেষ কর্মে বা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক কুসংস্কারের স্বরূপ উন্মোচন বা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি, মাতৃস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান, যেমন: ওষুধপত্র প্রদান, গর্ভকালীন ও ধাত্রী পরিচর্যা প্রদান, প্রশিক্ষিত স্বাস্থকর্মীর

উপস্থিতিতে সন্তান প্রসবের সুবিধা ইত্যাদি। বাল্যবিবাহ বিলোপ, যৌতুক নিরসন, নারী শিক্ষা ত্বরান্বিতকরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা উপশমন, নারী প্রধান খানাকে দারিদ্র্য নিরসন সহায়তায় পূর্বিতা প্রদান, দুঃস্থ পরিবারের নারী সন্তানের বিয়েতে সহযোগিতা প্রদান, নারী আছে এমন উপার্জনহীন পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমেও নারীর ক্ষমতায়নের কাজটি তারা করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন করে এরকম পারিবারিক উদ্যোগসমূহে দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষের মজুরি-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

- পিকেএসএফ তহবিলে লিফট কর্মসূচির মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ হিজড়া, প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী, যৌনজীবী ও তাদের সন্তানদের সমস্যা লাঘবে সীমিত কলেবরে পরিষেবা প্রদান করে। পিকেএসএফ-এর তহবিলের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তহবিলের আওতায় বা নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে (যাতে পরোক্ষভাবে পিকেএসএফ তহবিলের অবদান থাকতে পারে) সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে। যেমন: হীড বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিকদের জন্য কাজ করে, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক), চট্টগ্রাম জেলে সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে; গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে), পাবর্তীপুর আদিবাসী ও দলিতদের নিয়ে কাজ করে; ইপসা, চট্টগ্রাম চরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের নিয়ে কাজ করে; পিপল্‌স ওরিন্টেড প্রোগ্রাম্‌স ইমপ্লিমিন্টেশন (পপি) ও পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে) হাওরের অতিদরিদ্রদের নিয়ে কাজ করে; সাজেদা ফাউন্ডেশন ঢাকা ও এসিডি বাংলাদেশ, রাজশাহী পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে। সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিসেস (এসএসএস), টাঙ্গাইল গৃহকর্মীদের নিয়ে কাজ করে, রিক ফাউন্ডেশন প্রবীণদের নিয়ে কাজ করে।

- পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এবং এ প্রকল্পের বাইরে সহযোগী সংস্থাসমূহ মা ও শিশু এবং হাওর-চরাঞ্চলে বসবাসকারীদের দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করেছে বা করার অপেক্ষায়। এর বাইরেও তারা যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নেয়া, সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান, তাদেরকে বিশেষ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, অর্থনৈতিক পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তকরণ, বিশেষ ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় যুব, প্রবীণ, বেকার, ভিক্ষুক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির বাইরে সরকারি-বেসরকারি তহবিলের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ ১,১৭৫ জন ভিক্ষুকের পুনর্বাসন করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ব্যাপকভিত্তিক সমৃদ্ধ কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপযুক্ত ঋণ, বিশেষ সঞ্চয়, সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ, উন্নয়ন আলোচনা ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান করা হয়।

● পূর্বেই বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত মোট ২৮০টি ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ডিসেম্বর ২০২০) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকেই আগে থেকে কম-বেশি বা ২০১৫ সালে জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশ সরকার ১৬টি অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমস্যা লাঘব করে মূলধারায় আনয়নের কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর থেকে যৌনজীবী ও তাদের সন্তান এবং পেশার বাইরে চলে যাওয়া বয়োজ্যেষ্ঠ যৌনজীবী; পথশিশু ও পথবাসী মা; নারী প্রধান খানাসদস্য, গৃহশ্রমে নিয়োজিত নারী ও শিশু, হিজড়া, কৃষি শ্রমিক ইতাদি জনগোষ্ঠীর জন্য সীমায়িত আকারে হলেও প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে বা কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য, এ সকল উপশ্রেণির মধ্যে অসমর্থ বা প্রতিবন্ধী, বেদে, চা-বাগানের শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, আদিবাসী, দলিত, ভিক্ষুকও অন্তর্ভুক্ত।

● পিকেএসএফ-এর বাইরে যে সকল প্রতিষ্ঠান এ সকল ক্ষেত্রে তহবিল প্রদান করে তাদের মধ্যে সেভ দি চিলড্রেন, ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে উল্লেখযোগ্য।

অভীষ্ট-১: লক্ষ্যমাত্রা-১.২

● পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পিকেএসএফ-এর মতোই সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সকল বয়স ও লিঙ্গের মানুষের দারিদ্র্য নিরসনে বাস্তবায়িত হয়। এ সকল সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির তথ্যভাণ্ডারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত রক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনে তাদের বয়সভিত্তিক বিভাজনও দেখা সম্ভব। কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের সময় খানাটির নারী ও পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি বয়সভিত্তিক তথ্যও আনা হয়। ফলে শিশুদের তথ্য আসে। এ সকল স্থানীয় ক্ষুদ্র সামর্থ্যের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যদের লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী লোকের দারিদ্র্য নিরসন হার পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভ্যস্ততা, প্রয়োজনীয় লোকবল ও সম্পৃক্ত সম্পদ এবং উপযুক্ত প্রণোদনার অভাবে এ সকল তথ্য এখনও সবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছাঁচ বা কাঠামোতে রক্ষিত হয় না।

লক্ষ্যমাত্রা-১.২
জাতীয় সংজ্ঞানুয়ায়ী চিহ্নিত যেকোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

সূচক-১.২.১
লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী জাতীয় দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক-১.২.২
জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারী পুরুষ ও শিশুর অনুপাত।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ সাম্প্রতিককালে গৃহীত পিকেএসএফ-এর যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সে সকল প্রকল্পের আওতায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক

পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজে করতে পারছে বা পেরেছে। যেমন: উজ্জীবিত, প্রসপারিটি, সীপ ইত্যাদি প্রকল্প। জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারী পুরুষ ও শিশুর অনুপাত নিরূপণ এ সকল প্রকল্পের আওতায় করা হয়েছে।

অভীষ্ট-১: লক্ষ্যমাত্রা-১.৩

● একদম পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীও যাতে অর্থ পরিষেবার আওতায় আসে সেজন্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ এফএসপি প্রকল্পের সফল পরীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এই পরীক্ষণে বেরিয়ে আসে, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন করতে হলে সাধারণ দরিদ্রদের তুলনায় অর্থায়নের শর্তাদি অধিকতর নমনীয় করার প্রয়োজন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ২০০৪ থেকে অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বা বুনিয়াদ কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন শুরু করে। এফএসভিজিডি প্রকল্প এবং সংযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় মূলত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ও খাদ্য অনিরাপত্তা দূর করার লক্ষ্যে। সংযোগ কর্মসূচির আওতায় নমনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও জরুরি ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম পিছিয়েথাকা একটি অঞ্চলের বংশ পরম্পরায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ও সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ডের উদাহরণ।

লক্ষ্যমাত্রা-১.৩ ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয় উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা।

সূচক-১.৩.১
শিশুসহ লিঙ্গভিত্তিক জনগোষ্ঠী, বেকার জনগোষ্ঠী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষ, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক ভেদে সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন স্তর/ব্যবস্থার আওতাভুক্ত দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুপাত।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ তহবিলের মাধ্যমে উদ্ভাবনী কর্মসূচি লিফট-এর আওতায় জাতিসংঘ কর্তৃক চিহ্নিত ১৬টি উপশ্রেণির মধ্যে বেশ কয়েকটি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কাজ করে। লিফট কর্মসূচির বাইরেও নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে বা অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহ তাদের ধ্যান-ধারণা এবং কর্মকৌশল প্রয়োগ করে। এ সকল উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আওতাধীন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের কর্মকণ্ড বাস্তবায়নই সহজ হয়ে যায়।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কাজ করছে। দেশে রূপালী অর্থনীতির আসন্ন আগমন বিবেচনায় প্রবীণদেরকে কর্মক্ষম রাখা, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ সাল থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তাদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্কভাতা, বিশেষ সঞ্চয়, বয়স্কদের অবদানের স্বীকৃতি, তাদের কল্যাণে

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, দরিদ্র প্রবীণদের উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ, এবং জেরিয়াট্রিক ফিজিওথেরাপি প্রদানের মতো কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। লিফট কর্মসূচির আওতায় প্রবীণবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, নমনীয় ঋণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে ৬০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী অসচ্ছল প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদেরকে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ, তাদের দৈনন্দিন চলাফেরা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, ফিজিওথেরাপি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান (কবির অই. জা. ২০১৮)। যাতে এ জনগোষ্ঠী শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সহজ শর্তে আর্থিক পরিষেবা পেয়ে নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে সেজন্য সহায়তা করা হয়। উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো।

- পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ শিশু, গর্ভবতী নারী ও নবজাতকের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা পরিবেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা এ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক।

- পিকেএসএফ-এর সীপ প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করে যা তাদের দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে, অন্য প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বা নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার কাজ করে; তাদেরকে অর্থানুদান প্রদান করে এবং সরকারি সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়ও সংস্থাসমূহ এই খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট-১: লক্ষ্যমাত্রা-১.৪

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর মতোই সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত। তারা পিকেএসএফ-এর বুনিয়াদ কার্যক্রম ও লিফট কর্মসূচি এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা পৌঁছে দেয়। অংশগ্রহণকারীদেরকে ঋণসহ আর্থিক পরিষেবার অন্য উপকরণ। যেমন: সঞ্চয়, বীমা ইত্যাদি পরিষেবা গ্রহণে উৎসাহিত করে। উল্লেখ্য, প্রাইম বা সংযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়নকালেও সহযোগী সংস্থাসমূহ এ সকল পরিষেবা পরিবেশন করেছে।

- বর্তমানে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে

সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় এই সংস্থাসমূহ চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্রদের জন্য জমি ইজারা বা বন্ধক ঋণ পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমির অধিকার রক্ষার জন্য অর্থ পরিষেবা প্রদান ও জনবান্ধব সামাজিক পরিষেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

- হাওর অঞ্চল বছরের ৫-৬ মাস পানি দ্বারা প্লাবিত থাকায় আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সীমিত। এ অঞ্চলে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা এবং কার্যক্রম পরিচালনায় মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির কারণে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত তাদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিচালনা করতে আগ্রহী হয় না। বিষয়টি বিবেচনা করে পিকেএসএফ লিফট কর্মসূচির আওতায় প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়নে কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলায় সিবিও (কমিউনিটি বেইজ্ড অর্গানাইজেশন) ভিত্তিক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংস্থা পিএমইউকে-র অনুকূলে সর্বমোট ৩১.২৫ কোটি টাকা ঋণ এবং ১.৯৪ কোটি টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়। উদ্যোগটির আওতায় এ যাবৎ ৩০টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)-এর মাধ্যমে ৯২৫টি স্বাবলম্বী দলের আওতায় ২২,০৩৮ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ১০৭.৭৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে (পিকেএসএফ অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা ২০২০)। উদ্যোগটি প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হাওর অঞ্চলের জন্য একটি টেকসই ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিভিন্ন ফোরামে আলাপ-আলোচনা, দেন-দরবার অব্যাহত রেখেছে, যেখানে সহযোগী সংস্থাসমূহের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্যমাত্রা-১.৪	*সূচক-১.৪.১*
২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণ সহ অর্থিকসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।	*মৌলিক সেবা সুবিধাভোগী খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত লিঙ্গ ও ভোগ-দখলের ধরন অনুযায়ী নিরাপদ দখলিস্বত্বসহ বৈধ দলিলের অধিকারী এবং জমিতে যাদের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে বলে মনে করে এমন মোট বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত।*

- প্রতিবন্ধীদের জন্য নানাবিধ সেবামূলক কার্যক্রম থাকলেও টেকসই আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিশেষ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ লিফট কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে প্রতিবন্ধীবান্ধব নমনীয় ঋণ সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী সদস্যদের অধিকার আদায় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদানের উদ্যোগ

নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং গাইবান্ধার সাঘাটায় এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এ যাবৎ ৬৭২ জন প্রতিবন্ধীকে উপযুক্ত আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৪৩৩ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে ৮.২৫ কোটি টাকা ঋণ এবং ১৮১ জনের মধ্যে ৫.১০ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে (পিকেএসএফ ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা, অক্টোবর ২০২০)।

- দেশে প্রবীণ উপযোগী আয়বর্ধক কার্যক্রমের কোনো সুব্যবস্থা না থাকার কারণে সমাজ ও সংসার জীবনের সকল স্তরের অভিজ্ঞতালব্ধ এ জনগোষ্ঠী আর্থিক খাতে অবদান রাখতে পারেন না। ফলে, তাদের দারিদ্র্য ক্রমশ বেড়েই চলে এবং পরিণামে পরিবারে তারা অবহেলার শিকার হন। অবহেলিত এই প্রবীণদের কর্মক্ষম রাখা ও তাদের নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে লিফট কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগটির আওতায় প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উদ্যোগটির মাধ্যমে এ যাবৎ ২৭৫ জন প্রবীণ সদস্যকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ৫৭৪৯ জন প্রবীণ সদস্যকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ২৩.২৯ কোটি টাকার কোমল বা নমনীয় ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মূল কর্মকাণ্ড দরিদ্রদের আয়বর্ধন বা সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। দরিদ্র মানুষ যাতে দক্ষতার সাথে তাদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে পারে সে লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি প্রদান করে অথবা উক্ত প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। এ সকল ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র মানুষকে প্রশিক্ষিত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রায় সুপ্ত এ জনগোষ্ঠী যাতে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে সেক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

অভীষ্ট-১: লক্ষ্যমাত্রা-১.৫

- সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলী ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কাজ করে। পিকেএসএফ-এর দিক-নির্দেশনায় তারা তাদের অর্জিত সম্পদের এক শতাংশ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানার দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহারের নিমিত্ত তহবিল গঠন করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ খাতে যতো টাকা ব্যয় করে পিকেএসএফ-ও তাদেরকে একই লক্ষ্যে খরচের জন্য সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করে। সহযোগী সংস্থায় স্থায়ীভাবেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচির আওতায় তারা দুর্যোগ কবলিত দরিদ্র খানাকে জরুরি ঋণ পরিষেবা প্রদান করেছে (যেমন, সংযোগ কর্মসূচি)। কখনও অংশগ্রহণকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী দুর্যোগ কবলিত হলে সহযোগী সংস্থা নিমিষে তাদের কাছে পৌঁছে যায়, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আগে থেকেই গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের মাধ্যমে। বৃহত্তর দুর্যোগের ক্ষেত্রে তারা পিকেএসএফ, সরকার, উন্নয়ন সহযোগীসহ বিভিন্ন অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এভাবে আহরিত সম্পদের মাধ্যমে তারা দুর্গত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে।

● দুর্যোগ কবলিত খানার আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় তারা ব্যক্তি খানা এবং গোষ্ঠী বা সমাজ (কমিউনিটি)-পর্যায়ের খানায় পরিষেবা প্রদান করেছিলো। এর মাধ্যমে পরিষেবাপ্রাপ্ত অনেকাংশ গ্রহণকারী খানা মৃদু অভিঘাত সহনশীল, এমনকি অনেকে সম্পূর্ণ অভিঘাত সহনশীল হয়ে উঠেছিলো।

লক্ষ্যমাত্রা-১.৫	সূচক-১.৫.১
২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।	প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।
	সূচক-১.৫.২
	মোট বৈশ্বিক উৎপাদন (গ্লোবাল জিডিপি)-এর তুলনায় সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।
	সূচক-১.৫.৩
	জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল অনুসরণকারী দেশের সংখ্যা।

● পূর্বেই বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে পিকেএসএফ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গঠিত জিসিএফ-এর সরাসরি অর্থ ব্যবহারে স্বীকৃত সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। জিসিএফ-এর স্বীকৃত সত্তা হিসেবে তাদের নিকট দাখিলকৃত পিকেএসএফ-এর পরিকল্পনাতে ১৩টি সম্ভাবনাময় প্রকল্প প্রস্তুত ও দাখিলের পরিকল্পনা রয়েছে পিকেএসএফ-এর। দেশব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক জিসিএফ-এর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

● অনেক সহযোগী সংস্থা স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন দুর্যোগে অংশগ্রহণকারী খানার জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করছে। যেমন: কোডেক, কোস্ট ট্রাস্ট ইত্যাদি সহযোগী সংস্থা সাইক্লোন, বন্যা ইত্যাদির কারণে জেলে জনগোষ্ঠীর জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

● পিকেএসএফ তহবিলের বাইরেও সহযোগী সংস্থা উপর্যুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। যেমন: জীবিকায়ন সহায়ক ক্ষুদ্র অর্থায়ন, চরের অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষ জীবিকায়ন প্রকল্প, শহরের অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন, ইসলামিক ঋণ, হালাল অর্থায়ন কার্যক্রম, সর্বজনীন অর্থায়ন কার্যক্রম, দুর্যোগকালীন অর্থায়ন কার্যক্রম। ইসলামী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, মিডল্যান্ড ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, এসবিএসি ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক ইত্যাদিসহ বিভিন্ন তফশিলি ব্যাংক এবং বিএসআরএম, ইউনাইটেড স্টেট্স ডিপার্টমেন্ট অব লেবার, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের তহবিলের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ অতিদরিদ্রদের জন্য এই কার্যক্রম বা প্রকল্পগুলো পরিচালনা করে।

অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার



অভীষ্ট-২: লক্ষ্যমাত্রা-২.১

● পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তার মাধ্যমে তাদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর মূলধারার অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (বুনিয়াদ) বাস্তবায়ন করছে। দেশের প্রায় সকল উপজেলায় সহযোগী সংস্থার এই কার্যক্রম রয়েছে। সাধারণ দরিদ্র বা উদ্যোগী দরিদ্রদের জন্য বাস্তবায়িত অর্থায়ন কার্যক্রমের তুলনায় এ কার্যক্রম হতে অধিকতর নমনীয় শর্তে অর্থ পরিষেবা প্রদান করে। ২০০৪ সালে শুরু করা এ কার্যক্রমের আসল উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা প্রবর্ধনের মাধ্যমে আয় সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করে অতিদরিদ্র মানুষের ক্ষুধা মুক্তি ঘটানো।

লক্ষ্যমাত্রা-২.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগন ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।

সূচক-২.১.১
অপুষ্টির ব্যাপকতা।
সূচক-২.১.২
খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনগণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা।

● বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমেও সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র বা অতিদরিদ্র বা অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা মুক্তির জন্য কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন মঙ্গা পরিস্থিতিতে থাকা মানুষের ক্ষুধা মুক্তির জন্য বিশেষায়িত কর্মসূচি সংযোগ (প্রাইম) বাস্তবায়ন করে (২০০৬-২০১৬)। এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শস্য উৎপাদন, গোসম্পদ পালনসহ অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রযুক্তি প্রদান করা হয়। 'মরা কার্তিক'-এ মৌসুমী দুর্ভিক্ষ কবলিত উত্তরবঙ্গের অতিদরিদ্রদের ক্ষুধা মুক্তির জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন প্রযুক্তি বা কৌশল প্রয়োগ করে। যেমন: যে সময়ে ক্ষুধা হানা দেবে সে সময়টায় স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ - কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ, 'একশ দিনের কর্মসূচি'। সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে যেন প্রকৃতিকেও জয় করে। আরডিআরএস ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত হরিধানের প্রাক্-মৌসুম আবাদ এবং তার সম্প্রসারণ উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা কবলিত মানুষের বংশপরম্পরার ক্ষুধা বা অনাহার নিরসনে বিশেষ অবদান রাখে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা নিরসনে এ পর্যন্ত এফএসভিজিডি, উজ্জীবিত ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় বিশেষায়িত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী,

দরিদ্র ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ৩১,০১৮২টি অতিদরিদ্র ও দরিদ্র খানাকে সংগঠিত করে এবং খানা সদস্যদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান; আধা-বাণিজ্যিক সবজিখামার প্রতিষ্ঠা; সবজি বীজ উৎপাদন ও আঙিনায় সবজি চাষে সহায়তা প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিকোণা তৈরি, অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে আর্থিক অনুদান, স্বাস্থ্য-পুষ্টি পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করে।

● প্রসপারিটি প্রকল্পের প্রথম পর্বে ৩.৫৭ লক্ষ অনূর্ধ্ব ৫-বছরের শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং কিশোরীদের অপুষ্টি নিরসনে সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্মকাণ্ড শুরু করেছে বা শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আগামী পাঁচ বছরে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ অতিদরিদ্রদের মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণ, অনূর্ধ্ব-৫-বছর বয়সী খর্বিত বিকাশ শিশুদের ব্যাপকতা হ্রাসে জাতীয় পুষ্টিসেবা পরিবেশন ব্যবস্থাকে সহায়তা, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রেও পুষ্টিসেবা পরিবেশন ব্যবস্থাকে সহায়তা, ক্ষীণ ও স্থূল অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার হ্রাসে সরকারি ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান করবে।

ক্ষুধার অবসান কল্পে সহযোগী সংস্থার বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড রয়েছে। যেমন, সরকারের ভিজিডি কার্যক্রমে দরিদ্র্য খানার প্রবেশ্যতা নিশ্চিত করা। স্থানীয়ভাবে সহযোগী সংস্থার অনেক কার্যকরী কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খুলনার দাকোপে আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার-এর বয়স্কজন খাদ্য কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থায় একজন এলাকা ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দেয়া হয় যাতে ঐ এলাকায় একটি লোকও খাবারের অভাবে অনাহারে না থাকে, বিশেষ করে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই এমন খানায়। এমন খানার সন্ধান পেলে উক্ত ব্যবস্থাপক প্রথমে ঐ খানা-সদস্যরা দু' সপ্তাহ চলতে পারে এমন পরিমাণ খাবারের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে কর্তৃপক্ষ স্থায়ীভাবে উক্ত খানার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রকল্প গ্রহণ করে।

● পিকেএসএফ প্রদত্ত তহবিলের মাধ্যমে এবং এর বাইরেও সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা মুক্তির জন্য কাজ করে। যেমন: খাদ্যশস্যের বীজ উৎপাদন এবং তার বিতরণ বা বিপণন, কার্যকর ও সাশ্রয়ী সেচ কৌশল প্রশিক্ষণ, ঘরের আঙিনায় খামার, খাঁচায় মাছ চাষ, ফসল তোলার আগে এবং পরে সম্পৃক্ত কর্মী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, খামার ব্যবস্থাপনা, ঘরে বা ঘরের পেছনে গবাদি পশু পালন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড।

● ক্ষুধার অবসানকল্পে সহযোগী সংস্থার বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড রয়েছে। যেমন, সরকারের ভিজিডি কার্যক্রমে দরিদ্র্য খানার প্রবেশ্যতা নিশ্চিত করা। স্থানীয়ভাবে সহযোগী সংস্থার অনেক কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খুলনার দাকোপে আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সংস্থার উপার্জহীন পরিবারের জন্য খাদ্য কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থার একজন এলাকা ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দেয়া হয়, যাতে ঐ এলাকায় একটি লোকও খাবারের অভাবে অনাহারে না থাকে, বিশেষ করে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই এমন খানায়। উপার্জনহীন খানার সন্ধান পেলে উক্ত ব্যবস্থাপক প্রথমে ঐ খানা সদস্যরা দু' সপ্তাহ চলতে পারে এমন পরিমাণ

খাবারের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে কর্তৃপক্ষ স্থায়ীভাবে উক্ত খানার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রকল্প গ্রহণ করে।

● আগেই বলা হয়েছে, সংযোগ কর্মসূচির আওতায় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লাঘবে সহযোগী সংস্থাসমূহ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, কোমল ঋণ, জরুরি ঋণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছিলো। এর আগে এফএসভিজিডি প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলায় দরিদ্র খানার খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিধানের জন্য তারা কাজ করছে। পরবর্তীতে উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমেও সহযোগী সংস্থাসমূহ কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লাঘবে প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্রদের অপুষ্টির কারণ খাদ্যাভ্যাস, কৃষি উৎপাদন ও অসচেতনতা নিরসনকল্পে ব্যাপক কাজ হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কৃষকের উৎপাদনশীলতা, বিপণন ও মূল্য সংযোজনে সহায়তা, কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান ও অকৃষি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানে পূর্বিতা, উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণে তারা কাজ করেছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, পণ্যের ক্ষতি হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অর্থ ও কারিগরি পরিষেবা প্রদান এবং সুষ্ঠু কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে অর্থায়ন জোরদার করার কাজও করছে সহযোগী সংস্থাসমূহ।

অভীষ্ট-২: লক্ষ্যমাত্রা-২.২

● সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকায় যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষকে সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। অতিদরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা এবং হ্রাসকৃত মূল্যে ওষুধ দেয়ার পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সপ্তাহে এমবিবিএস ডাক্তারের সেবা প্রদান নিশ্চিত করে।

● উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুদের জন্য অভিনব ১,০০০ দিনের বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিলো। সহযোগী সংস্থাসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উজ্জীবিত কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক সম্প্রদায় বা সামাজিক (কমিউনিটি) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে পিকেএসএফ তহবিলের মাধ্যমে এমন কর্মকাণ্ড নেই, তারাও সামাজিক উন্নয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যকারিতা অবলোকন করে অনুরূপ কর্মকাণ্ড বিভিন্নভাবে বা নামে পরিচালনা করছে। এ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমর্থন ও সহায়তা পাচ্ছে।

● প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা রোধে কাজ করছে।

• সহযোগী সংস্থাসমূহ একই প্রকল্পের মাধ্যমে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার রোধে কাজ শুরু করেছে।

• দারিদ্র্য নিরসনে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে তারা এ কর্মসূচির আওতায় ৩.৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে কাজ করছে। প্রদত্ত পরিষেবার মধ্যে প্রবীণদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রবীণ জীবনে মারাত্মক ব্যাধি ডিমেনশিয়া নিরাময় বা নিরসন এবং এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি-সহমর্মিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ পরিচালনা করা অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্যমাত্রা-২.২	*সূচক-২.২.১*	*সূচক-২.২.২*
২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বাকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরণের অপুষ্টির অবসান।	*অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি)।*	*অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান)।*

• সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয় তাও শিশু, কিশোর, প্রবীণসহ সকল বয়সের মানুষের পুষ্টি বিধানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ সকল প্রযুক্তির মধ্যে মাংসের জন্য পেকিন হাঁস পালন, দেশী মুরগির উৎপাদন, নিবিড় পদ্ধতিতে গাভী পালন, নিরাপদ ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদন, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে গাভি, ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল ও ভেড়া পালন, নিরাপদ ডিম এবং মুরগি ও গরুর মাংস উৎপাদন, কবুতর পালন, টার্কি মুরগি উৎপাদন, গো-খাদ্য হিসেবে ঘাসের চাষ, গো-সম্পদের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সংস্থা পর্যায়ে গো-সম্পদের প্রজনন খামার স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

• পূর্বেই বলা হয়েছে, কালো আঠালো ভাতে এন্টিঅক্সিডেন্ট, এন্টিহিস্টামিন, আয়রণ, গ্লুটেনিন অন্য ধানের তুলনায় বেশি থাকে বলে তা ওজন কমানো, ক্যান্সার প্রতিরোধক ও ডায়াবেটিক প্রতিরোধে কাজ করে থাকে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অধিক পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এ ধানের বীজ বর্ধনে পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিটের আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কেজিএফ প্রকল্পের আওতায় চারটি বিশেষায়িত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত উপ-প্রকল্প যথা: গৌড়মতি আম ও মাল্টা উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা; দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ; অস্থায়ী বালুচরে মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন এবং উন্নত পদ্ধতিতে পান চাষ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে। মা ও শিশুর পুষ্টির বিষয়ে পোস্টার

বিতরণ, মঞ্চায়নের জন্য নাটিকা এবং মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমেও এ বিষয়ে নাটিকা প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। গঠিত কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের জন্য পুষ্টি, প্রজনন-স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন করা হয়।

অভীষ্ট-২: লক্ষ্যমাত্রা-২.৩

- সহযোগী সংস্থাসমূহ কৃষির মৌসুমীতা (সিজনালিটি) দূর করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই অর্থায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে মৌসুমী কৃষি কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এককালীন পরিশোধ, মৌসুমী বা বেলুন পরিশোধ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ মৌসুমে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বিবেচনা করে এই অর্থায়ন করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ তহবিল, অন্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল বা নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে।

লক্ষ্যমাত্রা-২.৩
২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্য চাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।

সূচক-২.৩.১
সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের আকার অনুযায়ী প্রতি শ্রম এককে উৎপাদনের পরিমাণ।

সূচক-২.৩.২
স্থানভেদে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের গড় আয়।

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট দরিদ্র কৃষকদেরকে উৎপাদনশীলতা বা লাভজনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং নানা প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। পরিবেশিত কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক রূপরেখা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনিক সহায়তা।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, সুফলন ও অগ্রসর কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে অন্য তহবিলের আওতায় উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য উৎপাদনকারী খানা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন গড়ে তোলা এবং জৈব কৃষি উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। তারা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও পরিষেবা এবং কৃষি উৎপাদন-সহায়ক উপকরণ পৌঁছে দেয়, কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মূল্যশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পরিষেবা প্রদান করে, যা খাদ্য উৎপাদনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

• পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার ধরাবাঁধা কোনো লক্ষ্যমাত্রা আরোপ না করেই ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদেরকে কুচিয়ার চাষ, পশু (শুকর, 'গাড়ল' নামক প্রজাতির ভেড়া) এবং পাখি (মুরগি, কোয়েল) ইত্যাদি উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ এবং অর্থ, প্রযুক্তি, বিপণন, তথ্য ও মূল্য সংযোজন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা করে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট; সুফলন ও অগ্রসর কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে অন্য তহবিলের আওতায় উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য উৎপাদনকারী খানা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন গড়ে তোলা, জৈব কৃষি উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

• সহযোগী সংস্থাসমূহ খুব সীমিত কলেবরে হলেও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বহুমুখীকরণে বুদ্ধি পরামর্শ প্রদান করে, উপযুক্ত খাত শনাক্তকরণে সহায়তা করে।

• সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারী খানার টেকসই দারিদ্র্য নিরসনকল্পে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ ভোগে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ বা অধিকার প্রদান, এমনকি মালিকানা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। বিশেষ করে চরাঞ্চলে ভূমিহীন দরিদ্র বা আদিবাসী শ্রেণির জন্য ভূমি ইজারা প্রাপ্তি কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বা ভূমির অধিকার বা ব্যবহার ধরে রাখার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সহায়তার নিমিত্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকারান্তরে খানাসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে সহায়তা করে।

• সহযোগী সংস্থাসমূহ উপরিউক্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্প বা কার্যক্রম পিকেএসএফ-এর সাথে যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়ন করে। একইভাবে তারা অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে একাত্ম হয়েও এ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। যেমন, হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে ইকোনোমিক এনহান্সমেন্ট থ্রু স্ট্রেনথেনিং বিফ এ্যান্ড গোট মার্কেট সিস্টেম ও এচিভিং সাসটেইনেবল লাইভলিহুড থ্রু গোট এ্যান্ড বিফ ভ্যালু চেইন ইন্টারভেনশন্স, হারভেস্ট প্লাস-এর অর্থায়নে হারভেস্ট প্লাস, ইউএসআইডি (ইউনিরক-এর সহযোগিতায়) সেফ একুয়া ফার্মিং ফর ইকোনোমিক এ্যান্ড ট্রেড ইম্প্রুভমেন্ট, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে অর্থ/টাকা, ভিজিডি প্রোগ্রাম (জিওবি), এন্ডিং দি সাইকল অব আন্ডার নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ, সাসটেইন্ড অপরচুনিটিস ফর নিউট্রিশন গভর্নেন্স (সঙ্গ), ট্রান্সবাউন্ডারি ফুড রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট ইন সাউথ এশিয়া, এক্সিলেরেটিং দি জেনেটিক সেন্স ইন রাইস (এজিজিআরআই); ফুড, এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স, সাসটেইনেবল ফুড সিকিউরিটি এ্যান্ড লিংকেজেস (সফল), ফিড দি ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন এক্টিভিটি (বিএনএ), স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ইন পোভার্টি প্রোণ এরিয়াস ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ



অভীষ্ট-৩: লক্ষ্যমাত্রা-৩.১

- পিকেএসএফ সংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে মূলত দরিদ্র খানাভুক্ত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান শুরু করে, বিশেষ করে প্যারামেডিক্সদের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও মাতৃস্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মকাণ্ড। উজ্জীবিত প্রকল্পেও অনুরূপ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখে তা বেগবান করা হয়। সন্তান প্রসব যাতে স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি পরিচর্যায় হয় তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশেষ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা।

সূচক-৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর অনুপাত।

সূচক-৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভ্রাম্যমান (স্যাটেলাইট) ক্লিনিকগুলোও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে।
- নতুন প্রকল্প প্রসপারিটির আওতায় এ মাতৃ-পরিষেবা আরো ব্যাপকভিত্তিক করার পরিকল্পনা রয়েছে, সহযোগী সংস্থাসমূহই এই সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে জাতীয় পুষ্টিসেবাভুক্ত ১৬টি উপশ্রেণির জন্য প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা রয়েছে এমন খানা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় তাদের অপুষ্টি চিহ্নিত করে গর্ভবর্তী নারীর এন্টিনেটাল কেয়ার ও প্রসূতি নারীর পোস্টনেটাল কেয়ার প্রদান এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধিকতর উন্নত পরামর্শ (রেফারেল) সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল পরিষেবা প্রদান মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সহায়ক।

অভীষ্ট-৩: লক্ষ্যমাত্রা-৩.২

- সহযোগী সংস্থার মধ্যে প্রায় সবাই কম-বেশি মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে। যে সকল সহযোগী সংস্থার নিজস্ব ক্লিনিক বা হাসপাতাল রয়েছে তারা মাতৃস্বাস্থ্য সম্পৃক্ত পরিষেবা প্রদান করে। তবে, এখনও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে মাতৃমৃত্যুর হার সবক্ষেত্রে বের করা হয় না। তবে সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য যে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে তা সামান্য পুনর্গঠনের মাধ্যমে এ হার বের করার ব্যবস্থা করা সম্ভব।
- পিকেএসএফ-এর সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান শুরু করার অনেক আগে থেকেই সহযোগী সংস্থাসমূহ সরাসরি শিশু মৃত্যুহার রোধে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলো। অনেক সংস্থার কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যই ছিলো শিশু উন্নয়ন। যেমন, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, যশোর । এসকল সংস্থার নাম থেকেই তাদের শিশু স্বাস্থ্য লক্ষিত কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়।

শিশুদের জন্য তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের চারটি প্রধান দিক হচ্ছে: অরক্ষিত অবস্থায় থাকা শিশুদের বাঁচা ও মানুষ হবার পরিবেশ সুনিশ্চিত করা (শিশু আশ্রম কার্যক্রম), দরিদ্র পরিবারে থাকা শিশুদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, দরিদ্র পরিবারে থাকা শিশুদের শিক্ষা পরিষেবা প্রদান এবং দরিদ্র পরিবারে থাকা শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে প্রদত্ত এসকল স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নবজাতক ও অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের পরিচর্যা এবং শিশুমৃত্যু রোধ।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.২
২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১, ০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১, ০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১, ০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা।

সূচক-৩.২.১
অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার।

সূচক-৩.২.২
নবজাতকের মৃত্যু হার।

● বর্তমানে বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ধরে তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাজাতে শুরু করেছে। এভাবে তাদের কেউ কেউ অভীষ্ট-৩-এর বিভিন্ন সূচকের কর্মকাণ্ডও বাস্তবায়ন করছে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় শিশুদের বয়সভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার পরিষেবা প্রদান করেছিলো। যেমন, ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের নৃ-তাত্ত্বিক ওজন পরিমাপণ এবং বৃদ্ধি তদারকি, অরক্ষিত অবস্থায় থাকা শিশুদের জন্য চিকিৎসকের উন্নত অভিমত প্রদান (রেফারেল সার্ভিস), অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা প্রদানের জন্য পুষ্টিগ্রাম (নিউট্রিশন ভিলেজ) এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিকোণা (নিউট্রেশন কর্নার) তৈরি করা ইত্যাদি।

অভীষ্ট-৩: লক্ষ্যমাত্রা-৩.৩

● খুব সীমিত সংখ্যায় হলেও সহযোগী সংস্থা এইড্স/এইচআইভি, যক্ষ্মা/টিবি, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস, বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই পরিচালিত হয় বিদেশী কোনো উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তায়। বিশেষ করে এইড্স/এইচআইভি, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের প্রশমন যেন একা আন্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নেও কিছু সহযোগী সংস্থা এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে যৌনপল্লীর যৌনজীবীদের এইচআইভি

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৩
২০৩০ সালের মধ্যে এইড্স, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারির অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা।

সূচক-৩.৩.১
লিঙ্গ, বয়স ও মূল জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি ১,০০০ অসংক্রমিত জনে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা।

সূচক-৩.৩.২
প্রতি ১,০০০ জনে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।

সূচক-৩.৩.৩
প্রতি ১,০০,০০০ জনে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।

সূচক-৩.৩.৪
উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এমন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

প্রতিরোধক পরিষেবা প্রদান বা উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। যেমন: কেকেএস, রাজবাড়ী; এসএসএস, টাঙ্গাইল।

- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ তহবিল এবং পিকেএসএফ বহির্ভূত তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রায় সকল সংস্থা অংশগ্রহণকারী খানার স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, পরিচ্ছন্নতার জন্য হাত ধৌতকরণ সাবান, মুখোশ, দস্তানা ইত্যাদি প্রদান করেছে। কেউ আক্রান্ত হয়ে থাকলেও তার খোঁজখবর নিয়েছে।
- এসইপি প্রকল্পের আওতায় সংস্থাগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ থেকে বিধিমালা পেয়েছে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও পেইস প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা বা প্রটোকল পাঠানো হয়। তারা কার্যক্রম-অঞ্চলে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করে, মাইকে ছোট ছোট সচেতনতামূলক বাক্য প্রচার করে, হাত ধৌতকরণ বুথ প্রতিষ্ঠা করে এবং গণপ্রাঙ্গণকে দূষিত না করার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।
- তারা পিকেএসএফ নির্দেশিত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে স্থানীয় চাহিদা ও নিজস্ব কৌশল এবং পরিকল্পনা অনুসারে এখনও সাধারণ মানুষকে এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে।
- কোভিডকালীন সংকট মোকাবেলার নিমিত্ত সহযোগী সংস্থার সকল চাকুরে তাদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে দান করে।

অভীষ্ট-৩: লক্ষ্যমাত্রা-৩.৪

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি ও ওবিএ স্যানিটেশন প্রকল্প এবং লিফট কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র খানায় সুপেয় পানি সরবরাহ করে ঐ সকল খানা সদস্যদের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা -রেছে। এক্ষেত্রে মূল কর্মকাণ্ড গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপের মাধ্যমে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং উন্নত চুলার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখা।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইড্স, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারির অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা।	**সূচক-৩.৩.১** *লিঙ্গ, বয়স ও মূল জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি ১,০০০ অসংক্রমিত জনে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা।* **সূচক-৩.৩.২** *প্রতি ১,০০০ জনে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।* **সূচক-৩.৩.৩** *প্রতি ১,০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।* **সূচক-৩.৩.৪** *প্রতি ১,০০০ জনে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এমন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।*

● পিকেএসএফ তিনটি যৌনপল্লী-ভিত্তিক যৌনজীবী নারী এবং তাদের সন্তানদের জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থায়ন করে। এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে যৌনপল্লীর যৌনজীবীদেরকে এইচআইভি প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রদান বা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রম আরো নিয়মিত ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ আগের তুলনায় (১৫ জুন ২০২১) কিছুটা স্তিমিত হওয়ায় অনেকটা 'নতুন স্বাভাবিক'-এ অতিদরিদ্র লক্ষিত প্রকল্পটি ক্রমেই পুরোমাত্রায় মাঠে বাস্তবায়ন করার চেষ্ট করছিলো সহযোগী সংস্থাসমূহ।

সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর মতোই যক্ষ্মা রোগ হ্রাসকরণের উপায় হিসেবে তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনকে একটি অভিযান হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (যেমন, কুষ্টিয়া ও রংপুর) তামাকের বিকল্প ফসল ব্যাপকভাবে চাষ হচেছ। তামাক সেবন যক্ষ্মারোগের জন্ম ও বিস্তারে সহায়তা করে। বহু আগে থেকেই এ সকল প্রতিষ্ঠান তামাক সেবন এবং তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ ও তামাক ব্যবহারজনিত ব্যাধির নিরসনকল্পে কাজ করে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম কাজ কৃষককে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করে বিকল্প ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের উৎস ঠিক রাখা।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজেদের থেকেই এবং পিকেএসএফ-এর অনুপ্রেরণায় যক্ষ্মা রোগ হ্রাসকরণের উপায় হিসেবে তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহায়তা করাকে একটি অভিযান হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (যেমন, কুষ্টিয়া ও রংপুর) তামাকের বিকল্প ফসল ব্যাপকভাবে চাষ হচেছ। তামাক সেবন যক্ষ্মারোগের জন্ম ও বিস্তারে সহায়তা করে। বহু আগে থেকেই এ সকল প্রতিষ্ঠান তামাক সেবন এবং তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ ও তামাক ব্যবহারজনিত ব্যাধির নিরসনকল্পে কাজ করে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম কাজ কৃষককে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করে বিকল্প ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের আয়ের উৎস ঠিক রাখা।

● পিকেএসএফ তহবিল এবং পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে সহযোগী সংস্থাসমূহ এ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় সহযোগী সংস্থার পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে বিশেষ কর্মকাণ্ড রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত মানুষকে পরিষেবা প্রদান করে এবং প্রতিষেধক টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করে। এছাড়া এ খাতে যক্ষ্মারোগ (আরডিআরএস বাংলাদেশ; ইপসা, চট্টগ্রাম), রিকেট (ইপসা), ম্যালেরিয়া (ইপসা ও সাজেদা ফাউন্ডেশন) ইত্যাদি রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট ৪: গুণগত শিক্ষা
সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি



অভীষ্ট-৪: লক্ষ্যমাত্রা-৪.১

- সহযোগী সংস্থাসমূহ সকল বয়সের মানুষের জন্য এবং সকল লিঙ্গের মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নয়নে কাজ করে।

- পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, সাধারণ বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া নিরসনে বৈকালিক বিদ্যালয় পরিচালনা ও অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় টিকে থাকার নিমিত্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহায়তা করছে। অনেক সংস্থার নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে এবং পিকেএসএফ বহির্ভূত উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.১	*সূচক-৪.১.১*
২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।	*শিশু ও যুব সমাজের অনুপাত: (ক) ২য়/৩য় শ্রেণিতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে; (গ) নিম্ন-মাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতা মান অর্জন।*

- সহযোগী সংস্থাসমূহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সরকারি বৃত্তির সাথে দ্বৈততা এড়িয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করে। বিশেষ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০০ জন অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক বা সমমান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বৃত্তি প্রদান করে। এ বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে দলিত, আদিবাসীসহ ১৬টি উপশ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সন্তানেরাও রয়েছে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নের বাইরেও সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যক্রম জাপানের অর্থায়নে দিনাজপুরে সহযোগী সংস্থা জিবিকে-এর বাস্তবায়নাধীন শাপলা নীড় কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের একটি অন্যতম দিক আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ এবং একান্তই শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশে থাকা শিশুদের ক্রমান্বয়ে মূলধারা শিক্ষায় সম্পৃক্ত করা, তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের গর্ভজাত শিশুসহ প্রতিবন্ধী ও বিভিন্নভাবে অরক্ষিত শিশুদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-আবাসন-কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রমাগতভাবে শিশুদের জন্য সহযোগী সংস্থার পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এ খাতে তহবিল সংকট ক্রমাগতই বাড়ছে। সহযোগী সংস্থার এসকল কর্মকাণ্ড ক্রমাগতই গুচ্ছ সমন্বিত কার্যক্রমে পরিণত হচ্ছে। সম্ভবত পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা কৌশলে তাদের সম্পৃক্ততা এক্ষেত্রে ভূমিকা

রেখে থাকবে। শিশু পরিষেবার চাহিদার ব্যাপকতা এবং অন্যদিকে এ খাতে প্রথাগত দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নের সংকোচন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রমের প্রকৃতি ও আয়তনে আনছে ব্যাপক পরিবর্তন। সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রথাগত শিশু আশ্রম (চাইল্ড হোম) ধারণা থেকে ক্রমান্বয়ে সরে গিয়ে শিশুদেরকে তাদের অভিভাবকের কাছে রেখেই দক্ষ কর্মীবাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করছে। শিশুটি পিতৃ-মাতৃ স্নেহেই বড় হচ্ছে।

- এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকল অধীত বিষয় বা প্রশিক্ষণসূচিভুক্ত শিখনের সাথে শিক্ষার্থী বা প্রশিক্ষণার্থীদের গণিতে দক্ষতামান অর্জনও সম্ভব হয়। বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠান মূলত তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতো। এ খাতে সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)-এর 'এনসিউরিং ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি, নিউমেরেসি, ভোকেশনাল এ্যান্ড লাইফ স্কিলস ফর এডোলেসেন্টস (১৫-১৮ বছর বয়স) ইন দি রোহিঙ্গা ক্যাম্পস এ্যান্ড কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট ইনক্লুডিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন অব কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট' এবং 'ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ফোকাস্ড প্রোটেকশন, এডুকেশন এ্যান্ড হেলথ সার্ভিসেস ফর দি রোহিঙ্গা রিফিউজিস ইন টেকনাফ এ্যান্ড উখিয়া উপজেলা: পিপল্স অপরচুনিটি ফর পার্টিসিপেশন এ্যান্ড আপগ্রেডেশন থ্রু লার্নিং এ্যান্ড এ্যাকশন ইন এচিভিং রাইট্স (পপুলার)' গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।

অভীষ্ট-৪: লক্ষ্যমাত্রা-৪.২

- সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিশু শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও তার মান উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। যেসব দরিদ্র শিক্ষার্থীর পিতামাতা-অভিভাবকের বিদ্যালয়ের বাইরে সহায়ক শিক্ষকের সেবা নেয়ার সামর্থ্য নেই, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে তাদের ঝরে পড়া রোধ করতে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠ দান করা হয়। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যালয়ের পড়া তৈরি করে দেয়ার পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান, সৃজনশীল শিক্ষা এবং পাঠক্রম-বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যেমন: আবৃত্তি, নাচ, গান গাওয়া এবং অংকন। সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা এক্ষেত্রে মোট বাস্তবায়ন ব্যয়ের ২০ শতাংশ বহন করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় কিশোরী ক্লাব ও কিশোর ক্লাব গঠনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি, প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক অপশক্তি বা অপসংস্কৃতি যেমন: বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছিলো। পিকেএসএফ-এর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালন এবং এর মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রেষণা দেয়ার কাজ করছে। সামাজিক অনাচার এবং অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। পিকেএসএফ-এর কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের ক্লাব এবং স্কুল ফোরাম গঠন করে

কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.২	সূচক-৪.২.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।	লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত। **সূচক-৪.২.২** লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে)।

● পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নেও সহযোগী সংস্থা শিশু-কিশোরদের শারীরিক-মানসিক এবং আর্থিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এ সকল উন্নয়ন সহযোগীর মধ্যে সেভ দ্যা চিলড্রেন, হেক্স ফাউন্ডেশন ইত্যাদি অন্যতম। আর এ খাতে সহযোগী সংস্থার চলমান প্রকল্পের মধ্যে 'টু প্রোমোট এ্যাক্সেস এ্যান্ড ইনক্রিজ বেসিক এডুকেশন আউটকামস ফর মার্জিনালাইজড এ্যান্ড হার্ড টু রিচ চিলড্রেন, হোয়াইল ক্যাটালাইজিং লেশন্স ফ্রম এ্যান্ড আদার পজিটিভ ন্যাশনাল প্র্যাক্টিসেস ইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডুকেশন সিস্টেম, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (পাইলট) প্রোগাম, এ্যাক্সেস টু ইনক্লুসিভ কোয়ালিটি এডুকেশন ফর চিলড্রেন ফ্রম ফ্যামিলিস লিভিং ইন আল্ট্রা পভার্টি এবং ফ্রম রিলিজিয়াস মাইনোরিটিস, বাংলাদেশ এবং ফিউচার ওরিয়েন্টেড কোয়ালিটি এডুকেশন ইন ডিজাস্টার প্রোন এরিয়াস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পত্রয় (জাগরণী চক্র), প্রাইমারি এডুকেশন ফর দি ডিজ্যাডভান্টেজ্ড চিলড্রেন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

অভীষ্ট-৪: লক্ষ্যমাত্রা-৪.৩

● দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্র অর্থায়নের বাইরে যে পরিষেবাটি সবচে' বেশি দিয়ে থাকে তা শিক্ষা পরিষেবা। কারণ, পিকেএসএফ বিশ্বাস করে শিক্ষা মানুষে মানুষে সর্বপেক্ষা শাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধানকারী। সেজন্য দেশের আনাচে কানাচে সরকারি এবং আধা-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে সাধারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যা এবং কর্মস্থলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকের ব্যাপক চাহিদার কারণে সহযোগী সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। যে সকল সহযোগী সংস্থা শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করছে তাদের প্রায় অর্ধেকই কোনো না কোনো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করছে।

● প্রশিক্ষণ প্রদান সহযোগী সংস্থার অন্যতম কার্যক্রম। তাদের প্রদত্ত এ প্রশিক্ষণ অনেকটাই পেশাজীবীদের জন্য। এখানে দু' ধরনের পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ

অন্তর্ভুক্ত। ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে নিয়োজিত পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের আওতায় যে সকল খানাকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করা হয় ঐ সকল খানা সদস্যকে তাদের পেশা বা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার লোকবলের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

সূচক-৪.৩.১
লিঙ্গভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার।

- বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন ব্যবসা বা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বা ট্রেডে ডিপ্লোমা প্রদান করে। তাদের কারো কারো নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, সেবিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রয়েছে। যেমন: টিএমএসএস-এর বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, সেবিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং এসএসএস, টাঙ্গাইল ও জেসিএফ, যশোর-এর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি।

- সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সংগঠিত সমিতিসমূহে লৈঙ্গিক সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নে সহায়ক বিষয়ে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে প্রতি সপ্তাহে দেশব্যাপী প্রায় এক কোটি মানুষ, বিশেষ করে নারীরা নিজেদের উন্নয়ন আলোচনার সুযোগ পায়। নির্মিত আন্তর্জালের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি গঠিত হয়; নারীর ক্ষমতায়ন হয়।

- পিকেএসএফ-এর বাইরে এ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম ইন সেকেন্ডারি এ্যান্ড হায়ার লেভেল, আমরাও মানুষ (সাজেদা ফাউন্ডেশন), মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, মেডিকেল এ্যাসিস্টান্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, কমিউনিটি মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড আইসিটি (টিএমএসএস); টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (এসএসএস) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

অভীষ্ট-৪: লক্ষ্যমাত্রা-৪.৪

- স্বাধীনতার পরে দেশে চাকুরির সুযোগ ও শোভন কর্ম সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত পোশাক খাতের মতোই বড় ভূমিকা রেখেছে। যদি অগ্রমুখী সংযুক্তি (ফরোয়ার্ড লিংকেজ) এবং পশ্চাদমুখী সংযুক্তি (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) বিবেচনা করা হয় তাহলে এ খাতের অবদান আরো বেশি হতে পারে। সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মকাণ্ড বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সরাসরি চাকুরি ও শোভনকর্ম সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

• বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স স্ট্যাটিসটিক্স (সিডিএফ ২০১৮) অনুসারে দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে ২,৭৪,৪৪৮ জন লোক নিয়োজিত ছিল, এর মধ্যে সহযোগী সংস্থা এবং সদৃশ ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানই ছিলো বেশি।

• সহযোগী সংস্থা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা তথ্য বিপ্লবকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। এ বিপ্লবের অন্যতম নেতিবাচক দিক হতে পারে দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সহযোগী সহযোগীসমূহ তাই তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরিতে বহু আগে থেকেই জোরালোভাবে কাজ শুরু করেছে। সকল সহযোগী সংস্থার হিসাব ও ব্যবস্থাপনিক তথ্য অটোমেটেড থাকার বাধ্যবাধকতার কারণে এ বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এগিয়েছে। কোন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা কম্পিউটার পুল নেই এমন সহযোগী সংস্থা নেই বললেই চলে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.৪ চাকুরি ও শোভনকর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

সূচক-৪.৪.১ দক্ষতার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের অনুপাত।

• মাঠ পর্যায়ে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সাধারণভাবে সকল অর্থায়ন শোভনকর্ম সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখলেও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের কার্যক্রম এবং এ খাতে চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় সহযোগী সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রম সাধারণ কর্মকে আক্ষরিক অর্থেই শোভনকর্মে রূপান্তরকরণ এবং প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শোভনকর্ম সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে সৃষ্টি সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকারী প্রাগ্রসর সদস্য বা উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ কর্মসংস্থানই শোভন বলে ধরা যায় বিশেষ করে স্ব-কর্মসংস্থানসমূহ। পিকেএসএফ সুফলন কার্যক্রমের আওতায়ও কৃষি খাতে নিয়োজিত অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভনকর্ম সৃষ্টি হচ্ছে বা সাধারণ কর্ম সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শোভনকর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে।

• সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ ছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে চাকুরি ও শোভনকর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সামর্থ্য বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর জন্য জাতিসংঘের যে কর্মসূচি তা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এডিবি, এসডিসি ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী এ সকল খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করে।

অভীষ্ট-৪: লক্ষ্যমাত্রা-৪.৫

• অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসমূহকে মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে আর্থ-সামাজিক সমতা অর্জনে সহায়তার জন্য দেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যাই বেশি। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ঘোষণার বহু আগে থেকেই সহযোগী সংস্থা জিবিকে, পার্বতীপুর; দলিত এবং আদিবাসীদের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), চট্টগ্রাম পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য; হীড বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিকেদের অধিকারের জন্য; কর্মজীবি কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস), রাজবাড়ী ও সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস (এসএসএস), টাঙ্গাইল যৌনজীবী নারী ও তাদের সন্তানদের জন্য কাজ করে আসছিলো।

● ২০১০ সালে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সূচনা এবং মাঠ পর্যায়ে তা ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রান্তিক ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে মূলধারা উন্নয়নে আনয়নের প্রশস্ত রাস্তা খুঁজে পায়। কারণ, সহযোগী সংস্থাসমূহ এতোদিন নিজেদের মতো করে মানুষের উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করার চেষ্টা করলেও পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে তারা প্রকৃত অর্থে মানুষের জীবনের যে কোনো স্তরে বা যে কোনো অর্থনৈতিক অবস্থায় থাকা মানুষের কল্যাণার্থে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় যুক্ত হয়। একই কর্মসূচিতে তারা যেমন দারিদ্র্য নিরসনের চেষ্টা করে, তেমনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত অভিঘাত নিরসনের চেষ্টা করে। পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায়ও সহযোগী সংস্থাসমূহ নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, যৌনজীবীর সন্তান, হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী অতিদরিদ্রদের উন্নয়নে কাজ শুরু করেছে। বিশেষ করে অতিদরিদ্র হাওরবাসীদের জন্য তাদের বড় কার্যক্রম রয়েছে। প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সহযোগী সংস্থার এ সকল কার্যক্রম পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ বহির্ভূত বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা-৪.৫	*সূচক-৪.৫.১*
অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	*এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকগুলোর জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে; নিম্নে/শীর্ষে অবস্থানকারী শ্রেণি ও অন্যান্য, যেমন অসামর্থ্যগত অবস্থান, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও সংঘাত প্রভাবিত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য যেভাবে পাওয়া যায়)।*

● এ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনেক কাজ পিকেএসএফ-এর জন্য দিশা হিসেবে কাজ করছে। এককভাবে হয়তো কোনো সংস্থাই সকল প্রান্তিক বা অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে না কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে অনেক সংস্থা নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, যৌনজীবীর সন্তান, হাওর বা চর অঞ্চলের অধিবাসী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী, কৃষি শ্রমিক, প্রবীণ জনগোষ্ঠী, নারী নেতৃত্বাধীন পরিবার, গৃহকর্মী বা গৃহপরিচারক বা পরিচারিকা, প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে।

অভীষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা
জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন



অভীষ্ট-৫: লক্ষ্যমাত্রা-৫.১

● পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ক্ষুদ্র অর্থায়নসহ যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তার অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী নারী। কার্যক্রমটির লক্ষ্য অংশগ্রহণকারী খানাটির সকল সদস্যের উন্নয়ন হলেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক-ভিত্তিক এজেন্ডাটি বাস্তবায়নের পথ সুগম করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল নারী অর্থ পরিষেবা গ্রহণ করে তারা নিজেরাই যাতে উক্ত অর্থ ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে সে জন্য অংশগ্রহণকারী খানার প্রতিনিধিত্বকারী নারীদেরকে উৎসাহিত করে এবং যেন তারা কার্যকরভাবে গৃহীত অর্থ ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যে অভীষ্ট আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বা প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় উপকরণ, কারিগরি জ্ঞান এবং প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদান করে যাতে একজন নারী তার সামর্থ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সহযোগী সংস্থার সংস্পর্শ এবং নির্দেশনা মতো আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে ইতোমধ্যে অনেক নারী স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হয়তো সে কারণেই সমাজ বিজ্ঞানীরা লৈঙ্গিক সমতা এবং নারীর স্বাবলম্বিতাকে অনেকটা একই অর্থে দেখে থাকেন।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.১	*সূচক-৫.১.১*
সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	*লিঙ্গভেদে সমতা ও বৈষম্যহীনতার প্রবর্ধন, প্রয়োগ ও পরিবীক্ষণের জন্য আইনী কাঠামোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।*

● অনেক সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ তহবিল (লিফট কর্মসূচি) এবং অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিলের মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত হিজড়াদেরকে মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা করছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা পরোক্ষ; সংস্থাসমূহের দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক প্রতিকূলতা দূরীকরণে অর্থায়ন এবং স্থানীয় সচেতনতা কার্যক্রমের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সংস্থার এইচআইভি বা এইডস কার্যক্রমের আওতায় তাদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর একমাত্র লিফট কর্মসূচির আওতায় অত্যন্ত সীমিত কলেবরে তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত হিজড়াদের জন্য আলাদা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার হচ্ছে। পিকেএসএফ ছাড়াও সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে সেইভ দি চিলড্রেন, ইউএসএইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেদারল্যান্ড সরকার ইত্যাদি থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ নারী প্রধান খানাকে কার্যক্রমে প্রবেশ্যতা ও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অনেক সহযোগী সংস্থা গৃহে পরিচারিকার কাজ করে এমন

নারী শিশুদের নিয়োগকারী খানার ওপর নজরদারির মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করে, তাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে (যেমন: এসএসএস, টাঙ্গাইল)।

- বিগত প্রায় দু' বছর যাবৎ সহযোগী সংস্থাসমূহ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের নিমিত্ত পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বাস্তবায়নাধীন বিষয়ের একটি লৈঙ্গিক সমতার লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে নারীর পক্ষ সমর্থন (এ্যাডভোকেসি), নারী উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে প্রাধিকার প্রদান, মেয়েদের পক্ষ সমর্থন ও তাদের উন্নয়ন, লৈঙ্গিক ন্যায়বিচার ও সমতা, নারীদেরকে ভূমি এবং অন্য সম্পদের মালিকানার অধিকার প্রদান, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারী উন্নয়ন গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে। পিকেএসএফ অনেক সহযোগী সংস্থা নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করে।

বিগত প্রায় এক বছর যাবৎ সহযোগী সংস্থাসমূহ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের নিমিত্ত পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বাস্তবায়নাধীন বিষয়ের একটি লৈঙ্গিক সমতার লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে নারীর পক্ষ সমর্থন (এ্যাডভোকেসি), নারী উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে প্রাধিকার প্রদান, মেয়েদের পক্ষ সমর্থন ও তাদের উন্নয়ন, লৈঙ্গিক ন্যায় বিচার ও সমতা, নারীদেরকে ভূমি এবং অন্য সম্পদের মালিকানার অধিকার প্রদান, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারী উন্নয়ন গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে নানা দেশী-বিদেশী তহবিলে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মোচনে কাজ করে। দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, গার্লস এ্যাডভোকেসি এলাউন্স (জিএএ), ট্রান্সফর্মিং দি লাইফ অব জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স এ্যাফেক্টেড ইয়ং ওমেন এ্যান্ড গার্লস বাই ক্রিয়েটিং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস, এমপাওয়ারিং ওমেন এ্যান্ড ইয়ুথ থ্রু গ্র্যাজুয়েশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইত্যাদি এ খাতে বাস্তবায়নাধীন কয়েকটি চলমান প্রকল্পের নাম।

অভীষ্ট-৫: লক্ষ্যমাত্রা-৫.২

- সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যয়ে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সমিতি বা দলসমূহে নারীরা নিজেদের নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ

রোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। অনেক সময় সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা প্রতিনিধি এ আলোচনায় প্রভাবক বা সঞ্চালক হিসেবে কাজ করে।

● পিকেএসএফ-এর অর্থায়নের বাইরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহ নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানি ইত্যাদি নিরোধে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান।	***সূচক-৫.২.১*** *সহিংসতার ধরন ও বয়সভেদে বর্তমান বা পূর্বতন স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কর্তৃক বিগত ১২ মাসে শারিরীক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বিবাহিত নারী ও মেয়ের অনুপাত।* ***সূচক-৫.২.২*** *বয়স ও সংঘটনস্থল ভেদে স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিগত ১২ মাসে যৌন সহিসংসতার শিকার ১৫-বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও মেয়ের অনুপাত।*

● নারী যাতে প্রচলিত এবং শোভন কাজে অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের আওতায় নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

● নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সহযোগী সংস্থাসমূহ নাটক-নাটিকা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে। দিশা, কুষ্টিয়া; প্রয়াস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা এবং জেসিএফ, যশোর-এর মতো অনেক সহযোগী সংস্থারই শক্তিশালী সাংস্কৃতিক দল রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা সামাজিক বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

● উপর্যুক্ত বিষয়ে কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন লক্ষিত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হচ্ছে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন বয়স ও ভৌগোলিক অবস্থায় থাকা ব্যক্তি, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ, বিকলাঙ্গ বা অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যাতে কেউ যেন পেছনে পরে না থাকে। বহু সংস্থা স্বাধীনতার পরই এ ধরনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। এক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থার অনেক কাজ পিকেএসএফ-এর সামনে পথ-নির্দেশক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

● মানব পাচার প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে স্থানীয় বাসিন্দা (হোস্ট) এবং শরণার্থী রোহিঙ্গাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, পাচারকৃত ব্যক্তি ও বাল্যবিবাহ থেকে মুক্ত (সারভাইভারদের)-দেরকে সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণে অংশীজনের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা

এবং মানব পাচারের শিকার ও বাল্যবিবাহ থেকে মুক্তদের জন্য (রেফারেল) শ্রেয়তর পরামর্শ পদ্ধতির উন্নয়নে কাজ করে।

● ইউএসআইডি, সেফ দি চিলড্রেন, অক্সফাম, মানুষের জন্য, ইউরাপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনাসহ ঘরে-বাইরে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান কল্পে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করে।

অভীষ্ট-৫: লক্ষ্যমাত্রা-৫.৩

● সহযোগী সংস্থাসমূহ লৈঙ্গিক সমতা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, জন্ম নিবন্ধন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা বা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, জমায়েত (র‍্যালি), কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা প্রচারণার মাধ্যমে তারা জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করে।

● নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীর অধিকার বাস্তবায়নে সংস্থাসমূহ অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীর মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে এবং যদ্দূর সম্ভব থানা-পুলিশ বা মামলা থেকে দূরে সরে স্থানীয় সালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তির চেষ্টা করে। সর্বশেষ অবস্থায় আদালত-কাচারির দরকার হলে সহযোগী সংস্থাসমূহ নারীকে আইনগত পরিষেবা পেতে সহায়তা করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরণের ক্ষতিকর প্রথার অবসান।

সূচক-৫.৩.১
১৫ বছর বা ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ বা কোনো প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত।

● অনেকক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থার ছত্রছায়ায় ইতোমধ্যে সংগঠিত নারীদের যে অন্তর্জাল নির্মিত হয়েছে তা নারীদেরকে অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, প্রয়োজনীয় আইনী সুবিধা পেতে বা ন্যায্য সালিশি সমাধান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবকের কাজ করে।

● পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহ এ খাতে যে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে তার মধ্যে এমপাওয়ারিং ওমেন এ্যান্ড ইয়থ থ্রু গ্র্যাজুয়েশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, বেসিক লিটারেসি প্রজেক্ট, এমপাওয়ার ইয়ুথ ফর ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ, হার ফাইন্যান্স প্রজেক্ট (ইপসা), এমপাওয়ারিং ওমেন টু বিকাম প্রোগ্রেসিভ এ্যান্ড সেল্‌ফ রেলাইয়েন্ট থ্রু ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড লাইফ স্কিলস ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ। বিজনেজ ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (বিএসআর), অক্সফাম, আধুনিকা আমেরিকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও এ খাতে সংস্থাসমূহকে সহায়তা করে।

অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা



অভীষ্ট-৬: লক্ষ্যমাত্রা-৬.১

- সহযোগী সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঘূর্ণিঝড় আইলা'র মতো দুর্যোগে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারী খানার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার পানি বিতরণ করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন।

সূচক-৬.১.১ *নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত।*

এটিকে জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে ধরে নেয়া যায়। আপৎকালীন তহবিল, সংযোগ কর্মসূচির আওতাধীন জরুরি ঋণ, সিসিসিপি প্রকল্প ও লিফট কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানি সরবরাহের জন্য সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ লবণাক্ততা-প্রবণ এলাকা, বন্যাপ্রবণ এলাকা এবং খরাপ্রবণ এলাকাভেদে সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। যেমন, লবণাক্ততা এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় তারা গভীর নলকূপ স্থাপনকে প্রাধান্য দেয়, খরাপ্রবণ এলাকার জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন করাকে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে, খরাপ্রবণ এলাকার জন্য পুকুর পুনঃখননকে অগ্রাধিকার দিলেও বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য তা করে না। লবণাক্ততা প্রবণ এলাকার জন্য খানা এবং সমাজের উদ্যোগে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা, পানির লবণাক্ততা দূর করার জন্য স্থাপনা (প্লান্ট) তৈরি ইত্যাদি কৌশলকে প্রাধান্য দেয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ কেবল সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায়ই ৪০৬৬টি নলকূপ স্থাপন, ১৪৪টি পুকুর পুনঃখনন এবং ৩০টির মতো লবণাক্ততা দূর করার স্থাপনা তৈরি করা হয়েছিলো (সিসিসিপি, পিকেএসএফ ২০১৯)।

- পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তীতে সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়নের অতিদরিদ্র খানাসমূহের মধ্যে মোট ৯.৩২ লক্ষ লিটার সুপেয় পানি বিতরণ করা হয় (অগ্রযাত্রা, পিকেএসএফ ২০২১; পৃ: ১৩)।

অভীষ্ট-৬: লক্ষ্যমাত্রা-৬.২

- সহযোগী সংস্থাসমূহ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে। শুধু উপকূলীয় অঞ্চল নয়, যে সকল অঞ্চলে সুপেয় পানির অভাব সেখানেই সহযোগী সংস্থাসমূহ পানি সরবরাহের চেষ্টা করে।

● পানি সরবরাহের পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। যাতে কেউ খোলা জায়গায় মলত্যাগ না করে সেজন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র খানাকে স্বাস্থ্যকর পায়খানা তৈরিতে সহায়তা দেয়, স্থানীয় উদ্যোক্তাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করার ব্যবসায় সহায়তা করে। সহযোগী সংস্থার এ সকল কাজ পিকেএসএফ, এনজিও ফোরাম, অক্সফাম, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অর্থ সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.২ নারী ও মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।

সূচক-৬.২.১ সাবান ও পানি সংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত।

● ২০২০-এর প্রথম দিকেই কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব ঘটলে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের প্রায় সর্বত্র তাদের কর্ম-এলাকায় সাবান ও পানি সংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখোশ পরিধান, নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করে। স্বভাবত বর্তমানে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বর্তমানে সাবান ও পানি সংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধা ও নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মানুষ তাদের জীবন রক্ষার্থেই এ বিষয়ে আগের তুলনায় বেশি সচেতন থাকছে।

● পয়ঃনিষ্কাশন ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম বা প্রকল্পের মধ্যে পিকেএসএফ-এর স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট লোন (এসডিএল) কর্মসূচি, সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্টস প্রোগ্রাম (এসএডব্লিউআরপি-২), ম্যাক্স ওয়াশ ইন আরবান স্লাম, সাসটেইনেবল আরবান ওয়াশ প্রোগ্রাম, এ্যাড্রেসিং ওয়াশ ক্রাইসিস ইন লো ইনকাম সেটেলমেন্ট অব গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (এ্যানুয়াল রিপোর্ট, ইএসডিও ২০১৮-২০১৯)।

অভীষ্ট-৬: লক্ষ্যমাত্রা-৬.৩

● সহযোগী সংস্থাসমূহ দূষণমুক্ত পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার, পিকেএসএফসহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অংশীজনের নিকট দেন-দরবার করে। তারা জাতীয় ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা বা সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করে। জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তারা অংশগ্রহণ করে।

● তারা পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, এ রকম ক্ষতিকর আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করা এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও পদার্থ নির্গমন হ্রাসের জন্য কাজ করে।

• বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা পানি দূষণমুক্ত করে মাছ চাষ, বিশেষ করে চিংড়ি চাষের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.৩	সূচক
দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও পদার্থ নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনচক্রায়ন (রিসাইক্লিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করা।	**সূচক-৬.৩.১** *নিরাপদে পরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত।* **সূচক-৬.৩.২** *বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত জলাশয়ের অনুপাত।*

• পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করা, কৃষিকাজে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করা ও পানি বিশুদ্ধকরণের ওপর অংশগ্রহণকারী খানা সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে বা এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর ফলে অংশগ্রহণকারী ছাড়া স্থানীয় মানুষও সচেতন হয়।

• নিরাপদ পরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত বৃদ্ধিকল্পে এবং পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইক্লিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরাপদ পানি স্থাপনা নির্মাণ, পন্ড স্যান্ড ফিল্টারিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। পিকেএসএফ-এর বাইরে অক্সফাম, ইউএসএইড, আইসিসিও কো-অপারেশন নেদারল্যান্ডস ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে এ খাতে সহযোগিতা প্রদান করে।

অভীষ্ট-৬: লক্ষ্যমাত্রা-৬.৪

• সহযোগী সংস্থাসমূহ পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ এবং কৃষক উভয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে (যেমন, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ইত্যাদি জেলায়)।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.৪	সূচক
২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।	**সূচক-৬.৪.১** *সময়ের সাথে পানির ব্যবহার দক্ষতার পরিবর্তন* **সূচক-৬.৪.২** *পানি চাপের মাত্রা: প্রাপ্তব্য বিশুদ্ধ পানি সম্পদের অনুপাত অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার।*

• অধিক সংখ্যক মানুষের নিকট দূষণমুক্ত পানি পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ যেমন পিকেএসএফসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থ সহায়তায় কাজ করে, তেমনি এ সকল কাজে তারা নিজেরাও বিনিয়োগ করে। অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানার মধ্যে নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে অংশগ্রহণের চেতনা জাগ্রত করার জন্য তাদের থেকেও নামমাত্র অর্থ গ্রহণ করা হয়।

• পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে থাকা মানুষের সংখ্যা হ্রাসের নিমিত্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ অনেক

ক্ষেত্রেই পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা-অংশগ্রহণকারী খানা - এ প্রণালীতে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অংশগ্রহণকারী খানার সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে অর্থ দিয়ে সুপেয় পানি ক্রয় করার অভ্যেস সৃষ্টির ওপর জোর দেয়।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি নিরাপদ পরিবেশে পানির লভ্যতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে, এ সকল কাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ওপর বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং তার ফলাফল স্থানীয় প্রশাসন, সরকার ও পিকেএসএফসহ গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের নিকট উপস্থাপন করে সমস্যার তীব্রতা তুলে ধরে এবং তা সমাধানের চেষ্টা করে।

অভীষ্ট-৬: লক্ষ্যমাত্রা-৬.খ

- সহযোগী সংস্থাসমূহ উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাজ করে। দরিদ্র মানুষ যাতে সুলভে দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করতে পারে সেজন্য পানির দাম যথাসম্ভব তাদের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা পিকেএসএফসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা পায়।

লক্ষ্যমাত্রা-৬.খ	*সূচক-৬.খ.১*
পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করা।	*পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রায়োগিক নীতিমালা ও পদ্ধতিসহ স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটের অনুপাত।*

- সংস্থাসমূহ দূষণমুক্ত পানি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরবরাহের প্রথম দিকে দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে পানি সরবরাহ করে ছিলো।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর বাইরে বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমেও এ সকল কাজ সম্পন্ন করে। অনেক ক্ষেত্রে তা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বা একান্ত নিজস্ব অর্থায়নে আধা বা নামমাত্র (সেমি বা কোয়াসি) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়ে থকে। ওয়াটার ক্রেডিট, ওয়াশ ফর আরবান পুওর, ইম্প্রুভিং এ্যান্ড প্রোমোটিং এ্যাক্সেস টু সেইফ ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন ফর পেইভমেন্ট ডুয়েলার্স এ্যান্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন (ইম্প্যাক্ট), ওয়াশ ফর আরএমজি ওয়ার্কার্স, ইম্প্রুভিং ওয়াটসান এ্যান্ড পারসোনাল হাইজিন, স্যানিটেশন মার্কেটিং সিস্টেম, এ্যাক্সেলিয়ারিটিং সাসটেইনেবল ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ফেসিলিটিস ফর অল - এ্যাক্সেস ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ফর রুরাল পুওর অব দ্যা নর্থদার্ন বাংলাদেশ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ এ খাতের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। অক্সফাম, ওয়াটার অর্গ, আইডিই, এনজিও ফোরাম ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী এ খাতে সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডকে অর্থায়ন করে।

অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা



অভীষ্ট-৭: লক্ষ্যমাত্রা-৭.১

- নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রায়শ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, আধুনিক জ্বালানি, বিকল্প জ্বালানি বা অম্ল শূন্য জ্বালানি বলা হয়। এ জ্বালানি আসে প্রাকৃতিক উৎস যেমন সূর্যের আলো, বায়ু ইত্যাদি থেকে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, স্রোত শক্তি, ভূশক্তি এবং জৈবশক্তি থেকে আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি পাই। অন্যদিকে অপরিচ্ছন্ন জ্বালানির উৎস তেল, গ্যাস বা কয়লা। এ সকল জ্বালানি নবায়নযোগ্য নয় বা এদের নবায়ন বেশ সময় সাপেক্ষ।

লক্ষ্যমাত্রা-৭.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৭.২
২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

সূচক-৭.১.১
বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক-৭.২.১
মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ ক্রমাগত নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস আয়ত্তে আনা, জ্বালানি ধরে রাখার কম খরচে উদ্ভাবনী উপায়গুলো আয়ত্তে আনা বা তা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগুলো জ্ঞাত হচ্ছে, রপ্ত করছে। সাথে সাথে তারা কোনো কিছু গরম করা (যেমন রান্নার কাজ), যানবাহন চালনা, আলো জ্বালানো ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহ যাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অধিক হারে ব্যবহার করে সে বিষয়ে তাদেরকে উৎসাহ দেয় ও সহযোগিতা প্রদান করে।
- পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর বাইরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করে এবং সহায়তা প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহ নিজেরাই অংশগ্রহণকারী খানায় এ সকল পরিষেবা সরবরাহ করে।
- পিকেএসএফ অর্থায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী খানাকে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত ও সহায়তা করা হয়। অংশগ্রহণকারী খানায় বন্ধুচুলা, উন্নতমানের সোলার হারিকেন/সোলার হোম সিস্টেম ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব। অনেক সহযোগী সংস্থা বায়োগ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহেও সক্রিয় রয়েছে।
- সহযোগী সংস্থাগুলো তৈরিকৃত উন্নতমানের সোলার হারিকেন/সোলার হোম সিস্টেম অংশগ্রহণকারী খানায় সরবরাহ করা হচ্ছে। কোডেক-এর মতো সংস্থা এমনকি সমুদ্রে মৎস্য শিকারে গমনেচ্ছু জেলেদেরকে সোলার হারিকেন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছে। যে সকল সংস্থা সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কাজ করে তারা বন্ধুচুলার ব্যবহার তাদের কর্মএলাকায় জনপ্রিয় করে তুলছে।
- পিকেএসএফ ছাড়া ইউএসএইড, ইডকল, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক এ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করে।

অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন



অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.১

● বাংলাদেশ সদ্য নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ একদিকে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কাজ করে, অন্যদিকে সহস্র ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও দক্ষতা হস্তান্তর এবং কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে খানাসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ মূলত পিকেএসএফ এবং ব্যাংক থেকে অর্থ গ্রহণ করে ব্যক্তি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়ন করে। ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহযোগী সংস্থাসমূহের এ সহযোগিতা শুধু অর্থায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা খানাসমূহের মধ্যে থেকে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা বাছাই করে, উক্ত উদ্যোক্তার আয়বর্ধক কাজ বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে, তাদেরকে সম্পৃক্ত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং উদ্যোগ চলাকালে সার্বক্ষণিক পাশে থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, নিবেশ (ইনপুট) ও তৈরি পণ্যের বিপণনের নিমিত্ত তথ্য সরবরাহসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.১
জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন।

সূচক-৮.১.১
মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার।

● সহযোগী সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র জনেগোষ্ঠীকে ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে ধাবিত করার এ প্রক্রিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং তা জাতীয় মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিগত ১০ বছরে বিশ্ব পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের পেছনে যেমন সরকারের সঠিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি এবং বাস্তবায়ন কৌশল ভূমিকা রেখেছে, তেমনি একান্ত মাঠ পর্যায়ে কাজ করা এ সকল সহযোগী সংস্থার ভূমিকাও কম নয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মতো আর কোন খাতের প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থ পরিষেবা গ্রহণকারীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বা উদ্যোগের উন্নয়নে এতো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করার দৃষ্টান্ত বিরল।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.২

● শুধু পিকেএসএফ তহবিলের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ আগামী দু' বছরে আরো ২.০ লক্ষ নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু, মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থায় বর্তমান পোর্টফোলিও পিকেএসএফ প্রদত্ত অর্থের অনেক গুণ বেশি। সে হিসেবে ধরা যায়, সহযোগী

সংস্থাসমূহ আগামী দু'বছরে আরো কয়েক লক্ষ উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা তৈরি করবে। এ সকল উদ্যোগ জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ অতীত অর্থায়ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, যদি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ বা ব্যবসাটি লাভজনক বা উচ্চমূল্য সংযোজনী না হয় তবে তারা টেকসইভাবে তাদের দারিদ্র্য নিরসন করতে পারে না বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা ঋণের ফাঁদে আটকা পরে। সেজন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ নতুন উদ্যোক্তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোক্তার অতীত ব্যবসায়িক সাফল্য, লেনদেনে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবসায়িক জ্ঞান, গতিময়তা ও স্পৃহা, দক্ষতা এবং অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প বা উদ্যোগটির সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেয়। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগটিতে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রায়োগিক উদ্ভাবনার সুযোগ আছে কিনা তাও পরখ করা হয়। যে সকল খাত বা উদ্যোগ উচ্চ মূল্য সংযোজনী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদেরকে প্রাধিকার প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.২ উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।

সূচক-৮.২.১ প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার।

- সহযোগী সংস্থাসমূহের অনেকগুলো সাধারণ ফোরাম বা প্লাটফর্ম রয়েছে। এর একটি নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম পিকেএসএফ। এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), বাংলাদেশ ব্যাংকও এ রকম ফোরাম। এ সকল ফোরামে তারা একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়, অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। কোনো একটি সংস্থার অংশগ্রহণকারী খানা বা অর্থায়িত উদ্যোক্তা বিশেষ কোনো কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার করলে তা ফোরামে আলোচিত হয়, অন্য সহযোগী সংস্থা উক্ত প্রযুক্তি বা উদ্ভাবনার অনুসরণ করে বা করতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন। পিকেএসএফ আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন জেলায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পণ্য ও প্রযুক্তি মেলা, পারস্পরিক শিক্ষা সফর বিনিময় এবং সংস্থার চাকুরেদের দেশে-বিদেশে শিক্ষা সফর এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সম্পৃক্ততা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৩

- সহযোগী সংস্থাগুলো এবং পিকেএসএফ আলাদা সত্তা। আগেই বলা হয়েছে, অনেক সহযোগী সংস্থার সূচনা পিকেএসএফ সৃষ্টির আগে। কিন্তু বিগত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকরণগত মিথস্ক্রিয়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ, একাগ্রতা এবং শিখন স্পৃহা অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে একাকার করে দিয়েছে। এর

আর একটি কারণ হতে পারে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহই পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। এ দীর্ঘ সময়ে পিকেএসএফ অর্থ পরিষেবা ও তার পরিবেশনে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, বিভিন্ন সময়ে দারিদ্র্যের ধরন, প্রবণতা ও মাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে তার বিভিন্ন প্রকল্প বা কার্যক্রম এবং ঐ সকল প্রকল্প বা কার্যক্রমের আওতায় পরিষেবাগুচ্ছে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সহযোগী সংস্থার কাজেও সে পরিবর্তন এসেছে। প্রথমে গ্রামে কাজ শুরু করে পরে শহরে কাজ করা, বিভিন্ন স্তরে দরিদ্রদের মাঝে কোনো বিভাজন ছাড়া গোড়ার দিকে সাধারণভাবে কাজ করে আস্তে আস্তে নানা স্তরে থাকা দরিদ্রের উন্নয়নে বিশেষ পরিষেবা প্রদান, ক্রমাগতভাবে অর্থ পরিষেবাকে মানবাধিকার বিবেচনা করে সকলের নিকট তা পৌঁছে দেয়ার ব্রতে শামিল হয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন মানবকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন এ সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু, একান্ত মাঠ সম্পৃক্তার কারণে সহযোগী সংস্থার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা পিকেএসএফ-এর গণ্ডি পার হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সহযোগী সংস্থার অর্থ প্রদান এবং তার পরিশোধ বা আদায় পদ্ধতি। পিকেএসএফ পরিমণ্ডলে যে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী অংশগ্রহণকারী খানা থেকে সংস্থায় পরিশোধ একদম প্রথমদিকে সাপ্তাহিক বা মাসিক ছিলো, সহযোগী সংস্থার নিজস্ব তহবিলে বা অন্য উন্নয়ন সহযোগীর তহবিলে পরিচালিত কার্যক্রমে তা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বেলুন (নমনীয় পরিশোধ পদ্ধতি যেখানে উদ্যোক্তার হাতে অর্থাগমনের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থ পরিশোধের মাত্রা বাড়ে কমে), ষান্মাসিক বা বার্ষিক ছিলো। অনেকক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা দৈনিক আদায় পদ্ধতিও অনুশীলন করছিলো।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৩ আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মে সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়ন মুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা।

সূচক-৮.৩.১ লিঙ্গভেদে অকৃষি কাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত।

সহযোগী সংস্থাগুলো দেশ-বিদেশের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বন্ধে প্রত্যহ জানার চেষ্টা করছে, অবগত হচ্ছে উৎপাদনশীল ও শোভন কর্ম সম্বন্ধে এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য সম্বন্ধে। তাই, তারা সহজেই অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তা করেও থাকে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রযুক্তি বিপ্লবের ফল আহরণ করতে শুরু করেছে। তাদের অনেকের হিসাব তথ্য ব্যবস্থা (একাউন্টস ইনফরমেশন সিস্টেম) এবং ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) ইতোমধ্যে স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটেড। এছাড়া, তাদের অনেকের রয়েছে ছোট খাটো কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আরো বড় প্রতিষ্ঠান যা

তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে, সহযোগী সংস্থাগুলো দেশ-বিদেশের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বন্ধে প্রত্যহ জানার চেষ্টা করছে, অবগত হচ্ছে উৎপাদনশীল ও শোভন কর্ম সম্বন্ধে এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য সম্বন্ধে। তাই, সহযোগী সংস্থাসমূহ সহজেই অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে প্রমিত মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তা করেও থাকে।

- আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক নানমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করার জন্য সংস্থাসমূহ নিজেরা যতটা নীতিমালা তৈরি করে তারচে' বেশি পিকেএসএফসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন: মাইডাস (মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস), এসএমই ফাউন্ডেশন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত নানামুখী নীতিমালা, বিধিমালা বা কৌশল প্রতিপালন করে। কোনো ব্যাংক থেকে তহবিল গ্রহণ করলে সহযোগী সংস্থাসমূহ সম্পৃক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ঐ ব্যাংক থেকেও বিভিন্ন নীতিমালা পেয়ে থাকে।

- সিকুউরিং এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইকোনোমিক ডেভেলপন্টে এরাউন্ড জুট টেক্সটাইল এ্যান্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ইন নর্থ-ওয়েস্ট বাংলাদেশ, প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন এ্যান্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট, স্মল এ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মার্স এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট এ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন (এসএমএপি) এ খাতে সহযোগী সংস্থার পিকেএসএফ-বহির্ভূত তহবিলে চলমান কয়েকটি প্রকল্পের উদাহরণ।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৪

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের ওপর জাতিসংঘ প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রকাশনায় স্বীকার করা হয়েছে, যদিও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অগ্রগতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই কম, তথাপি বিশ্বময় দেশসমূহ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে তাদের নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনার দিশারী স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে একান্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয়

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৪	*সূচক-৮.৪.১*	*সূচক-৮.৪.২*
উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা।	*ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট, মাথাপিছু ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট এবং জিডিপি প্রতি ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট।*	*দেশজ বস্তুগত ভোগ, মাথাপিছু দেশজ বস্তুগত ভোগ এবং জিডিপি প্রতি দেশজ বস্তুগত ভোগ।*

তা নিশ্চিত করার জন্য তারা সজাগ। অর্থায়িত কোনো উদ্যোগ বা কর্মকাণ্ড যাতে কোনোভাবেই পরিবেশ বিনষ্টকারী না হয় এবং তা মানব স্বাস্থ্যের পরিপন্থি না হয় সেদিকে তারা খেয়াল রাখে। এক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ প্রদত্ত এবং নিজস্ব উদ্ভাবিত বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে কাজ করে। সহযোগী সংস্থার মাধমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের টেকসই বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর এসইপি প্রকল্প বিভিন্ন বিধিমালা যোগান দিয়ে গুরুত্বর্পূণ কাজ করছে। এছাড়া পিকেএসএফ-এর অন্য প্রকল্পসমূহ যেমন পেইস, আরএমটিপি ইত্যাদির আওতায় পিকেএসএফ সম্প্রতি যে বিধিমালাগুলো তৈরি করেছে তা-ও ভূমিকা রাখছে।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৫

- সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড শুধু অর্থায়নের মধ্যে সীমিত নয়। তারা যেমন নতুন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করে, তেমনি চলমান আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডকে আরো উৎপাদনশীল ও লাভজনক করা এবং তাতে যেভাবে নিয়োজিত লোকবলের আরো বেশি কর্মঘণ্টা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত বা কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে যুব সমাজ ও অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং সমপরিমাণ/সমমর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা।

সূচক-৮.৫.১ পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে নারী ও পুরুষ কর্মীর ঘণ্টা প্রতি গড় উপার্জন।

সূচক-৮.৫.২ পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে, বেকারত্বের হার।

- মজুরির ক্ষেত্রে বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে নারী ও পুরুষ কর্মীর মধ্যে ভেদ সহযোগী সংস্থায় দেখা যায় না। অনেক সহযোগী সংস্থারই এ ধরনের ভেদ বা বিচ্যুতি প্রশমনের জন্য বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নীতিমালা যাতে শ্রমের সর্বক্ষেত্রে প্রতিপালিত হয় সেজন্য তারা আন্দোলনে যুক্ত রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বা বিশেষভাবে সমর্থ গোষ্ঠীর উন্নয়নার্থে পিকেএসএফ-এর অনেক সহযোগী সংস্থা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন এখনও খুব সীমিত। আগে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানে লিফট কর্মসূচি ও প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, ৮৯টি সহযোগী সংস্থার তথ্য থেকে দেখা যায়, ২৬টি সহযোগী সংস্থা কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যাপৃত রয়েছে। তাদের অনেকের প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে স্থানীয়ভাবে নিজস্ব জরিপ রয়েছে। তাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য যে সকল প্রতিবন্ধীকে কর্মক্ষম করা সম্ভব তাদেরকে কর্মক্ষম করার পরে কর্মসংস্থান প্রদান এবং যাদেরকে কর্মক্ষম করা সম্ভব নয় তারাও যাতে বেঁচে থাকতে পারে, সে ব্যবস্থা করা। যে সকল সহযোগী সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে

টিএসএসএস, ইপসা, হীড বাংলাদেশ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গণ উন্নয়ন সংস্থা, মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

- অনেক সহযোগী সংস্থাই অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার নজির হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের সময় প্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরকে নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা রাখে ।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৬

- পিকেএসএফ-এর যে ৮৯টি সংস্থা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৩১টি সংস্থারই যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে । অনেক প্রতিষ্ঠান যুব উন্নয়ন একাডেমীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম হয়ে যুব উন্নয়নে কাজ করে । যাদের এমন কার্যক্রম নেই তারাও সাধারণভাবে তাদের অন্য কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করে ।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৬ কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা ।

***সূচক-৮.৬.১** শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪ বছর) অনুপাত ।*

- উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সেখানে যুব কর্মসংস্থান অন্যতম লক্ষিত বিষয় । সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং সীপ, পেইস, এসইপি, আরএমটিপি ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় যুবকদের বেকারত্ব মোচনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে ।
- পিকেএসএফ-এর বাইরে সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল বা প্রদত্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করে । যেমন: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, অক্সফাম বাংলাদেশ ।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৭

- পিকেএসএফ-এর অনেক সহযোগী সংস্থার শিশু শ্রমের উচ্ছেদ সাধন ও মানব পাচার রোধকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে । এক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহ সাধারণত বিদেশী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে । যে সকল সংস্থা পথশিশু বা পথবাসী নারীর জন্য কাজ করে তারা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে । যেমন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন; সাজেদা ফাউন্ডেশন, এসএসএস, টাঙ্গাইল, জেসিএফ, কেকেএস, রাজবাড়ী, এসিডি বাংলাদেশ, ইএসডিও, ঠাকুরগাও ।
- পিকেএসএফ-এর সীপ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ কিশোর যুবদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত করে জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদ সাধন ও আধুনিক দাসত্বের (বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যেভাবে দেখে থাকে তা অনুসরণের মাধ্যমে) অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে ।

● প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে সকল ছেলেমেয়েরা ইতোমধ্যে সাধারণ শিক্ষা থেকে ছিটকে গিয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা দ্বারা সমর্থ করে গড়ে তুলে কর্মসংস্থান করার মাধ্যমে মূলধারার অর্থনীতিতে একাত্ম করার জন্য এ সকল সংস্থা কাজ করে। এক্ষেত্রে ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (আরওএসসি) ফেইজ-২ প্রজেক্ট, প্রি-ভোকেশনাল ট্রেনিং (প্রাইভেট) প্রোগ্রাম, জেসিএফ, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ও সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস (এসএসএস)-এর মতো সংস্থাগুলো বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৭
জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদ সাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশু সৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

সূচক-৮.৭.১
লিঙ্গ ও বয়সভেদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল অংশগ্রহণকারী খানায় অর্থসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করে সে সকল খানাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে যাতে তারা তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠায় এবং শৈশবেই কোন সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করে অর্থ উপার্জনে বাধ্য না করে।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.৯

● সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্য সম্ভারের প্রবর্ধনে সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটন শিল্প প্রসারে ভূমিকা রাখে। তারা পিকেএসএফ আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন মেলায় তাদের পণ্য প্রদর্শন করে এবং কেনাবেচা করে। স্থানীয়ভাবে আয়োজিত বিভিন্ন পণ্য মেলায়ও সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী খানার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়, ঐ সকল মেলায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.৯
স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যসম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটন শিল্প প্রসারের অনুকূলে ২০৩০ সালের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সূচক-৮.৯.১
মোট জিডিপি'র অংশ হিসেব পর্যটনভিত্তিক জিডিপি-র অনুপাত ও প্রবৃদ্ধির হার।

● পিকেএসএফ অর্থায়নে সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম এবং ভোলার চরকুকরি মুকরিতে দু'টি সংস্থা ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের কর্মসংস্থান। তবে, এদের একটি সহযোগী সংস্থা সীতাকুণ্ড চট্টগ্রামে প্রায় একই প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলাও কাজ করে।

● স্থানীয় সংস্কৃতির লালনেও সহযোগী সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দিশা কুষ্টিয়া; প্রয়াস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ওয়েভ ফাউন্ডেশন, চুয়াডাঙ্গা, জিবিকে, পার্বতীপুর; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; টিএমএসএস, বগুড়া ইত্যাদি সহযোগী সংস্থার মতো বহু সংস্থার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম রয়েছে; তাদের সকলেরই সুসংগঠিত সংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে।

অভীষ্ট-৮: লক্ষ্যমাত্রা-৮.১০

● সহযোগী সংস্থাসমূহ বর্তমানে দরিদ্র মানুষের চাহিদার উপযুক্ত অর্থায়ন করে, যা অনেকটা ব্যাংকিং সেবার পরিপূরক বা তার চেয়েও বেশি।

● আর্থিক সেবা সকল অবস্থায় থাকা মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতায় নানা লক্ষিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রথমদিকে সরলভাবে কোনো বিভাজন ছাড়া দরিদ্রদের অর্থায়ন করে তারা বুঝে যায় দরিদ্রদের মধ্যে নানান রকমফের রয়েছে। তাই তারা ক্রমাগতভাবে এতোদিন দূরে পরে থাকা অতিদরিদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি চাষী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে তাদের কার্যক্রমে আওতাভুক্ত করে। এ সকল কাজ তারা প্রায় একযুগ আগে সম্পন্ন করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ থেকে বৈশ্বিক ডাক আসে - 'কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়।' জাতিসংঘ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর ১৬টি উপশ্রেণি শনাক্ত করে, যাদেরকে মূলধারা অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে আনতে হবে। সহযোগী সংস্থাসমূহ আগে কম-বেশি ঐ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে আসলেও এখন সহযোগী সংস্থার অনেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের পরিকল্পনা মাফিক এ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৮.১০
সকলের জন্য ব্যাংকিং, বীমা ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার প্রসারিত করতে দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।

সূচক-৮.১০.১
প্রতি ১,০০,০০০ বয়স্ক জনে এটিএম বুথ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা।

● দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহযোগী সংস্থা বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তহবিল এবং পরিকল্পনার জন্য তারা অনেকটাই পিকেএসএফ-এর ওপর ভরসা করে।

● ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে সাথেই সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের জন্য সঞ্চয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

● সহযোগী সংস্থাগুলো খুব সীমিত পর্যায়ে দরিদ্র অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে অর্থ প্রেরণ পরিষেবা প্রদান করে থাকে।

অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ



অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.১

● সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সংযোগ কর্মসূচির আওতায় কাজের বিনিময়ে অর্থ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অবকাঠামো সংস্কার বা নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ঘরের ভিটি উঁচু করা, লবণাক্ততা ও খরাপ্রবণ এলাকায় পুকুরের পুনঃখনন স্থানীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো গ্রামীণ রাস্তার মেরামত এবং রাস্তা থেকে তখনও বিচ্ছিন্ন বসতির সাথে সংযোগ রাস্তা তৈরি করে দেয়া। ভৌত অবকাঠামোর এ উন্নয়নের ফলে দুর্যোগ কবলিত মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র, নিরাপদ শৌচাগার, গণ প্রাঙ্গণ ইত্যাদি ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি পায়। টেকসই অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণে সহযোগী সংস্থাদের বাস্তবায়িত পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপনান্তে উপকূলবর্তী এলাকার ৫৭৫৯টি খানার বসবাসের ঘরের ভিটি উঁচু করা, ৮.২ কিলোমিটার সংযুক্তি রাস্তার মেরামত, ৫,৭৫৯টি বসতবাড়ির বাগান তৈরি এবং ৩৬টি গণপ্রাঙ্গণ উঁচু করার ফলে স্থানীয় মানুষের বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (সিসিসিপি, পিকেএসএফ ২০১৯)। সিসিসিপি ও লিফট কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত প্লান্ট বা স্থাপনাও এ আলোচনায় আসতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.১
সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী ও ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য টেকসই অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ।

সূচক-৯.১.১
সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক-৯.১.২
পরিবহণের ধরন অনুযায়ী যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের পরিমাণ।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.২

● দেশের অর্থনীতিতে কোনো একটি বিশেষ খাতের গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন প্রবণতায়ও পরিবর্তন আসে। জাতীয় অর্থনীতিতে অকৃষি খাত ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব পাচ্ছে। শিল্পায়ন, বসতি সংক্রান্ত বা অন্য স্থাপনা ইত্যাদি কারণে কৃষি জমি

কমে যাচ্ছে, সাথে সাথে কমে যাচ্ছে কৃষির ওপর মানুষের নির্ভরতা। বিগত বছরগুলোতে জাতীয় ক্ষেত্রে অকৃষি খাত বিশেষ করে প্রসেসিং (প্রক্রিয়াজাতকরণ) বা ম্যানুফ্যাকচারিং (উৎপাদন) খাত অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের সকল অঞ্চলে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। দেশীয় অর্থনীতিতে একটি বিশেষ খাতের গুরুত্বে পরিবর্তন আসার সাথে সাথে সহযোগী সংস্থাসমূহও তাদের পরিষেবা প্রদানের খাতেও পরিবর্তন এনেছে; পরিষেবা গুচ্ছ পরিবর্তিত হয়েছে। তারা উৎপাদন খাতে অধিক সংখ্যায় শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করছে যাতে দেশের মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার এ সন্ধিক্ষণে সাধারণ আয়বর্ধক ছোট ছোট কর্মকাণ্ড অধিক হারে প্রবৃদ্ধিদায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত হতে পারে। এর সাথে সহযোগী সংস্থার লাভজনকতার বিষয়েও সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুতায়িত গ্রামীণ পরিবেশে ছোট ছোট 'শিল্প শহর' গড়ে উঠেছে। যেমন, গাইবান্ধায় ও বগুড়ার গ্রামে টুপি ও সোয়েটার শিল্প শহর; কিশোরগঞ্জের ভৈরবে পাদুকা শিল্প শহর। এর পেছনে সহযোগী সংস্থা প্রদত্ত অর্থ, পরামর্শ ও অন্যান্য পরিষেবার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.২
অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।

সূচক-৯.২.১
জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মূল্য সংযোজন।

সূচক-৯.২.২
মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.৩

- সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ-এর বাইরের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগে স্বল্পসুদে অর্থসেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.৩
বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীভূত করা।

সূচক-৯.৩.১
মোট শিল্প মূল্য সংযোজনে ক্ষুদ্র শিল্পের অনুপাত।

- অন্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যেমন ব্যাংক বা বিদেশী এনজিও থেকে অর্থ পেলেও সহযোগী সংস্থাসমূহকে মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী খানা কর্তৃক বাস্তবায়িত আয়বর্ধন কর্মকাণ্ড বা উদ্যোগে মূল্য সংযোজনের মতো কৌশলগত কাজে পিকেএসএফ সমধিক সহায়তা প্রদান করে। পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নে বর্তমানে অর্থ, সামর্থ্য উন্নয়ন, ব্যবসাগুচ্ছে মূল্যশৃঙ্খল, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বা ই-কমার্স পরিষেবা প্রদান করে থাকে। পিকেএসএফ

একদিকে শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর জন্য যেমন কাজ করে তেমনি শীর্ষ অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানা ধরনের স্বল্প-সুদের আর্থিক পণ্য বা ঋণ তৈরিতেও কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণিতে থাকা দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন খাতে স্বল্পসুদে ঋণদানের ক্ষেত্রেও সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্য যে কোনো উন্নয়ন সহযোগীর তুলনায় পিকেএসএফ-এর ওপর বেশি নির্ভরশীল। এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ে ব্যবসায় বা ক্ষুদ্রশিল্পে সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার উন্নয়নে সহায়ক পরিষেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রায় অর্ধ ডজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.৪

- ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর অগ্রসর কার্যক্রম; পেইস, এসইপি, এমডিপি ও আরএমটিপি প্রকল্প; সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি; কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। এর আগে বাস্তবায়িত ফেডেক প্রকল্পটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২২টি উপখাতের আওতায় ৪৪টি মূল্যশৃঙ্খল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকরভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিলো। বর্তমানে পেইস এবং এসইপি প্রকল্পের আওতায় শতাধিক মূল্যশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের আওতায় লক্ষাধিক উদ্যোগ ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সহযোগী সংস্থাসমূহ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করে থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.৪
২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ-ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণ ঘটাতে পারে।

সূচক-৯.৪.১
মূল্য সংযোজনের প্রতি এককে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ।

- পিকেএসএফসহ যে সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহ কাজ করে সে সকল প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার একটি বৈশিষ্ট্য পরিবেশবান্ধব বাস্তবায়ন নীতি। তবে, যেহেতু সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তি নিয়ে কাজ করে সেক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থার পক্ষে পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। এখানে উল্লেখ্য, ঢাকার অদূরে ভৈরবে পাদুকা শিল্পের ব্যবসাগুচ্ছ, যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, পাবনার মিনি গার্মেন্টস ইত্যাদিতে সাধারণ সেবা কেন্দ্র (কমন সার্ভিস সেন্টার), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।

• পিকেএসএফ ছাড়া যে সকল উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাসমূহের বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণ ঘটাতে সহায়তা করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক, এডিবি, অনুকূল ফাউন্ডেশন, মাইডাস, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (বিডিএস) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

অভীষ্ট-৯: লক্ষ্যমাত্রা-৯.৫

• সহযোগী সংস্থার কাজ অনেকটাই ফলিত বা ব্যবহারিক । সহজ অর্থে প্রায়োগিক । তবে কখনও কখনও তারা গবেষণা, সমীক্ষা ইত্যাদি পরিচালনা করে । অনেক সহযোগী সংস্থার জন্মই হয়েছে গবেষণা বা গবেষণাধর্মী কাজ করার উদ্দেশ্যকে ধারণ করে । যেমন: সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ - বারিন্দ (কার্ব), কারসা ফাউন্ডেশন, কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রিসার্চ (সিডার) ইত্যাদি সংস্থার নাম থেকেই তাদের লক্ষিত কাজ যে গবেষণা তা বোঝা যায় । তবে, সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্জিত সম্পদের আয়তন বিবেচনা করলে গবেষণায় ব্যয় খুবই কম, কারণ গবেষণা বা গবেষণাধর্মী কাজও কম । কেবল যে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের শর্ত আরোপিত থাকে সে সকল ক্ষেত্রেই সাধারণত তারা গবেষণায় ব্যয় করে। সহযোগী সংস্থাসমূহকে উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য পিকেএসএফ প্রায় দেড় যুগ আগে লিফট কর্মসূচি চালু করেছে ।

লক্ষ্যমাত্রা-৯.৫
২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়াস বৃদ্ধি এবং শিল্প খাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতি সাধন ।

সূচক-৯.৫.১
জিডিপি-র অনুপাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় ।

যেখানে হোক, যে অবয়বে হোক এবং যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন দরিদ্র মানুষের কল্যাণার্থে গৃহীত কর্মকাণ্ড বা প্রকল্পকে যাতে সহযোগিতা করা যায় সেজন্য এ প্রতিষ্ঠানটি তার প্রচলিত 'শুধু সহযোগী সংস্থার মাধ্যমেই কাজ করা' এ নীতি থেকে কিছুটা সরে এসে সহযোগী সংস্থা নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সাথেও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে । ফলে সাধারণ নিয়মে যে সকল সংস্থা পিকেএসএফ-এর সহযোগিতা পেতো না, তারাও এক্ষেত্রে সে সহযোগিতা পাচ্ছে । সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা বা সমীক্ষায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ, নেদারল্যান্ড সরকার, ইফাদ, ডিএফআইডি অন্তর্ভুক্ত ।

অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস
অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা



অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.১

● দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর দু' শতাধিক ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী সহযোগী প্রতিষ্ঠান সক্রিয় রয়েছে। তাদের লক্ষাধিক শাখার আওতায় সংগঠিত রয়েছে প্রায় এক কোটি অংশগ্রহণকারী খানা। সহযোগী সংস্থাসমূহের উপস্থিতি সংস্থাসমূহের কর্মএলাকায় মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক প্রণালী তৈরি করেছে। তাই দেশের যে সকল অঞ্চলে এখনও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে না বা যেখানে করছে, তাদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রাপ্তি সুবিধার মধ্যে যেমন পার্থক্য হয়, তেমনি পার্থক্য থাকে আয়বৃদ্ধিতে সহায়ক বিশেষ পরিষেবা প্রাপ্তিতে। সহযোগী সংস্থা থেকে খানাসমূহ বিশেষ পরিষেবা গ্রহণ না করলেও কেবলমাত্র সংস্থাগুলোর উপস্থিতির কারণে (ডেমোনেস্ট্রেশন ইফেক্ট) ঐ দু'ধরনের এলাকার প্রবৃদ্ধিতে পার্থক্য দেখা যায় (কবির ই. জা. ২০১১)। এ পর্যন্ত বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে সকল দরিদ্র খানা সহযোগী সংস্থা থেকে অর্থসহ অন্যান্য পরিষেবা গ্রহণ করেছে তারা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় অসমতা দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে (রায়হান এস. ২০১৭)।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.১
২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।

সূচক-১০.১.১
সর্বনম্ন আয়ের ৪০% জনসংখ্যার মধ্যে মাথাপিছু আয় বা খানা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.২

● সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের পরিষেবা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র খানায় পরিবেশনের চেষ্টা করে। যদি কোনো সহযোগী সংস্থার গঠনতন্ত্রে কোনো সাম্প্রদায়িক ভাব আঁচ করা যায় তবে তা সংশোধনের জন্য পিকেএসএফ দিক-নির্দেশনা দেয় এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ উক্ত নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

● সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাসমূহ সকল বয়সী মানুষকে পরিষেবা প্রদানের সুযোগ পায়। বিগত বছরগুলোতে সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম বা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের আয় বৃদ্ধি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ শুরু

করেছে। পিকেএসএফ-এর কোনো না কোনো সহযোগী সংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক চিহ্নিত ১৬টি পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকেই কোনো না কোনো পরিষেবা প্রদান করে, তাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.২
বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন।

সূচক-১০.২.১
বয়স, লিঙ্গ ও অসমর্থ জন ভেদে মাঝারি আয়ের ৫০ শতাংশের নিচে যারা বসবাস করে তাদের অনুপাত।

- পিকেএসএফ-এর অর্থায়নের বাইরে অনেক আগে থেকেই অনেক সহযোগী সংস্থা প্রতিবন্ধী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ইত্যাদির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে। জিবিকে, পার্বতীপুর; হীড বাংলাদেশ; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; আইডিএফ, চট্টগ্রাম; এসএসএস, টাঙ্গাইল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ আছে। জিবিকে, ইএসডিও দলিত জনগোষ্ঠীর জন্যও কাজ করে।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.৩

- তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এমন ৮৯টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে ১৩টি সহযোগী সংস্থা সরাসরি মানবাধিকার-লক্ষিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়া ২২টি সহযোগী সংস্থা যে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে তার মধ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উপাদান অন্তর্ভুক্ত। উপর্যুপরি, সকল সহযোগী সংস্থাই দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বিশেষ কোন নিয়মনীতির কারণে যে সকল জনগোষ্ঠী কোনো বিশেষ সম্পদ যেমন: ভূমি ইত্যাদির মালিকানা গ্রহণের অধিকার রাখে না, এ সকল সহযোগী সংস্থা তাদের অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করে। যে সকল পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী অতীতে কোনো অধিকার হারিয়েছে সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদেরকে সে অধিকার ফিরে পেতে সহায়তা করে। যেমন: ইএসডিও, জিবিকে, আরডিআরএস ইত্যদি। সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ ও পিকেএসএফ বহির্ভূত উন্নয়ন সহযোগীদের তহবিলের মাধ্যমে এই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.৩
বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে এবং যথোপযুক্ত আইন, নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমসহ বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসসহ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

সূচক-১০.৩.১
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ বৈষম্যমূলক কোনো ঘটনার পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে নিগৃহীত হয়েছে বা ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে মনে করে এমন জনসংখ্যার অনুপাত।

● বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে যথোপযুক্ত আইন, নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সহযোগী সংস্থাসমূহ কাজ করে। এক্ষেত্রে টিএমএসএস, আরডিআরএস, এনডিপি, উদ্দীপন, জেসিএফ, এসএসএস ইত্যাদি সহযোগী সংস্থার নাম উল্লেখ্যযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, এনডিপির এমপাওয়ারিং লোকাল এ্যান্ড ন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান এ্যাক্টর্স প্রকল্প; ইএসডিও-র এক্টিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ (এভিসিবি) প্রজেক্ট ফেইজ-২; প্রোটেকশন, মোটিভেশন এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট অব ডিজ্এ্যাডভানটেজ্ড ইয়ুথ অব এক্সট্রিম নর্থ-ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ (প্রোমোট) ইত্যাদি।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.৪

● সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই তারা করে থাকে কোনো উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতায়। ঐ সকল উন্নয়ন সহযোগী (যেমন পিকেএসএফ) থেকেই তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা পেয়ে থাকে। তবে, অনেকক্ষেত্রে সামষ্টিক পরিমণ্ডলে তৈরি ঐ সকল নীতিমালাকে স্থানীয় পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বা উপযোগিতা তৈরির জন্য ঐ সকল বিধিমালার মৌলিকত্ব খর্ব না করে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে তারা ঐ সকল বিধিমালা তাদের প্রয়োজন অনুসারে সাজিয়ে নেয়।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.৪ নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন।

সূচক-১০.৪.১ মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা হস্তান্তর সমন্বয়ে জিডিপি'তে শ্রমের অংশ।

● যে সকল ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজেরাই কোনো সামাজিক সুরক্ষার কাজ হাতে নেয়, তারা সে ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করে নেয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ কাজ বাস্তবায়নে যে নীতিমালা বা বিধিবিধান রয়েছে তা অনুসরণ করে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক টেকসহিতা অর্জন করেছে। সহযোগী সংস্থার জনবলের বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা যাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হয় এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় সেদিকে জোর দেয়া হয়। বিশেষ করে সেখানে যাতে জ্যেষ্ঠতম চাকুরের সাথে কনিষ্ঠতম চাকুরের আর্থিক প্রণোদনার ফারাক খুব বেশি না হয় সে নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়।

● সংস্থাসমূহ যে সকল উন্নয়ন সহযোগীর সাথে কাজ করে, যে সকল মোর্চার সদস্য হয়ে কাজ করে তারা সকলেই সহযোগী সংস্থাসমূহকে তাদের লোকবলের আর্থিক প্রনোদনার ক্ষেত্রে যাতে ন্যায্যতা থাকে সে বিষয়ে তাগিদ দেয়।

অভীষ্ট-১০: লক্ষ্যমাত্রা-১০.৫

- পিকেএসএফ-এর এক একটি সহযোগী সংস্থা এক একটি অঞ্চলে বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। উত্তরে গাইবান্ধার দুর্গম টেংরাকান্দির চর বা দক্ষিণে ভোলার চর কুকরি মুকরির দুর্গম এলাকা যেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পদচারণা এখনও খুব সীমিত, সেখানে পিকেএসএফ-এর একাধিক সহযোগী সংস্থা দরিদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে জীবন-জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ পরিষেবা, বিশেষ করে অর্থ পরিষেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রবেশ করেছে প্রায় দু' যুগ আগে। কোথাও কোথাও এ সকল সংস্থা, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে মূলধারা উন্নয়নে শামিল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে। অন্য আর কিছু না হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়ন সঞ্চারণের কারণেই প্রত্যন্ত ঐ সকল অঞ্চল বিশ্ব আর্থিক বাজারের অংশ হয়ে উঠেছে। এ সকল অঞ্চলের উন্নয়ন ধারায় পরিবর্তন আনয়নে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মতো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা একাধিক সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে (কবির ই.জা. ২০১১; রায়হান সেলিম ২০১৫)।

লক্ষ্যমাত্রা-১০.৫ বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ (প্রবিধান) ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং অনুরূপ প্রবিধানগুলোর বাস্তবায়ন শক্তিশালী করা।

সূচক-১০.৫.১ আর্থিক সবলতার সুযোগ।

- সহযোগী সংস্থার একটি শাখার আওতায় ১৫০০-২৫০০-এর মতো অংশগ্রহণকারী খানা বিচিত্র পরিষেবা গ্রহণ করে। এমন একটি শাখায় একজন ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ছ'-সাত জনের একটি পরিষেবা পরিবেশনকারী দল বা লোকবল থাকে। এ পরিষেবা প্রদানকারী কর্মিবাহিনী অংশগ্রহণকারী খানাসমূহে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার গিয়ে সরাসরি কাজকর্মের বাস্তবায়ন দেখে, আর্থিক লেনদেন করে, সুবিধা-অসুবিধা শোনে, প্রদত্ত প্রবিধান অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তার তদারকি করে। শাখার আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড এলাকা কার্যালয়ের কর্মকর্তা; এলাকা (এরিয়া) বা জোনাল (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা তদারকি করেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রবিধানসমূহের মাঠ পর্যয়ে বাস্তবায়ন এবং তার কার্যকারিতা তদারকি ও মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রবিধানগুলোর বাস্তবায়নের আসল চিত্র ধরা পড়ে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহপিকেএসএফ, এমআরএ এবং সদৃশ অংশীজনের সাথে কাজ করে সংস্থাসমূহ ঐ সকল অংশীজন প্রদত্ত বিভিন্ন প্রবিধানের আওতায় সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা



অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.১

লক্ষ্যমাত্রা-১১.১
২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সহ বস্তির উন্নয়ন সাধন।

সূচক-১১.১.১
শহরের বস্তি, বেআইনি স্থাপনা বা অপর্যাপ্ত আবাসনে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত।

● নব্বই-এর দশকের আগ পর্যন্ত সরকার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন-এনজিও)-দের মাধ্যমে শহরের দরিদ্রদের জন্য আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তেমন কোনো পরিকল্পনা করেনি। তবে, ১৯৯৬ সালে বৈশ্বিকভাবে হ্যাবিট্যাট এজেন্ডা গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে এ প্রবণতায় পরিবর্তন আসতে থাকে (রহমান এম.এম. ২০১৩)। পোশাক তৈরি কারখানার নারী, দুস্থ নারী, পথশিশু, প্রতিবন্ধী, কর্মজীবী নারীদের আবাসনে তারা সহায়তা প্রদান শুরু করে। এখন পর্যন্ত যে সকল স্বেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠান শহরের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধা বর্ধন বা উন্নয়নে করছে তাদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যাই অধিক।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ দ্বারা দরিদ্রদের জন্য আবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প (এলআইসিএইচএমপি)'-এর আওতায় পরিচালিত কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দু'একটি সহযোগী সংস্থার গৃহায়ণ তহবিল, গৃহায়ণ ঋণ সহায়ক প্রকল্প, সকলের জন্য আবাসন ইত্যাদি নামে ছোট ছোট কার্যক্রম রয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ যারা সকলেই আবার ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এক সময় তাদের অনেকে এ সকল গৃহায়ন কর্মকাণ্ড গ্রামের মতো পৌরসভা এলাকায়ও বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে এ গৃহায়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে।

অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.৩

আগেই বলা হয়েছে, যাদের আগে ভূমির মালিকানা ছিলো কিন্তু কালের স্রোতে তা হারিয়ে গিয়েছে অথবা যারা কখনও ভূমির মালিকানা ভোগ করেনি বা এ বিষয়ে তারা রাষ্ট্রীয় আইনী কাঠামোতেই কোনো কারণে ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত এমন জনগোষ্ঠীর ভূমির

অধিকার রক্ষা, বা ফেরৎ দেয়া উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর লিফট কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্র, (মূল ভূখণ্ডে) দলিত বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য জমি ইজারা বা বন্ধকী ঋণ কার্যক্রম ভূমিহীন অতিদরিদ্রদের বৈধ ভূমি ভোগের অধিকার প্রদানের জন্য কাজ করছে। ইপসা, চট্টগ্রামসহ আর দু' একটি সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ-এর প্রকল্পের বাইরে ভূমিহীনদের ভূমি অধিকার প্রদানের জন্য কাজ করে। সুইজারল্যান্ডের ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশন নামক প্রতিষ্ঠানটির অর্থ সহায়তায় সংস্থাটি এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাইমেট জাস্টিস রিজিলিয়েন্ট ফান্ড-এর সহযোগিতায় মূলত দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাটিত মানুষকে ভূমি অধিকার প্রদানের জন্য কাজ করছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে বিভিন্ন মডেলের পরীক্ষণ পর্ব শেষ করে মূল বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড শুরু করবে। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের অর্থায়নেও এ সহযোগী সংস্থা এক্ষেত্রে সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে (এ্যাডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুওর (এপিলাপ)।

লক্ষ্যমাত্রা-১১.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

***সূচক-১১.৩.১** জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হারের সাথে ভূমি ব্যবহার হারের অনুপাত।*

অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.৪

- পিকেএসএফ-এর প্রায় প্রতিটি সহযোগী সংস্থা আঞ্চলিক বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর লোকগাঁথা, সংস্কৃতি (নাচ, গান, বাজনা, খেলাধুলা) ইত্যাদির লালন ও প্রবর্ধনে কাজ করে। এ সকল সহযোগী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে এবং অর্থায়নে জাতীয় বা স্থানীয়ভাবে আয়োজিত মেলা বা প্রদর্শনীতে তাদের কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদের তৈরি পণ্যসমাগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রি করে; তাদের সাংস্কৃতিক দল বিভিন্ন উপলক্ষ্য এবং অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, গীতিনাট্য, নাটিকা ইত্যাদি পরিবেশন করে। যেমন, রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরা, বিভিন্ন আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য লোকজ অনুষ্ঠান। প্রয়াস, রাজশাহী; সেতু, কুষ্টিয়া; ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা; জিবিকে, পার্বতীপুর; জেসিএফ, যশোর; টিএমএসএস, বগুড়া ইত্যাদির মতো বহু

সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজ নিজ অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিয়ে থাকে। যেমন, কুষ্টিয়ার লালন ফাউন্ডেশন, ঠাকুরগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি, সুনামগঞ্জে বাউল সম্রাট শাহ্ আব্দুল করিম স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অনন্য নজির।

সহযোগী সংস্থা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রবর্ধনের জন্য কাজ করে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল এবং অন্য উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১১.৪ বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করা।	***সূচক-১১.৪.১*** *ঐতিহ্যের প্রকার (সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, মিশ্র ও বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র কর্তৃক সংজ্ঞায়িত), সরকারের স্তর (জাতীয়/আঞ্চলিক ও স্থানীয়/পৌর), ব্যয়ের প্রকৃতি (পরিচালন ব্যয়/বিনিয়োগ) এবং বেসরকারি তহবিলের ধরন (সামগ্রী দান, বেসরকারি অলাভজনক খাত ও অর্থানুকূল্য) অনুযায়ী সকল সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রহ, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত প্রতি এককে মোট খরচ (সরকারি ও বেসরকারি)।*	● সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজ নিজ অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিয়ে থাকে। যেমন, কুষ্টিয়ার লালন ফাউন্ডেশন, ঠাকুরগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি, সুনামগঞ্জে বাউল সম্রাট শাহ্ আব্দুল করিম স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা-এর অনন্য নজির।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধি, পরিবেশ-বান্ধব আধুনিক পর্যটন সরঞ্জামাদি ও উপকরণ ইত্যাদি পরিষেবা নিশ্চিত করে দক্ষ পরিবেশক তৈরি এবং তাদের পরিষেবার মান ও সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট-১১: লক্ষ্যমাত্রা-১১.৫

● সহযোগী সংস্থাসমূহ দুর্যোগ কবলিত মানুষের জান-মালের রক্ষার জন্য বা দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠায় সহায়তার জন্য পিকেএসএফ-এর সাউদার্ন রিহ্যাবিলিটেশন লোন ফান্ড (এসআরএলএফ), লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রোগ্রাম (এলআরপি) প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল (ডিএমএফ)-এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় দুর্যোগ অবকাঠামোর সংস্কার, মানুষের জান-মালের সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা বাস্তবায়ন করেছে।

● আগেই বলা হয়েছে, সহযোগী সংস্থাসমূহ ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত মানুষের সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সিডর-এ্যাফেক্টটেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এ্যান্ড লাইভলিহুড এন্টারপ্রাইজেস (রেসকিউ) প্রকল্প, তাদের আবাসন পুনর্বাসনে 'স্পেশাল

এ্যাসিস্ট্যান্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (সাহস) প্রকল্প, ইমার্জেন্সি ফ্লাড রেস্টোরেশন এ্যান্ড রিকভারি এসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এফরাপ) প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৬ সাল থেকে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের আওতায় মানুষের জীবনের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের সরাসরি মৃত্যু সংখ্যা এবং দুর্যোগ কবলিত খানার অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য কাজ করে আসছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১১.৫	**সূচক-১১.৫.১**	**সূচক-১১.৫.২**
দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপি'র অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং সেই সাথে এসব দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।	*প্রতি ১,০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।*	*দুর্যোগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি এবং মৌলিক সেবার প্রতিবন্ধকতাসহ বৈশ্বিক জিডিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি।*

● পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব তহবিল এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় দুর্যোগ কবলিত মানুষের জানমালের সুরক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি এবং মৌলিক সেবার প্রতিবন্ধকতাসমুহ দূর করে সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি লাঘবে ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্ট ফান্ড-এর সহযোগিতায় (সহযোগী সংস্থা) ইপসা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাটিত মানুষকে ভূমি অধিকার প্রদান এবং তাদের জীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরি করে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

● স্থানীয় মানুষ দুর্যোগে আক্রান্ত হলে নিজস্ব উদ্যোগে তাদের পাশে দাঁড়ায়। পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল তো রয়েছেই। সিডার, আইলা, আম্পান, বা বিভিন্ন সময় ঝড়-বৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি কবলিত মানুষের পরিত্রাণে সহযোগী সংস্থাসমূহ সব সময় কাজ করে।

অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন
পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা



অভীষ্ট-১২; লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩

● কৃষি প্রধান বাংলাদেশের পল্লী অর্থনীতির চালিকা শক্তি এখনও কৃষি। মূলত পল্লীর দরিদ্র অবহেলিত মানুষের জন্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বর্ধন করে দারিদ্র্য নিরসনে নিয়োজিত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের সর্ববৃহৎ অংশ এখনও তাই কৃষি খাতে নিবেদিত। মোট সম্পদেরও বিরাট অংশ কৃষি খাতে বিনিয়োজিত। সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সুফলন কার্যক্রম, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কেজিএফ প্রকল্প ইত্যাদির আওতায় কৃষি খাতে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এছাড়া, ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত, সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচিসহ সকল কার্যক্রম ও প্রকল্পের আওতায় কৃষক ও কৃষিকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ-উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।

সূচক-১২.৩.১ বৈশ্বিক খাদ্য-অপচয় সূচক।

● অনেক সহযোগী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এবং অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় কৃষি খাতে বিশাল কর্মকাণ্ড রয়েছে। টিএমএসএস, জেসিএফ, কার্ব, আরডিআরএস, আসপাডা, সজাগ ইত্যাদির মতো সহযোগী সংস্থা কৃষি খাতে তাদের কর্মকাণ্ড উৎকর্ষতায় পৌঁছে দিয়েছে। এক্ষেত্রে এক একটি সহযোগী সংস্থা যেন সত্যিকার অংশীদারিত্বমূলক ফলিত গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যশোরে জেসিএফ অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের মৎস্য প্রকল্পের পোনার চাহিদা নিজস্ব হ্যাচারি হতেই প্রায় সরবরাহ করতে পারে, উত্তর জনপদের কৃষিপ্রাণ বরেন্দ্র এলাকায় সহযোগী সংস্থা কার্ব প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের নিকট শস্যের বীজ, মুরগির বাচ্চা বা দেশে নতুন আগত টার্কি বড় জাতের মুরগির বাচ্চা প্রাপ্তির ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে। আরডিআরএস উদ্ভাবিত প্রাক্-মৌসুমী হরিধান মঙ্গা নিরসন প্রক্রিয়ায় যেন মরা কার্তিককে ভরা কার্তিকে পরিণত করেছে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারী কৃষি পরিবারকে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য বিশেষ করে খাদ্যের অপচয় লাঘবের পরামর্শ দেয়। বাণিজ্যিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপচয় নিরসনকে লাভজনকতা নিশ্চিতকরণের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারী খানাকে নিয়মিত নজরদারির মধ্যে রাখে, তাদেরকে এতৎসংক্রান্ত কৌশল রপ্তকরণে সহায়তা করে। এখানে উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে অনেকেই খাদ্য পণ্যের খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা।

● পূবেই বলা হয়েছে (বিশেষ করে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অভীষ্ট ৮, ৯ এবং ১৩-এর আলোচনায়) পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় অংশগ্রহণকারী খানায় এমনভাবে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয় যাতে ঐ সকল কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়, কিন্তু তা কোনোভাবেই পরিবেশের ক্ষতি না করে। পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের এসইপি প্রকল্পের আওতায় রাসায়নিক পদার্থ ও সব ধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের তহবিলে এ খাতে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেখানে সদৃশ বিধিমালা প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৪
২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে কমানো।

লক্ষ্যমাত্রা-১২.৫
প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্য তৈরির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা।

সূচক-১২.৪.২
ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন এবং পরিশোধন-পদ্ধতি অনুযায়ী পরিশোধিত ক্ষতিকর বর্জ্যের অনুপাত।

সূচক-১২.৫.১
জাতীয় পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) হার এবং (টনে) বর্জ্যবস্তু পুনর্ব্যবহারের পরিমাণ।

● পিকেএসএফ তহবিল এবং এ তহবিলের বাইরে সহযোগী সংস্থাসমূহ কৃষি খাতে কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ নিরুৎসাহিত করা এবং প্রাকৃতিক সার উৎপাদন ও তার প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারী খানাসমূহকে স্থানীয় কলা-কৌশল প্রয়োগেও উৎসাহিত করে থাকে।

● পেইস প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ কালে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়নের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সকল বিধিমালায় পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, প্রটোকল, ঘোষণা ও বিধি-বিধান বিবেচনা করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ে এখনও আমাদের দেশে সচেতনতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নয়। উক্ত বিধিমালায় সে সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট আলোকপাত রয়েছে। সহযোগী সংস্থা এ সকল বিধিমালার আলোকে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

● তারা ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন কমানো এবং উৎপাদিত বর্জ্য পরিশোধন পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যক্তি এবং সমাজ পর্যায়ে কাজ করে। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ফরিদপুর জেলায় কর্মরত একটি সহযোগী সংস্থা সফলতার সাথে বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি করে সে অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারী খানা ও স্থানীয় অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম
জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ



অভীষ্ট-১৩: লক্ষ্যমাত্রা-১৩.১

● অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাকে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সহায়তা করার জন্য সহযোগী সংস্থায় প্রতিষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল-এর কথা আগে বলা হয়েছে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ যৌথভাবে এই তহবিল গঠন করে। পিকেএসএফ বা অন্য কারো সাথে যোগাযোগ ব্যতিরেকেই যাতে দুর্যোগকালে অথবা দুর্যোগের আভাস পাওয়ার সাথে সাথে সংস্থাসমূহ ত্বরিৎ স্থানীয় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্যে এই তহবিল গঠন করা হয়। দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে সহযোগী সংস্থাসমূহ এই তহবিলের মাধ্যমে স্থানীয়ভবে দুর্যোগ কবলিত মানুষের ঝুঁকি নিরসন, প্রশমন এবং অভিযোজনের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩.১	সূচক-১৩.১.১	সূচক-১৩.১.২
সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	*জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি নিরসন কৌশল অবলম্বনকারী দেশের সংখ্যা।*	*প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত ও নিখোঁজ মানুষসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা।*

● পূর্বেই বলা হয়েছে, কার্যক্রম জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন সহায়তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং খুব শীঘ্রই জিসিএফ প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের আরো বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বন্ধুচুলা, সোলার প্যানেল ইত্যাদিও জলবায়ু অভিযোজনে সহায়তা করে। পিকেএসএফ তহবিলের বাইরেও সহযোগী সংস্থাসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। যেমন, বায়োগ্যাস উৎপাদন, টেকসই নির্মাণ (লাল ইটের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ইট উৎপাদন), নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদন, প্রাকৃতিক সার উৎপাদন, প্রাকৃতিক সার ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কৃষিতে এর ব্যবহার সম্প্রসারণ, জলবায়ুজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত বা বাস্তু থেকে উৎপাটিত মানুষের পুনর্বাসনে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

● বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের পরিত্রাণে সহযোগী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯-এর কারণে বিভিন্ন জেলায় সাধারণ ছুটি (লকডাউন) চলাকালে প্রথমদিকে ক্ষুৎপীড়িত অতিদরিদ্র মানুষের সাহায্যে সবচে' আগে এগিয়ে আসে স্থানীয় মানুষ এবং স্থানীয়ভাবে সক্রিয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। স্থানীয়ভাবে এ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ মধ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ ছিলো অগ্রগণ্য। সহযোগী সংস্থা মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ এবং

সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে জীবন রক্ষায় সহায়তা করে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার কর্তৃক পিকেএসএফ-কে প্রদত্ত তহবিল এবং অন্যান্য তহবিলের মাধ্যমে তারা কোভিড-১৯ এর সংকট অতিক্রমে সহায়তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয়ভাবে অংশগ্রহণকারী খানা সদস্য এবং সাধারণভাবে মানুষের জন্য কাজ করে আসছে। পিকেএএফ-এর বাইরেও সহযোগী সংস্থাসমূহ সরকারের সহায়তায় কোভিডকালীন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

অভীষ্ট-১৩: লক্ষ্যমাত্রা-১৩.২

- সমন্বিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের অভিযোজনে অংশগ্রহণকারী খানাকে সহায়তার নিমিত্ত পিকেএসএফ-এর জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট-এর দিক-নির্দেশনায় সহযোগী সংস্থাসমূহ বর্তমানে কাজ করে। সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, জিসিএফ-এর আওতায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রস্তুতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট-এর আওতায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয়ভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা ইত্যাদি অনেকটা হাতের কাছেই পেয়েছে। স্থানীয় পরিবেশ ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মূল চেতনা ঠিক রেখে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার নিরিখে তারা এ সকল নীতিমালা আরো বাস্তবানুগ করতে পারে, বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় বা লাগসই কৌশল নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩.২ জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি।	**সূচক-১৩.২.১** *একটি সমন্বিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা*

- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্ম-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি কথা বলে নেয়া ভালো। এ বিষয়টি আগেও বলা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাকে নীতিমালা প্রণয়নের মতো কাজ তেমন একটা করতে হয় না। তারা জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত অভিঘাত অভিযোজনে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তার অধিকাংশই কোনো উন্নয়ন সহযোগীর ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে। যেমন, তারা পিকেএসএফ-এর এসইপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ড কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজনে বাস্তবায়ন করতে হবে তা এই প্রকল্পের বর্ণনা এবং বাস্তবায়ন নীতিমালায় স্পষ্ট রয়েছে। তারপরও এক্ষেত্রে আরো যে সকল নীতিমালা প্রণীত হবে পিকেএসএফ সে সকল নীতিমালাও সহযোগী সংস্থাকে সময়মতো অবহিত করবে।

অভীষ্ট-১৩: লক্ষ্যমাত্রা-১৩.৩

● জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি বিধানকল্পে সহযোগী সংস্থাদের কেউ কেউ খুবই স্থানীয় দু' একটি কাজ করছে। তবে, এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং দিক-নির্দেশনা পেলে যে খুব সহজেই মানুষকে প্রযোজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে পারে বা পরিষেবা প্রদান করতে পারে সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক অংশ কর্তৃক অভিযোজন কৌশল রপ্ত করা সে স্বাক্ষর বহন করে। এমনকি দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্কতা বিষয়ে মানুষকে জানানোর জন্যে বেশ কয়েকটি সহযোগী সংস্থার সীমিত ক্ষমতার বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থাও রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩.৩	**সূচক-১৩.৩.১**
জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন।	*প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়সমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা।*

● জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের নিমিত্ত সহযোগী সংস্থা অভিঘাত সহিষ্ণু ফসল উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী কৃষি নির্ভর খানাকে সহায়তা প্রদান করে। বারি-৬ জাতের মুগডাল উৎপাদন এক্ষেত্রে একটি উদ্ভাবন। এ সকল উদ্ভাবনী জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সহায়ক কৃষি সংস্কৃতি বিস্তারের সাথে সাথে চাষের বাইরে থাকা জমির অনেকটাই চাষের আওতায় আসতে শুরু করেছে।

● সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ এবং পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে এ খাতে যে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে তা প্রায় একই রকম। অ-পিকেএসএফ প্রকল্পগুলোর মধ্যে সাইক্লোন বুলবুল রেসপন্স প্রজেক্ট, সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) প্রোগ্রাম; ইম্প্রুভড কুকিং স্টোভ প্রোগ্রাম, বায়োগ্যাস এ্যান্ড বায়ো-ফার্টিলাইজার প্রোগাম, সোলার ইরিগেশন প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ হাউজিং ল্যান্ড ও প্রোপারটি রাইট্স ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ সুনিশ্চিতকরণ, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরি, নগরভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প, সাসটেইনেবল এ্যান্ড রিজিলিয়েন্ট ফার্মিং সিস্টেম ইনটেনসিফিকেশন ইন দি ইস্টার্ন গ্যান্জেটিক প্লেইনস, ট্রান্সবাউন্ডারি ফ্লাড রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট ইন সাউথ এশিয়া, রিজিলিয়েন্স থ্রু ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট, ক্লাইমেট এডাপটেশন, লিডারশিপ এ্যান্ড লার্নিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ইডকল, ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্স ফান্ড, ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশন, সেভ দি চিলড্রেন ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী এ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করে।

অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন
টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার



অভীষ্ট-১৪: লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৪

● আগেই বলা হয়েছে, সামুদ্রিক অপ্লায়নের ক্ষতিকর প্রভাব ইলিশ, রুই, কাঁকড়া বিভিন্ন মাছের বংশ-বিস্তার রোধ বা ধ্বংসের কারণ। পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি বা প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ পায়রা, হালদা ও মেঘনা নদীতে অনুকূল পরিবেশ বজায় রেখে এ সকল মাছ বা জলজ প্রাণি বিস্তারে কাজ করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৪
২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতি আহরণ, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মাছের মজুদ পুনরুদ্ধার করে ন্যূনতম সেই পর্যায়ে নিয়ে আসা যে পর্যায়ে এদের জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন সম্ভব।

● পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ হাওর অঞ্চলের নদী এবং অন্যান্য জলাধারে খামারি, বিশেষ করে মৎস্য খাতের প্রান্তিক খামারিদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সাধারণভাবে সংস্থাসমূহ খামারিদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের মধ্যে মাছের পোনা বিতরণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের মূল্যশৃঙ্খল ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সহায়তা করে।

সূচক-১৪.৪.১
জীবতাত্ত্বিকভাবে টেকসই মাত্রায় মাছের মজুদের অনুপাত।

● আগেই বলা হয়েছে, অতিদরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিবারভিত্তিক কুচিয়া চাষ, দেশীয় মাছ চাষ, মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, কাঁকড়া পোনা উৎপাদন ও খামারিদের মধ্যে বিতরণ করে। কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, মজুদের হার নিয়ন্ত্রণ, মাটি ও পানি পরীক্ষায় সহায়তা প্রদানও এক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অভীষ্ট-১৪: লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৬

● মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ; অতি আহরণ, অবৈধ, গোপন, অনিয়ন্ত্রিত ও ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসানকল্পে সহযোগী সংস্থাসমূহ সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে এবং অনেক সময় জেলে সম্প্রদায়ের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে।

পোনা শিকার, ডিমসহ মাছ ধরা, কারেন্ট ও মশারি জাল ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণে সরকারি আদেশের বাস্তবায়নে তারা সহায়তা করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৬
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য যথোপযুক্ত ও কার্যকর বিশেষ ও প্রাধিকার মূলক ব্যবস্থা - এ বিষয়টি অনস্বীকার্য বিবেচনায় রেখে (চলমান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি, দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা এবং হংকং মিনিস্টেরিয়াল ম্যান্ডেট বিবেচনায় এনে) ২০২০ সালের মধ্যে, (মাছ ধরার জাহাজগুলোর) অতিসক্ষমতা বা ধারণ ক্ষমতা অর্জনে ও অতিআহরণে সহায়ক এমন সকল প্রকার মৎস্য ভর্তুকি নিষিদ্ধ করা, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড) ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণে সহায়ক সকল ভর্তুকির উচ্ছেদ সাধন এবং অনুরূপ নতুন কোনো ভর্তুকি চালু থেকে বিরত থাকা।

● আগেই বলা হয়েছে, এ খাতের নিয়োজিত জনগোষ্ঠী যাতে অবৈধ, অপ্রকাশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের অনৈতিক কাজে যেতে বাধ্য না হয় সেজন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ দরিদ্র জেলে ও মৎস্যজীবীদেরকে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা পেশা পরিবর্তনে সহায়তা করে। এজন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে নমনীয় ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

সূচক-১৪.৬.১
অবৈধ, অপ্রকাশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিরিখে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি।

● অনেক সহযোগী সংস্থা জলাধার থেকে রাক্ষুসে মাছ অপসারণে স্থানীয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিঠাপানিতে বিশেষ করে পুকুরে মাছ চাষকে উদ্বুদ্ধ ও অর্থায়ন করে। যেমন, টিএমএসএস। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর বৃহত্তম সহযোগী সংস্থাটি সেইফ এ্যাকুয়া ফার্মিং ফর ইকোনোমিক এ্যান্ড ট্রেড ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি খামারিদের মাছের পরিচ্ছন্ন বীজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে, চিংড়ি চাষীদের উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ, ধরার পরে যত্নআত্তি এবং বিপণনে সহায়তা প্রদান, খামারিদের নতুন খাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি, সর্বোপরি খামারিদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ইউএসএআইডি-এর অর্থায়ন এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায় সহযোগী সংস্থাটি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

● দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী জেসিএফ-এরও রয়েছে অনুরূপ মৎস্য ও হ্যাচারি প্রকল্প। প্রায় ৩৫ বিঘা জমির ওপর হ্যাচারি প্রকল্পে বিভিন্ন মাছের পোনা উৎপাদন করে তা খামারিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেসিএফ এ প্রকল্পটির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ: পুকুর উন্নয়ন, মাছ ও মাছের পোনা উৎপাদন এবং মাছের অধিকতর প্রজাতির উৎপাদন।

● সংস্থাগুলো এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি খামারিদের অতিসক্ষমতা অর্জন ও অতিআহরণ প্রশমনে কাজ করে এবং অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড) ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণে খামারিদের বিরত রাখে।

অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ



অভীষ্ট-১৫: লক্ষ্যমাত্রা-১৫.১

- সহযোগী সংস্থাগুলো সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বাড়ি নির্মাণে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহারের মধ্যেমে কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি করাণ, গোবর ও পচনযোগ্য উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে জৈব কম্পোস্ট তৈরিকরণ, যথাযথ খাবার সরবরাহ করে পুকুরে মাছ চাষ (অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র) ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী খানাকে সহায়তা করে। লিফট কর্মসূচির আওতায়ও কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি ও কুচিয়ার চাষ প্রবর্ধন এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়নে ইত্যাদি কর্মকাণ্ড রয়েছে। তারা মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, অতি আহরণ, অবৈধ, গোপন, অনিয়ন্ত্রিত ও ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসানকল্পে স্থানীয় বাসিন্দা, জেলে সম্প্রদায় এবং প্রশাসনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে, যে কথা প্রসঙ্গক্রমে আগে বহুবার বলা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৫.১
২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলীর সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সূচক-১৫.১.১
মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত।
সূচক-১৫.১.২
বাস্তুতন্ত্রের ধরন অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত।

- সরকারি সহায়তা, পিকেএসএফ তহবিল এবং পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় পোনা শিকার, ডিমসহ মাছ ধরা, কারেন্ট ও মশারি জাল ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণে সরকারি আদেশ বাস্তবায়নে সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কাজ করে বা সহযোগিতা করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন মৎস্য প্রজাতি রক্ষায় যে কাজ করে তা জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধে সহায়ক। টিএমএসএস, জেসিএফ, কার্ব, সংকল্প ট্রাস্ট, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস), রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ), সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্রাকটিসেস (সিদীপ), পেইজ ডেভেলপমেন্ট, কুমিল্লা ইত্যাদির মতো সহযোগী সংস্থায় মিঠা পানির মাছ পালন, সংরক্ষণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

● সহযোগী সংস্থাগুলো পিকেএসএফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় বৃক্ষরোপণ এবং সদৃশ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে, যা বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এ খাতে সহযোগী সংস্থার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এসডিসি-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

অভীষ্ট-১৫: লক্ষ্যমাত্রা-১৫.৩

● অনেক সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় মরুকরণ, খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবনে কাজ করেছে। প্রকল্পটি সমাপনান্তে পিকেএসএফ মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের আওতায় একই ধরনের কাজ চলমান রাখায় সহযোগী সংস্থাসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত অভিযোজন সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৫.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন এবং একটি ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে সচেষ্ট হওয়া।

সূচক-১৫.৩.১ মোট ভূমির তুলনায় ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমির অনুপাত।

● পিকেএসএফ তহবিল এবং পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও অবকাঠামো রক্ষায় যে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। তা মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন বা অবক্ষয় থেকে রক্ষায় সহায়ক।

● অনেক সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ বহির্ভূত তহবিলের মাধ্যমে এ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। যেমন, (কোডেক) সল্ট সলিউশন, আম্পান প্রকল্প, ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস এ্যান্ড রিস্ক রিডাকশন প্রকল্প, কোস্টাল গ্রীন বেল্ট প্রজেক্ট, সামাজিক বনায়ন, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (ডিআরআর) থ্রু ডিফারেন্ট ইন্টারভেনশন ইন রিফিউজি সেটেলমেন্ট এরিয়া, হোয়্যার দ্যা রেইন ফলস (ডব্লিউ টিআরএফ) প্রজেক্ট, প্রোমোটিং রিস্ক মিটিগেশন মেজার্স ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন (সুরক্ষা) প্রজেক্ট ইত্যাদি।

● অনেক সহযোগী সংস্থা ১৫.৩ লক্ষ্যমাত্রায় উল্লিখিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত বিভিন্ন মোর্চার সদস্য। যেমন, নিরাপদ (নেটওয়ার্ক অব ইনফরমেশন, রেসপন্স এ্যান্ড প্রিপেয়ারড্‌নেস এক্টিভিটিস অন ডিজাস্টার), সিএমডিআরআর (কম্যুনিটি ম্যানেজ্‌ড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন) নেটওয়ার্ক অব রাজশাহী ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (ডিডিএমসি) ইত্যাদি (এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৮-২০১৯, এনডিপি)।

● বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম (ডব্লিউএফপি), ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, কেয়ার-বাংলাদেশ, সরকারের বন বিভাগ, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ), বিশ্বব্যাংক, প্লান বাংলাদেশ ইত্যাদি এ খাতে সংস্থাগুলোর উন্নয়ন সহযোগী।

অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ



অভীষ্ট-১৬: লক্ষ্যমাত্রা-১৬.১



লক্ষ্যমাত্রা-১৬.১
সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতা জনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

সূচক-১৬.১.১
লিঙ্গ ও বয়স ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা।

সূচক-১৬.১.২
লিঙ্গ, বয়স ও কারণ প্রতি ১০০,০০০ জনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা।

সূচক-১৬.১.৩
পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক-১৬.১.৪
নিজ এলাকায় একা চলাফেরায় নিরাপদ বোধ করে এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ তাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী যে সহস্র দল বা সমিতি গঠন করেছে সেখানে প্রতি সপ্তাহে অন্তত মানুষ, বিশেষত নারীরা একবার বৈঠকে বসে নারীর ক্ষমতায়ন, কিভাবে নারীরা এ সকল বিষয় থেকে মুক্ত থাকবে বা হবে, কিভাবে পারিবারিক সহিংসতার অবসান ঘটবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে। নারী নির্যাতন রোধকল্পে সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ-এর সোশাল এ্যাডভোকেসি ইউনিট-এর সহায়তায় বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাতে নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- যুব জনগোষ্ঠী ও নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা উগ্রবাদ ও সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা ও শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে কাজ করে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে। যেমন, গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এ্যান্ড রেজিলিয়েন্ট ফান্ড-এর সহযোগিতা।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ সামগ্রিক সামাজিক সংহতির জন্যও কাজ করে। ইউএসএইড, ইউএনডিপি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কোনো বিশেষ

শ্রেণি-গোষ্ঠীর উন্নয়ন বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেও নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাঝে আইনি অভিগম্যতা তৈরি করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যও তারা কাজ করে। ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল-এর মতো প্রতিষ্ঠান তাদেরকে এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে।

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাঝে আইনি অভিগম্যতা তৈরি করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যও তারা কাজ করে। ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল-এর মতো প্রতিষ্ঠান তাদেরকে এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে এ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। যেমন, লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন, ইএনডিপি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এক্টিভিটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ ফেইজ-II, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে চ্যাম্পিয়ন অব চেঞ্জ (সি ও সি) প্রজেক্ট, গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফান্ড এম্পাওয়ারিং লোকাল এ্যান্ড ন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান এ্যাক্টরস (ইএলএনএইচএ), প্রমোটিং এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড রাইট্স (পিএআর) এক্টিভিটি ইন বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট-১৬: লক্ষ্যমাত্রা-১৬.২

- সহযোগী সংস্থাকে অংশগ্রহণকারী খানার শিশু, পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের শিশু; প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও গৃহকাজে নিযুক্ত শিশুসহ কার্যক্রমের আওতাধীন অংশগ্রহণকারী খানার শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো তৎপরতার অবসানে সচেতনতা বৃদ্ধি, শাস্তির বিধি কার্যকর করায় সহায়তা করার জন্য কাজ করে। উঠান বৈঠক, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা ভ্যান, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, পোস্টার, নাটক মঞ্চায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৬.২ শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকারসহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।

সূচক-১৬.২.১
বিগত এক মাসের মধ্যে পরিচর্যাকারী কর্তৃক যে কোনো ধরনের শারীরিক নিগ্রহণ এবং/অথবা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।

সূচক-১৬.২.২
লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে মানব পাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।

সূচক-১৬.২.৩
১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে, এমন ১৮-২৯ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর অনুপাত।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতা বা অর্থায়নে শিশুদের বিরুদ্ধে সকল

ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং পাচারের মতো তৎপরতার অবসানকল্পে কাজ করে। তারা শিশুশ্রম রোধে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে বা সংশ্লিষ্ট খানায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে শিশুশ্রম হ্রাস করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে পিকেএসএফ অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের ওপর নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি থাকে।

- সহযোগী সংস্থা পরিচালিত অরক্ষিত অবস্থায় থাকা ও পথ-শিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষার উন্নয়নে পরিচালিত শিশু আশ্রম (চাইল্ড হোম) কর্মসূচির আওতায় পথ-শিশুদের জীবিকা ও জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু কিশোরদের নিযুক্তি নিরুৎসাহিত করণেও তারা কাজ করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, পাচার রোধ করা ও বাণিজ্যিকভাবে যৌন নির্যাতন ও শোষণ বন্ধ করা, সমাজ-ভিত্তিক শিশু রক্ষা কমিটি এবং যুব সংগঠনের মাধ্যমে পাচারের বিষয়গুলো নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার শিশু ও তাদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

- শিশু শ্রম অথবা জোরপূর্বক শ্রম এবং তাদের কাজের পরিবেশ লঙ্ঘন এ খাতে অথবা এ চক্রের সঠিক, অবাধ এবং বাস্তব তথ্য চিহ্নিতকরণ এবং লিপিবদ্ধকরণে স্থানীয় সরকার ও সুধীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, পাচার রোধ করা ও বাণিজ্যিকভাবে যৌন নির্যাতন ও শোষণ বন্ধ করা, সমাজ-ভিত্তিক শিশু রক্ষা কমিটি এবং যুব সংগঠনের মাধ্যমে পাচারের বিষয়গুলো নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার শিশু ও তাদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নেও এ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। যেমন, ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর সহযোগিতায়) অর্থায়নে বাংলাদেশ কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসন্স প্রোগ্রাম (বিসি/টিআইপি, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল-এর অর্থায়নে প্রমোটিং পিস এ্যান্ড জাস্টিস, ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর সহযোগিতায়)-এর অর্থায়নে চাইল্ড লেবার ইম্প্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (ক্লাইম্ব) প্রকল্প, রেডিও জলপ্যান-সুইডেন এর অর্থায়নে চিলড্রেন আর নট ফর সেল প্রজেক্ট ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে।

অভীষ্ট-১৬: লক্ষ্যমাত্রা-১৬.৫

- সহযোগী সংস্থাসমূহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধাচার নীতি বাস্তবায়নকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে এবং তারা এই নীতি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, সরকার ২০১৩ সাল থেকে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য শুদ্ধাচার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।



লক্ষ্যমাত্রা-১৬.৫ সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

সূচক-১৬.৫.১

বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা ঐ তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে, এমন মানুষের অনুপাত।

সূচক-১৬.৫.২

বিগত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষের দাবি করা হয়েছে - এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুপাত।

- ২০১৩ সালে সরকার ঘোষিত শুদ্ধাচার কর্মসূচি রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি নির্মূলে একটি অভিযান। সহযোগী সহংস্থাসমূহকে নির্দিষ্ট বিরতিতে শুদ্ধাচার নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হয়। ২০১৩ সাল থেকে এ নীতি বাস্তবায়নের ফলে সহযোগী সংস্থাসমূহে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা আগের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশেষ করে ক্রয়, নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন-লাইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে, এসকল সংস্থার নিয়োগ, অপসারণ, লোকবলের পারিতোষিক প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরো স্বচ্ছতা আনয়ন দরকার।

- পিকেএসএফ-এর অনেক সহযোগী সংস্থা আঞ্চলিক পর্যায়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্ত যোগান দেয় এবং বিভিন্ন আলোচনা সভা, জমায়েত (র‍্যালি) ইত্যাদি আয়োজনে সহায়তা করে।

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো পিকেএসএফ, বিভিন্ন ব্যাংক ইত্যাদি থেকে অর্থ গ্রহণ করে সরাসরি দরিদ্র মানুষকে অর্থ পরিষেবা প্রদান করে। এ অর্থ পরিষেবায় ব্যাংকিং পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও একে ব্যাংকিং + (ব্যাংকিং প্লাস) পরিষেবা বলা যায়। কারণ, এতে ঋণ, সঞ্চয়, বীমা এবং অর্থ প্রেরণ (রেমিটেন্স) পরিষেবা, এমনকি অনুদানও অন্তর্ভুক্ত থাকে। দরিদ্রদের সাথে লেনদেন, বিশেষ করে দরিদ্রদের নিকট থেকে সঞ্চয় গ্রহণের মতো কাজ করতে হয় বিধায় সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পরীক্ষিত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা পদ্ধতি প্রায় সকল সহযোগী ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। তাছাড়া, সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে তারাও প্রায় নিয়মিতভাবে সহযোগী সংস্থার হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করে। অনেকে নির্দিষ্ট বিরতিতে সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ

আর্থিক লেনদেন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করে। ইতোমধ্যে সহযোগী সংস্থার সকল ধরনের নিয়োগ, দরপত্র ইত্যাদি অনলাইনের আওতায় হয় বলে তাদের কার্যক্রম স্বচ্ছতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

দরিদ্রদের সাথে লেনদেন, বিশেষ করে দরিদ্রদের নিকট থেকে সঞ্চয় গ্রহণের মতো কাজ করতে হয় বিধায় সহযোগী সংস্থাসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পরীক্ষিত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা পদ্ধতি প্রায় সকল সহযোগী ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। তাছাড়া, সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে তারাও প্রায় নিয়মিত সহযোগী সংস্থার হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করে। অনেকে নির্দিষ্ট বিরতিতে সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ আর্থিক লেনদেন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ অর্থ পাচার রোধে এমআরএ কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ কোনো বিশেষ প্রকল্প, উদ্যোগ বা মোর্চার সহায়তায় পিকেএসএফ কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কাজ করে। যেমন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে রেসপন্সিভনেস অব পাবলিক সার্ভিসেস থ্রু স্ট্রেনথেনিং পার্টিসিপেটরি গভর্নেন্স-রেসপন্স এবং ডেমোক্র্যাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন এ্যান্ড লোকাল সেলফ-গভর্নমেন্ট ক্যাম্পেইন, ইউনিসেফ এবং কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কেওআইসিএ)-এর অর্থায়নে সাপোর্ট ফর এনসিউরিং রাইট্স অব সার্ভিস প্রোভাইডারস এ্যান্ড স্ট্রেনথেনিং একাউন্ট্যাবিলিটি ইন হেলথ সিস্টেম ফর ম্যাটারনাল, নিউনেটাল এ্যান্ড চাইল্ড হেলথ (এমএনসিএইচ) সার্ভিসেস; ডিএফআইডি, এসডিসি এবং ইউএসএইড-এর অর্থায়নে স্ট্রেনথেনিং এ্যান্ড প্রোমোটিং এ্যাকটিভ সিটিজেনশিপ ইন বাংলাদেশ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের অর্থায়নে এ্যাক্টিভ সিটিজেনস ও প্রোমোটিং ডেমোক্রাটিক ইনক্লুশন এ্যান্ড গভর্নেন্স থ্রু ইয়ুথ প্রডিগি; ইউএসএইড, ইউকে এইড এবং কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর অর্থায়নে প্রমোটিং এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড রাইট্স প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ; এ্যাক্সেস টু রাইটস এ্যান্ড জাস্টিস প্রোগ্রাম, ডেমোক্র্যাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল একাউন্টাবিলিটি প্রোগ্রাম এ খাতে বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত একক একল্পের উদাহরণ। গভর্নেন্স কোয়ালিশন, গভর্নেন্স এ্যাডভোকেসি ফোরাম, লোকমোর্চা ইত্যাদি এ খাতে সক্রিয় ফোরাম বা মোর্চার উদাহরণ।

- পিকেএসএফ-এর বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা এক্ষেত্রে নানা আন্তর্জাতিক ফোরাম বা মোর্চার সাথে জড়িত। যেমন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল পিস ইয়ুথ গ্রুপ, সিভিকাস (সিআইভিআইসিইউএস) ইত্যাদি ফোরামের সাথে একাত্ম হয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করে।

অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব
টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা



অভীষ্ট-১৭: লক্ষ্যমাত্রা-১৭.৭

লক্ষ্যমাত্রা-১৭.৭ পারস্পারিকভাবে সম্মত উদারনৈতিক ও প্রাধিকারমূলক শর্তসহ অনুকূল (সহজ) শর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন,হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার ঘটানো।

সূচক-১৭.৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের জন্য অনুমোদিত মোট অর্থ।

• পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অভীষ্ট ৮, ৯ এবং ১৩ এর আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে পিকেএসএফ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার ঘটানোর জন্য দেশের সকল অঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে সহায়তা করছে যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে এ সকল কর্মকাণ্ড সহযোগী সংস্থাসমূহই বাস্তবায়ন করে থাকে। দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও উঠতি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দেশে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের মাধ্যমে এতৎসংক্রান্ত জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে গৃহীত পিকেএসএফ-এর প্রায় সকল প্রকল্পেই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে। অনেক প্রকল্পে প্রযুক্তি উন্নয়নের বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে। বিশেষ করে উদ্যোগ খাতের কার্যক্রম এবং প্রকল্পসমূহ যেমন: পেইস, এসইপি, এমডিপি, এমআরটিপি ইত্যাদি প্রকল্প। এক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশের ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক ছোট আকারের উদ্যোগে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলনে এসইপি প্রকল্পের বিশাল কর্মকাণ্ড রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা, আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন, পণ্যের ব্রান্ডিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করা হয়।

সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় এ খাতে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেক্ষেত্রে প্রায়শ এ সকল মানদণ্ড প্রতিপালনের জন্য তাগিদ দেয়া হয়। এসকল প্রকল্পের আওতায় এ সকল সংস্থা ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে।

অভীষ্ট-১৭: লক্ষ্যমাত্রা-১৭.১৫

• পূর্বেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪০টির মতো দারিদ্র্য নিরসনকারী কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পিকেএসএফ যে সকল নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা যেমন দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকার বাস্তবতাকে বিবেচনা করেছে তেমনি দেশে প্রচলিত আইন নীতি পদ্ধতি

অনুসরণ করেছে। পিকেএসএফ প্রণীত এ সকল নীতিমালা দেশব্যাপী দারিদ্র্য নিরসনে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থাসমূহ অনুসরণ করছে।

লক্ষ্যমাত্রা-১৭.১৫ দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে প্রতিটি দেশের নীতি-স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

সূচক-১৭.১৫.১
উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানকারীদের দ্বারা দেশীয় ফলাফল কাঠামো ও পরিকল্পনা কৌশল ব্যবহারের ব্যাপকতা।

- পিকেএসএফ তহবিলের বাইরে সহযোগী সংস্থাসমূহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এডিবি, ইফাদ, বিশ্বব্যাংক, জাইকা ইত্যাদির মতো উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানও সহযোগী সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন নীতিমালা মেনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বলে। সহযোগী সংস্থাসমূহ ঐ সকল নীতিমালা অনুসরন করে তাদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে এবং অংশগ্রহণকারী খানাসমূহও যাতে মাঠ পর্যায়ে তাদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এসকল নীতিমালা বা বিধিমালা পালন করে তা নিশ্চিতকরণে কর্মকাণ্ড চলমান রাখে।

- উন্নয়ন সহযোগী-সহযোগী সংস্থা-অংশগ্রহণকারী খানা প্রণালীতে বাস্তবায়িত এ সকল কর্মকাণ্ডে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতির দৃঢ়তা ক্রিয়াশীল রাখার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহই চালকের আসনে আসীন থেকে কর্ম সম্পাদন করে ।

পরিশেষে, একটি কথা বললে অত্যুক্তি হবে না: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ জাতীয় উন্নয়ন ধারায় যতো বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ করে পৃথিবীর আর কোনো দেশের কোনো শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ করে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাই আগের অধ্যায়ের যবনিকাপাতের মতো বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিও একই অতৃপ্তি নিয়ে শেষ করতে হবে - সহযোগী সংস্থার বিশাল কর্মরাজির কেবল ক্ষুদ্র অংশই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় তুলে ধরা সম্ভব হলো, বেশিরভাগ অনুল্লিখিত রয়ে গেলো। পরবর্তী কোন প্রকাশনায় বা প্রকাশনাসমূহে এই অতৃপ্তি পূরণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৮
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে কোভিড-১৯-এর প্রভাব: উত্তরণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে বা পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯-এর প্রভাব বলতে গেলে সহজেই মনে হবে এই মহামারির কারণে কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকা, বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন - অর্থ বিতরণ বা ঋণ বিতরণ, অর্থ/ঋণ পরিশোধ বা আদায় ইত্যাদিতে কোভিড-১৯ কী প্রভাব ফেলেছে বা ফেলছে। কিন্তু, বর্তমান আলোচনার বিষয় সরাসরি ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে কোভিড-১৯-এর প্রভাব নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক পিকেএসএফ পরিচালিত কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯ এর প্রভাব। এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভালো। এ আলোচনায় প্রভাব বলতে কী বোঝানো হচেছ বা এ প্রভাবের পরিসর কেমন, কতোটুক। সহজ কথায়, কোনো গবেষণায় অভিঘাত বলতে যে পরিভাষাগত বিষয় চিন্তা করা হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে প্রভাব বলতে তা বোঝানো হচ্ছে না। কারণ, দু' একটি জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণায় কোনো গবেষণা বা সমীক্ষার তথ্যের উল্লেখ করা হলেও, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক পিকেএসএফ পরিচালিত কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯-এর প্রভাব সম্বন্ধে কোনো একক গবেষণা বা সমীক্ষার ভিত্তিতে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়নি। মূলত, এখানে প্রভাব বলতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের সাথে মিলানো যায় পিকেএসএফ-এর এমন কার্যক্রম, কর্মসূচি, প্রকল্প ইত্যাদির আওতাভুক্ত চলমান বা পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নের সময়, গতি, দিক বা অর্জন ইত্যাদিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রভাব বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পরে পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে আসা পরিবর্তনকে বোঝানো হয়নি, যা সাধারণত গবেষণার ক্ষেত্রে অভিঘাত অন্বেষণে ধরে নেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম দু' তিন মাস বন্ধ থাকার কারণে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অর্থ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রায় দেড় বছরব্যাপী মহামারির কারণে অনেক অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাসদস্য স্বাভাবিক সময়ে প্রাপ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ সাময়িক বা প্রলম্বিত সময়ে বঞ্চিত হওয়া, যা 'পাওয়া'র বিপরীত, তাকে বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি এমনভাবে বলা হচ্ছে না যে, ঐ খানাসমূহ এ পরিষেবাসমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় তাদের পরিচালিত কর্মকাণ্ড বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হয়েছে বা এর দ্বারা তাদের জীবনে কী স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন এসেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমের উদাহরণটিও এখানে দেয়া যায়। কোভিড-১৯-এর কারণে এ কর্মসূচির আওতাধীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ ছিলো, খোলার পরে আবার অনেক কেন্দ্র বন্ধ করতে হয়েছে এবং এখনও অনেক কেন্দ্রের কাজ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনেকটা শিথিলভাবে চালাতে হচ্ছে। ফলে, অভীষ্ট শিক্ষার্থীরা শিক্ষা পরিষেবা থেকে কোনো না কোনোভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণ সময়ের ঘটনার ধরন থেকে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবে এ শিক্ষা পরিচালনা বা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বা পরিবর্তন এনেছে, সে পরিবর্তন বা

প্রতিক্রিয়াকেই এখানে প্রভাব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে পরিবর্তনটি হতে পারে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়া, পাঠগ্রহণ সাধারণ সময়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং এ কারণে তাদের শিক্ষার্জন অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি। এভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড যেভাবে কোভিড-১৯-এর আবির্ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা বর্তমান অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো।

১.০ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯-এর প্রভাব

(১) অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

- পিকেএসএফ-এর মূলধারা কার্যক্রম জাগরণ, বুনিয়াদ, অগ্রসর ও সুফলন; লিফট ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি; কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয়বর্ধনে অর্থ ও অন্যান্য পরিষেবার মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন কর্ম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বুনিয়াদ কার্যক্রম এবং লিফট ও সমৃদ্ধি কর্মসূচিদ্বয় অতিদারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। দেশে ২০২০-এর এপ্রিল-মে এবং ২০২১-এর প্রায় একই সময় থেকে উপর্যুপরি সাধারণ ছুটি এবং পরিবহণ চলাচল ও মানুষের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ফলে পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম এবং কার্যালয়ও বন্ধ রাখতে হয় (ভার্চুয়্যাল প্লাটফর্মে কিছু কাজ চলে, গৃহে দাপ্তরিক কর্ম সম্পাদনের মাত্র বাড়ানো হয়)। কার্যালয় বন্ধ করার আগে পিকেএসএফ ভবনে একটা পর্যায়ে কোনো অভ্যাগতের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। সাধারণ ছুটিকালে সরকার মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা উভয় পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসনকল্পে গৃহীত কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন সাময়িক বন্ধ থাকে। এর ফলে সামগ্রিক দারিদ্র্য নিরসনমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, নারীর তুলনায় পুরুষ কোভিড-১৯-এ বেশি কর্মসংস্থান হারায়। ... আর বেকারত্বের হার বেশি বৃদ্ধি পায় দিনমজুর, ভ্যানচালক এবং কায়িক শ্রমের রিক্সাচালক ও অটোরিক্সা চালকদের মাঝে (বিশ্বাস, টি.কে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ:১০)। এরা সকলেই অতিদরিদ্রদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, নারীর তুলনায় পুরুষ কোভিড-১৯ এ বেশি কর্মসংস্থান হারায়। ... আর বেকারত্বের হার বেশি বৃদ্ধি পায় দিনমজুর, ভ্যান চালক ও কায়িক শ্রমের এবং অটোরিক্সা চালকদের মাঝে (বিশ্বাস, টি.কে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ:১০)। এরা সকলেই অতিদরিদ্রদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

- পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের প্রবঞ্চনা লাঘবের চেষ্টা রয়েছে। লিফট কর্মসূচির আওতায় হিজড়া, প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী, যৌনজীবী ও তাদের সন্তানদের সমস্যা লাঘবে সীমিত পরিসরে পরিষেবা প্রদান করা হয়। এ সকল কর্মকাণ্ড শিথিল থাকার কারণে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট পিকেএসএফ-এর পরিষেবা পরিবেশনে বিঘ্ন ঘটে।

• কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের আগে বাস্তবায়নের পরীক্ষণ পর্বে থাকা ছ' বছর মেয়াদি (প্রথম পর্ব) প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশু, পথশিশু এবং হাওর বা চরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অতিদারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছিলো। কোভিড-১৯-এর কারণে পরীক্ষণ পর্ব সফলভাবে শেষ করে মূল বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা বিলম্বিত হয় এবং চলমান কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কঠিন হয়। ফলে এ প্রকল্পের মাধ্যমে মা ও শিশু, পথশিশু এবং হাওর বা চরাঞ্চলে বসবাসকারীদের দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ডে কিছুটা ধীরগতি আসে।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় যৌনজীবী, তাদের সন্তান, পেশার বাইরে চলে যাওয়া বয়োজ্যেষ্ঠ পূর্বতন যৌনজীবী, পথশিশু, পথবাসী মা, নারী প্রধান খানাসদস্য, গৃহ পরিচারিকা ও শ্রমজীবী শিশুর পুনর্বাসন পূর্বিতা প্রদান করে সীমায়িত আকারে প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, দু' একটি ক্ষেত্রে প্রতীকী অর্থায়নও শুরু করা হয়েছিলো। কোভিড-১৯-এর কারণে এ সকল কাজ প্রত্যাশিত গতিতে চলমান রাখা সম্ভব হয়নি। যদিও কোভিড কিছুটা দুর্বল হওয়ায় এখন এ সকল কর্মকাণ্ড চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

• দিশারী কর্মসূচি সমৃদ্ধি-র আওতায় মানুষের জীবনের সামষ্টিক চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে যে পরিষেবাগুচ্ছ সাজানো হয়েছে তাতে যুব ও প্রবীণ; বেকার ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। এ কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপযুক্ত অর্থায়ন, বিশেষ সঞ্চয়, সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ, উন্নয়ন আলোচনা ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং সমাজ বা গোষ্ঠী (কমিউনিটি) ভিত্তিক উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ জনিত সাধারণ ছুটি, বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি এ সকল কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কাজ করা হয়। লিফট কর্মসূচির আওতায়ও প্রবীণদের জন্য কর্মকাণ্ড রয়েছে। কোভিড-১৯-এর কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্কভাতা, বিশেষ সঞ্চয়, অবদানের স্বীকৃতি, উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ পরিষেবা পরিবেশন থেমে থাকে, এমনকি তাদেরকে ফিজিওথেরাপি প্রদান এবং প্রবীণ পিতামাতার যত্নার্থে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদানের মতো কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়েছে।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ কর্তৃক শিশু, গর্ভবতী নারী ও নবজাতকের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা পরিবেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় এ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিষেবা পরিবেশনঅপেক্ষাকৃত ধীরলয়ে চলে।

• অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা, অর্থানুদান প্রদান বা সরকারি সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

• অংশগ্রহণকারীদেরকে আর্থিক পরিষেবা (ঋণ, সঞ্চয়, বীমা ইত্যাদি) গ্রহণে উৎসাহিতকরণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

• দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি এবং হস্তান্তর বিঘ্নিত হয়। এখানে বিশেষ করে লিফট কর্মসূচির আওতায় চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্রদের জন্য জমি ইজারা বা বন্ধক অর্থায়ন কার্যক্রমের কথা বলা চলে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমির অধিকার রক্ষার জন্য জনবান্ধব সামাজিক পরিষেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মকাণ্ডও স্তিমিত হয়ে পরে।

সাধারণ ছুটি শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে কৃত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, সাময়িকভাবে কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা দারিদ্র্য এবং অতিদারিদ্র্য হার বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলেছে। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর করা উল্লিখিত সমীক্ষাটিতে দেখা যায়, কর্ম এলাকায় বিগত এক বছর আগে যেখানে দারিদ্র্য হার ছিলো ২.৫ শতাংশ এবং ০.৭৫ শতাংশ, সেখানে বর্তমান দারিদ্র্য এবং অতিদারিদ্র্য হার দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ।

• ঐ সকল পরিষেবার মধ্যে অত্যন্ত অরক্ষিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকার চূড়ান্ত সহায়তার মধ্যে অনুদান অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা আসে এবং পরে শিথিলভাবে তা পরিচালনা করা হয়।

• এ সময় দরিদ্রদেরকে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা, তাদের পণ্য বৈদ্যুতিক মঞ্চ (ই-প্লাটফর্ম বা ইলেক্ট্রনিক প্লাটফর্ম)-এ নিয়ে আসার কাজ সম্প্রসারণ ও ত্বরান্বিতকরণের কাজও বিঘ্নিত হয়।

• দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা নির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনার কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়।

• ২০২০ সালে কোভিড জনিত সাধারণ ছুটি শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে কৃত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, সাময়িকভাবে কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা দারিদ্র্য এবং অতিদারিদ্র্য হার বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলেছে। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর করা উল্লিখিত সমীক্ষাটিতে দেখা যায়, কর্ম-এলাকায় বিগত এক বছর আগে যেখানে দারিদ্র্য এবং অতিদারিদ্র্য হার ছিলো ২.৫ শতাংশ এবং ০.৭৫ শতাংশ, সেখানে বর্তমান হার দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ (বিশ্বাস টি.কে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ১০)।

(২) অভীষ্ট-২: ক্ষুধা মুক্তি - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

• অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর মূলধারা কার্যক্রম বুনিয়াদ। কোভিড-১৯-এর কারণে মাঠ পর্যায়ে অতিদরিদ্রদের জন্য এ কার্যক্রম ২০২০ সালে প্রায় দু' মাসের মতো বন্ধ থাকে। কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে ২০২১ সালেও এ সকল

কর্মকাণ্ড পুরোদমে পরিচালনা সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে এখন কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলছে। রাজধানীতে শাট-ডাউন আর প্রত্যন্ত সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলসহ বিভিন্ন জায়গায় লাগাতর লকডাউন চলে। দিন-রুজির কাজকর্ম বন্ধ থাকায় অভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অনেকে নতুন করে হাত পাতছে। বিত্তবানদেরও আর ত্রাণ দেয়ার সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই।

• পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা নিরসনে প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় অনূর্ধ্ব-৫ বছরের শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং কিশোরী বালিকাদের অপুষ্টি নিরসনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। আগামী পাঁচ বছরে এ প্রকল্পের (প্রথম পর্ব) মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণ, অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী খর্বিত বিকাশ শিশুদের ব্যাপকতা হ্রাসে জাতীয় পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা; গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রেও পুষ্টিসেবা বণ্টন ব্যবস্থাকে সহায়তা; ক্ষীণ ও স্থূলকায় অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার হ্রাসে চলমান সরকারি ব্যবস্থাকে সহায়তা করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি এবং মানব চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপের ফলে এ কর্মকাণ্ড বিলম্বিত হয়।

• খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লাঘবে প্রসপারিটি প্রকল্পটির পরিকল্পনায় দরিদ্রদের অপুষ্টির কারণ নিরসনে কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, প্রধানত খাদ্যাভাস, কৃষি উৎপাদন ধরন ও মানুষের অসচেতনতা অপুষ্টির উৎসগত কারণ। মূল প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করাটা বিলম্বিত হওয়ার কারণে কৃষকের উৎপাদনশীলতা, বিপণন ও মূল্য সংযোজনে সহায়তা প্রাপ্তি; কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান ও অকৃষি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান; উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণে কাজ; কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, পণ্যের ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার জন্য অর্থ ও কারিগরি পরিষেবা প্রদান এবং সুষ্ঠু কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে অর্থায়ন জোরদার করার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকায় যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষকে সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে অতিদরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা এবং হ্রাসকৃত মূল্যে ওষুধ দেয়া, সপ্তাহে এমবিবিএস ডাক্তারের সেবা প্রদান নিশ্চিত করার মতো কাজগুলো ব্যাহত হয়।

• দারিদ্র্য নিরসনে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিডের মূল শিকার প্রবীণ জনগোষ্ঠী। অন্তত: মৃত্যুবরণের দিক থেকে।

• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের শিশু, কিশোর, প্রবীণসহ সকল বয়সের মানুষের পুষ্টিবিধানে গৃহীত কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয় ।

• যে সকল দরিদ্র খানা উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদেরকে উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান বা সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয় ।

• দরিদ্র মানুষ কৃষির মৌসুমিতা (সিজনালিটি) দূর করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বৃদ্ধিতে চলমান সুফলন কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের শস্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয় ।

• অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম কোভিড-১৯ ব্যাহত করে ।

• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বা লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি সরবরাহ করার কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয় । ফলে প্রজনন সামগ্রী, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক রূপরেখা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রাপ্তি থেকে কৃষক বা উদ্যোক্তা সাময়িকভাবে বঞ্চিত থাকে ।

‘করোনাকালে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ অতিদরিদ্র খানারই জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে তীব্র খাদ্য সংকটে পড়েছে; খাদ্য ও অপরিহার্য অভাব পূরণে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে । অনেকের অনাহার, অর্ধাহারে দিন কাটে । অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ খানারই জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন ।’

• বিভিন্ন কর্মসূচি, ইউনিট ও প্রকল্পের আওতায় উৎপাদনশীল ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি রীতির বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ; জৈব কৃষি উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষি প্রযুক্তি, পরিষেবা ও কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ পৌঁছে দেয়া, কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মূল্যশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পরিষেবা প্রদান করার কাজ বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয় ।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর উপরিউক্ত সমীক্ষায় দেখা যায়, কর্মএলাকায় করোনাকালের প্রথম বছরে সাধারণভাবে প্রায় ৮৩ শতাংশ খানা খাদ্য সংকটে ভুগছিলো । ঐ সমীক্ষায় আরও দেখা যায়, কর্মসূচিভুক্ত প্রায় ৫৫ শতাংশ খানা মৃদু খাদ্য অনিরাপত্তায় নিপতিত হয় (বিশ্বাস, টি.ক. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ১০) । কোভিড-১৯ স্বাভাবিকভাবেই সবচে’

বিপদে ফেলেছে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক শ্রমখাতের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে (এইড মেমৌর, পেইস ২০২০; পৃ: ২)। ফলে ঐ জনগোষ্ঠী কোভিডকালে তীব্র খাদ্য সংকটে পড়ে (পিকেএসএফ ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০)।

• কোভিডকালে অতিদরিদ্র খানাগুলো কীভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাইয়ে নিচ্ছে তা অনুসন্ধানে পিকেএসএফ-এর প্রসপারিটি প্রকল্প যে ১৭টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছিলো সেখানে একটি নাতিদীর্ঘ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায়, করোনাকালে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ খানারই জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে তীব্র খাদ্য সংকটে পড়েছে, খাদ্য ও অপরিহার্য অভাব পূরণে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনেকের অনাহার, অর্ধাহারে দিন কাটে। অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ খানারই জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। এসব খানা প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের থেকে ঋণ গ্রহণ করে খাদ্য ও অপরিহার্য অভাব পূরণে বাধ্য হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা কোনো বেলা খেয়ে বা না খেয়ে দিনাতিপাত করছিলো।

(৩) অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভ্রাম্যমাণ (স্যাটেলাইট) ক্লিনিকগুলোর পরিষেবা সীমিতভাবে প্রদান করার কোনো বিকল্প ছিলো না।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিশেষ করে গর্ভকালে ও তারপরে যে সকল পরিষেবা মাতৃমৃত্যু রোধে ভূমিকা রাখে যেমন: সন্তান প্রসবে স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি পরিচর্যার কাজ, সে সকল পরিষেবা প্রদান করার কর্মকাণ্ড স্থগিত বা বিলম্বিত হয়।

• পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় নিবেদিত কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপকসহ পিকেএসএফ-এর ১০০ জন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হন (৩১ জুলাই ২০২১ এর তথ্য অনুসারে)। পিকেএসএফ-এ পূর্বে কর্মরত ছিলেন এমন দু' জন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক কোভিড-১৯-এ প্রাণ হারান। সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ অনেক চাকুরে করোনা আক্রান্ত হন এবং বেশ ক'জন প্রাণ হারান। এর ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট তথা সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার কর্মকাণ্ড পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের পরিষেবা পরিবেশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়।

(৪) অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা - সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ সাধারণ বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া নিরসনে বৈকালিক বিদ্যালয় ও অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় টিকে থাকার নিমিত্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহায়তা করার কাজটি বন্ধ থাকায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এমনিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বিদ্যালয় থেকে কত ছেলেমেয়ে ইতোমধ্যে ঝড়ে পড়েছে তার হিসেব এখনও হয়নি।

- সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৈকালিক শিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গণিত শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ থাকায় শিশুরা গণিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। পরে অনলাইনে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সীমিত কলেবরে পাঠদান শুরু করেছে। শ্রেণিকক্ষের পাঠগ্রহণ থেকে অনলাইন পাঠগ্রহণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সব সময়ই কম থাকে।

- শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালন এবং এর মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রণোদনা দেয়ার লক্ষ্যে চলমান সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক অনাচার এবং অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে এ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়, এখনও স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে পুরোদমে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

- কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ক্লাব এবং স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ড শিথিল করতে হয়েছিলো। যা এখনও অনেকটা শিথিলই আছে।

- পিকেএসএফ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সহযোগী সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সকল স্তরের কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রত্যক্ষ এ সকল প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে চালু করা হয়েছে।

- সীপ প্রকল্পের আওতায় কিশোর-যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তুলে তাদের কর্মসংস্থান প্রদান করার কাজটি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিলো, এখনও পুরোদমে শুরু করা যায়নি।

- লৈঙ্গিক সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে সংগঠিত দল বা সমিতিতে নিয়মিত আলোচনা হয়। প্রতি সপ্তাহে এভাবে দেশব্যাপী নারীরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে যে উন্নয়ন আলোচনা করতো তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার শুরু হলেও পুরোদমে চলছে না।

- অগ্রসর কার্যক্রম সাধারণ কর্মকে আক্ষরিক অর্থে শোভনকর্মে রূপান্তকরণে পিকেএসএফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০২০ সালে প্রায় তিন মাস এ সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে, পরে শিথিলভাবে কার্যকম বাস্তবায়ন করতে হয় এবং কোভিড-এর দ্বিতীয় ঢেউ

আরো ভয়াবহ হওয়ায় এবং তা মূলত প্রবৃদ্ধি অঞ্চলগুলোতে আঘাত হানা দেয়ায় ২০২১ সালেরও বড় একটা সময়ব্যাপী এ কার্যক্রম সাধারণ গতিতে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

- পেইস, এসইপি, এমডিপি এবং আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমে আর্থিক পরিষেবা প্রদান, মূল্যশৃঙ্খল ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য চিহ্নিত উপখাত উন্নয়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হয়। এমডিপি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র উদ্যোগে মোবাইল ফোনভিত্তিক অর্থায়ন, ব্যবসাগুচ্ছ উন্নয়ন এবং ই-বাণিজ্য (ই-কমার্স) প্লাটফর্ম তৈরি করার কাজ করা হয়। সাধারণ ছুটির সময়ে এ সকল কাজ বাস্তবায়ন বন্ধ থাকে। এখনও পুরোদমে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

- লিফট কর্মসূচি এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, যৌনজীবী এবং তাদের সন্তান, পথশিশু, হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কাজ পরিকল্পনা মতো অগ্রসর করা সম্ভব হয়নি।

(৫) অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

- আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ সকল কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কার্যক্রমে ৯০ ভাগের বেশি অংশগ্রহণকারী নারী। নারী সদস্যদেরকে ঋণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয় এবং গৃহীত অর্থ যাতে নিজেরাই ব্যবহার করতে পারে সে সক্ষমতা অর্জনে নারীদেরকে সহায়তা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এ সকল কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, এখন তা স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করা হচ্ছে।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নারী ও হিজড়াদেরকে অর্থ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিষেবা প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান, বিশেষ করে নারী প্রধান খানা বা হিজড়া সন্তান আছে এমন খানাকেও পরিষেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আরো অধিক সংখ্যক হিজড়াকে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। এ কাজগুলোর বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায়।

- পরিবারের অনার্থিক (আনপেইড) কাজ থেকে নারীকে বের করে আনা এবং ক্রমশ সত্যিকার অর্থেই তাদের ন্যায়সঙ্গত অবস্থানে অধিষ্ঠিত করার পথ সুগম করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থায়নে নারীদেরকে উৎসাহিতকরণের কাজগুলো বন্ধ থাকে। বর্তমানেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বাস্তবায়নাধীন বিষয়ের একটি অধিকারের প্রশ্নে লিঙ্গ সমতার লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন। প্রকল্পটির পরীক্ষণ পর্বের শেষ পর্যায়ে কোভিড-১৯-এর আবির্ভাব ঘটে। ফলে, পরীক্ষণ পর্ব শেষ করা এবং মূল পর্বের বাস্তবায়ন শুরু করা বিলম্বিত হয়।

সকল মাঠ সমিতির আলোচনা প্রায় তিন মাসের মতো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কোথাও কোথাও এখনও শিথিলভাবে চলছে। ফলে, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানি অবসানকল্পে যে সকল বিষয় সেখানে আলোচিত হতো, তা হয়নি। জাতিসংঘ বলছে, কোভিডকালে নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি শোষণ সাধারণ সময়ের থেকে অনেক বেশি বেড়েছে। বাংলাদেশেও বেড়েছে বলে গণমাধ্যম থেকে আভাস পাওয়া যায়।

• সকল মাঠ সমিতির আলোচনা প্রায় তিন মাসের মতো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কোথাও কোথাও এখনও একইভাবে শিথিলভাবে চলছে। ফলে, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানি অবসানকল্পে যে সকল বিষয় সেখানে আলোচিত হতো, তা হয়নি। জাতিসংঘ বলছে, কোভিডকালে নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি শোষণ সাধারণ সময়ের থেকে অনেক বেশি বেড়েছে। বাংলাদেশেও বেড়েছে বলে গণমাধ্যম থেকে আভাস পাওয়া যায়। পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে একান্ত মাঠ পর্যায়ে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বন্ধ থাকা বা তাদের তৎপরতা বন্ধের সাথে নারী নির্যাতন হার রোধের সম্পর্কের ওপর কোনো সমীক্ষা না থাকলেও দু'টি ঘটনার পরম্পরার সম্ভাবনা থাকা অমূলক নয়।

• যাতে প্রচলিত এবং শোভন কাজে নারী অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের আওতায় নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কোভিড-১৯ জনিত সাধারণ ছুটিকালে বা শিথিলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার কারণে তা ব্যাহত হয়।

• নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত নাটক-নাটিকা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কাজ বন্ধ থাকে। তবে, পরিস্থিতি বুঝে এ ইউনিট কাজের ধরন পরিবর্তন করে; সভা বা জমায়েত বন্ধ রেখে মাইক, পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারণা চালায়।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও তার প্রতি সকল শোষণ-বঞ্চনার অবসানকল্পে আয়, খাদ্য, সম্পদসহ সকল অধিকার ভোগে সব সন্তানের সমান অধিকার বিষয়ে প্রচারণা চালানোর কাজগুলো সাধারণ ছুটির সময় বন্ধ থাকে এবং এখনও তা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে শিথিলভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় এ বিষয়ে বিভিন্ন লক্ষিত কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

- পিকেএসএফ বিভিন্ন বয়সের, বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থার বিভিন্ন আর্থ-সামজিক গোষ্ঠী এমনকি বিকলাঙ্গ বা অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যাতে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয় । এ সকল কর্মকাণ্ড কোভিড-১৯ এর কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় । প্রসপারিটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পথশিশু, যৌনজীবী সংক্রান্ত পরিকল্পিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে নারী ও শিশু পাচার রোধের কাজ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা মাফিক সময়মতো শুরু করা যায়নি ।

- সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর আওতায় লৈঙ্গিক সমতা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, জন্ম নিবন্ধন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা, র‍্যালি, প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি । এখনও মাঠ পর্যায়ে এ সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে ।

(৬) অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

- কোভিড-১৯ চলাকালেই উপকূল অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় আম্পানে আক্রান্ত হয় । আইলা, সিডর ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় মানুষ আক্রান্ত হলে পিকেএসএফ দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলো । তাদেরকে সুপেয় পানি সরবরাহ করেছিলো । ২০২০-এ যখন কোভিড মহামারির আকার ধারণ করছে তখন আম্পানে আক্রান্ত মানুষের পাশেও পিকেএসএফ দাঁড়িয়েছে । তবে, কোভিড-১৯-এর কারণে এ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কষ্টকর হয় ।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানি সরবরাহের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে । কোভিড-১৯-এর কারণে পরিবহণ ও মানব চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এ সরবরাহ কখনও বন্ধ হয়নি, তবে পরিষেবা পরিবেশনকারীদের স্বাস্থ্য যদিও ঝুঁকির মধ্যে তবু কাজ করতে হয় ।

- মাঠ সমিতির সভায় সাবান ও পানি সম্বলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্বন্ধে সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনা হয় । কোভিড-১৯-এর সময় নৈমিত্তিক এ আলোচনা বন্ধ ছিলো । এছাড়া, সকল মানুষের হাত-ধোয়া, মুখোশ পড়ার আবশ্যকতা থাকলেও অতিদরিদ্র ও দরিদ্র অনেক খানা সদস্যরা এর ব্যবস্থা করতে না পেরে অথবা সচেতনতা না থাকায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে ।

- পিকেএসএফ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র খানাকে স্বাস্থ্যকর পায়খানা তৈরিতে সহায়তা দেয়া হয় । সহস্র স্থানীয় উদ্যোক্তাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করার ব্যবসায় সহায়তা

দেয়াও এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল এলাকায় লক-ডাউন, শাট-ডাউন আরোপ করা হয় সেখানে এ উদ্যোগের কাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

- পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ এবং কৃষক উভয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ ব্যাহত হয়।

- উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। স্থাপনাগুলো থেকে দরিদ্র মানুষকে পানির সরবরাহ পেতে কিছু ব্যয় করতে হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে এ জনগোষ্ঠী আয়হীনতা বা সরাসরি আয়হ্রাসের শিকার হন। ফলে, পানি বাবদ তাদের পক্ষে এ সামান্য ব্যয়ও বহন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

(৭) অভীষ্ট-৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি - সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

- কোভিডের কারণে সাধারণ ছুটি আরোপিত হওয়ায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ, এতৎসংক্রান্ত সংযোগ প্রদান কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কমে যায়।

- একইভাবে জ্বালানী দক্ষতা উন্নয়ন ও দক্ষভাবে জ্বালানি ব্যবহারের উপায় হিসেবে সাধারণ চুলার পরিবর্তে বন্ধু চুলার প্রচলন স্থানীয় খানাসমূহে যে গতিতে বাড়ছিলো তা স্তিমিত হয়ে যায়। যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞার কারণে এর বাজারজাতকরণ ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(৮) অভীষ্ট-৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

- পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন কর্যক্রম যাতে দারিদ্র্য নিরসনের সাথে সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয় সেদিকে খেয়াল রেখে বাস্তবায়ন করা হয়। শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত পিকেএসএফ অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, এমডিপি, আরএমটিপি ইত্যাদি প্রকল্পকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুফলন কার্যক্রম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিটের কর্মকাণ্ডও প্রবৃদ্ধি-সহায়ক। কিন্তু, কোভিড-১৯-এর কারণে বেশ কয়েকবার সাধারণ ছুটি ঘোষিত হওয়ায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম এবং প্রকল্পগুলো বন্ধ রাখতে হয়। এ সময় "উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রায় বন্ধ থাকার কারণে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়" (পিকেএসএফ ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন

২০২০, পৃ: ২০)। মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোগ-লক্ষিত এ অর্থায়ন বহুদিন মাঠ পর্যায়ে বন্ধ থাকে, যা প্রবৃদ্ধি অর্জন সহায়ক হতো। এর ফলে অংশগ্রহণকারী খানার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন তো দূরের কথা, ঘরে ঘরে বেকারত্ব ও আয় হ্রাস দেখা দেয়। ২০২০ সালের সাধারণ ছুটির পরে একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন চলছে এমন ইউনিয়নগুলোতে ৯৫ শতাংশ খানার আয় কমে যায় (বিশ্বাস টি. কে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ:১০)।

দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন শত শত সাধারণ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত করতে সহায়ক হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে আগামী বছরগুলোতে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যেতে পারে। কারণ, পেইস প্রকল্পের ১৬০ জন উদ্যোক্তার ওপর এক নাতিদীর্ঘ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৪৫ শতাংশ (৭২ জন) উদ্যোক্তা তাদের বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগটি ও জীবনযাত্রা চলমান রাখার নিমিত্ত করোনাকালে নিজ নিজ উদ্যোগ সংকোচন করেছেন এবং ২৩ শতাংশ উদ্যোক্তা স্বল্প লাভে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন (রোবায়েত ২০২০; পিকেএসএফ ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, পিকেএসএফ, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০, পৃ: ২৩)। অর্থাৎ কোভিড-১৯-এর কারণে সাধারণ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া একইভাবে চলমান থাকা তো দূরের কথা, ইতোমধ্যে যে সকল আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড উদ্যোগে পরিণত হয়েছে তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।

পেইস প্রকল্পের ১৬০ জন উদ্যোক্তার ওপর এক নাতিদীর্ঘ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৪৫ শতাংশ (৭২ জন) উদ্যোক্তা তাদের বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগটি ও জীবনযাত্রা চলমান রাখার নিমিত্ত করোনাকালে নিজ নিজ উদ্যোগ সংকোচন করেছেন এবং ২৩ শতাংশ উদ্যোক্তা স্বল্প লাভে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ কোভিড-১৯ এর কারণে সাধারণ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া একইভাবে চলমান থাকা তো দূরের কথা, ইতোমধ্যে যে সকল আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড উদ্যোগে পরিণত হয়েছে তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

• ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে পারিবারিক শ্রমের সাথে সাথে মজুরি শ্রমের সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা থাকে, যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী সরাসরি প্রবৃদ্ধির সুফল লাভ করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে অর্থায়ন বন্ধ থাকার কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায়ও শৈথিল্য আসে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর কৃত উল্লিখিত সমীক্ষায় দেখা যায়, কোভিড-১৯-এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ পূর্ণ কর্মসংস্থান থেকে খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে যেতে বাধ্য হয়। অকৃষি খাতে এ বেকারত্ব কৃষি খাতে স্বকর্মসংস্থান থেকে বেশি বৃদ্ধি পায় (বিশ্বাস টি. কে. ও অন্যান্য ২০২০; পৃ: ৯-১০)। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে অকৃষি খাতে পিকেএসএফ বর্ধিত হারে অর্থায়ন করছে শোভন কাজ সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে। এ সকল কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক গতিতে চলে না।

- অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, এমডিপি এবং আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় উচ্চমূল্য সংযোজনী খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জনের নিমিত্ত বিভিন্ন পরীক্ষণ ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। বেশ কয়েক বছর আগে থেকে, গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রমের আওতায়ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়ন শুরু করা হয়েছে। এ সকল কাজ বন্ধ থাকায় মানুষ সাময়িকভাবে হলেও প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে, প্রায় সকল উৎপাদনকারী বিশেষ করে হাঁস-মুরগী, গোসম্পদ, মৎস্য এবং উদ্যান বা নার্সারির সাথে জড়িত উদ্যোক্তারা সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় (এইড মেমৈর, পেইস প্রকল্প, ২০২০; পৃঃ ২)।

- উন্নয়ন মেলা আয়োজন, সহযোগী সংস্থাসমূহের পারস্পরিক যোগাযোগ ও শিক্ষা সফর বিনিময় এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার লোকবলের বিদেশে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সম্পৃক্ততা বজায় রাখা এবং তা প্রবর্ধনের চেষ্টা করা হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে এ সকল কাজই পিছিয়ে গিয়েছে। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত এ ধরনের উদ্যোগ স্থগিত থাকা বা সীমায়িত রাখার সম্ভাবনাই বেশি।

- দরিদ্র এবং অতিদরিদ্রদের অর্থ পরিষেবা প্রদান এবং উক্ত অর্থ যাতে তারা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে বিনিয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম বিশেষ করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে তদারকি, পরামর্শ প্রদানের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে।

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, আর্থিক কর্মকাণ্ড যাতে কোনোভাবেই পরিবেশ বিনষ্টকারী না হয় এবং তা মানব স্বাস্থ্যের পরিপন্থি না হয় পিকেএসএফ সেদিকে খেয়াল রাখে। পরিবেশসম্মত উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য এসইপি এক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রকল্প। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এ প্রকল্পটির আওতায় মোট ২০,০০০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগের মধ্যে প্রতিটি অন্তত একটি টেকসই পরিবেশগত অনুশীলনের চর্চা করবে। শুধু তাই নয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে এ উদ্যোগুলোর মধ্যে অন্তত ৪০ ভাগ টেকসই পরিবেশগত অনুশীলন চালিয়ে যাবে। কোভিড-১৯ এ উদ্যোগুলোর বাস্তবায়ন থামিয়ে দিতে না পারলেও পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের লোকবলকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি স্বীকার করে এ সকল কার্যক্রম তদারকি করতে হয়।

- ২০১০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সাত বছরে দেশে তরুণ বেকারের হার (৬.৩২ শতাংশ থেকে ১১.৩৭ শতাংশ) দ্বিগুণ হয়েছে। কোভিড-১৯-এর কারণে বেকারত্বের হার বর্তমানে বিগত এক দশকে সবচে' বেশি। সীপ প্রকল্পের আওতায় তরুণ ও যুবদের কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং পেইস ও এসইপি প্রকল্পের আওতায়ও যুবকদের বেকারত্ব মোচনে বিশেষ কর্মকাণ্ড

রয়েছে। কোভিড-১৯-এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের গতি কোনো না কোনোভাবে ব্যাহত করেছে।

• সমৃদ্ধি ও লিফট কর্মসূচির আওতায় তরুণ-যুবদের শিক্ষা সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড, সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের ঝরে পড়া রোধ এবং অন্যান্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ এ ধরনের সকল কর্মকাণ্ড ব্যাহত করে।

• অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ-এর অনেক কর্মকাণ্ড জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদ সাধন, মানব পাচার ও শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং নির্মূলে অনুকূল। কোভিড-১৯ এ সকল কাজকে পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। মাঠ পর্যায়ে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে প্রায় বন্ধ থাকে। ইদানিং এ সকল কাজ ভিন্ন অবয়বে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

• ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত দরিদ্র মানুষদেরকে যে অর্থসেবা প্রদান করে তা অনেকটা ব্যাংকিং সেবার পরিপূরক বা তার চেয়েও বেশি। মাঠ পর্যায়ে অর্থায়ন বন্ধ থাকা বা শিথিল থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে এ পরিষেবা প্রাপ্তি অসম্ভব বা কঠিন হয়ে পড়ে।

• পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যাতে দরিদ্র মানুষের সকল প্রকার অর্থ পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও পিকেএসএফ কাজ করে। কোভিড-১৯ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত নাড়িয়ে দেয়। সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণকারীদের আয় কমে যাওয়ায় তাদের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা কমতে থাকে, মাঠে বকেয়া রাতারাতি বাড়তে থাকে, কিন্তু প্রতিষ্ঠনের প্রশাসনিক ব্যয় একই থাকে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বেড়ে যায়। যে সকল উৎস থেকে তারা তহবিল গ্রহণ করেছে সেখানে তাদের ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা অপরিবর্তিত থাকে, সংস্থাগুলো তারল্য সংকটে পড়ে। এ সকল নেতিবাচক দিক সংস্থাগুলোর আর্থিক টেকসহিতা খর্ব করে (মুজেরী এম.কে. ২০২০; পৃ:০২)। আয় কমে যাওয়ার ফলে অনেক সংস্থা চাকুরেদের বেতনাদি দিতে সমস্যায় পড়ে যায়। চাকুরেদের কাজ হারানোর উপক্রম হয়। যারা খণ্ডকালীন চাকুরে ছিলেন তাদের কেউ কেউ চাকুরি হারান। প্রকল্পে যাদের কর্মমেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিলো তারা মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ না পাওয়ায় বেকার হয়ে যান। মাঠ থেকে সংস্থা কিস্তির টাকা আদায় করতে না পারায় পিকেএসএফ-কে পরিশোধ্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য, ২৫ মার্চ-২৫ মে ২০২০ সময়ে মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর আসল ৫০০০ কোটি ও সেবামূল্য প্রায় ১২০০ কোটি টাকা অনাদায়ী ছিলো (পিকেএসএফ ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০: পৃ: ১৮)।

(৯) অভীষ্ট-৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো - অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

• অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম ভূমিকা রাখে। বর্তমানে অকৃষি খাত, বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ বা উৎপাদন খাতে অর্থসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর কারণে প্রায় তিন মাস এই পরিষেবা প্রদান কার্যত বন্ধ থাকে।

কোভিড-১৯ জনিত সাধারণ ছুটি ঘোষণার ফলে মূল্যশৃঙ্খল ও প্রযুক্তি স্থানান্তরসহ প্রকল্পের পরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। অর্থায়ন প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখনও পুরোমাত্রায় শুরু করা সম্ভব হয়নি।

• উৎপাদন খাতে অধিক সংখ্যায় দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন, গুচ্ছ উৎপাদন খাত নির্মাণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য কাজ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ জনিত সাধারণ ছুটি ঘোষণার ফলে মূল্যশৃঙ্খল ও প্রযুক্তি স্থানান্তরসহ উদ্যোগ খাতের পরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায় (পিকেএসএফ ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০, পৃ: ২০)। কোভিড-১৯ অর্থের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন কঠিন করে, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখনও পুরোমাত্রায় শুরু করা সম্ভব হয়নি।

• পিকেএসএফ প্রথম থেকেই ক্ষুদ্রশিল্পে অর্থসহ নানান পরিষেবা প্রদান করে। কোভিড-১৯-এর সাধারণ ছুটির সময় এ কর্মকাণ্ড আক্ষরিক অর্থে বন্ধ ছিলো। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন, প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

• পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নে অর্থ, সামর্থ্য উন্নয়ন, ব্যবসাগুচ্ছে মূল্যশৃঙ্খল, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বৈদ্যুতিক বাণিজ্য বা ই-কমার্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান কয়েকবার বন্ধ থাকে, তারপরে শিথিলভাবে চলে।

• ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্প সুদে ঋণদান ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের সহজাত হওয়া উচিত। বর্তমানে এ খাতে যে আয়তনে বা পরিমাণে অর্থায়ন করা হয় তা ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের উপযোগী। মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহ স্বল্প সুদে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়।

• পিকেএসএফ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশগ্রহণকারী

খানাকে সংযুক্ত করে তাদের পণ্যের বিপণনে সহায়তা, পণ্যের প্রদর্শন ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কোভিড-১৯-এর কারণে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, অনেক ছোট ব্যবসায় স্থায়ীভাবে গুটিয়ে যায়। এমন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রায় বন্ধ থাকে এবং এখনও তা শিথিলভাবে চলছে।

• ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডে বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ফলে ক্ষুদ্রশিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীরা তাদের কর্মকাণ্ডে বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়।

• উৎপাদন খাতের প্রবর্ধনের সাথে মূল্য সংযোজন কর্মকাণ্ড যেন কোনোভাবে পরিবেশকে বিনষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল রেখে এসইপি প্রকল্প তিনটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত উপাদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সেবা ত্বরান্বিতকরণ ও পদ্ধতি রপ্তকরণ, পরিবেশবান্ধব ও বাণিজ্যিকভাবে সক্ষম ক্ষুদ্র-উদ্যোগে অর্থায়ন শক্তিশালীকরণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। এ সকল পরিষেবা পরিবেশন সংক্রান্ত অনেক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছাড়া বাংলাদেশে এখনও সম্ভব নয়। কোভিড-১৯ জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে এ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এখনও অনেকটা শিথিল।

• পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মকাণ্ড গবেষণা বা সমীক্ষা ইত্যাদিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শুরু করা হয় বা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কোনো পর্যায়ে কাজের মান ঠিক রাখা বা তাকে আরো শানিত করার জন্য গবেষণা বা সমীক্ষার সহায়তা গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালেই শুরু করার পরে কমপক্ষে তিনটি এমন গবেষণা বা সমীক্ষার কাজ কোভিড-১৯ বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করে। মার্চ-নভেম্বর ২০২০ সময়ে পিকেএসএফ-এর মূলধারা বা প্রকল্পের আওতায় কোনো চাকুরেকে গবেষণার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। তবে, এ সময় পিকেএসএফ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বহিঃগবেষক নিয়োগ করেছে। এছাড়া, একটি প্রকল্পের ভিত্তিরেখা জরিপ সময়মতো শুরু বা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

(১০) অভীষ্ট-১০: অসমতা হ্রাস - অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

• দেশে পাঁচ বছরে দারিদ্র্য কমলেও অসমতা বেড়েছে। সরকার এই অসমতা নিরসনের জন্য কাজ করছে। দারিদ্র্য নিরসনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ সরকারের সহযোগী ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিকেএসএফ দু' শতাধিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের লক্ষাধিক শাখার মাধ্যমে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা পরিবেশন প্রণালী বা অন্তর্জাল তৈরি করেছে তা দেশে সর্বনিম্ন আয়ের সাথে সর্বোচ্চ আয়ের মানুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতাকে ব্যক্তি-ব্যক্তি পর্যায়ে এবং অঞ্চল-অঞ্চল পর্যায়ে দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বছরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ সময় এ সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা এবং প্রায়

বছরব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে পুরোদমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারায় অসমতা দূর না হয়ে বরং বেড়েছে বলে অনুমেয়। কারণ, এ সকল প্রতিষ্ঠান সামগ্রিকভাবে সমাজে বিদ্যমান অসমতা দূরীকরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে বৈষম্য হ্রাসে কাজ করে। এখানে উল্লেখ্য, বৈশ্বিকভাবে কোভিড-১৯-এর কারণে অসমতা বেড়েছে, আমাদের দেশের চিত্রও একই (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২০)। আর পিকেএসএফ যে সকল পিছিয়েপড়া মানুষকে নিয়ে কাজ করে, চলমান পরিষেবা পরিবেশন প্রণালী ছিন্ন হওয়ায় তাদের আরো পিছিয়েযাওয়া অবশ্যম্ভাবী; এবং বাস্তবে তা ঘটার প্রমাণও দেখা যাচেছ (বিশ্বাস টি. কে. ও অন্যান্য ২০২০; রোবায়েত ও অন্যান্য ২০২০;)।

- আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ-এর কর্মপরিক্রমায় রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বা ক্ষমতায়ন একটি তুলনামূলক অনুচ্চারিত বিষয় ছিলো। কিন্তু, লিফট কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় বা দলিতদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মকাণ্ড রয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি স্পষ্টভাবেই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। কোভিড-১৯ এ সকল কাজ বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করেছে, কারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে মানুষের সমবেত হওয়া জরুরি হলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতার কারণে বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে তা সম্ভব নয়।

- দরিদ্রদের জন্য কর্মকাণ্ড গ্রহণে পিকেএসএফ যে সকল নীতিমালা গ্রহণ করেছে তা সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সহায়ক: যে সকল ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে দরিদ্র জনসাধারণের অভিগম্যতা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানে পিকেএসএফ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। সরকারি-বেসরকারি অনেক দফতরে এখনও স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং স্বাস্থ্য প্রতিপালনে নানা বিধি-নিষেধের কারণে এ সংক্রান্ত তৎপরতা পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

- পিকেএসএফ-এর অন্যতম কাজ দরিদ্র জনসাধারণের জন্য পরিষেবা পরিবেশনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহায়তা করা। এ সকল প্রতিষ্ঠানে দারিদ্র্য নিরসনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত তাদের কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করে বাস্তবায়নের মান বজায় রাখা এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করে। পিকেএসএফ-এর এ পরিবীক্ষণ দু' ধরনের: সরেজমিনে প্রত্যক্ষ ও কাগজপত্র বা অনলাইনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল বা পরোক্ষ পরিবীক্ষণ (অনেকে অনলাইন তদারকিকেও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে গণ্য করেন)। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দু'তিন মাস প্রত্যক্ষ পরিবীক্ষণ কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। তবে, এ সময় ভার্চুয়াল পরিবীক্ষণ চলমান থাকে। বিভিন্ন দফায় দেশব্যাপী সমগ্র দেশে বা আঞ্চলিকভাবে লক-ডাউন, শাট-ডাউন বা 'বন্ধ' বলবত করা হলে প্রত্যক্ষ পরিবীক্ষন সম্ভব হয় না।

(১১) অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ - অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

- বাছাইকৃত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন উপলক্ষ্যে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনা, জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ, সম্পদের নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তি ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান কর্মকাণ্ড কোভিড-১৯-এর কারণে ব্যাহত হয়।

- লিফট কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্র দলিত বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জমি ইজারা বা বন্ধকির জন্য অর্থায়ন মাঠ পর্যায়ে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে।

(১২) অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন - পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্রমশ অধিক হারে কোভিড-১৯ প্রবৃদ্ধি এলাকার পরিমাণ বাড়ছে। কোভিড-১৯-ও যেনো শহর-নগরে বা তার প্রান্ত ঘেঁষে উদ্‌গত ঐ সকল এলাকায় গ্রামাঞ্চলের থেকে বেশি সংক্রমণ ঘটিয়েছে। সম্ভবত এর কারণ জনবসতির ঘনত্ব। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের উদ্যোগ লক্ষিত কর্মকাণ্ড এ সকল এলাকায় বাস্তবায়িত হয়। সাধারণ ছুটিকালে সাধারণভাবে এসকল উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের সরবরাহ বা পরিবেশন বিঘ্নিত হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-এর দ্বিতীয় ঢেউ, তৃতীয় ঢেউ প্রথম ঢেউয়ের তুলনায় সকল অঞ্চলেই আঘাত হেনেছে বেশি।

- পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের একটি বড় এবং দ্রুত বর্ধনশীল খাত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত। ক্ষুদ্র উদ্যোগে যদিও অকৃষি খাতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এখনও কৃষি খাতের অবদান অনেক। সাধারণ ছুটির অবরুদ্ধ সময়ে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞার কারণে কৃষি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় নিবেশ (ইনপুটস) পরিবেশন প্রণালী ভেঙে পড়ে। বিপণন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়। এমনকি উৎপাদিত ফসল (যেমন, সিলেট অঞ্চলের ধান) আহরণ প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অভাবে মাঠ থেকে তুলে আনা কষ্টকর হয়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল আহরণকালীন বা আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়)-সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে, কৃষক অলাভজনকতার শিকার হয়। যার প্রভাব পড়ে তার প্রাত্যহিক খরচ, বিনিয়োগ, লেনদেন ইত্যাদিতে। যারা ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন করেছিলো তারা ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ে। দারিদ্র্যের দুষ্টগ্রহ তাদের উদ্যম থামিয়ে দেয়। সহযোগী সংস্থা এবং পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন এবং অর্থ পরিশোধ বা আদায় প্রণালীতেও এর প্রভাব দেখা যায়।

• কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী যে দু'টি খাতে সবচে' বেশি আঘাত হানে এবং বিপর্যস্ত করে ফেলে তা হলো পরিবহণ এবং পর্যটন খাত। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসারসহ নতুন নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টিকারী স্থনীয় পর্যটনশিল্পের টেকসই উন্নয়নে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যার উদ্দেশ্য মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দেশব্যাপী সহায়তাপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারী দরিদ্র খানাসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত স্থানীয় জাতের পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসারের জন্য পিকেএসএফ-এর অন্যতম কার্যক্রম রাজধানীতে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন মেলা। কোভিড-১৯ উক্ত মেলার আয়োজনের বাস্তবতা বিনষ্ট করেছে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রির একটি বড় সুযোগ ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছে।

(১৩) অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

• কৃষি ইউনিট-এর আওতায় জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সফলভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার এ কার্যক্রম সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।

• সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠক্রমে জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। কোভিড-১৯-এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা সকল পাঠের সাথে জলবায়ু সংক্রান্ত পাঠ থেকেও অনেকটা বঞ্চিত আছে।

(১৪) অভীষ্ট-১৪: জলজ জীবন - টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

• সামুদ্রিক অম্লায়নের ক্ষতিকর প্রভাব ইলিশ, রুই, কাঁকড়া বিভিন্ন জলজ প্রাণীর বংশ বিস্তার রোধ বা ধ্বংসের কারণ।

• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট কৃষি ও প্রাণিসম্পদ-এর সাথে জড়িত খামারিদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের মূল্যশৃঙ্খল ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে, আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ সকল কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে পুরোপুরি বন্ধ ছিলো। এখন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিথিলভাবে চলছে।

• মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ; অতি আহরণ, অবৈধ, গোপন, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির অবসানকল্পে পিকেএসএফ স্থানীয় বাসিন্দা, জেলে সম্প্রদায় এবং প্রশাসনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে। কোভিড-১৯ এর কারণে মৎস্য শিকারে নিয়োজিত তাদের অনেকে বেকার হওয়ার কারণে অনেকে ক্ষেত্রে অতি আহরণ এবং অবৈধ, গোপন, অনিয়ন্ত্রিত ও ক্ষতিকর আহরণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে। তখন তদারকি ব্যবস্থাও অনেকটা ভেঙে পড়ে।

পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, যদিও করোনার কারণে কৃষিখাতের (যার মধ্যে মৎস্য খাত অন্তর্ভুক্ত) উৎপাদন তেমন কমেনি, উৎপাদিত পণ্য (যেমন, ধৃত মৎস্য) পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ বা শিথিল থাকার কারণে বাজারজাত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনোভাবে বাজারজাত করা গেলেও প্রাপ্যমূল্য পাওয়া যায়নি।

• হাট-বাজার, মানব ও পরিবহণ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে জেলে থেকে সকল পর্যায়ে মূল্যশৃঙ্খল প্রক্রিয়া ভেঙে যায়। পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, যদিও করোনার কারণে কৃষিখাতের (যার মধ্যে মৎস্য খাত অন্তর্ভুক্ত) উৎপাদন তেমন কমেনি, উৎপাদিত পণ্য (যেমন, ধৃত মৎস্য) পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ বা শিথিল থাকার কারণে বাজারজাত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনোভাবে বাজারজাত করা গেলেও প্রাপ্যমূল্য পাওয়া যায় না। বিক্রয় হ্রাসের কারণগুলোর মধ্যে বাজারে ক্রেতার অভাব, হাটবাজার বন্ধ থাকা, পরিবহণ সংকট এবং বাজারজাতকরণে অসুবিধা তাৎপর্যপূর্ণ (রোবায়েত ও অন্যান্য ২০২০, পৃ:১০)।

(১৫) অভীষ্ট-১৫: স্থলজ জীবন - স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

• পায়রা, হালদা ও মেঘনাসহ বিভিন্ন নদীতে অনুকূল পরিবেশ বজায় রেখে এ সকল মাছ বা অন্য জলজ প্রাণী বিস্তারে গৃহীত কর্মকাণ্ডে সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ফলে, সম্পৃক্ত খাতে 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণার কাজটি ব্যাহত হয়।

• খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন এবং ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণ সহায়ক কাজ করার প্রত্যয়ে পিকেএসএফ-এর বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে কাজ করে। স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার আবশ্যকতা, মানব ও যানবাহণ চলাচলে উপর্যুপরি নিষেধাজ্ঞা জাতীয় পর্যায়ে এ সকল গোষ্ঠীভুক্ত কাজ থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহকে

বিরত থাকতে বাধ্য করছে; যদিও ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে কিছু কাজ চলমান। একদেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণে বারংবার নিষেধাজ্ঞা আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রেও এধরনের মোর্চার কর্মকান্ডও থেমে থাকে।

(১৬) অভীষ্ট-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

- আগেই বলা হয়েছে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী প্রতিদিন যে সমিতি বৈঠক হয় সেখানে অন্যতম আলোচ্য বিষয় থাকে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব শুরু হলে এ সকল আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকে না।

- প্রসপারিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম পর্বেই ১,২৫,০০০ জন নারীর সামাজিক অবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা এবং পরিবার ও সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্য স্থির করে কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম তাদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে পরিত্রাণে সহায়ক। কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকৃত সময় থেকে কিছুটা পিছিয়ে নিতে হওয়ায় তা নারীর ক্ষমতায়নের কাজটিকেও বিলম্বিত করে।

- প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পথশিশু, যৌনজীবীর সন্তানদের সুরক্ষাকল্পে সহযোগী সংস্থা পরিচালিত শিশু আশ্রম কার্যক্রমে অর্থায়ন এখনও শুরু করা হয়নি। কোভিড-১৯ কিছুটা হলেও এ বিলম্বের কারণ।

- পিকেএসএফ অংশগ্রহণকারী খানার শিশু, পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও গৃহকাজে নিযুক্ত শিশুসহ কার্যক্রমের আওতাধীন শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো তৎপরতার অবসানে সচেতনতা বৃদ্ধি, শাস্তির বিধি কার্যকর করার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু, কোভিড-১৯-এর কারণে সহযোগী সংস্থাকে এ সকল সহায়তা প্রদান করা যায়নি।

- সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এবং নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর আওতায় শিশুদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং পাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসানকল্পে কাজগুলো পুরোদমে বাস্তবায়ন করা যায়নি। নারী নির্যাতন রোধকল্পে প্রচারণার কর্মকাণ্ডও বন্ধ রয়েছে।

(১৭) অভীষ্ট-১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

- পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়নসহ অন্যান্য পরিষেবা যেমন, পরামর্শ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রচার ও বিস্তার ঘটানোর কাজ সাধারণ ছুটির সময়ে প্রায় বন্ধ থাকে।

- পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা-অংশগ্রহণকারী খানা এবং উন্নয়ন সহযোগী-সরকার-পিকেএসএফ উভয়বিধ প্রণালীতে পরিচালিত কর্মকাণ্ড সাধারণ ছুটির একদম প্রথম দিকে স্তিমিত হয়ে যায়। কোভিড-এর দ্বিতীয় ঢেউ-এ একই ঘটনা ঘটে। ২০২১ জুলাই-আগষ্ট কোভিড সাড়া দেশ ছেয়ে যাচ্ছে; সবকিছু বন্ধ করে দিচ্ছে।

পিকেএসএফ কোভিড-এর আসন্ন তীব্রতা এবং জনজীবনে এর প্রভাব বিবেচনা করতে সক্ষম হওয়ায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বৈশ্বিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে কোভিড সংকট উত্তরণে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে দেন-দরবার শুরু করে, মাঠ পর্যায়ে সীমিত পর্যায়ে কজের অনুমতি পায়, সরকারি প্রণোদনা গ্রহণ ও তার ব্যবহার শুরু করে, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্ভাবন এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট তার উপস্থাপন, আলোচনা এবং প্রকল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্যা-কবলিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সম্পদ পরিবেশন করে। এর মাধ্যমে পিকেএসএফ যেন উন্নয়ন সহযোগী-সরকার-শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (পিকেএসএফ)-প্রত্যক্ষ পরিবেশন প্রণালী (সহযোগী সংস্থা)-র সাথে দারিদ্র্য বা সংকটে নিপতিত জনগোষ্ঠীকে একটি বিস্তৃত বিনিসূতোর মালায় গ্রথিত করে বৈশ্বিক টেকসই অংশীদারিত্বের মহান চেতনা 'কাউকে ফেলে যাওয়া নয়'-এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে।

২.০ কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ তার দু' শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত অন্তর্জালের মাধ্যমে (প্রায় ১০,০০০ শাখা) এক কোটি ৪০ লক্ষাধিক পরিবারকে আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করছে। পিকেএসএফ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় উপযুক্ত কর্মসূচি ও উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে সব সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায়। কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। মার্চ ২০২০-এ দেশে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর সরকার ২৬ মার্চ-২০২০ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ সময়ে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। সাধারণ ছুটি ৩০মে ২০২০ পর্যন্ত প্রলম্বিত করা হয়, অর্থাৎ একটানা দীর্ঘ ৬৬ দিন

কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। বৈশ্বিক মহামারি সৃষ্ট অচলাবস্থায় দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘবে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী খানার নিকট হতে প্রাপ্য ঋণের কিস্তি আদায়ে নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। উল্লেখ্য, এমআরএ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঋণের কিস্তি আদায় না করতে এবং এ সময়ের প্রাপ্য ঋণের কিস্তি শ্রেণিকরণ না করার জন্য এ সকল অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করে। পিকেএসএফ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও জরুরি ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে পরামর্শ দেয়। নির্দেশনা মতে সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে (আহমদ কিউ.কে. ২০২১)।

সাধারণ ছুটির কারণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন কার্যক্রমসহ সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার কারণে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমেই ছয় মাসের তহবিল ঘাটতির পরিমাণ ১,৬০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন অনুমান করে তহবিল ঘাটতি পূরণে ১,৬০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগে অ-আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আরও ২০০ কোটি টাকা অনুদান সহায়তার জন্যও আবেদন করা হয়।

• সাধারণ ছুটির কারণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন কার্যক্রমসহ সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার কারণে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমেই ছ' মাসের তহবিল ঘাটতির পরিমাণ ১,৬০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন অনুমান করে তহবিল ঘাটতি পূরণে ১,৬০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগে অ-আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আরও ২০০ কোটি টাকা অনুদান সহায়তার জন্যও আবেদন করা হয়।

• কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত দুঃস্থদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একদিনের মূল বেতন 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল'-এ অনুদান হিসেবে প্রদানের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে প্রায় ৩.৩৫ কোটি (তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা পাওয়া যায়। উক্ত অর্থের সাথে পিকেএসএফ-এর 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' হতে প্রায় ৬৫.৪২ লক্ষ (পঁয়ষট্টি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা প্রদানপূর্বক মোট ৪.০০ (চার) কোটি টাকা 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল' এ প্রদানের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত হয়। ১০ মে ২০২০ তারিখে উক্ত অর্থের চেক হস্তান্তর করা হয়।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদানের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে ১০ মে ২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

- করোনা সংকটের কারণে সরকার নতুন একটি প্রণোদনা গুচ্ছের আওতায় ১৪ মে ২০২০ তারিখে প্রবাসী, কর্মহীন ও গ্রামের দরিদ্র মানুষকে ঋণ সহায়তা যোগাতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি করে মোট দুই হাজার কোটি টাকার তহবিল প্রদানের ঘোষণা করে।

- ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে পর্ষদ সভাপতি মহোদয় মাঠ পর্যায়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন। উক্ত সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১০০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীবৃন্দ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় নিজ নিজ সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন। কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সহায়তার জন্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং পিকেএসএফ হতে অর্থ সহায়তার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সভায় প্রস্তাব দেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোভিডের প্রভাবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরে ভাইরাস প্রতিরোধ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সংস্থাসমূহের ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

- এপ্রিল ২০২০-এ পিকেএসএফ-এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (এসএমটি)-এর দু'টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সভাটিতে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথেও আলোচনা হয়। উক্ত সভা দু'টিতে গৃহীত প্রস্তাবনাসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

  - সহযোগী সংস্থাসমূহের সকল চাকুরের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার অনুদানের অর্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পৌঁছে দেয়;

  - কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের দেশব্যাপী যে সুসংহত অন্তর্জাল প্রতিষ্ঠিত এবং সক্ষমতা রয়েছে তা সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি বা লকডাউন বা কর্মকাণ্ড শিথিলভাবে চলাকালে যাতে সহযোগী সংস্থাসমূহের কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি হয় সে বিষয় উদ্যোগ গ্রহণ;

  - সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম বন্ধ থাকার ফলে এ খাতের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী এবং দেশের অতিদরিদ্র জনগণ তীব্রভাবে অর্থনৈতিক

সংকটের মুখে পড়ে। অনেক সংস্থা তারল্য সংকটের কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এক্ষেত্রে চলমান সাধারণ ছুটির সময়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে কোভিড-১৯-এর স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধিমালা প্রতিপালন করে সীমিত আকারে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চালু করতে পারে, সে ব্যাপারে সরকারের সাথে পিকেএসএফ-এর দ্রুত আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ, যাতে সরকারের পক্ষ হতে একটি পরিপত্র জারি করার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি;

- বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার ও অন্যান্য উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ;

- পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জেলা প্রশাসকবৃন্দ বরাবর কোভিড প্রতিরোধে সরকারের পাশে থেকে সহযোগী সংস্থাদের স্বাস্থ্যসেবাসহ, জরুরি ত্রাণ সহায়তা ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে প্রশাসনিক সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রদান যাতে সহযোগী সংস্থাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়;

- সরকার দরিদ্র মানুষের জন্য রেশন কার্ড চালু করা, কৃষি খাতে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সরকারের পাশাপাশি এনজিও (স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান)-কে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এ একটি হটলাইন চালু করা যাতে সহযোগী সংস্থাসমূহ সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সমাধানকল্পে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা পাওয়া সহজ হয়; এবং

- গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কুটির শিল্প খাতে সরকারের প্রণোদনা কার্যক্রমে যাতে সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় সে বিষয়ে ভূমিকা পালন।

- পিকেএসএফ-এর কর্মপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ও বিস্তারিত নজরদারি করে যথাযথভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন করা। কোভিড-১৯ সংক্রমণ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি, অন্যান্য বিধি-নিষেধ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিলে তা উত্তরণের উপায় হিসেবে পিকেএসএফ ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম বেছে নেয়। উল্লেখ্য, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে এই ভার্চুয়াল তদারকি

প্রথম বারের মতো কার্যকর করা হয়। ২০২০ জুলাই মাসে তিনটি অনলাইন সভার মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাদেরকে ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনাসহ করোনাকালীন স্বাস্থসেবা প্রদান বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মসূচি ও প্রকল্পের কর্মকাণ্ডেও ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের ব্যবহার শুরু হয়।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি, অন্যান্য বিধি-নিষেধ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিলে তা উত্তরণের উপায় হিসেবে পিকেএসএফ ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম বেছে নেয়। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচিতে এই ভার্চুয়াল তদারকি প্রথমবারের মতো কার্যকর করা হয়।

• ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বৈচিত্র্যময় আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের তদারকি শুরু হয়। জুন মাস থেকে আস্তে আস্তে কার্যক্রমসমূহ শুরু হওয়ার পরও অবস্থার উন্নতি হতে সময় লাগে এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষেত্র তৈরি হয়। সাধারণ ছুটির আওতায় ৬৬ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকা যেন সব কিছু থামিয়ে দেয়। সেজন্য মাঠ পর্যায়ে তদারকি শুরু করা হয় এবং তদারকির মান কোভিড-১৯ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা মাঠ পর্যবেক্ষণে সফর শুরু করেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার পর আবার মাঠ পরিদর্শন স্থগিত করা হয়। তবে অনলাইনে তদারকি জোরদার করা হয়। দেশব্যাপী কোভিড পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে মাঠ পরিদর্শন আবার শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তৃতীয় ঢেউ মহীরুহ হয়ে উঠলে সব আবার যেন থমকে যায়।

• অনলাইন সংস্থাগুলোর ঋণ কার্যক্রমের সফটওয়্যার হতে তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি সংস্থাগুলোর সাথে অনলাইনে ঋণ কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। চারটি মৌলিক বিষয়ের দিকে পরোক্ষ তদারকি (অফ-সাইট মনিটরিং) পরিচালনা করা হয়। চলতি ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাঠ কর্মকর্তাসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা, প্রধান কার্যালয়ের পক্ষ হতে সংস্থার মাঠ পর্যায়ে অনলাইনে/সফটওয়্যারের মাধ্যমে তদারকি বাড়ানো, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ঝুঁকি এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান (ব্যবস্থাপনার নির্দেশনার আলোকে); শাখা হতে সমিতি/সদস্য পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের আর্থিক অবস্থা আরো সঠিকভাবে যাচাই করা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অটোমেশনের ওপর নির্ভর করে এ তদারকি করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় যেমন - কার্যক্রম শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংস্থার ঋণগ্রহিতাদের সাথে মোবাইল ফোনে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ঋণ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া, সংস্থার শাখা অফিস হতে দূরের ঋণগ্রহিতা যাচাইকালে সর্বোচ্চ এক মিনিটের ভিডিও-ক্লিপ করে তা দাপ্তরিকভাবে সংরক্ষণ করা,

পিকেএসএফ হতে সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং সংস্থার তথ্য ভাণ্ডারের তথ্যাদি সঠিকতা যাচাই করা (পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০২১)।

• ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার a2i (অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ই-নথির বাস্তবায়ন সরকারি কার্যক্রমে যেমন কাগজের ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে এনেছে, এর ফলে কার্যক্রমসমূহ অধিকতর স্বচ্ছ এবং গতিশীল হচ্ছে। সরকারের সহযোগী পিকেএসএফ ই-নথি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। কোভিড-১৯ কালে বৈদ্যুতিন নথি (ই-নোট বা ই-নথি)-র উপযোগিতা প্রবলভাবে অনুভূত হওয়ায় পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ সার্বিক ব্যবস্থাপনিক কার্যক্রমে এর ব্যবহার শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সকল কর্মকর্তাকে ই-নথি ব্যবহার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রায় সকল কর্মকর্তা ই-নথির অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স সফলতার সাথে সম্পন্ন করে সনদ অর্জন করেছেন।

পিকেএসএফ-এর মূলধারার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয় কার্যক্রম বিভাগের প্রধান চারটি খাতের আওতায়: সামষ্টিক উন্নয়ন (সমৃদ্ধি), ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কৃষি এবং অতিদরিদ্র (অরক্ষিত)-দের জন্য কার্যক্রম। এ সকল প্রণালীতে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন প্রয়োজন।

(১) সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড

• সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্ম-এলাকায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এপ্রিল ২০২০-এ সমৃদ্ধি ইউনিটভুক্ত ১১৫টি সহযোগী সংস্থার ২০২ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারীর সাথে অনলাইনে তিনটি ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। সভায় প্রতিটি ইউনিয়নে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো, সচেতনতামূলক প্রচারণাপত্র বিতরণ, মাইকে প্রচারণা, ব্যানার ও ফেস্টুনের মাধ্যমে প্রচারণা, ত্রাণ ও মুখোশ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

• সমৃদ্ধি ইউনিট হতে একটি করোনাকালীন কার্যক্রম পরিচালনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করে ১১৫টি সহযোগী সংস্থায় পাঠানো, যার আলোকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

• কোভিড পরিস্থিতিতে কর্মসূচিভুক্ত ৫১টি ইউনিয়নে চলমান ডিজিটাল হেল্‌থ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি ডিজিটাল হেল্‌থ কার্যক্রমে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সিএমইডি হেল্‌থ লিমিটেড এবং সহযোগী সংস্থার সাথে জুলাই ২০২০-এ তিনটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠান। এ সকল সভায় ডিজিটাল হেল্‌থ কার্যক্রম পরিচালনাসহ

করোনকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তার এবং সেবাগ্রহিতাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার ক্রয় করার জন্য সকল সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান।

• মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশনা মেনে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রসমূহ ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে বন্ধ রাখা হলেও শিক্ষক এবং সংস্থার কর্মকর্তাগণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে পড়ালেখার তদারকি অব্যাহত রাখা। স্থানীয় প্রশাসনের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করে প্রথমে ১৬টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু করা এবং ক্রমশ সকল কেন্দ্র চালু করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া।

• সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে কোভিড-১৯-এর কারণে মার্চ-আগস্ট ২০২০ সময়ে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র (স্যাটেলাইট ক্লিনিক), স্বাস্থ্যশিবির এবং চক্ষুশিবির আয়োজন স্থগিত থাকলেও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পরিদর্শকগণ কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত খানা পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

• মার্চ থেকে আগস্ট ২০২০ সময়ে স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র (স্ট্যাটিক ক্লিনিক), ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্র, চক্ষু শিবির কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও পরে তা শুরু করা।

• স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৩৭০ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে সাতটি ব্যাচে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ের ওপর দু'দিনব্যাপী ভার্চুয়াল প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ট্রেনিং ফর দ্যা ট্রেইনার্স) প্রদান।

• 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমটির আওতায় ২.৫ লাখ যুব সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এলাকার জনগণের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মুখোশ, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার ইত্যাদি বিতরণ করেছে। এই সকল স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজে ২০২টি ইউনিয়নের যুব সদস্যগণ নিজস্ব উদ্যোগে স্থানীয় মানুষের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্রায় ছ' কোটি টাকার ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে (১৪ জানুয়ারি, ২০২১ পিকেএসএফ ওয়েবিনার)। এ সকল কাজের অনেকটা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

• প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচিত ১০০ জন প্রবীণকে (যারা এখনও সরকারি প্রবীণ ভাতা পান না) মাসিক পাঁচশ' টাকা করে পরিপোষক ভাতা, সরকারি ভাতা না-পাওয়া প্রবীণদেরকে পরিপোষক ভাতা এবং মৃত প্রবীণদের সৎকারের জন্যে এককালীন প্রতি পরিবারকে দু' হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

- সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে করোনাকালীন স্বাস্থসেবা প্রদান বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং মহামারি পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(২) ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড

- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ও জীবনযাত্রার ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব বিষয়ে ধারণা নিতে পেইস প্রকল্পের আওতাধীন মূল্য শৃঙ্খল উপ-প্রকল্পে সম্পৃক্ত ২৩টি জেলার ২৫টি সংস্থার ১৬০ জন উদ্যোক্তাদের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত অনানুষ্ঠানিক জরিপে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে আসে:

(ক) জরিপের আওতাভুক্ত ১৬০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১৫৯ জনই মনে করেন কোভিড-১৯-এর কারণে তাদের পণ্য/সেবার বিক্রয় বিঘ্নিত হয়েছে। দেশী মুরগি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত শুধু একজন নারী উদ্যোক্তা জানান কোভিড তার পণ্যের বিক্রয়কে প্রভাবিত করেনি।

(খ) ব্যবসায়ীদের বিক্রয় হ্রাসের কারণ হিসেবে: ৮৪ জন উদ্যোক্তা (৫৩ শতাংশ) বাজারে ক্রেতার অভাব, ৭৮ জন উদ্যোক্তা (৪৯ শতাংশ) হাটবাজার পরিপূর্ণভাবে চালু না থাকা, ৬১ জন উদ্যোক্তা (৩৮ শতাংশ) পরিবহণ সংকট (শিথিল যানবাহন চলাচল) এবং ৫৪ জন উদ্যোক্তা (৩৪ শতাংশ) বাজারজাতকরণে অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন।

উদ্যোগ-কার্যক্রম ও জীবনযাত্রা চলমান রাখতে উদ্যোক্তারা কোভিড সংকটকালে যে সকল কাজ করছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন তা হলো: উদ্যোগ সংকোচন ৭২ জন (৪৫ শতাংশ), সঞ্চয় থেকে খরচ ৭২ জন (৪৫ শতাংশ), ঋণ গ্রহণ ৬৩ জন (৩৯ শতাংশ) ও স্বল্প লাভে পণ্য বিক্রয় ৩৭ জন (২৩ শতাংশ)।

(গ) উদ্যোগ-কার্যক্রম ও জীবনযাত্রা চলমান রাখতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কোভিড সংকটকালে যে সকল কাজ করছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন তা হলো: ৭২ জন (৪৫ শতাংশ) উদ্যোগ সংকোচন করেন, ৭২ জন (৪৫ শতাংশ) সঞ্চয় থেকে খরচ করেন, ৬৩ জন (৩৯ শতাংশ) ঋণ গ্রহণ করেন এবং ৩৭ জন (২৩ শতাংশ) স্বল্প লাভে পণ্য বিক্রয় করেন। এছাড়া উদ্যোক্তাগণ বিকল্প ব্যবসা/কাজ, কৃষিকাজ, সম্পদ বিক্রয়, সম্পদ বন্ধক ও বৈদ্যুতিক বাণিজ্য (ই-কমার্স)–এর মাধ্যমে বিক্রয়ের চেষ্টার কথা জানান।

(ঘ) কোভিড সংকট উত্তরণে উদ্যোক্তাগণ ছ'টি মুখ্য চাহিদার কথা জানান: ৯৯ জন (৬২ শতাংশ) আর্থিক প্রণোদনা; ৯৮ জন (৬১ শতাংশ) অনলাইনে কিংবা স্থানীয়ভাবে বিকল্প বাজার ব্যবস্থা ও যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ৮৪ জন (৫৩ শতাংশ) নমনীয় বা

সহজিয়া ঋণের কথা বলেছেন। কেউ কেউ প্রয়োজনীয় পরামর্শ, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও গৃহীত ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির কথাও বলেন।

উপরিউক্ত বাস্তবতায় মাঠে ক্ষুদ্রউদ্যোগে সহায়তা চলমান রাখা এবং তার উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

- এসইপি প্রকল্পের আওতায় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি সচেতনতা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট এতৎসংক্রান্ত বিধিমালা প্রেরণ করা হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং মাইকে প্রচারণা, হাত ধৌতকরণ বুথ স্থাপন এবং গণপ্রাঙ্গণকে দূষিত না করা ইত্যাদি বিষয় উক্ত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

- এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমেই কোভিড-১৯ হতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জরুরি সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এছাড়া সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সরাসরি ও অনলাইনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন কারিগরি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, প্রকল্পের সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বাণিজ্য মঞ্চ (ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম)-এর সাথে সংযোগ স্থাপনেও সহায়তা প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র পোশাকশিল্প (মিনি গার্মেন্টস) উপ-খাতের অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রকল্প কর্মিবাহিনীর কারিগরি সহায়তায় মুখোশ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণ, অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডভিত্তিক কোভিড-১৯ নিরাপত্তা প্রটোকল প্রতিপালন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নে সাধারণ সেবা কেন্দ্র (কমন সার্ভিস সেন্টার) স্থাপন, পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি সহায়তা ও আর্থিক সেবা ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হয়।

- একটি নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সহযোগী সংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

- কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক খাতসমূহের পুনরুদ্ধারে সরকার বিশেষ প্রণোদনা গুচ্ছ (প্যাকেজ) ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনায় কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসাকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। কুটির ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো তখনও প্রণোদনা পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর অপর এক প্রণোদনা গুচ্ছের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিল দিয়ে পিকেএসএফ কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা; প্রশিক্ষিত তরুন ও বেকার যুব এবং দেশে ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জীবিকা পুনর্বাসন ঋণ (লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন - এলআরএল) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

• দেশব্যাপী কোভিডজনিত সাধারণ ছুটির ফলে উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রায় বন্ধ থাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ প্রেক্ষিতে, তিনটি প্রকল্পের আওতায় নতুন করে মোট ২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রকল্প তিনটি হলো- পেইস, এসইপি এবং এমডিপি। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কার্যক্রম চলমান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুদান সহায়তা, প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে পুনরায় ব্যবসা চালু করার জন্য চলতি মূলধনসহ সাধারণ অগ্রসর ঋণ সরবরাহ, উদ্যোগে কর্মরত লোকবলকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ ও তাঁদের আর্থিক সহায়তাসহ সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে এই অর্থ ব্যয় হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। এ অর্থায়নের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত একটি প্রণোদনা গুচ্ছের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিল দিয়ে পিকেএসএফ কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা; প্রশিক্ষিত তরুন ও বেকার যুব এবং দেশে ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জীবিকা পুনর্বাসন ঋণ (লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন - এলআরএল) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

• পেইস প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০-এ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের শেষ বছরের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ দু' বছর বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করতে ও এগিয়ে নিতে আরও ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য সরকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইফাদ)-কে অনুরোধ জানানো হলে প্রতিষ্ঠানটি তাতে সম্মত হয়ে একটি অতিরিক্ত অর্থায়ন মিশন (এডিশনাল ফাইন্যান্সিং মিশন) পরিচালনা করে। মিশন প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত অর্থায়নের সুপারিশ করলে ইফাদ-এর বোর্ড সভায় তা অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে প্রকল্প কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে মাঠ পর্যায়ে সংক্রমণের প্রভাব প্রতিনিয়ত অবহিত হয়ে অনলাইনে দিক-নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত ছিলো।

• কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিপণনের জন্য ডিজিটাল বাণিজ্য সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চাল ডাল ডট কম, অর্গানিক অনলাইন বিডি, ইত্যাদি ডট কম, বগুড়া হোম মার্টসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিন বাণিজ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে এ সময়ে পণ্য বণ্টন ও বিপণন প্রক্রিয়া চালু রাখার প্রয়াস নেয়া হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের

মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে উপযুক্ত আর্থিক সেবা দিতে মোবাইল ব্যাংকিং সম্প্রসারণের কর্মকাণ্ডও চলতে থাকে।

• কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। একদিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে উপযুক্ত সুরক্ষা সামগ্রী নেই এবং অন্যদিকে ব্যবসা পুনরায় চালু করতে চলতি মূলধন সংকটের কারণে উদ্যোক্তাগণ সমস্যায় পড়েন। এ প্রেক্ষিতে, অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে আবার ব্যবসা চালু করতে পারেন সেজন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সেবামূল্যে চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য ঋণ হিসেবে মোট ৫৫০ কোটি টাকা এবং উদ্যোগে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা সামগ্রী ও জীবন-জীবিকার জন্য অর্থ সহায়তা, সহযোগী সংস্থাকে সুদ-ভর্তুকি প্রদানসহ সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থাপনিক ব্যয় বাবদ অনুদান হিসেবে মোট ৩০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ৮৫০ কোটি টাকা (প্রায় ১০৫.০ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দের জন্য বিশ্বব্যাংক-কে অনুরোধ করতে সরকারি পর্যায়ে চিঠি পাঠানো হয়।

• এমডিপি প্রকল্পটির আওতায় বরাদ্দকৃত সমুদয় তহবিলের ব্যবহার সম্পন্ন হওয়ায় কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় উদ্যোক্তাদের অব্যাহত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এডিবি হতে অতিরিক্ত ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন প্রাপ্তি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। মূলত অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় বৈশ্বিক মহামারিকালেও মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সেবা প্রদান অব্যাহত থাকে। কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূলধনী খরচ কমাতে এ প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের ওপর সেবামূল্যের হার এমআরএ কর্তৃক নির্ধারিত শতকরা ২৪ থেকে শতকরা ১৮-এ নামিয়ে আনা হয়।

• অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উচ্চমূল্যমানের কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ সকল উদ্যোক্তাদের জীবনমান উন্নয়নে ইফাদের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০২০ হতে রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। দেশব্যাপী কোভিড সংক্রমনের মধ্যেই প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান শুরু হয়। এ প্রকল্পের প্রথম সুপারভিশন মিশন প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যাদির অগ্রগতিতে মিশন সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত ৪.৪৫ লক্ষ ব্যক্তি সরাসরি উপকৃত হবেন।

• আগেই বলা হয়েছে, ২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরম্যাল সেক্টর (রেইজ) নামে একটি প্রকল্প

বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য রেইজপ্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, মোট ২৫২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক ১৫০.০ মিলিয়ন ডলার ও পিকেএসএফ ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সমান্তরালভাবে আরো ২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংস্থান করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরম্যাল সেক্টর (রেইজ) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য রেইজপ্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, মোট ২৫২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক ১৫০.০ মিলিয়ন ডলার ও পিকেএসএফ ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সমান্তরালভাবে আরো ২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংস্থান করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

• বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) ২০২১ হতে ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। প্রকল্পটি ১৮টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে যার আওতায় ঋণ প্রদান করে সুপেয় পানি প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরিতে সহায়তা করা হবে। ফলে ১০ লক্ষ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারে পানি সরবরাহ করা যাবে।

• কুটির, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোগ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলটি পিকেএসএফ অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এই বিবেচনায় এ তহবিলের একটি বড় অংশ পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিতরণের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের নিকট পিকেএসএফ থেকে প্রস্তাব করা হয়। সিএমএসএমই খাতের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ কুটির ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং এ রকম অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত ঋণের বৃহদাংশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব রাখা হয়।

• কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবারসমূহ সীপ প্রকল্প হতে ৫,০০০ টাকা করে প্রদানে সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় ১,৯৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত প্রশিক্ষণসমূহ সাধারণ ছুটিতে স্থগিত রাখা হলেও ছুটি পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা শুরু করা হয়।

(৩) কৃষি খাতের আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড

• কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ এবং কেজিএফ প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে অনেকগুলো ভার্চুয়াল সভা করা হয় যেখানে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

• ভার্চুয়াল সভাসমূহে কোভিড পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

• মাঠ পরিদর্শনের পরিবর্তে পরোক্ষ তদারকির (অফসাইট মনিটরিং) অংশ হিসেবে নিয়মিত টিমএইউ এবং ফিশারিজ টেকনোলজি শেয়ারিং প্লাটফর্ম শীর্ষক ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত আপডেট ও ছবি পরিবীক্ষণ, মুঠো ফোনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ, সংস্থার কর্মকর্তাগণের সঙ্গে ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ এবং সংস্থা থেকে নির্দিষ্ট ছকে তথ্য গ্রহণ ও তা বিশ্লেষণ ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয়।

(৪) অতিদরিদ্র পরিষেবা খাতের আওতায় গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড

• প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০ হাজার অতিদরিদ্র খানায় জরুরি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১০টি জেলার যে ১৭টি ইউনিয়নে প্রকল্পটির কর্মকাণ্ড পরীক্ষমূলকভাবে চলছিলো সেখানে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

• মহামারির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রাখতে এবং কর্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে একটি শক্তিশালী ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

• প্রসপারিটি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে সচেতন করে তুলতে একটি কোভিড-১৯ প্রটোকলও তৈরি করা হয়। এই প্রটোকলটি প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কর্মসম্পাদনে কঠোরভাবে মানা হয়।

• করোনার মধ্যেই উপকূল এলাকায় সাইক্লোন আম্পান আঘাত হানলে প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অতিদরিদ্র খানাগুলোতে জুন ২০২০ থেকে বিনামূল্যে সুপেয়

পানি বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাভুক্ত গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়নে ৬৩,৭৬২টি অতিদরিদ্র খানায় ৭,১৩,৫০০ লিটার সুপেয় পানি বিতরণ করা হয়।

করোনার মধ্যেই উপকূল এলাকায় সাইক্লোন আম্পান আঘাত হানলে প্রসপারিটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অতিদরিদ্র খানাগুলোতে জুন ২০২০ থেকে বিনামূল্যে সুপেয় পানি বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাভুক্ত গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়নে ৬৩,৭৬২টি অতিদরিদ্র খানায় ৭,১৩,৫০০ লিটার সুপেয় পানি বিতরণ করা হয়।

এছাড়া, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এবং নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় পিকেএসএফ কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন ও সম্প্রচারে সহযোগিতা প্রদান করে। মহামারির প্রেক্ষাপটে এ ইউনিট কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারে প্রাধান্য দেয়া।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-এর টিকা আবিষ্কারের পরে এর বিতরণ ও পরিবেশন চলছে। বাংলাদেশও টিকা সংগ্রহ করেছে। একজন সেবিকার দেহে টিকা প্রয়োগ করে টিকাদান কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং প্রবল উৎসাহের সাথে দেশব্যাপী মানুষ টিকা গ্রহণ করছিলো। যদিও হঠাৎ ভারত টিকার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায় থমকে যায়। বর্তমানে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া থেকে সীমিত পরিমাণ টিকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগস্ট নাগাদ আবার গণহারে টিকা প্রদান সম্ভব হতে পারে।

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার মাঠ-সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ কোভিডকালীন জীবিকা সমুন্নত রাখার যুদ্ধে সম্মুখ সারির যোদ্ধা। সমগ্র বিশ্বে কোভিড-১৯-এর ঢেউ বারে বারে আসবে বলে মনে হচ্ছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের মাঠ সম্পৃক্ত জনবলের জন্য শতভাগ যাতে টিকা গ্রহণ করে সে বিষয়ে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে পারে।

৩.০ সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯ এর প্রভাব

সহযোগী সংস্থা দারিদ্র্য এবং অতিদারিদ্র্য বিলোপের জন্য পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ওপরের কর্মকাণ্ড এবং সাথে সাথে অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের যে সকল কর্মসূচি, কার্যক্রম বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সে সকল কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন কোভিড-১৯ এর কারণে বিঘ্নিত হয়। অংশগ্রহণকারী দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র খানাসমূহ এ সকল কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্প থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা এবং তাদের সংগঠিতঅংশগ্রহণকারীরা পিকেএসএফ কার্যক্রমের বাইরের কার্যক্রমে আরো বেশি ভোগান্তিতে পরে। কারণ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে পিকেএসএফ-এর যথাযথ

পদক্ষেপের ফলে সরকার পিকেএসএফসহ সহযোগী সংস্থাসমূহকে শিথিলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়। এ অনুমতি সহযোগী সংস্থাসমূহ অন্য যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় কাজ করে তারা তখনও পায়নি। ফলে কোভিড-১৯-এর প্রভাব সহযোগী সংস্থার পিকেএসএফ বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে অধিকতর পড়ার কথা।

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, কোভিড-১৯-এর কারণে দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত। সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডে কোভিড-১৯-এর প্রভাবের ওপর সমৃদ্ধি কর্মসূচি, পেইস এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু, সহযোগী সংস্থার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব বা সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাবের কারণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার ওপর কোনো সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। তাই সহযোগী সংস্থাসমূহের মূল কার্যক্রম ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে কোভিড-১৯ প্রভাব সম্বন্ধে যতোটুক জানা গিয়েছে তার ভিত্তিতেই অনেকটা তাদের সমগ্র কার্যক্রমে কোভিড-১৯-এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ঘটলে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে মহামারি সৃষ্ট অচলাবস্থায় দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের কষ্ট লাঘবে সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে প্রাপ্য ঋণের কিস্তি আদায়ে নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করে। উল্লেখ্য, এমআরএ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঋণের কিস্তি আদায় না করতে এবং এ সময়ের প্রাপ্য ঋণের কিস্তি শ্রেণিকরণ না করার জন্য সকল অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করেছিলো।

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ঘটলে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে মহামারি সৃষ্ট অচলাবস্থায় দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের কষ্ট লাঘবে সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারীদের নিকট হতে প্রাপ্য ঋণের কিস্তি আদায়ে নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারী দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র খানায় ইতোমধ্যে চলমান আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অর্থ পরিষেবা প্রদান করে তাদের দারিদ্র্য নিরসন। চতুর্দিকে বন্ধ বন্ধ ভাব বা অচলাবস্থার কারণে অথবা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে মানুষ ঘরের বাইরে যায় না, ঘরের বাইরে গেলেও স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে কোনো কাজ নিয়ে ওখানে টিকে থাকার সাহস হয় না। বাজারে ব্যবসার চেষ্টা করেও লাভ নেই; ক্রেতার অভাব। যারা কিনবে তাদের হাতে অর্থ নেই। ব্যয় সাশ্রয়ের চেষ্টায় বা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে খুব কম ক্রেতাই বাজারে আসে। ব্যবসা হয় না, হাতে অর্থ আসে না। অল্প বিক্রি, অল্প আয় হয়। সংকুচিত অর্থাগমন বা ক্ষেত্র বিশেষে আয়হীনতার কারণে পারিবারিক ভোগব্যয় সংকুলান কঠিন হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে হাত ধৌতকরণ, মুখোশ,

দস্তানা ইত্যাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, যা আগে ছিলো না বললেই চলে। আয় প্রবাহ বন্ধ। ভোগ ব্যয়ে অর্থ চলে যাওয়ায় ব্যবসার পুঁজিতে টান পরে। সম্পদ সৃষ্টির প্রথম সোপান সঞ্চয় করা বা সঞ্চয় বৃদ্ধি করার সুযোগ থাকে না। যদিওবা কোনো সঞ্চয় থেকে থাকে, ব্যবসা মন্দার কারণে তা বিনিয়োগ বা পুনর্বিনিয়োগের সাহস থাকে না। বিনিয়োগ হ্রাসে ব্যবসা সংকুচিত হয়। ফলত লাভ, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সবই কমতে থাকে। ইউরোপে প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষুদ্র অর্থপরিষেবা গ্রহণকারীর ব্যবসা বন্ধ করার তথ্য জানা যায়। বিশেষ করে রাস্তা বা ফুটপাথে ব্যবসা, জলখাবারের দোকান, নরসুন্দরের দোকান, কেতাদুরস্ত প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জার দোকান ইত্যাদি ব্যবসায় সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপরেই ক্ষতির শিকার হয় দোকান, বেচাকেনা, পরিবহণ ইত্যাদি ব্যবসার কর্মকাণ্ড (দাব্রস্কা, কে ও অন্যান্য ২০২০, পৃ: ৬)। বাংলাদেশের চিত্রও একই। নারী চালায় এমন (ফিমেল হেডেড) অনেক খানার আয়ের উৎস ছোট বিউটি পার্লার বা অঙ্গসজ্জার দোকান বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী খানার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বন্ধ হওয়ায় অনেকে এতোদিনের পেশা বদল করতে বাধ্য হয়। আবার পরিবর্তিত পেশার অধিকাংশই হয় কায়িক শ্রমনির্ভর; অনিরাপদ, অরক্ষিত। শহুরে অংশগ্রহণকারীদের যারা ছোট ব্যবসা করতো বা ছোট প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতো তারা কর্মসংস্থান হারিয়ে নিজ গ্রামে অভিবাসনে বাধ্য হয় (সাহা সুস্মিতা ২০২০; পৃ: ১)। খুব কম অংশগ্রহণকারী খানাই এ সময় তাদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লাভজনকতার মধ্যে থাকে (দাব্রস্কা, কে ও অন্যান্য ২০২০, পৃ: ৩)। অন্যদিকে, বহুদিন যাবৎ ঋণ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অবস্থানের কারণে হয়তো আগে থেকেই খানাটির কোনো ঋণ চলমান আছে। যদি প্রথাগত উৎস থেকে এ ঋণ এসে থাকে, তবে তা সরকারি প্রজ্ঞাপনের কারণে পরিশোধে সময় পেয়েছে। কিন্তু যদি অপ্রথাগত উৎস - মহাজন (বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি, সনাতন মহাজন)-এর নিকট থেকে ঐ ঋণ গ্রহণ করে থাকে তবে তার জন্য তাকে বিপদে পড়তে হয়েছে, ইজ্জতহানির মতো ঘটনা ঘটেছে। ক্ষুদ্র অর্থায়নের আওতায় আসতে পারে এমন নতুন উদ্যোক্তার সংখ্যা কোভিড-১৯-এর কারণে ৪৫ শতাংশ এবং ঐ সকল উদ্যোগের ক্রেতার সংখ্যা ৫৩ শতাংশের মতো হ্রাস পায় (সাহা সুস্মিতা ২০২০; পৃ: ১)। ফলে, সহযোগী সংস্থা সম্পদ নিয়ে অপেক্ষা করে, অংশগ্রহণকারী খানা ঋণ নিতে আসে না। তারা নৈমিত্তিক সঞ্চয় জমা করে না। তারা নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে না। সমীক্ষায় দেখা যায়, কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় সংস্থাগুলো যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক টেকসহিতার ভিত গড়ে তুলেছে তা কোনোভাবে টিকিয়ে রাখলেও কেউ কেউ তীব্র প্রয়োজনের সময় অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের অর্থের চাহিদা পূরণ করেনি। এর কারণ দু'টি: (ক) এ চাহিদা ঋণের নয়, অনেকটাই অনুদানের এবং (খ) অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে তারল্যের অভাব বা বিনিয়োগে সাহসের অভাব। এটা যেন অনেকটা তাদের দারিদ্র্য নিরসন ব্রত থেকে সরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি (দাব্রস্কাকে ও অন্যান্য ২০২০, পৃ: ৩)।

একদিকে মাঠে ঋণ বিতরণ বন্ধ, আদায় বন্ধ; অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাকে অর্থ যোগানদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবামূল্যসহ ঋণের কিস্তির অর্থ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা। তাদের জন্য এটি শাঁখের করাত হয়ে উঠে। সংস্থার প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় একই থাকে। সংস্থার ভিত নড়ে যায়। অনেক সংস্থার পক্ষে চাকুরেদের বেতনাদি দেয়া কষ্টকর হয়। কেউ চাকুরেদের প্রতিশ্রুত বেতন বহির্ভূত সুবিধা বৃদ্ধি থেকে বিরত থাকে। কেউ চাকুরেদের সুবিধাদি কর্তনের অদৃশ্য ঘটনা ঘটায়। তবে, কোনো স্থায়ী চাকুরের চাকুরিচ্যুতির ঘটনা জানা যায়নি। প্রকল্পের আওতায় মেয়াদি বা খণ্ডকালীন চাকুরেদের বাদ দেয়ার ঘটনা ঘটেছে, লোকবল ছাটাই করার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টাও হয়েছে। অদক্ষতার (অহেতুকও হতে পারে) অজুহাতে 'কারণ দর্শাও' পত্র জারি বেড়েছে। চাকুরেদের ধরে রাখার থেকে বাদ দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সাময়িকভাবে হলেও। যে পরামর্শকবৃন্দ নিয়োগ পেতে যাচ্ছিলেন এ সকল সংস্থায় পেশাদার সে সকল পরামর্শকের নিয়োগ বাতিলের নজির রয়েছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে এ প্রবণতা আর কখনও এভাবে দেখা যায়নি।

সংস্থাগুলো যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে অর্থায়নকারীদের তহবিল ফেরৎ প্রদান, ঝুঁকি মোকাবেলায় (অর্জিত) সম্পদের অপ্রতুলতা, তারল্য সংকট, দ্রব্যাদি এবং উপকরণ বাবদ অধিকতর ব্যয়, পোর্টফোলিও স্থিতি কমে যাওয়া এবং ঝুঁকিতে থাকা স্থিতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষাকৃত কম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় বা সমস্যার সম্মুখীন হলে সহজে তা কাটিয়ে ওঠে (ফাউন্ডেশন গ্রামীণ এ্যান্ড ক্রেডিট এগ্রিকোল ২০২০; পৃ: ১)।

এ সংকটকালেও কোনো সহযোগী সংস্থা তার কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়নি। এটা সংস্থাগুলোর ঝুঁকি মোকাবেলা প্রস্তুতি ও তাদের অভন্তরীণ কার্যকরণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোয় অভিযোজন সামর্থ্যের পরিচায়ক। ঝুঁকি মোকাবেলা প্রস্তুতি এবং তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যকরণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোয় অভিযোজন ক্ষমতার দিক থেকে ছোট, মাঝারি এবং বড় সংস্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকায় কোভিড-১৯-এর কারণে তারা যে অসুবিধাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তাতেও পার্থক্য দেখা যায়। সংস্থাগুলো যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে অর্থায়নকারীদের তহবিল ফেরৎ প্রদান, ঝুঁকি মোকাবেলায় (অর্জিত) সম্পদের অপ্রতুলতা, তারল্য সংকট, দ্রব্যাদি এবং উপকরণ বাবদ অধিকতর ব্যয়, পোর্টফলিও স্থিতি কমে যাওয়া এবং ঝুঁকিতে থাকা স্থিতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রধান। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষাকৃত কম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় বা সমস্যার সম্মুখীন হলে সহজে তা কাটিয়ে ওঠে (ফাউন্ডেশন গ্রামীণ এ্যান্ড ক্রেডিট এগ্রিকোল ২০২০; পৃ: ১)। নিচে এ সকল বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

(১) পোর্টফোলিও কর্মক্ষমতা (পারফরমেন্স): সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড মোকাবেলা করে টিকে থাকলেও কোভিডকালে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

সাধারণ ছুটির সময় অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে ঋণ বা সেবামূল্য আদায়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে সংস্থাগুলোর পিএআর (পোর্টফোলিও এ্যাট রিস্ক) বেড়েছে। যখন প্রবৃদ্ধি কমে যায়, তখন ঝুঁকিতে থাকা পোর্টফোলিও বাড়তে থাকে (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার ২০২০ পৃ: ০২)। যদিও, পিকেএসএফ-ও সংস্থাগুলো থেকে ঐ সময়ের জন্য আদায় বন্ধ রেখেছে, কিন্তু সংস্থাগুলোকে ঐ অর্থ এক সময় পিকেএসএফ-কে পরিশোধ করতে হবে। এমআরএ ২ জুন ২০২০-এ একটি প্রজ্ঞাপনে কোনো ঋণ শ্রেণিবদ্ধ না করা এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঋণ আদায়ে জোরাজুরি না করার আহবান জানায়। দেশে পিকেএসএফ-এর বাইরে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বকেয়া জুন ২০২০-এ ৬০-৭০ শতাংশে ওঠে (সাহা, সুস্মিতা ২০২০; পৃ: ১)। ত্রিশটি নেতৃস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্যা কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এসিস্ট দ্যা পুওর (সিজিএপি বা সিগ্যাপ) সম্প্রতি দেখিয়েছে যে, ত্রিশ দিনের ঝুঁকিতে থাকা পোর্টফোলিও কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের আগের তুলনায় (জুন ২০১৯) শতকরা ৪১ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার ২০২০ পৃ: ৪)। কিন্তু, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের আদায় হার ঐ সময়ে ৮০ শতাংশের ওপরে থাকে। উল্লেখ্য, সাধারণ স্বাভাবিকে সহযোগী সংস্থাসমূহের আদায় হার শতকরা ৯৭ বা তার ওপরে থাকে। সুতরাং, আদায় হারে এ ২০ শতাংশের পার্থক্যকে কোভিড-এর নেট নেতিবাচক অভিঘাত বলা চলে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের আদায় হার ঐ সময়ে ৮০ শতাংশের ওপরে থাকে। উল্লেখ্য, সাধারণ স্বাভাবিকে সহযোগী সংস্থাসমূহের আদায় হার শতকরা ৯৭ বা তার ওপরে থাকে। সুতরাং, আদায় হারে এই ২০ শতাংশের পার্থক্যকে কোভিড-এর নেট নেতিবাচক অভিঘাত বলা চলে।

(২) মাঠে ঋণ চাহিদা: ওপরে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারীদের ঋণ চাহিদা কমে গিয়েছে, যখন চতুর্দিকে একটা অনিশ্চয়তার আবহ তখন যে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসা চলছিলো তারাও নতুন ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ বাড়াতে চায়নি। সাধারণ ছুটি শেষে কার্যক্রম শুরু করা হলেও অংশগ্রহণকারীদের থেকে ঋণের আবেদন ডিসেম্বর পর্যন্ত কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী পর্যায়ে পৌঁছায়নি। জানা যায়, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে তা ডিসেম্বর ২০২০-এ-ও তা আগের তুলনায় ৮০ শতাংশও ছিলো না। এ খাতে স্বনামধন্য চিন্তন প্রতিষ্ঠান কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এ্যাসিস্ট দি পুওরেস্ট (সিগ্যাপ)-এর মতে, ক্রেতার কম চাহিদা, উচ্চ ঝুঁকি, স্বল্প ঝুঁকি সহনশীলতা এবং কঠিন নিয়ন্ত্রণ মাঠে কম চাহিদা বা কম ঋণ বিতরণের কারণ (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার ২০২০ পৃ: ০৩)।

(৩) ঋণ সংভরণ (ক্রেডিট রেশনিং): ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার ওয়েব ম্যাগাজিনে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি এবং অর্থব্যবস্থায় কেভিড-১৯-এর প্রভাব সম্বন্ধে বলা

হয়েছে, শুধুমাত্র উদীয়মান অর্থনীতিই যে চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হবে তা নয়, এমনকি তাদের অর্থব্যবস্থাও সেই সময় মানুষকে পরিষেবা পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে না (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার ২০২০ পৃঃ ০২)। তিনটি কারণে অংশগ্রহণকারীদের খর্বিত ঋণ চাহিদার সাথে সংস্থার ঋণ সংভরণের সম্পর্ক তৈরি হয়। কিছু কিছু সংস্থার পুঁজি অপ্রতুলতার কারণে তারা কম মাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা শুরু করে। যদি কোনো সংস্থার বিতরণযোগ্য পুঁজি থেকেও থাকে, তারা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কম ঋণ বিতরণ করে। যেমন, জেসিএফ, এসকেএস ফাউণ্ডেশন তারল্য বজায় রাখার জন্য মোট আদায়ের ৭০ শতাংশের বেশি মাঠে না বিতরণ করার নীতি গ্রহণ করে, যা কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ে ৮৫ শতাংশ ছিলো (সাহা সুস্মিতা ২০২০, পৃঃ ২)। এছাড়া, অধিকাংশ সংস্থা কোভিড-১৯ কালে তাদের ঝুঁকি মূল্যায়ন নীতি সমন্বয় করে যা তাদেরকে কঠোর ঋণ মূল্যায়নের দিকে ধাবিত করে এবং যে সকল ক্ষেত্রে তারা ঝুঁকির লেশমাত্র দেখে, সেখানে ঋণ বিতরণ থেকে বিরত থাকে।

(৪) পণ্য অর্পণ (প্রোডাক্ট অফার): কোভিড-১৯ সময়ে সংস্থাগুলো তাদের ঋণপণ্যে পরিবর্তন এনেছে। কেউ কোভিড-১৯ সময়ে জরুরি ঋণ প্রদান করেছে, যেখানে রেয়াতি সময় তিন মাস বা তার অধিক নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সাধারণ মেয়াদের তুলনায় দীর্ঘ। কেউ সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক এমন ঋণও প্রদান করেছে যার সেবামূল্য শতকরা ৯। সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং সরকার ও পিকেএসএফসহ বিভিন্ন অংশীজনের সহায়তায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে, অনুদানের অর্থ বিতরণ করে।

(৫) অংশগ্রহণকারীদের সাথে কাজ করা: কোভিড-১৯ কালে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতি ও মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। প্রথমদিকে সাধারণ ছুটির সময় সরাসরি যোগাযোগ একদম কমে যায়, সরেজমিনে সফরও বন্ধ থাকে। মূলত মোবাইল ফোনের যোগাযোগ একমাত্র উপায় হয়ে যায়। পরে সীমিত পর্যায়ে জুম, ভাইবার ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। অনেক সংস্থা এ সন্ধিক্ষণে তাদের পুরো তথ্য ব্যবস্থা (প্রতিবেদনসহ) ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করে ফেলে। অনেকে পালাক্রমে (রোস্টার) দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার নিয়ম চালু করে। দু' একটি ক্ষেত্রে বেতনে বা বিনা বেতনে চাকুরেদের ছুটিতে পাঠানো হয় (বিশেষ করে বয়স্ক, অসুস্থ এবং নারী চাকুরেদেরকে)। কারণ স্বাস্থ্যঝুঁকি।

(৬) খরচ কর্তন: অনেক সংস্থা কোভিড-১৯ সময়ে তাদের খরচ কমিয়ে ফেলে। এর মধ্যে কিছু কিছু খাতে খরচ একদম শূন্যে নামিয়ে আনে। যেমন, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন। বেতনের খরচ হ্রাসকরণ আর একটি বড় খাত। সম্ভবমতো কর্মচারী সরিয়ে দেয়া বা যাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য ছিলো, তাদেরকে সময়ের পূর্বেই অবসরে বা ছুটিতে

(বিনা বেতনে) পাঠানো (খুব স্বল্প নজির হলেও) হয়। কোভিড-১৯ না যাওয়া পর্যন্ত বা কাজের পরিবেশ পুরোপুরি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত বড় বিনিয়োগে না যাওয়ার বিষয়টি আগেই বলা হয়েছে।

৪.০ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

সরকার-নির্দেশিত অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সহযোগী সংস্থাসমূহ বিপদাপন্ন মানুষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। জনবলের কর্মস্থলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে রোটেশন (পালাক্রম) চালু করা, কর্মস্থলে কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখোশ ও দস্তানা ব্যবহার এবং বারে বারে হাত-মুখ ধৌত করার অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদেরকে নিজগৃহে থেকে দাপ্তরিক কর্মাদি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করা হয় (সাহা, সুস্মিতা ২০২০, পৃ: ২)।

সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে (মে ২০২০ পর্যন্ত) ২৭.০ কোটি টাকা ব্যয় করে কোভিডকালে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে চাকুরেদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ যা প্রায় ৩.৩৫ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে প্রেরণ; প্রায় ৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর ১৩৪,৪৩৮টি প্যাকেট বিতরণ; প্রায় ১২ দশমিক ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন-হ্যান্ড গ্লোভস, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ইত্যাদি বিতরণ এবং প্রায় ২ দশমিক ০৭ কোটি টাকা স্থানীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদে প্রদান।

• কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার ১০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। সহযোগী সংস্থাগুলো সরকারি এ অর্থ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে।

• পূবেই বলা হয়েছে এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণকারীদের থেকে ঋণের কিস্তি আদায় এবং সঞ্চয় গ্রহণ বন্ধ রাখে। সহযোগী সংস্থার ঋণ কার্যক্রম চালু করতে অনুমতি দেয়ার জন্য পিকেএসএফ অনুরোধ করলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সকল জেলা প্রশাসককে স্বেচ্ছাসেবী ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরামর্শ দিয়ে পত্র দেয়া হয়। সকল সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর্থিক পরিষেবার পাশপাশি পিকেএসএফ অ-আর্থিক ও কারিগরি সেবাসমূহও পুরোদমে চালু করে। (আহমদ কিউ.কে. ২০২১)।

• সংস্থাগুলোর চাকুরেরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কর্ম-এলাকাভুক্ত দরিদ্র মানুষদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের নিজ নিজ কর্ম-এলাকার মানুষের মাঝে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখে।

- অনেক সংস্থা চাকুরেদের মাধ্যমে মুখোশ, দস্তানা, স্যানিটাইজার, পিপিই (পারসোনাল প্রটেকিটভ ইক্যুইপমেন্ট) ইত্যাদি তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে বা বিনা মূল্যে বিতরণ করে।

- সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে (মে ২০২০ পর্যন্ত) ২৭.০ কোটি টাকা ব্যয় করে তাদের সংগঠিত অংশগ্রহণকারীসহ স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে চাকুরেদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ যা প্রায় ৩.৩৫ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে প্রেরণ; প্রায় ৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর ১৩৪,৪৩৮টি প্যাকেট বিতরণ; প্রায় ১২ দশমিক ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন-দস্তানা, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ইত্যাদি বিতরণ এবং প্রায় ২ দশমিক ০৭ কোটি টাকা স্থানীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদে প্রদান।

- সাধারণ ছুটি চলাকালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের পাশে থেকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, মুখোশ ব্যবহার ও সাবান দিয়ে ঘন ঘন ধরে হাত ধোয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরামর্শ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন।

- রাস্তায়, হাট-বাজারে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য সাবান, ডেটল, পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

- সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে সহযোগী সংস্থাগুলো ১,৩১৪টি অক্সিমটার, ১,৩৭৩টি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পোষাক ও মুখোশ ক্রয় করেছে এবং এই খাতে ৭৭ দশমিক ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

- পরবর্তী পর্যায়ে অনেক সহযোগী সংস্থার এ অনুদান প্রদান কয়েক গুণ বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সহযোগী সংস্থা ইপসা ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ১২,০০০ পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান করেছে; সাজেদা ফাউন্ডেশন ৮ কোটি টাকা ত্রাণ বিতরণ করে। এর মাধ্যমে ১৮,৩৯,৫৪১ জনকে হাত ধৌতকরণ পরিষেবা প্রদান করেছে।

- কোনো কোনো সংস্থা অদ্যাবধি ঐ সকল পরিষেবা পরিবেশন অব্যাহত রেখেছে। অনেক সংস্থা বাজেটে তহবিল প্রাক্কলন করেছে এবং তার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী খানার সংকট উত্তরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- অনেকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সামগ্রিক জীবন যাপন প্রণালীতে চলমান সংকট উত্তরণের নিমিত্ত জরুরি ঋণ উদ্ভাবন করে তা বিতরণ করেছে।

- করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা-পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কিছু সংস্থা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে চিকিৎসক ও সেবিকার সমন্বয়ে দল গঠন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। কয়েকটি সংস্থা তাদের কার্যালয়, অতিথিশালা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চিকিৎসক ও সেবিকাদের আবাসনের বন্দোবস্ত করে।

- করোনা আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে, কেউবা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অস্থায়ী হাসাপাতাল তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, সাজেদা ফাউন্ডেশন ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এ রকম একটি হাসপাতাল তৈরি করে।

- যে সকল সংস্থার নিজস্ব ক্লিনিক বা হাসপাতাল রয়েছে তারা কোভিড-১৯ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টসংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা প্রদান করে। যেমন: টিএমএসএস, এসএসএস, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ঐ ক্লিনিক বা হাসপাতালে স্থানীয় মানুষের কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনে থাকার ব্যবস্থা করে। অনেকে ডিসইনফেকশন চেম্বার স্থাপন করে।

- অনেক সংস্থা প্রশিক্ষিত লোকবলের মাধ্যমে আক্রান্ত পরিবারকে ঘরোয়া পরিচর্যা (হোম কেয়ার সার্ভিস) প্রদান করে।

- সংস্থার হাসপাতাল/ক্লিনিক বা ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হয় এবং স্থানীয় বা আন্তঃজেলা এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান করে।

- সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি জাতীয় অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।

- স্থানীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ মানুষের জীবনযাত্রায় এবং তাদের কার্যক্রমে কী প্রভাব রাখছে এবং এ সংকট উত্তরণে কী করণীয় তা জানার জন্য গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে (যেমন: ইপসা, রিসোর্স রিকনস্ট্রাকশন সেন্টার-রিক ইত্যাদি)।

- অনলাইনে এবং ছোট পরিসরে নিজেদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।

- সংস্থাগুলো কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যবস্থাপনিক পুনর্গঠন করে। যেমন, ব্যবস্থাপনিক কমিটি গঠন, ফোকাল পারসন নির্ধারণ, এবং বহিঃপ্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত ব্যক্তি বা দল নির্ধারণ। সকল চাকুরেদের নিজ নিজ আবাসস্থলে অবস্থান এবং অনলাইনে দাপ্তরিক কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করে। স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনসহ নানা বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ করে। এ সময়ে মানবতার সেবায় সহায়ক কার্যাবলী সম্পাদনে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যেমন সিভিল সার্জনের দপ্তর ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলে। অন্য আর একটি

সহযোগী সংস্থা কী উদ্যোগ গ্রহণ করছে তা অবলোকন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিরূপায়ণ করেছে।

- সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি রেডিওসমূহ যেমন: প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর রেডিও মহানন্দা, কোস্ট ট্রাস্ট-এর রেডিও মেঘনা, ইপসা-এর রেডিও সাগরগিরি ও দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার রেডিও সাগরদ্বীপ। কোভিড প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করে। এ সকল কমিউনিটি বেতার নারী ও শিশু অধিকার; কৃষি; জেন্ডার ইস্যু, প্রাথমিক ও সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা; জলবায়ু পরিবর্তন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির উপায় এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী প্রচারণা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহ এতোদিনে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্জাল এবং সামাজিক পুঁজিকে সফলভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি-ব্যক্তি সহযোগিতাকে কার্যকর করে। তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা ঐ সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ সীমিত রাখা বা তা মোকাবেলায় সহায়ক হয়।

- স্বল্প আয়ের মানুষ, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত তিন হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা সহায়তার আওতায় পিকেএসএফ-এর কয়েকটি সহযোগী সংস্থা এতদ্বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে ঋণ সহায়তা প্রদান শুরু করেছে। বিশেষ এ কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ জনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সেবামূল্যে ঋণ প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এ তহবিল গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পিকেএসএফ উদ্বুদ্ধ করেছে।

৫.০ কোভিড-১৯ কাল এবং কোভিড-১৯ উত্তরকালে সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমগত চ্যালেঞ্জ বা করণীয়

সরকার ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একটি ওয়েব প্রকাশনা এক্ষেত্রে দিনপঞ্জি করে সরকারি পদক্ষেপগুলো প্রকাশ করছে (বাংলাদেশ ২০২০)। এক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত বড় সংস্থাসমূহ এই সুবিধা বেশি নিতে পারবে। উৎস প্রতিষ্ঠানে যে পদক্ষেপগুলো নেয় তা প্রধানত তিন ধরনের- তহবিল ফেরৎ বন্ধ স্থগিত করা, এ সময়ের অপরিশোধিত ঋণকে বকেয়া না ধরা এবং সেবামূল্য পরিশোধ বন্ধ রাখা ইত্যাদি। এ পরিস্থিতি সংস্থাগুলোর জন্য আশু করণীয় বিষয়ে তিনটি ক্ষেত্রে সুপারিশ করা যেতে পারে:

(১) নিজস্ব কার্যক্রমে সংস্থাসমূহকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে: (ক) গ্রহিতাদের জন্য ঋণের পুনর্বিন্যাস, (খ) তারল্য নীতি হালনাগাদ করা, (গ) গ্রহিতাদের পরিষেবা এবং পণ্য সম্বন্ধে ডিজিটাইজেশন সমাধানে সমর্পিত হওয়া।

(২) সংস্থাগুলো মধ্যমেয়াদে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলো চালু করতে পারে: (ক) কৃষিবীমা পরিষেবা চালু করা, (খ) ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা পরিষেবা চালু করা, (গ) ক্ষুদ্র জীবনবীমা পরিষেবা চালু করা, (ঘ) অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায় চালু রাখা এবং উন্নয়নের জন্য অ-আর্থিক পরিষেবা বা ব্যবসায় উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান; (ঙ) আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা, (চ) কৃষিখাতের ওপর আরো জোর দেয়া এবং (ছ) নতুন ডিজিটাল পরিষেবা বা সামগ্রী ব্যবহার ও প্রদান।

কোভিড সংকট উত্তরণে সহযোগী আর্থিক চ্যালেঞ্জ সমূহ: (১) বর্ধিত ঝুঁকি প্রশমনে সতর্কতার সাথে সেবামুল্য বাড়ানো বা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত, (২) পূর্ণ ব্যবসা প্রণালী ডিজিটালাইজড করতে হলে তাদেরকে অন্যান্য খাতে (যেমন জনবলের প্রযুক্তিগত দক্ষতা) যে উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে তার নিরিখে নীতি নির্ধারণ, (৩) কোভিড-১৯ পরবর্তীকালে সম্ভাব্য তহবিল স্বল্পতা কিন্তু অর্থের বাড়তি চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন, (৪) নতুন বাস্তবতায় কার্যক্রম পরিচালনার স্থিতিস্থাপকতা।

(৩) সহযোগী সংস্থার জন্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো: (ক) অংশগ্রণকারীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা; (খ) মহামারীর অভিঘাতের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের জীবন-জীবিকার অবস্থার ওপর মাঠ জরিপ; (গ) অংশগ্রহণকারীদেরকে ঋণ এবং অনুদান প্রদান; (ঘ) অংশগ্রহণকারীদের জন্য ত্রাণ (খাদ্য, স্বাস্থ্য বা পয়ঃনিষ্কাশন দ্রব্যাদি)-এর ব্যবস্থা রাখা; (ঙ) অংশগ্রহণকারীদেরকে সহায়তার নিমিত্ত কার্যকর মানবিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ (গ্রামীণ ফাউন্ডেশন এ্যান্ড ক্রেডিট এগ্রিকোল ২০২০ পৃ: ২)।

উপরিউক্ত করণীয়সমূহের প্রেক্ষিতে তাদের জন্য যে আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলো উৎসারিত হয়, তা সংক্ষেপে: (১) বর্ধিত ঝুঁকি প্রশমনে সতর্কতার সাথে সেবামূল্য বাড়ানো বা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত, (২) পূর্ণ ব্যবসা প্রণালী ডিজিটালাইজড করতে হলে তাদেরকে অন্যান্য খাতে (যেমন: জনবলের প্রযুক্তিগত দক্ষতা) যে উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে তার নিরিখে নীতি নির্ধারণ, (৩) প্রলম্বিত কোভিড-১৯ বা পরবর্তীকালে সম্ভাব্য তহবিল স্বল্পতা কিন্তু অর্থের বাড়তি চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন, (৪) কোভিড সময়ে যত্রতত্র পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং সংকট পরবর্তীকালে নতুন বাস্তবতায় কার্যক্রম পরিচালনার স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা (দাব্রস্কা কে. ও অন্যান্য ২০২০, পৃ: ১৬)।

একটি বিষয়ের অবতারণা করে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা যুক্তিযুক্ত। ওপরে উপস্থাপিত তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে নেয়া। কোনো সূত্রই প্রয়োজন অনুসারে খুব সাম্প্রতিক নয়। সাম্প্রতিক তথ্য মাঠ থেকে এনে তা গ্রথিত করে এ রচনা বর্তমান কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে সম্ভব ছিলো না। বিভিন্ন উৎস থেকে এ সকল তথ্য উৎসারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনে যে পরিসংখ্যান, বিশেষ করে সংখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা আরো বড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, কোভিড-১৯ সময়ে হালনাগাদ তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই যোগাড় করা যায়নি। কোভিড ভয়ঙ্করভাবে চলছে; পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার এতৎসংক্রান্ত কাজ এখনও চলমান এবং কোভিড-১৯-এর উপশম না হওয়া পর্যন্ত তা চলার সম্ভাবনাই বেশি।

অধ্যায়-৯
উপসংহার ও সুপারিশ

টেকসই উন্নয়ন মানে নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া। বিশ্বময় এ প্রক্রিয়া চালুর লক্ষ্যে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্য স্থীর করা হয়েছে বলে এক ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিও বলে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ধারাবাহিকতায় এসেছে। অভীষ্টসমূহ তোড়েজোড়ে বাস্তবায়নের পথে ২০১৯ সালের শেষ দিকে কোভিড-১৯-এর আবির্ভাব ঘটলে উক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বড় ধাক্কা খায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে কোভিড-১৯ প্রশমন এবং ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া ক্ষতি থেকে উত্তরণই বিশ্বময় টেকসই উন্নয়নের মূল বিবেচ্য হয়ে উঠেছে।

ইতঃপূর্বে দৃষ্ট প্রবণতায় ২০৩০ নাগাদ বিশ্বে অতিদারিদ্র্য প্রায় প্রান্তিক রেখায় নেমে যাওয়ার কথা ছিলো। কোভিড-১৯-এর কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। জলবায়ু অভিঘাত, অস্থিরতা ইত্যাদি খাদ্য অনিরাপত্তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এর বিশেষ ভুক্তভোগী স্বল্প আয়ের দেশগুলো; আরো স্পষ্ট করে বললে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। কয়েক দশকের চেষ্টায় বিশ্বময় স্বাস্থ্যখাতে যে উন্নয়ন হয়েছে তা নস্যাৎ হয়ে যেতে বসেছে। শিক্ষাসংকট প্রকট হয়েছে, মানব ও যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞার কারণে কোভিড পৃথিবীর এক অংশ হতে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সর্বত্র গুমোট শ্বাসরুদ্ধকর আবহ তৈরি হয়েছে। এ সময়ে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। সাত শ' মিলিয়ন মানুষ নিজের আবাসস্থল থেকে অনিচ্ছায় উৎপাটিত হয়েছে। অনেক দেশে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ৬১ শতাংশ পিছিয়ে যায়। অপ্রথাগত খাতে কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, দিনমজুরি এবং যে সকল খাত এ মহামারির ঝুঁকিতে রয়েছে সে খাতগুলোর শ্রমিকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচে' বেশি কর্মহীনতার হার দেখা দিয়েছে। ২০২০ সালে মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার ৪.২ শতাংশে নেমে আসার আশঙ্কা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পায়নের গতি কোভিড-১৯-এর আগে থেকেই মন্থর ছিলো। তবে, অনেক দেশে আয়-বৈষম্য কমছিলো। কোভিড-১৯ অরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোকে মারাত্মক ক্ষতি করছে। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, নারী, অভিবাসী বা শরণার্থীরা এ গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক মন্দা উন্নয়ন সম্পদের প্রবাহ কমিয়ে দিয়েছে। কোভিড-১৯-এর অভিঘাত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

কোভিডের এ তাণ্ডবে জীবনযুদ্ধ আরো বেড়ে গেলেও এটা ভূলে গেলে চলবে না, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পৃথিবীতে করোনার চেয়ে বেশি মানুষ নিরবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্তত: সাম্প্রতিক গবেণায় তাই দেখা দেখা যায়।

মানুষের বিরূপ এবং দায়িত্বহীন আচরণ সমুদ্রগুলোর অবক্ষয়ের কারণ। কোভিড-১৯ জলজ এবং মিঠা পানির জীববৈচিত্র্য (অভীষ্ট-১৫-স্থলজ জীবন) রক্ষার কাজের বাস্তবায়ন ব্যাহত করছে। ২০১৫-২০২০ সময়ে প্রতিবছর ১০ মিলিয়ন হেক্টর করে বন ধ্বংস হয়; ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২.২ বিলিয়ন মানুষ। অনেক প্রজাতি ধ্বংস হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনে।

২০১৯ সালে যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা এবং সংঘাত থেকে পালিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা ৭৯৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমগ্রবিশ্বে যুদ্ধ বিরতি বাস্তবায়ন করে মানবিক সাহায্য পরিবেশনকে সহায়তা করার জন্য বিশ্ব সংস্থার আহবান থাকলেও তাতে তেমন কাজ হয়নি।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলের বিভক্তকরণ প্রবণতাকে উগরে দিয়েছে, বৈশ্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দু'একটি দেশের ব্যতিক্রম ছাড়া, নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোর টিকে থাকার জন্য আবশ্যক বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স)-ও কমে যাবার কথা, যদিওবা কোথাও আপাত বিরোধী প্রবণতায় রেমিটেন্স বেড়ে গিয়েছে।

মোটের ওপর, দারিদ্র্য নিরসন, ক্ষুধার অবসান, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অসমতা হ্রাসের ওপর কোভিড-১৯-এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। গুণগত শিক্ষা, লৈঙ্গিক সমতা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, অবকাঠামো, শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন, টেকসই নগর ও জনবসতি, শান্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ওপর সহনীয় মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন, জলবায়ু, সামুদ্রিক সম্পদ এবং স্থলজ জীবনের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণের সময় এখনও হয়নি।

কোভিড-১৯ থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বময় মহাসমারোহে অনেকটা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও আবিষ্কারক সকল দেশই বড় এবং ধনী। গুটি কয়েক দেশে আবিষ্কৃত এই টিকার বিশ্বব্যাপী সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা ঐ সকল দেশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য।

(২)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অনেকের তুলনায় এগিয়ে। অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগে অর্জন করেছে, অনেকগুলো বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এটি সরকারী প্রতিবেদনের ভাষ্য। সরকার ১৭টি অভীষ্টকেই চলমান অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী কাজের অগ্রগতি সমাপ্তকরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তথ্য ও পরিসংখ্যান নিশ্চিতকরণের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ বাংলাদেশেও আঘাত হেনেছে। ইতোমধ্যে ২১ হাজারের ওপর মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ২০ লাখের মতো মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। ২০২০ মার্চে শুরু হয়ে জুলাই পর্যন্ত প্রবল থাকার পর কিছুটা দুর্বল হয়ে, নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় ঢেউ বইতে শুরু করে। ২০২১ এপ্রিলের মাঝামাঝি তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। জুনের শেষ দিক থেকে মৃত্যুসংখ্যা ২০০-এর নিচে প্রায় নামছে না, বরং ২৫০ ছাপিয়ে ৩০০-এর দিকে ছুটে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ অন্য টানাপোড়েনে যুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ জাতীয় সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে। গবেষকদের মতে, কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশে ২০২০ সালেই ১.৬৪ কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হওয়ার কথা। তখন ২০ শতাংশেরও বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জীবনে প্রথমবার রাজধানী থেকে গ্রামে অভিবাসনে বাধ্য হয়, অনেকেই আর ফিরতে পারেনি।

কোভিড-১৯-এর কারণে হাঁস-মুরগি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঋণ ও শ্রমিক সরবরাহ না থাকায় মাত্র ১০ শতাংশ চালের কল খোলা থাকে।

কোভিড-১৯ সরাসরি বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলেছে। ২০২১ সালে একটি বেসরকারী আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে দেখা যায়, এ খাতে ব্যবহৃত মোট ১৪টি সূচকের মধ্যে মাত্র ৬টি সূচকে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অভীষ্ট বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। ৭৪.৫ শতাংশ শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঠিক পথে ছিলো। কোভিড-১৯-এর কারণে মার্চ ২০২০ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হলে মে-জুন-এর দিকে তা অনলাইন ব্যবস্থায় সীমিতভাবে ফিরে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভার্চুয়াল পাঠ ৪০ শতাংশের বেশি বিদ্যার্থীর কাছে পৌছায়নি। এখানেও শহরের শিক্ষার্থীদের থেকে গ্রামে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের ইতোমধ্যে বিদ্যাভাসে পিছিয়ে পড়ার কারণে সরকার ২০২০ সালের পাঠ্যক্রম মার্চ ২০২১ পর্যন্ত রপ্ত করার পরামর্শ প্রদান করে। পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীতকরণের পন্থা নির্ধারণে নীতি-নির্ধারকরা হিমশীম খাচ্ছেন।

কোভিড-১৯ নারী পুরুষকে সমানভাবে প্রভাবিত করেনি। কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বহিঃসম্পৃক্ততায় পুরুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি, তবে নারী বেশি অরক্ষিত। কারণ, তারা অধিক হারে সম্মুখ সেবায় নিয়োজিত; যদিও জাতীয় ক্ষেত্রে এ প্রবনতা সকল ক্ষেত্রে এক নয়।

২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানী ব্যবহারের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আহরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মাত্র ৩.১৫ শতাংশ জ্বালানী উৎপাদিত হয় নবায়নযোগ্য উৎস থেকে।

কোভিড-১৯ পরবর্তীকালে যে সকল দেশে পরিষ্কার জ্বালানী এবং প্রযুক্তির অভাবে নারী ও শিশু স্বাস্থ্যহানির কারণ হবে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশে

কর্মে নিয়োজিতদের আইনি সুরক্ষা ও চাকরি সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা এখনো সর্বতো হয়নি। বেকারত্বের হার দীর্ঘদিন ধরে চার শতাংশের কাছাকাছি, এখনও ১২.৮০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। কোভিড-১৯-এর কারণে বার্ষিক মোট উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে, যা ৮.২ শতাংশ হওয়ার কথা ছিলো।

বাংলাদেশে ভোগের অসমতার তুলনায় আয়ের অসমতার মাত্রা অনেক বেশি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্য বাড়লেও ভোগ বৈষম্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কারণে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে প্রায় ৪.২ লাখ শ্রমিক দেশে ফিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকে বিদেশে কায়-ক্লেশে জীবন কাটাচ্ছে; পরিবারগুলো খাদ্য অনিরাপত্তাসহ নানান সমস্যায় পড়ছে।

দ্রুত নগরায়নের পাশাপাশি দেশে বস্তির সংখ্যা বেড়েছে। কোভিডে বেশি আক্রান্ত নগর-শহরে দারিদ্র্য বেড়েছে বহুধা । অনিচ্ছার অভিবাসনে শহর এবং নগর উভয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। শহরের ক্ষুদ্র বাড়িওয়ালা, গ্রামে শহর থেকে বিতাড়িত শিক্ষার্থী এবং তাদের আয়হীন বেকার হয়ে যাওয়া অভিভাবক এই অভিবাসনের অভিঘাতের মূল শিকার।

শহরগুলো কঠিন বর্জ্য ও শিল্পবর্জ্যে আচ্ছাদিত, বায়ু দূষণে আচ্ছন্ন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সরকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে – দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, স্ব-উদ্যোগে কার্বন নির্গমন হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল বা কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ এবং জিসিএফ ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পৃথিবীতে করোনার চেয়ে বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার দূরদর্শিতা প্রদর্শন করছে।

দেশের বেশিরভাগ মৎস্যজীবীর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি সনাতন। কোভিড-১৯ এর কারণে আয়হীন জেলেরা অনিয়ন্ত্রিত এবং অনিরাপদভাবে মৎস্য আহরণে উৎকটভাবে প্রবৃত্ত হলে তা মাছের ভাণ্ডারে আঘাত হানে; জলজ জীবনে নেতিবাচক এর প্রভাব পড়ে।

কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এরই মধ্যে দেশে সুশাসন-কেন্দ্রিক কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগগুলো ব্যর্থ হলে সমগ্র টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। যদিও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব অভীষ্টের বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ও অগ্রগতি লক্ষণীয়, কোভিড-১৯-সহ অন্যান্য কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হলে বাংলাদেশও তার অংশ হারাবে। যদিও বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ প্রথম দিকে হ্রাস পায়, পড়ে তা অপ্রত্যাশিতভাবে বা আপাত বিরোধী প্রবনতায় বেড়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের এতোদিনের সকল সঞ্চয় নিয়ে দেশে চলে আসা এর প্রধান কারণ। কিন্ত এর বিপরীতে দেশে বেকারত্ব মহীরুহের আকার ধারণ করছে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার পরিমাপে কোভিড-আলামত পরীক্ষিত মানুষের সংখ্যা অনেক কম। কোভিড উত্তরণের অন্যতম পূর্বশর্ত এক্ষেত্রের উন্নতি।

কোভিড আক্রান্তদের জন্য টিকা সংগ্রহে বাংলাদেশ অনেকটা আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু প্রথমে মাত্র ভারত থেকে টিকা সংগ্রহের চুক্তিতে থাকায় এবং ভারত (হয়তো তাদের নিজ দেশে প্রবল চাহিদার কারণেই) টিকা সরবরাহে অপারগতা জানালে এক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ইত্যাদি দেশ ও কোভ্যাক্স প্লাটফর্ম থেকে টিকা সংগ্রহের চেষ্টা করে সফল হয়েছে। দেশে টিকার অভাব নেই। টিকা গ্রহণে সরকার সকলকে উদ্বুদ্ধ করছে। দেশেই টিকা উৎপাদনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

(৩)

পিকেএসএফ প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাব বজায় রেখেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের মূল কাজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিলোপ। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, সমাজভিত্তিক উন্নয়ন, প্রান্তিক অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ও মানসিক উন্নয়ন, ভূমি অধিকার, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পরিবেশগত অভিঘাত অভিযোজন ইত্যাদি বিষয়কে সমন্বিত করে দারিদ্র্য নিরসনও গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য বিলোপ অভীষ্টে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা পিকেএসএফ-এর মূল কাজ। ক্ষুধামুক্তি এই সকল কর্মের প্রথম লক্ষ্য। এ অভীষ্ট অর্জনে পিকেএসএফ-এর মূলধারা কার্যক্রম বুনিয়াদ। সমৃদ্ধি বিশেষ কর্মসূচি। লিফট কর্মসূচি, কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মাধ্যমেও এ অভীষ্টের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ খাতে সংযোগ কর্মসূচি, এফএসভিজিডি, এমএমপি, উজ্জীবিত প্রকল্পসমূহ পূর্বেকার। চলমান প্রসপারিটি অতিদরিদ্র লক্ষিত প্রধান প্রকল্প।

মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ-পিকেএসএফ-এর সংযোগ, উজ্জীবিত ইত্যাদি প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো। চলমান প্রসপারিটি প্রকল্পে তা আরো ব্যাপক। সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড এ অভীষ্টের আওতাভুক্ত।

গুণগত শিক্ষা খাতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি জোরালো পদক্ষেপ, যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ (রেমিফিকেশন) অভিঘাত প্রবল। পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের শিশু সন্তানসহ প্রতিবন্ধী,

নৃ-গোষ্ঠী ও অরক্ষিত শিশুদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-আবাসন-কর্মসংস্থান ইত্যাদি পরিষেবা প্রদানে লিফট কর্মসূচি ও প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় সীমায়িত পদক্ষেপ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন বিশেষ তহবিল রয়েছে। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, কৈশোর কর্মসূচি, সীপ প্রকল্প হতে শিশু-কিশোরদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অগ্রসর কার্যক্রম এবং পেইস, এসইপি, এমডিপি ও আরএমটিপি প্রকল্পসমূহ আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি মূল্যশৃঙ্খল ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য চিহ্নিত উপখাত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সকল বয়সী, লিঙ্গ, পরিবেশ ও প্রতিবেশে থাকা মানুষের জন্য। পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের আওতায়ই লৈঙ্গিক সমতা বিধানে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। তবে, লিফট ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এ খাতে লক্ষিত বিশেষ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল কর্মকাণ্ডে সাধারণভাবে নারী ক্ষমতায়নের চেষ্টা থাকে। তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত হিজড়াদেরকেও সীমায়িত পরিসরে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্যোগ-লক্ষিত কার্যক্রম এবং প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানিসহ সকল শোষণবঞ্চনা অবসানকল্পে পিকেএসএফ কাজ করে।

শোভন কর্মসৃষ্টি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যুবক-কিশোরদের দক্ষ করে তোলার জন্য পিকেএসএফ-এর উদ্যোগ খাতে মূলধারা কার্যক্রমের পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচি ও প্রকল্প রয়েছে।

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন অভীষ্ট সহায়ক কর্মকাণ্ড চলমান। পানি সম্পদের উন্নয়ন, উপকূলীয় ও খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে লিফট কর্মসূচি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, এসডিএল কার্যক্রম এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড রয়েছে।

উদ্যোগ-লক্ষিত কার্যক্রম এবং প্রকল্পের আওতায় উচ্চমূল্য সংযোজনী খাতগুলোতে গুরুত্ব প্রদান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার মান অর্জনের নিমিত্ত উদ্ভাবন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তার জন্য নীতিমালা তৈরি, উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিতকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যাতে পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় সেজন্যও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের বিচ্ছুরণ, বর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে অকৃষি খাতের কর্মকাণ্ড বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উৎপাদন খাতে অর্থ, প্রযুক্তি, ব্যবসায় গুচ্ছে মূল্য সংযোজনসহ অধিকতর পরিষেবা প্রদান করছে; ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নে অর্থ, সামর্থ্য উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বৈদ্যুতিন বাণিজ্য পরিষেবা প্রদান এবং বিভিন্ন অন্তর্জালে অভিগম্যতা তৈরি করে দেয়ার কর্মকাণ্ড রয়েছে।

(৪)

সহযোগী সংস্থাসমূহ লিঙ্গ, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস, ধর্ম, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে খানার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে সরাসরি পরিষেবা পরিবেশন করে, অরক্ষিত গোষ্ঠীর ভূমির অধিকারসহ অন্যান্য মানবাধিকার আদায়ে সহায়তা করে। এ সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কখনও নিজেরা বিধিমালা প্রণয়ন করে, অথবা কোনো শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে নীতিমালা পেয়ে থাকে। সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধিতেও তাদের সহায়ক কর্মকাণ্ড আছে। সহযোগী সংস্থা অংশগ্রহণকারী খানার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রতি সপ্তাহে, পক্ষে বা মাসে অন্তত একবার পরিবীক্ষণ করে। এ কারণেই তাদের প্রদত্ত পরিষেবা ব্যাংকের সনাতন আর্থিক লেনদেন থেকে গতিময়, শাণিত, নিবিড় ও গভীর (এবং কার্যকরও বটে)।

সংখ্যায় কম হলেও বেশকিছু সহযোগী সংস্থাসমূহ শহরের দরিদ্রদের আবাসন সহায়তা প্রদান এবং আঞ্চলিক বা বিশেষ গোষ্ঠীর লোকগাঁথা ইত্যাদি লালন ও সম্প্রসারণে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

দরিদ্র খানাসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সহযোগী সংস্থায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল রয়েছে। এ খাতে তারা পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। জিসিএফ-এর আওতায় বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বন্ধুচুলা ও সোলার প্যানেল জলবায়ুর অভিঘাত অভিযোজনে সহায়ক। সংস্থাগুলো বায়োগ্যাস, পরিবেশবান্ধব লাল ইট, প্রাকৃতিক সার উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, জলবায়ুজনিত কারণে উৎপাটিত মানুষকে ভূমি অধিকার বা আবাসন প্রাপ্তিতে সহায়তা করে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত প্রশমন, অভিযোজন, নিরসন ও আগাম সতর্কতার বিষয়ে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন সাধনকল্পে সহযোগী সংস্থাগুলোর কেউ কেউ খুবই স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ মৎস্য খামারিদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়নের পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদেরকে মাছের পোনা প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

বিষয়ে মূল্যশৃঙ্খল, বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জেলে ও মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা পেশা পরিবর্তনে সহায়তা করে।

এ সকল সংস্থা ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের মাধ্যম অন্তর্জাল তৈরি করা ছাড়াও বিভিন্নভাবে সামাজিক সংহতির জন্য কাজ করে। বিশেষ শ্রেণি গোষ্ঠীর উন্নয়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা; প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য আইনী পরিষেবার অভিগম্যতা তৈরি; অরক্ষিত অবস্থায় থাকা নারী ও শিশু এবং পথশিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষার উন্নয়নে আশ্রম (হোম) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

দরিদ্র–অতিদরিদ্র মানুষের জন্য এবং সাথে কাজ করা এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাজ দরিদ্র অবহেলিত মানুষের মধ্যে অর্থ সঞ্চারণ - শীর্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পদ গ্রহণ করে ব্যক্তি বা খানা পর্যায়ে উক্ত সম্পদ পরিবেশন এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে উক্ত অর্থের ফেরৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং তাদেরই উন্নয়নকল্পে উক্ত অর্থের পুনর্বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান, সরকারসহ অন্য অংশীজনের নিকটও তাদের দায়বদ্ধতা আছে। সুতরাং, এ সকল প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক তারা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধাচার নীতি বাস্তবায়ন করছে।

(৫)

ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত বা পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কার্যক্রমে কোভিড-১৯ প্রভাব ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কাজের গতি মন্থর করে দিয়েছে। ফলে, অংশগ্রহণকারীরা সাময়িকভাবে হলেও প্রাপ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের এ সকল পরিষেবা পেতে কষ্ট হয়েছে বা বিলম্বে পেয়েছে। এখনও তা-ই ঘটছে। কোভিডকালে পিকেএসএফ-এর দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম, বিভাগ বা ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ফলে, দারিদ্র্য নিরসনে কর্মসংস্থান উন্নয়ন ও সৃষ্টি বিঘ্নিত হয়। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আবশ্যকীয় পরিষেবার বাইরে চলে যায়, আরো অরক্ষিত হয়ে পড়ে।

প্রসপারিটি প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা এবং পরে শিথিলভাবে পরিচালনার কারণে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং কিশোরী বালিকাদের অপুষ্টি নিরসন কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়; গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মা, ক্ষীণ ও স্থুল অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার হ্রাসে সরকারি ব্যবস্থাকে সহায়তা করা কঠিন হয়। কৃষককে উৎপাদনশীলতা, বিপণন ও মূল্য সংযোজন খাতে সহায়তা, কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান ও অকৃষি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান, পণ্যের ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয়। শিশু, কিশোর, প্রবীণ সকলের জীবন-মান উন্নয়ন বিশেষ করে পুষ্টিবিধান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অগ্রসর

কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র খানার উদ্যোগের নতুন গুচ্ছ (ক্লাস্টার) তৈরি করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান কঠিন হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট ও কৃষি ইউনিটের আওতায় দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর বন্ধ না হলেও সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়নি। অংশগ্রহণকারীদের অনেকে খাদ্য সংকটে পড়ে। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক শ্রমখাতের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী চরম খাদ্য অনিরাপত্তার মধ্যে পড়ে। আয় প্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ায় গৃহীত ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়; ঋণের জালে আটকে যায় এদের অনেকে।

নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ক্লিনিকগুলোর পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়, যদিও পরে সীমিত আকারে চালু করা হয়। প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় সন্তান প্রসবকালীন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বৈকালিক বিদ্যালয় ও অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা বন্ধ হলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষাও ব্যাহত হয়। শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনমান উন্নয়নে এবং অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কোভিড-১৯ এ সকল কাজ বাধাগ্রস্ত করেছে।

সাপ্তাহিক উঠান বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত না হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন সচেতনতা কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। নারী ও শিশু পাচার, যৌন হয়রানি অবসানকল্পে যে সকল বিষয় আলোচিত হতো তা আলোচিত হতে পারেনি। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পরিচালিত কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। নারীর প্রতি শোষণ-বঞ্চনার অবসানকল্পে আয়, খাদ্য, সম্পদ ও অধিকার প্রাপ্তিতে সব সন্তানের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ বা শিথিল থাকে।

দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সহযোগী সংস্থাসমূহ সহযোগিতা প্রদান করে। সুপেয় পানি, ত্রাণ সরবরাহ করেছে। তবে, কোভিড-১৯-এর কারণে এ পরিবেশনা কঠিন হয়। হাত ধোয়া ও মুখোশ পরিধানের ব্যবস্থা করতে না পারা বা সচেতনতা না থাকায় অনেক অতিদরিদ্র স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে। আয়হীন মানুষের পক্ষে নামমাত্র মূল্যে পানির সরবরাহ গ্রহণও কঠিন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, কোনো কোনো প্রকল্প এলাকায় ৯৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী খানায় আয় কমে যায়।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রায় বন্ধ থাকে। ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যে পরিমাণ উদ্যোগ সৃষ্টির লক্ষ্য ছিলো তা পূরণ করা গেলেও মাঠের কর্মীবাহিনী স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে; প্রাণহানিও ঘটে। উদ্যোক্তারা কম দামে পণ্য

বিক্রয়ে বাধ্য হলে তাদের লাভজনকতা হ্রাস পায়, তরুণ-যুবদের শিক্ষা সম্পৃক্তকরণের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। অংশগ্রহণকারীদের আয়হীনতা ও তাদের কাছে বকেয়া বৃদ্ধির ফলে সংস্থার তারল্য কমে যায়, পুনঃবিনিয়োগ বন্ধ থাকে। আর্থিক টেকসহিতার ভিত দুর্বল হয়ে যায়।

অকৃষি খাত, বিশেষ করে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে অর্থ পরিষেবা বন্ধ থাকায় মূল্য সংযোজন, গুচ্ছ উৎপাদন খাত নির্মাণ এবং এ খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কাজ ব্যাহত হয়। মাঠ সম্পৃক্ত কার্যক্রমের ওপর একাধিক মূল্যায়ন ও গবেষণার কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয়।

দারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড অসমতা হ্রাসে সহায়ক। কার্যক্রম বন্ধ থাকা বা শিথিল থাকার কারণে সামাজিক অর্থনৈতিক অসমতা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বেড়েছে। পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কাজ ও সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে দরিদ্রদের প্রবেশ্যতা নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং চরাঞ্চলের অতিদরিদ্র বা সমতলে আদিবাসীদেরকে জমি ইজারা/বন্ধক অর্থায়ন বন্ধ বা শিথিল থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকে। কৃষি ও প্রাণিসম্পদের সাথে জড়িতদের আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের মূল্যশৃঙ্খল ও বিপণনে প্রদত্ত পরিষেবা এবং প্রমিত ও বৈধ পন্থায় মৎস্য আহরণে সহায়তা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

নারীর সামাজিক অবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা এবং তাদেরকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম কিছুটা হলেও থমকে যায়। শিশু, পথশিশু, যৌনজীবী মায়ের সন্তান, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণের মতো তৎপরতার অবসানে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত হয়।

(৬)

কোভিড-১৯ উত্তরণে বৈশ্বিকভাবে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক কাজ: বঞ্চনা নিরসনে আগের অর্জনকে ধরে রাখা, সর্বজনীনভাবে প্রয়োজন এমন পরিষেবার লভ্যতা নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতির ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা।

সকল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখতে হবে। কোভিড-১৯ থেকে উত্তরণে সরকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমন রূপান্তরের দিকে যাবে যা আরো স্বাস্থ্যকর, অধিকতর অভিযোজনক্ষম এবং টেকসই পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে; যেখানে বহু অংশীজনের মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতা থাকবে। প্রলম্বিত কোভিড সময়ে বা কোভিড

উত্তরকালে পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলো হবে শিক্ষা ও দক্ষতা, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, বিশুদ্ধ শক্তি ও শিল্প, ভূমির টেকসই ব্যবহার, টেকসই নগর ও ডিজিটাল প্রযুক্তি।

দৃশ্যত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, আঞ্চলিক সংগঠন এবং দেশসমূহের কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে বৃহত্তর বিনিয়োগের সাথে সাথে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। যদি সকল অঞ্চলে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষাব্যুহ গড়ে ওঠে তবে এ মহামারি ও তার প্রভাব মোকাবেলা সহজ হবে।

রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করবে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় সরকার, বেসরকারি খাত, সুধীসমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং বহুপক্ষীয় ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। শ্রম বাজার বৃদ্ধি, কোথাও পণ্য বা সেবার চাহিদা হ্রাসমান দেখা গেলে নতুন চাহিদা সৃষ্টি, স্থানভেদে বাড়তি চাহিদা পূরণ, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা দরকার। জনবলের দক্ষতা এবং একাগ্রতা এসকল কাজে একান্ত আবশ্যক। দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে স্বল্পমেয়াদে হাতে নেয়া পরিকল্পনার গতি ধরে রাখা, চাহিদা আছে এমন পণ্য বাজারে আনার পাশাপাশি প্রলম্বিত কোভিড সংকট মোকাবেলা এবং উত্তরণের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নেয়া এবং প্রকৃতির সবুজায়ন। পুনর্বার বলা উচিত, এর জন্য তহবিলের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ দরকার হবে। ঋণ সংকটের বিপরীতে দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখা, ব্যক্তি পর্যায় এবং ছোট ও মাঝারি উদ্যোগে অধিক বিনিয়োগ এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বলিষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সাফল্যের অন্যতম কারণ জাতীয় উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে একীভূত করতে সক্ষম হওয়া। অনেক দেশের তুলনায় কোভিড-১৯ আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে কম বিঘ্নিত করেছে। তবে, এখনি শেষ কথা বলার সময় আসেনি। যে প্রভাব ইতোমধ্যে ফেলেছে তা কম নয়। কোভিড-১৯ থেকে উত্তরণ এখন জাতীয় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে প্রতি অভীষ্টে কোভিডের প্রভাব চিহ্নিত করে তা প্রশমনে কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, অভীষ্ট-১ এর ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষ করে বৈদেশিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা, এনএসএসএস বাস্তবায়ন, বিবিএসের পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানো, মধ্যবিত্তের ভঙ্গুরতা রোধ এবং দারিদ্র্য বা গভীর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকি রোধ করা প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে এ সকল কৌশল বাস্তবায়নে বড় বাধা হিসেবে দেখা দিতে পারে বিদ্যমান দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। এক্ষেত্রে সবচে বেশি প্রয়োজন জীবনের নিরাপত্তা এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সামর্থ্যে তা হয়তো কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। যদি

সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দেয় তবে সরকারের উচিত হবে সম্পদে আকাশচুম্বী ধনিক শ্রেণির দিকে হাত বাড়ানো; যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে কুণ্ঠিত। ভারতে বিত্তবানরা সরকারের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কোভিড সমস্যা সমাধানে কাজ করছে; সম্পদ যোগান দিচ্ছে - হাসপাতাল হয়েছে, অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আরো সক্রিয় হয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় যাতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সে লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের ওপর জোর দিতে হবে। দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সদ্য গঠিত দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগ দিয়ে কোভিড-১৯ মহামারি থেকে টেকসই উত্তরণের জন্য দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করতে হবে। যদি পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা না মেলে তবে নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমেই যেভাবে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টা করতে হবে।

(৭)

কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় পিকেএসএফ ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কার্যালয়ে স্বাস্থ্য নিরাপত্তাব্যূহ তৈরি করা এবং জনবলের জন্য স্বাস্থ্যবিধি জজারি ও প্রয়োগ এবং সহযোগী সংস্থায় তা ছড়িয়ে দিয়ে অনুসরণের তাগিদ দিয়ে তা কার্যকর করে। একদম প্রথম দিকে হঠাৎ আয়ের পথ হারিয়ে ফেলা মানুষের মধ্যে ত্রাণ হিসেবে খাদ্য সরবরাহ করে, দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে এবং সহযোগী সংস্থাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করে। তারাও একইসাথে উক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান করে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের দেশব্যাপী যে সুসংহত অন্তর্জাল এবং সক্ষমতা রয়েছে তা সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি বা লকডাউন চলাকালে সরকারের পাশে থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহের কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে এ মহামারি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে সরকার পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি টাকার মঞ্জুরি প্রদান করে । এ অর্থ দিয়ে লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল) বা জীবিকা পুনরুদ্ধার ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। আরও বিভিন্নভাবে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, সফলতা আসে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কোভিড মহামারির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রএল্পর প্রণয়ন এক্ষেত্রে বড় সাফল্য।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি, পেইস এবং এসইপি প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোভিড-১৯ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়, অতিদরিদ্র খানায় জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

দেশে কোভিড-১৯ এখনও চলছে, সব দিকে আরো বিস্তৃত হচ্ছে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা যেতে পারে:

(১) কোভিড-১৯ না থামা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য-কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ চালু রাখা।

(২) একান্ত অরক্ষিত পরিবারসমূহকে সরকারের সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতা প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(৩) একান্ত অরক্ষিত পরিবারসমূহ যাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা যাবে না তাদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা।

(৪) ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের জীবন-মানে কোভিড-১৯-এর অভিঘাত উপশমন ও তা উত্তরণের নিমিত্ত পিকেএসএফ সরকারসহ বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হয়েছে। প্রলম্বিত কোভিড সময়ে থমকে যাওয়া এ খাতের ক্ষতিপূরণের জন্য চলমান প্রয়াস অব্যাহত রেখে তা আরো গতিশীল করা।

(৫) কোভিড-১৯ দীর্ঘ সময় যাবত বিরাজ করছে এবং অনেকটা জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের তদারকিতে সর্বতো ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সুরক্ষার চেষ্টা করা।

(৬) সাধারণ কর্মসৃজন ও কর্মবর্ধন কার্যক্রমের পাশাপাশি কোভিড-১৯ জনিত বেকারদের জন্য জরুরি ও টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে কাজ শুরু করা হয়েছে তা চলমান রাখা, সম্প্রসারিত করা।

(৭) সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড আক্রান্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহযোগিতা করেছে। এই ক্রান্তিকালে সহযোগী সংস্থা এবং পিকেএসএফ উভয়েরই উচিত তাদের বার্ষিক বাজেটে কোভিড খাতে অর্থ প্রাক্কলন করে উপযোগী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৮) কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার্থে সহযোগী সংস্থাসমূহে নিজস্ব চিকিৎসক ও সেবিকার সমন্বয়ে দল গঠন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, চিকিৎসক ও সেবিকাদের আবাসনের বন্দোবস্ত করা, কোভিড-১৯ আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার ক্ষেত্রে সহায়তা, নিজস্ব ক্লিনিক বা হাসপাতালে শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগের

চিকিৎসা প্রদান; ক্লিনিক বা ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা ইত্যাদি এছাড়াও এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান; মুখোশ, দস্তানা, স্যানিটাইজার, পারসোনাল প্রোটেকশন ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) ইত্যাদি বিতরণ; আক্রান্ত পরিবারকে ঘরোয়া পরিচর্যা প্রদান, কর্মপন্থা নির্ধারণের নিমিত্ত স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা এবং অংশজনের সাথে দূতিয়ালি, দেন-দরবার ও প্রচার ও প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড চলমান রাখা।

দরিদ্র দেশগুলো যেমন ধনী দেশের তুলনায় কোভিড টিকা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে, দেশে পর্যাপ্ত কোভিড টিকা আসলে তাতে যাতে শহর-নগরের মানুষের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র-অতিদরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা থাকে, ধনী-দরিদ্র, শহর-নগর পল্লী-চরাঞ্চল ইত্যাদি ভেদ না হয়, সেজন্য পিকেএসএফ-কে সাথে নিয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহকে কাজ করতে হতে পারে (৫৩ নম্বর পৃষ্ঠায় চিত্র-৪.৭-এ উপস্থাপিত মানচিত্রে দেখা যায় কোভিড টিকায় দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের অভিগম্যতা সমান নয়)।

(৮)

ক্ষুদ্র অর্থায়ন পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধানতম কার্যক্রম। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের আশু করণীয় তিনটি:

(১) অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঋণের পুনর্বিন্যাস, তারল্য নীতি হালনাগাদ করা এবং গ্রহিতাদের পরিষেবা ও পণ্য সম্বন্ধে ডিজিটালাইজড সমাধানে সমর্পিত হওয়ার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) মধ্যমেয়াদে কৃষিবীমা, ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা, ক্ষুদ্র জীবনবীমা, ইত্যাদি পরিষেবা চালু করা; অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায় চালু রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং উন্নয়নের জন্য অ-আর্থিক পরিষেবা বা ব্যবসায় উন্নয়ন পরিষেবা প্রদান; আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা; কৃষিখাতের ওপর আরো জোর দেয়া এবং নতুন ডিজিটাল পরিষেবা বা সামগ্রী চালু করা।

(৩) বর্ধিত ঝুঁকি প্রশমনে সতর্কতার সাথে সেবামূল্য বাড়ানো বা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত, পূর্ণ ব্যবসা প্রণালী ডিজিটালাইজড করতে হলে তাদেরকে অন্যান্য খাতে (যেমন, জনবলের প্রযুক্তিগত দক্ষতা) যে উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে তার নিরিখে নীতি নির্ধারণ, প্রলম্বিত কোভিড সময় ও পরবর্তীকালে সম্ভাব্য তহবিল স্বল্পতার মধ্যে অর্থের বাড়তি চাহিদা সামাল দেয়া এবং নতুন বাস্তবতায় কার্যক্রম পরিচালনার স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করা। একমাত্র তথ্যসমৃদ্ধ, সতর্ক এবং সর্বৈব প্রস্তুতির মাধ্যমেই সংস্থাগুলো এ ক্রান্তিকাল অতিক্রম এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন করতে পারে।

(৯)

কোভিডের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। টিকার ত্বরিত আবিষ্কার যেন বিশ্ব মানবতার মহাক্রান্তি ঘুচানোর উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ দিক হয়ে উঠেছে কোভিড ১৯-এর টিকা আবিষ্কার, তার সুষ্ঠু বণ্টন এবং দ্রুততর প্রয়োগ। টিকা এবং অন্যান্য প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হওয়া, তার উন্নতকরণ এবং বহুল ব্যবহারের ফলে হয়তো মানুষ একদিন কোভিড ১৯-কে অন্যান্য পরিচিত জ্বর যেমন, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগের কাতারে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে। তখন সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বিশ্ব আবার স্বাভাবিক পরিকল্পনা, কর্মকাণ্ড এবং জীবনযাত্রায় ফিরে যাবে। বাংলাদেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ এবং তার সহযোগী সংস্থাসমূহের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হবে। তবে, কোভিড-১৯-এর অভিঘাত পুরো পৃথিবীসহ বাংলাদেশে কতটা প্রকট হয় এবং বিশ্ব ও জাতীয় নেতৃত্ব মহামারির এ ধকল মোকাবেলায় কতটা সফল হয় তার ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে উপাত্ত বা পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ বা গবেষণা জড়িত; বৈশ্বিক, জাতীয় বা প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রেই এটি সত্য। কারণ, তথ্য-উপাত্ত ছাড়া পরিকল্পনা করা যায় না। তদুপরি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মতো এমন কাঠামোগত ব্যাপকভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে তো নয়ই। এখানে স্মর্তব্য, জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাঠামো সকল দেশ বা অঞ্চলের সামনে তুলে ধরেছে। এ সকল অভীষ্ট বাস্তবায়িত হবে দেশ বা অঞ্চলের নিজস্ব বাস্তবতা, সম্পদের লভ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ের নিরিখে। রাষ্ট্রের পরিকল্পনার আলোকে অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অংশীজনের কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে। আঞ্চলিক ফোরামের সিদ্ধান্তে আঞ্চলিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নেও এই ধারা অনুসরণ করার বিকল্প নেই। অন্য সকল বিষয়ের সাথে সাথে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার দ্বারা এই অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৈশ্বিক এবং জাতীয়ভাবে গৃহীত কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন কতটা ত্বরান্বিত হয় সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করা এবং নিয়মিত সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরকারের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করা। এ ধরনের সামর্থ্য অর্জনের পূর্বশর্ত ঐ কর্মকাণ্ডে যতো বেশি সম্ভব টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাঠামোগত পরিকল্পনার অনুসরণ বা বাস্তবায়ন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসহ সামর্থ্য অর্জন। এই সামর্থ্য অর্জনের পূর্বশর্ত আবার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের একই ধারায় কর্মকাণ্ডের তথ্য ও উপাত্ত ভাণ্ডার গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে পিকেএসএফ প্রথমেই কয়েকটি জরুরি কাজ করতে পারে: (১) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে নিজস্ব লোকবলের ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, (২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে

সহযোগী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পৃক্ত লোকবলের ধারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে যারা এ খাতের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করবেন, (৩) এ সকল বিষয়ে ত্বরিৎ ফলাফল পেতে হলে কালবিলম্ব না করে সহযোগী সংস্থার লোকবলের নিকট বোধগম্য ভাষায় সহযোগী সংস্থার কোন কর্মকাণ্ড, কিভাবে এবং কোন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক তার ওপর সহায়িকার প্রকাশনা এবং ইতোমধ্যে প্রকাশিত একান্ত প্রাথমিক প্রকাশনাগুলোর ত্বরিত বিতরণ, এবং (৪) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে সকল সহযোগী সংস্থার কমপক্ষে দু'জন লক্ষিত কর্মকর্তাকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান। কারণ, বর্তমান প্রকাশনার আদলে (আরো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে) যদি পিকেএসএফ ২০২২ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক কর্মকাণ্ডের ওপর সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করতে আগ্রহী হয় তাহলে কালবিলম্ব না করে এখনই কাজ শুরু করা। অন্তত পিকেএসএফ-এ এক্ষত্রে তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা (সরকারি নির্দেশনার কারণে এতৎসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাও তৈরি হচ্ছে)। এক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হবে একটি ছোট সমীক্ষার মাধ্যমে পিকেএসএফ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কোন অভীষ্ট বাস্তবায়নে কিভাবে সহায়তা করে তা চিহ্নিত করা এবং পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার লোকবলের মধ্যে তা বিতরণ করা। সহযোগী সংস্থা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে ছক ব্যবহৃত হবে তাও সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করতে হবে। তবে উপাত্ত ব্যবহারে অধিকতর প্রায়োগিক দক্ষতা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন অংশীজন যথা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ, সহযোগী সংস্থাসহ সকলের সাথে আলোপ করে বা তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে এ বিষয়ে এগুনো। অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলেও পিকেএসএফ-কে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। জাতিসংঘ, এডিবি, আঙ্কটাড, বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দেশের দু' একটি চিন্তন প্রতিষ্ঠান বা অধিকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানও নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। বর্তমান সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করে শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-ও সহজেই একই পথ অনুসরণ করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ শুধু যে পিকেএসএফ-এর সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নয়, বরং এর প্রতিক্রিয়ায় পিকেএসএফ-এর অন্য কর্মকাণ্ডও শানিত হবে, আধুনিকতর হবে এবং প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ বৃহত্তর পরিমণ্ডলে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে পিকেএসএফ-এর সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে; দরিদ্র-অদরিদ্রসহ সকলের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে ব্রতে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাতে আরো সাফল্য আসবে। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীও মূলধারা উন্নয়নে শামিল হবার পথ খুঁজে পাবে, অনেকে শামিল হবে। ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়নে প্রকৃত টেকসহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সে লক্ষ্য সামনে রেখে এবং যে কোন পর্যায়ে উপরিউক্ত কোনো পদক্ষেপ - পরিকল্পনা গবেষণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ - ইত্যাদি গ্রহণ করা হলে তা যাতে সহজে করা যায় সে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট/গ্রন্থপঞ্জি/তথ্য উৎস

১. বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত তথ্য উৎসমূহ

'অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন' (২০১৯), উদ্দিন, মোঃ জসীম এবং মাওলা, একিউএম গোলাম (সম্পাদিত), *বিন্দু থেকে বৃত্ত: উদ্ভাবনী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের বিচিত্র দিগন্ত*, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

আলম শামসুল (২০১৯), *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ২০১৯ ।

আহমদ, কিউ. কে (২০২১), দেশে করোনাকালে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ৪ জানুয়ারি ২০২১ ।

আহমদ, কিউ. কে. (ভাবনা, পরিকল্পনা ও উপদেশনা) (২০১৭), *দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি): একটি মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি*, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), প্রথম সংস্করণ ।

আহমাদ এফ.আর. সাদেক (২০২০), *পাদুকা শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন*, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

'এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি' (২০১৮), আহমেদ, শফি ও আহম্মাদ, এফ.আর. সাদেক (সম্পাদনা), টেকসই উন্নয়ন ও পিকেএসএফ, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

'এসডিজি প্রেক্ষাপট', আহমেদ, শফি ও আহম্মাদ, এফ. আর. সাদেক (সম্পাদনা) (২০১৮), *টেকসই উন্নয়ন ও পিকেএসএফ*, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

কবির, ই. জা. (২০১৮)ক, *অতিদরিদ্র হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা: সমস্যা ও করণীয়*, লিফট কর্মসূচি (বিশেষ কর্ম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

কবির, ই. জা. (২০১৮)খ, *আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা: পিকেএসএফ-এর করণীয়*, লিফট কর্মসূচি (বিশেষ কর্ম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

কবির, ই. জা. (২০১৮)গ, *পথশিশু: পরিষেবা, মূলধারায় আনয়নে প্রতিবন্ধকতা ও পিকেএসএফ-এর করণীয়*, লিফট কর্মসূচি (বিশেষ কর্ম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

কবির, ই. জা. (২০১৮)ঘ, *প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, প্রাপ্ত পরিষেবা, এর সীমাবদ্ধতা এবং পিকেএসএফ-এর করণীয়*, লিফট কর্মসূচি (বিশেষ কর্ম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

কবির, ই. জা. (২০১৮)ঙ, *দলিত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা: পিকেএসএফ-এর করণীয়*, লিফট কর্মসূচি (বিশেষ কর্ম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

কবির, ই. জা. (২০১৮)চ, *হাওর জীবন-জীবিকার সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও তার পরিবেশন প্রণালী*, লিফট কর্মসূচি (বিশেষ কর্ম), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

'গুচ্ছাকারে উচ্চ মূল্যমান সম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ কার্যক্রম' (২০১৯), উদ্দিন, মোঃ জসীম এবং মাওলা, একিউএম গোলাম (সম্পাদিত), *বিন্দু থেকে বৃত্ত: উদ্ভাবনী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের বিচিত্র দিগন্ত*, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

নোনাজলে সোনার ফলন: 'কাকড়া চাষ' ভ্যালু চোইন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৩), নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন, সাতক্ষীরা।

'করোনা সংকট মোকাবেলায় পিকেএসএফ' ২০২০ (জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন), ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রথম আলো ২০২০, ট্রাম্পের করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত উপদেষ্টার পদত্যাগ, উত্তর আমেরিকা ডেস্ক, https://northamerica.prothomalo.com/usa, ডিসেম্বর ২ এ অবলোকনকৃত।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০), 'প্রসপারিটি প্রকল্পের উদ্যোগে জরুরি সহায়তা কর্মসূচি', ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩), 'ফেডেক প্রকল্পের কার্যক্রম: ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ডের পরিবেশ নিরীক্ষা', পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪); ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫),'দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় পানির সংকট মোচনে PRIME প্রকল্প', ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (তথ্য সাময়িকী, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬), 'জাতীয় পানি কনভেনশন', পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৮), 'আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় হালদার ৫টি মৎস্য প্রজাতির জেনোম সিকুয়েন্সিং' ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৮), পরিশিষ্ট ০১: "অনুমোদিত উপ-প্রকল্প বিবরণী, চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডে ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প, পেইস প্রকল্প ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৮), বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৮ ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৮), বার্ষিক প্রতিবেদন পিকেএসএফ ২০১৯ ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৮), পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৮ জুলাই-সেপ্টেম্বর), ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম' এর সমাপনী, তথ্য সাময়িকী ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৯), বার্ষিক প্রতিবেদন ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৯), 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চর কুকরি মুকরিতে কমিউনিটি-ভিত্তিক ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের সারসংক্ষেপ, পেইস প্রকল্প ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৯ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯), নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প, পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০২০), ২৭/১০/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর ত্রৈমাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত লিফট কর্মসূচির সাফল্য ও কর্মসূচিভুক্ত উদ্যোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০২০), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩ এর দপ্তরের 'ঝুঁকি প্রশমন' শাখা ও 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' কার্যক্রমের ৩য় প্রাক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যপত্র ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০২১), পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন: জানয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০, জানুয়ারি ২০২১ ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (ডিসেম্বর ২০২০), ব্যবস্থাপনা তথ্য, সীপ প্রকল্প ।

'সংযোগ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা' (২০১৩ অক্টোবর-ডিসেম্বর), পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০১৮),'ভূমিকা: এসডিজির বাস্তবায়ন পথ', *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮*, এসডিজি প্রকাশনা নং জিইডি ১৫ ।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০১৯), *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন,* বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, এসডিজি প্রকাশনা, এসডিজি প্রকাশনা নং: জিইডি ২৪ ।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০২০), *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন,* বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, এসডিজি প্রকাশনা, জিইডি নং ২৪ ।

'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ও জীবনযাত্রার ওপর কোভিডের প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ' (জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০), ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ।

'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তায় তিন প্রকল্পে অতিরিক্ত ২৭৪ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহের উদ্যোগ' জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০, ত্রৈমাসিক তথ্য সাময়িকী, পিকেএসএফ ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (তথ্য সাময়িকী, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১),] 'আবাসন প্রকল্প', পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী ।

২. ইংরেজি ভাষায় প্রাপ্ত তথ্য উৎসমূহ

Ahmad, Q.K.(2016), *Sustainable Development and All That,* Pathak Samabesh, Bangladesh.

Alam Shamsul, 'SDGs Implementation: Where Does Bangladesh Stand?', The Financial Express, December 15, 2019.

Alam, Shamsul (2020), 'Engaging the Wider Stakeholders in the Implementing Sustainable Development Goals (SDGs) at the Sustainable Level in Bangladesh', General Economic Division, December 2020.

Alon T. M, Doepke M, Olmstead-Rumsey J and Tertilt M (2020), 'The impact of COVID-19 on gender equality'. Available at https://www.nber.org/ papers/w26947 (accessed 20 May 2020) UNCTAD, P. 205.

Bangladesh Bureau of Statistics (2021), *Bangladesh GDP From Manufacturing, Trading Economics,* https:// tradingeconomics. com/ bangladesh/gdp-from-manufacturing.

'Bangladesh makes progress in attaining SDGs', Dhaka Tribune, https://www.dhakatribune.com/business/2020/08/27/bangladesh-makes-progress-in-attaining-sdgs.

'Bangladesh Marching Ahead: Implementing Sustainable Development Goals (SDGs) (2016), *in Sustainable Development and All That* Ahmad, Q.K.,Pathak Samabesh, Bangladesh.

Bangladesh: Government and institution measures in response to COVID-19, https:// home.kpmg/xx/ en/home/insights/ 2020/04/ bangladesh- government- and- institution- measures-in-response-to-covid.html.

'Bangladesh's water and sanitation crisis: 2 millionLack access to safe water', https://water.org/our-impact/where-we-work/bangladesh.

Biswas T. K., Kabir I. J., Kamronnahar and Noan G. Muntasir, Impact of Microcredit on Employment Creation through Microcredit Programmes Supported by PKSF and Others: The Cases of TMSS and JCF, PKSF 2015.

Biswas, T.K.; Hasan, M.; Kamrunnahar and Kabir M. R. (2020), *Effect of COVID-19 Pandemic on the Lives and Livelihoods of the Households of ENRICH and Non-ENRICH Unions of PKSF and their Resilience,* Palli Karma-Sahyak Foundation (unpublished doc).

Biswas TK, Kabir I.J., Kamrunnahar and Noman G.M., Employment Creation through Microcredit Programs Supported by PKSF and Others: The Cases of TMSS and JCF, PKSF 2015.

Biswas TK, Sharif S, Kamrunnahar, and Huq S (2014), Graduation of Members from Extreme Poverty, Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), (Unpublished document).

'Bureau of International Labor Affairs, US Department of Labor, 'Child Labor and Forced Labor Reports: Banglades', An official website of the United States Government, https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/ reports/child-labor/bangladesh.

'Country Profile, Bangladesh, Insight Report, Global Gender Gap Report 2020', World Economic Forum, http:// www3.weforum. org/ docs/WEF_GGGR_2020.pdf, p. 58.

'Covid 19 Response, Goal 1: End Poverty in its All Forms Everywhere, Sustainable Development Goals', United Nations, https:// www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/), Accessed on 3 October 2020.

'Covid 19 Response, Goal 10: Reduce Inequality (2020); Sustainable Development Goals', United Nations, https:// www.un.org/ sustainabledevelopment/inequality// Accessed on 4 October 2020.

'Covid 19 Response, Goal 11: Sustainable Cities and Communities' (2020); Sustainable Development Goals, United Nations, https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities//, Accessed on 4 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 2: Zero Hunger, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/ sustainabledevelopment/ hunger, Accessed on 3 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 3: Good Health and Wellbeing, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/sustainable development/ health//, Accessed on 3 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 4: Quality Educatiion, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/ sustainabledevelopment/education//, Accessed on 3 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 5: Gender Equality, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/ sustainabledevelopment/gender//, Accessed on 3 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 6: Clean Water, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/ sustainabledevelopment/ water-and-sanitation//, Accessed on 3 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 7: Affordable and Clean Energy, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/ sustainabled evelopment/energy//, Accessed on 4 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 8: Sustained Development and Economic Growth, Sustainable Development Goals’, United Nations, https:// www. un.org/sustainabledevelopment/economic growth//, Accessed on 4 October 2020.

‘Covid 19 Response, Goal 9: Industries, Innovation, Infrastructure (2020); Sustainable Development Goals’, United Nations, https:// www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructureindustries//, Accessed on 4 October 2020.

‘Covid 19 Response, Sustainable Development Goals: Our Framework for Covid 19 Recovery, Sustainable Development Goals.’ United Nations, https://www.un.org/sustainabledevelopment/ sdgs- framework -for-covid-19-recovery.

‘Covid Response, Goal 11: Sustainable Cities and Communities, Sustainable Development Goals’, United Nations, https://www.un.org/ ustainable Cities and Communities.

‘Covid Response, Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls, Sustainable Development Goals,’ United Nations, https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender/.

‘Covid Response, Goal 6, Clean Water and Sanitation, Sustainable Development Goals’, United Nations Organization, https:// www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/.

‘Covid-19 Affects MFIS of Different Sizes in Different Ways, 2nd Round of Survey (June)’, 22 July 2020, Foundation Grameen and Credit Agricole, https://www.ada-microfinance. org/en/blog-news-ada/ details -news/2020/07/covid-impacts-mfis-size.

Dąbrowska K., Koryński P. and Pytkowska J. (2020), Impact of COVID-19 Pandemic on the Microfinance Sector in Europe: Field Analysis and Policy Recommendations, https://mfc.org.pl/ wp-content/ uploads/2020/10/Impact-of-COVID19-on-MF-sector.pdf.

ESCAP (18 June 2020), *Financing SDGs under A New Normal: Challenges And Response To COVID-19 Pandemic*.

‘Expanding the Horizon of Opportunities: Potential of Sea weed (April-June 2014)’, PKSF Newsletter, Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Fasi Tanzeen, H Harry A. Patrinosm. Najeeb Shafiq (2020), *The impact of COVID-19 on labor market outcomes: Lessons from past economic crises*.

Ferdousi, S. & Dehai, W (2014), ‘Economic Growth, Poverty and Inequality Trend in Bangladesh’, *Asian Journal of Social Sciences and the Humanities,* vol3 (1), February 2014; available at: http://www. ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.3(1)/AJSSH2014(3.1-01).pdf).

‘Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project’, PKSF Portal, PKSF, http://pksf-bd. org/web/?page_id=130).

Food and Agricultural Organizations of the United Nations (2020), *Rapid assessment of food and nutrition security in the context of COVID-19 in Bangladesh,* 20 May 2020.

‘Four Years of SDGs in Bangladesh and the Way Foreword, Looking Through the Prism of Non-State Actors (2019)’, Citizen Platform for SDGs, Bangladesh 2019; https://cpd.org.bd/four-years-of-sdgs-in-bangladesh-and-the-way-forward-looking-through-the-prism-of-non-state-actors.

‘From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030 (pdf)’ (2016), Washington, DC, Global Nutrition Report.

Gans, F., ‘Coronavirus Now: Where are we with vaccine distribution?’, Boston Globe newsletters@globe.com via gmail.mcsv.net).

General Economic Division (2019), *Bangladesh: Four Years of SDGs, Bangladesh Progress Report 2020, Sustainable Development Goals,* SDG Publications No. 23 by GED.

Haroon JU (January 2021), ‘Export volume exceeds pre-Covid level: Volume-wise shipments in Dec make strong rebound’, The Financial Express,.

Hossain, M. (2021), ‘Achieving Sustainable Energy Targets in Bangladesh, United Nations’, UN Chronicle, https://www.un.org/ en/chronicle/article/achieving-sustainable-energy-targets-bangladesh, 2021.

‘How Covid -19 is Affecting Microfinance’, Finance, International Banker, https://internationalbanker.com/finance/how-covid-19-is- affecting-microfinance.

International Labor Organization (2020), *Decent Work Country Porgram at a Glance, Decent Work Country Porgram,*

Bangladesh'2017-2022, https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_651961.pdf, c,,:8-9).

Kabir I. J. (2019), *Crises Afflicting the Ultra Poor: Finance for Crises Coping,* APPL, Dhaka 2019.

Kabir, I.J. & Others (2013), *Impact of Seasonal Credit on Impact on Productivity and Livelihood Improvement of Beneficiaries,* Research Cell (PKSF), 2013.

Kader, Md Fazlul (2019), Promoting Microenterprises in Bangladesh, Current Status and Future Prospects, Paper presented in Development Fair (Unpublished documents).

Karim M A (2017), People's Voice: Strenthening SDG Implementation in Bangladesh, Paper presented in Development Fair (Unpublished documents).

Khalily M.A. Baqui., Latif A, Hasan M, Nargis F, Akhter M, Muneer F, Khaleque A, Begum A, Islam S and Rabbani, A. R. (2014) Impact of PRIME Interventions at the Household Level — Fifth Round, Dhaka, Institute of Microfinance (InM) (Unpublished document).

'Sustainable Poverty Alleviation Strategy: An Analysis of the Findings and Policy Implications'(2019), *in Sustainable Poverty Alleviation through Human and Social Development,* ed in Khalily MA Baqui (ed), Khalily MA Baqui, Pathak Shamabesh , p. 216.

Khetrapal S. and Bhatia R., Impact of COVID-19, 'Pandemic on health system & Sustainable Development Goal 3' (2020), Indian J Med Res. 2020 May; 151(5): 395–399. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1920_20 PMCID: PMC7530436).

Mamun, S., 'Covid-19 pandemic puts paddy harvesting under threat in Bangladesh', Dhaka Tribune, April 14, https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/04/14/covid-19-pandemic-puts-paddy-harvesting-under-threat-in-bangladesh.

Mujeri MK (August 2020), Helping the MFIs to serve pandemic-hit poor, Financial Express, Dhaka, 2020.

Palak, Z. A., By 2030, 'Bangladesh will be the 24th largest economy. Here's how ICT is driving that growth', Oct 2019, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/ 2019/10/ bangladesh-ict-development-economic-growth.

'Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) Project', PKSF Portal, PKSF 2020, https://pksf-bd.org/web/page_id=7322).

PKSF (2016), *A Pathways to Resilience: CCCP Experience, Community Climate Change Project (CCCP),* Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF).

PKSF (2017), *Impacts of PRIME on Target Beneficiaries: Pathway Analysis,* in Sustainable Transformation Out of Extreme Poverty: The PRIME WAY, 2017.

PKSF (2018), *Project Implementation Plan, Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) in Bangladesh,* PKSF, 2018.

PKSF (2020), *Aid Memoire, Promoting Agricultural Commercialization and Enterprizes (PACE) Project, Scaling-up with Additional Financing, IFAD Design Mission, 29-16 August, 2020* (Draft).

PKSF (2020), *Aid Memoire, Promoting Agricultural Commercialization and Enterprizes (PACE) Project, Scaling-up with Additional Financing,* IFAD Design Mission, 29-16 August, 2020 (Draft).

PKSF (2020), *Development Activities of PKSF: Supplementing and Complementing, Not Overlapping,* Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF).

PKSF (2013), *The Memorandum and Articles of Association of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF),* (amended by Company's Act 1994), Palli Karma-Sahayak Foundation.

Population of Cities in Bangladesh (2021), World Population Review, https://worldpopulationreview.com/countries/cities/bangladesh.

'Promote Just, Peaceful and Inclusive Societies', https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice.

Preferatory Note, (2020) in Bangladesh Progress Report 2020, *Sustainable Development Goals: Bangladesh Progess Report,* Alam Shamsul, SDG Publications No. 23 by GED.

Rahman M. M., Participation by the NGOs in Housing for the Urban Poor in Bangladesh, *BRAC University Journal,* Vol. II, No. 1, 2005.

Robayet, S. (2020), *Country-based Assessment regarding the Consequences of the COVID 19 crises on Agricultural Value Chains and Market systems,* Palli Karma-Sahayak Foundation (Unpublished document).

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020), *The Sustainable Development Goals and COVID-19, Sustainable Development Report 2020*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021), *The Sustainable Development Repor 2021: The Decade of Action for the Sustainable Development Report*. Cambridge: Cambridge University Press

'Safer sanitation and hygiene, Quality, equitable access and sustainability', https://www.unicef.org/bangladesh/en/better-access-safe-drinking-water/safer-sanitation-and-hygiene, 22 February.

Saha, S. (2020), Microfinance Sector of Bangladesh: Impact of Covid-19 Pandemic and Post Pandemic Prospects, *IDLC Monthly Business Review,* idlc.com/MYr/article.php?id=341.

Saleh, A. (2020), In Bangladesh Covid-19 Threatens to Cause Humanitarian Crisis, Agenda, *World Economic Forum,* https://www.

weforum.org/agenda/2020/04/in-bangladesh-covid-19-could-cause-a-humanitarian-crisis/).

'SDGs and country process in Bangladesh: The Missing Links and where Assistance is an Obligation of International Community especially in Climate Compensation and Stopping Illicit Flow, Equity; BD Campaign Brief March 2017', https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/SDG-and-Country-Process-in-Bangladesh_EquityBD-Campaign-Paper.pdf).

'Sustaianable Development in Bangladesh: Goal to Zero Hunger (2020), Layers Club Bangaldesh.com, April 2020', http://lawyersclubbangladesh.com/en/2020/04/07/sustainable-development-in-bangladesh-goal-2-zero-hunger.

'Sustainable Development Report 2020, Quality Education, Seven Goals to Transform Our World, Sustainable Development Goals', https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/).

'Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Covid-19', https://dashboards.sdgindex.org/).

'Sustainable Enterprise Project (SEP)', PKSF Portal, PKSF, http://pksf-bd.org/web/page_id=7038.

'Sustainably Manage Forests: Combat Desertification, Halt and Reverse Land Degrdation, Halt Biodiversity Loss, Sustainable Development Goals', https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity.

Syfullah, M., SDGs-Bangladesh: Bangladesh needs to widely focus four areas in SDGs era, *Inter Press Service News Agency,* DeceMYer 9, 2020, http://www.ipsnews.net/bangladesh-needs-to-widely-focus- four-areas-in-sdgs-era/).

ShibliAbdullah (2020), Sustainable Development Goals: What to salvage from Covid-19, The Daily Star, May 20, https://www.thedailystar.net/opinion/open-dialogue/news/sustainable-development-goals-what-salvage-covid-19-1904155.

‘Transitioning from MDG to SDGS, Sustainable Development Goals (2020)’, *World Bank Group,* UNDP; undp.org/content/ undp/en/ home/ sustainable-development-goals/background.html.

TIB (2018), *Sustainable Development Goal 16: Preparedness, Progress and Challenges of Bangladesh: A Study of Selected Targets,* Transparency International Bangladesh.

‘UN Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis (2020), UN/DESA Policy Brief # 78: Achieving the SDGs through the COVID-19 response and recovery, 11 June 2020.

‘UN, Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis (2020)’, UN/DESA Policy Brief # 81: Impact of COVID-19 on SDG progress: a statistical perspective, 27 August 2020.

UNCTAD 2020, `SDG Pulse 2020: UNCTAD Takes the Pulse of the SDGs’, Geneva 2020, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), https://unctadstat.unctad.org/ UnctadStat Metadata/Documentation/UNCTAD_CreativeCommonsLicense3.0_IGO_EN.pdf.

UNDP 2020, ‘Background of the Sustainable Development Goals’, https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html.

UNDP 2020, ‘Transitioning from MDG to SDGS, Sustainable Development Goals’, World Bank Group; undp.org/content/ undp /en/home/sustainable-development-goals/background.html), Accessed on 10 December 2020.

UNDP (2019), ‘Sustainable Development Goals, Bangladesh Makes Impressive Progress in Partnership with UNDP’, Around the World, Bangladesh, https://www.bd.undp.org/content/ bangladesh/en/ home/ presenter/articles2019/10/11/sustainable-develoment-goals-bangladesh-makes-impressive-progre.html.

UNICEF (2018), ‘Progress for Every Child in the SDG Era (pdf)’, Wikipedia 2020, https://www.google.com/search?q= UNICEF+ 2018%

2C+Progress+for+Every+Child+in+the+SDG+Era+(pdf)%2C+Wikipedia+2020.

United Nations (2020), Sustainable Development Report 2020, https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf).

'Voluntary National Review 2020: Bangladesh, Sustainable Development Goals: Knowledge Platform', https://sustainabledevelopment.un.org/meMYerstates/bangladesh).

'Voluntary National Review 2020: Bangladesh, Sustainable Development Goals: Knowledge Platform', https://sustainabledevelopment.un.org/meMYerstates/bangladesh).

WMO 2020, 'Carbon dioxide Hit New Record, Covid Impact 'A Tiny Blip'; Climate Change; Global Pewrspective Human Stories', November 2020, https://news.un.org/en/story/2020/11/1078322).

World Bank, IBRD Dhaka (2014), *Demographic and Health Survey 2014,* https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2562, 2021.

World Economic Forum (2020), How Bangladesh's leaders should respond to the economic threats of COVID-19, Global Agenda,https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-coronavirus-bangladesh.

World Health Organization (2020), Bangladesh, Covid 19 Situation Report No 13, 25 May 2020, p 2, who- ban-covid-19-sitrep-20200525.pdf.



দায়মুক্তি: এটি একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। বিভিন্ন উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত এ গ্রন্থে উপস্থাপিত কোনো মতামত, অসামঞ্জস্য বা সীমাবদ্ধতার দায়ভার পিকেএসএফ-এর ওপর বর্তাবে না।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯, ৮১৮১৬৬৪-৬৯, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org, Web: www.pksf.bd.org

978-984-35-0792-1